Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

NB-13

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী উত্তমানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

LIBRARY
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 2/151
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 2/151
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 2/151
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক

ব্যাখ্যাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক

ব্যাখ্যাত

LIBRARY
No
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

সপ্তম সংস্করণ

সন ১৩৫৮ সাল

সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত] [মূল্য ৫৲ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী
উত্তমাশ্রম
পোঃ—ডুমুরদহ ; জেলা—হুগলী
প্রকাশকাল—৫ই বৈশাখ, সন ১৩৫৮ সাল

—প্রাপ্তিস্থান—

১। উত্তমাশ্রম—পোঃ—ডুমুরদহ ; জেলা—হুগলী
২। প্রবাসী কার্য্যালয়—১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
৩। মহেশ লাইব্রেরী—২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস
১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

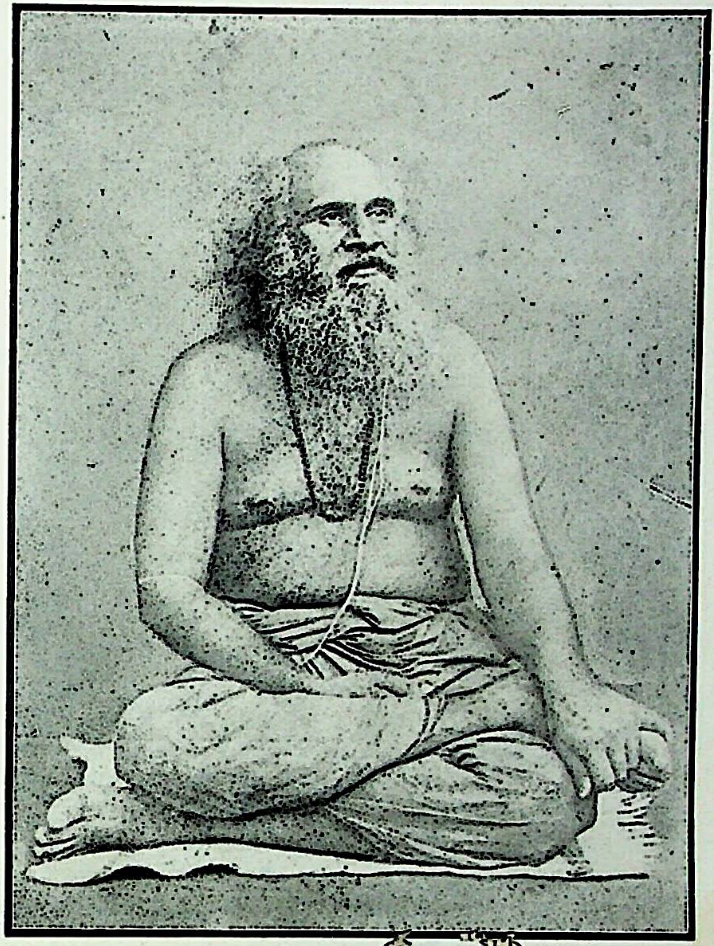

স্বামী উত্তমানন্দ

আবির্ভাব :
২১শে অগ্রহায়ণ ১২৬৬, বৃহস্পতিবার

তিরোভাব :
৩রা বৈশাখ ১৩২৩, রবিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখিয়াছিলাম মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেব 'শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ' গর্ত ২০শে কার্ত্তিক সোমবার সন ১৩৫১ সালে সসীম আবরণ পরিত্যাগ করিয়া অসীম স্বরূপে তিরোধান করিয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে ও অধিনায়কত্বে এই গীতাখানি আজ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ উত্তমাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়া সুধীসমাজে আনন্দ বিতরণ করিয়া আসিতেছিল। বস্তুতঃ আজ সপ্তম সংস্করণ প্রকাশের প্রারম্ভেও সেই কথাই বার বার হৃদয়ে আঘাত হানিতেছে। শ্রীশ্রীপরম গুরুদেব ব্যাখ্যাত গীতাখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশ করিবার সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সম্পাদনার সেই অপূর্ব্ব নৈপুণ্য, তদুপরি আত্মসমাহিত সেই ধ্যানমূর্ত্তি আজিও মানসচক্ষে জীবন্ত প্রতিভাত হইতেছে।

তাঁহারই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ও তাঁহারই কার্য্য জ্ঞান করিয়া বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, সুধীজনসমাজে বা বহু অধ্যাত্মজ্ঞানলিপ্সু মানবমনে ইহার দাবী বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও বহু পূর্ব্বেই ষষ্ঠ সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল তথাপি অনিবার্য্য কারণ বশতঃ ইহার সপ্তম সংস্করণ প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

আমাদের গীতার অগণিত পাঠকপাঠিকাগণের অকুণ্ঠ সহানুভূতির জন্য আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহাদের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আশ্রমের বহু শিষ্য, শিষ্যা ও অনুরাগী ভক্তগণের শুভকামনা করিয়া ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

পুস্তক প্রকাশের ব্যয় বর্দ্ধিত হওয়ায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সংস্করণের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। কিমধিকমিতি—

তাং ৫ই বৈশাখ, সন ১৩৫৮ সাল   প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

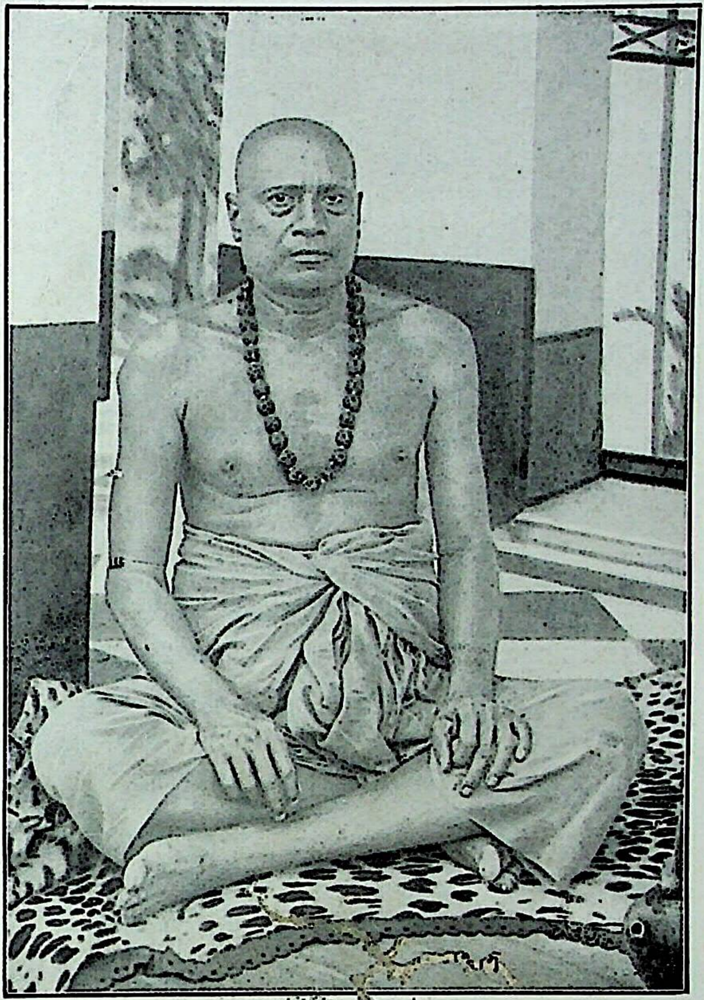

স্বামী [illegible]ানন্দ

আবির্ভাব :
১৫ই চৈত্র ১২৭১, বৃহস্পতিবার

তিরোভাব :
২০শে কার্ত্তিক ১৩[illegible]১, সোমবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

অবতরণিকা

গীতা মোক্ষধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম রত্ন। শাস্ত্রে কথিত আছে, মুমুক্ষুগণ সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত প্রস্থানত্রয় অবশ্য পাঠ করিবেন। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই দশখানি প্রধান উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, এইগুলিকেই প্রস্থানত্রয় বলে। উপনিষদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, মহামতি ব্যাসদেব তাহাই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন নামে সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের কঠিন সূত্রগুলি ভক্তিরসে সরস ও সহজবোধ্য করিবার জন্যই যেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আবির্ভাব। গীতার পাঠক্রমে উক্ত হইয়াছে,

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

গীতামাহাত্ম্যেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ"। বস্তুতঃ সমগ্র উপনিষদ্ বা বেদান্তের সার সিদ্ধান্তগুলি গীতাতে সংক্ষেপে অথচ সরলভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইজন্যই গীতা এত সার্ব্বজনীন ও সাধারণের মধ্যে এত প্রচারলাভ করিয়াছে। এইজন্যই সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই নিকট গীতার এত আদর।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরাকরণে পরাঙ্মুখ, বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ যে সকল উপদেশামৃত দান করিয়াছিলেন, সেই অমূল্য উপদেশরাজি গীতা নামে অভিহিত। সাংসারিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরাকরণে অক্ষম, ত্রিতাপতাপে জর্জ্জরিত আমরা নিয়তই মুহ্যমান ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছি। কিছুতেই স্বীয় চেষ্টায় মোহমুগ্ধ চিত্তে স্থায়ী তৃপ্তি ও স্থায়ী আনন্দ পাইতেছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দই যে আমাদের স্বরূপ, সে স্বরূপে দুঃখ দৈন্য :অবসাদের স্থান নাই—ইহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। এস সাধক, এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমরাও অর্জ্জুনের মত বলি, "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"। এস, কাতরভাবে শ্রীভগবানের কৃপা ভিক্ষা করি। তিনি ভিন্ন আমাদের এই তাপদগ্ধ হৃদয়কে কে শান্তিসুধারসে সিক্ত করিতে পারিবেন? "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্", "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি", প্রভৃতি তাঁহার আশ্বাস বাক্যগুলি স্মরণে আমাদের অবসাদ দূর হউক।

গীতার সমস্ত অংশই অধ্যাত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ। সাধনা ব্যতিরেকে ঐ তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। সংসারভোগের প্রতি অনাসক্তি, শ্রীভগবানের প্রতি প্রাণের ঐকান্তিকী ভালবাসা, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অগাধ শ্রদ্ধা ও দৃঢ় অধ্যবসায়—এইগুলিই সাধনপথের সম্বল। একমাত্র মহাপুরুষের কৃপাতেই সাধক ঐ সম্বল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। রহূগণ নৃপতিকে উপদেশচ্ছলে মহাত্মা জড়ভরত বলিয়াছিলেন—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্‌ বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ
বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকং॥

অহে রহূগণ! মহাত্মা সাধুগণের পদরজোভিষেক ব্যতীত, তপস্যা, বৈদিক ক্রিয়াদি, গৃহিজনকর্ত্তব্য অন্নাদিসংবিভাগ, বেদাভ্যাস, কিংবা জল, সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা প্রভৃতি কোন উপায়ের দ্বারাই বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।

যথার্থই, মহাপুরুষের, সদ্‌গুরুর বা ভগবৎপথের পথিকের কৃপা ও সাহায্য ব্যতিরেকে এই গীতার সম্যক্ তত্ত্ব আয়ত্ত হয় না। প্রধানতঃ সাংসারিক সাধকের জন্যই শ্রীভগবান্ গীতারূপ [illegible] উপদেশবাণী প্রচার করিয়াছেন। এই উপদেশানুসারে আপনাকে গঠিত করিতে হইবে। বৈরাগ্যমূলা অব্যভিচারিণী ভক্তিসহ অধ্যাত্ম জ্ঞান, ভগবদ্ধ্যান ও অনাসক্তহৃদয়ে মাত্র কর্ত্তব্য পালনরূপ নিষ্কাম

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
কর্মানুষ্ঠান,—এই তিনের যোগ করাই গীতোক্ত কর্মযোগ। গীতাতে শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

এই কর্মযোগকে অবলম্বন করিয়াই এই সংসাররূপ পরীক্ষা ক্ষেত্র হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই সংসারচক্র হইতে আপনাকে উদ্ধারকরতঃ ভাগবতী শান্তি লাভ করিতে হইলে, এই জ্ঞানকর্মযোগই একমাত্র অবলম্বনীয় সুগম পন্থা। জ্ঞান বল, ধ্যান বল, ভক্তি বল, আর বৈরাগ্যই বল, কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়া উত্তীর্ণ না হইলে, তাহাকে প্রকৃত জ্ঞানাদি বলিতে পারা যায় না, এবং তাহাতে পূর্ণত্বও উপস্থিত হয় না। ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ভক্তি ও ধ্যানের একত্র সমাবেশ-সহ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ পরীক্ষাক্ষেত্রে বিচরণ করা যে কতই কঠিন ব্যাপার ও ইহাতে হৃদয়ের কতই বলের প্রয়োজন, তাহা যিনি এই শুভ চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই মাত্র জানেন। শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত এই পরীক্ষাক্ষেত্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার শক্তি উপস্থিত হয় না এবং ইহাও ধ্রুব সত্য যে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইতেও হয় না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং আশ্বাস দিতেছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকর্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের হৃদয়ে স্বভাবতঃই ভগবৎতত্ত্ব অবগতির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়। তখন আমি কি, জগৎ কি, ভগবৎস্বরূপ কি প্রকার,—এই সমস্ত প্রশ্ন সাধকের হৃদয়ে উদিত হয়। এই অবস্থায় মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি সাধককে আশ্বাস দিতেছেন—"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি"। এমন এক বস্তু আছেন, যাঁহাকে জানিতে পারিলে আর কিছুই জানিবার বাকী থাকিবে না, তোমার সমস্ত প্রশ্নের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধান সমকালেই হইয়া যাইবে। সেই বস্তুটী কি? তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতিই তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। ইনিই পরমাক্ষর ব্রহ্ম। শ্রুতি আবার বলিতেছেন—"পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"। সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অবতার, আত্মা, স্থূলসূক্ষ্মাত্মক চরাচর বিশ্ব—সমস্তই তাঁহার এক পাদের বিকাশ। তাঁহার অবশিষ্ট ত্রিপাদ, অমৃতস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম। এই নির্গুণ ব্রহ্মই যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া উপাধির তারতম্যানুসারে সমস্ত বিশ্বরূপেই প্রকাশ পাইতেছেন। ইহাতে তাঁহার স্বরূপের কোন হানি হয় না।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

তিনি নির্গুণ থাকিয়াও সমকালে ঈশ্বর, আত্মা, জীব—সমস্তই হইয়া আছেন; অথচ তিনি অসঙ্গ। যেমন রজ্জু সর্ব্বদা রজ্জু থাকিয়াই সর্পরূপে প্রতিভাত হয়, যদিও বস্তুতঃ সর্প বলিয়া কিছুই নাই, একমাত্র রজ্জুই আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম চিরদিন ব্রহ্মরূপে থাকিয়াই যেন সগুণের মত, দ্বৈতের মত হইয়া প্রকাশ পান। অঘটন-ঘটনপটিয়সী মায়ার প্রভাবে তিনিই জীব ও জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। এই বিবর্ত্ত, এই অধ্যাস, আত্মায় এই অনাত্মা-ভ্রম, আমাদের স্বরূপ উপলব্ধির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। এই অধ্যাস অপনোদনের জন্য দৃঢ় বিচার ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। মাত্র মুখে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য আলোচনা করিলেই এই অধ্যাস অপনোদিত হয় না। প্রায়শ্চিত্ত, ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম্ম, জপ, স্থূল, ও সূক্ষ্ম ধ্যান, কর্ম্মফলত্যাগ প্রভৃতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রমগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শ্রীভগবানে প্রবলা ভক্তি আসিয়া থাকে। এই ভক্তিই সাধকের আত্মস্বরূপ উপলব্ধির প্রধান সহায়। এই শুদ্ধচিত্ত ও ভক্তিমান্ সাধক, গীতোক্ত "একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্", এই তিনভাবেই আত্মস্থিতি রক্ষার জন্য সতত যত্ন করিবেন। ব্রহ্মের যে চৈতন্যসত্তা সর্ব্ববস্তুতে অনুস্যূত রহিয়াছে, যে সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া এই মায়িক বিশ্ব সৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই সর্ব্বপ্রকাশক আনন্দময় চৈতন্যসত্তায় সর্ব্বদা অবস্থিত থাকিবার চেষ্টাই মুখ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনা। ব্রহ্মের এই চৈতন্যসত্তা বা বিশ্বরূপের উপাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম প্রতীক বা অবলম্বন। এই বিশ্বরূপের উপাসনা দৃঢ় ও স্বভাবসিদ্ধ হইলে সাধকের দেহাত্মবুদ্ধি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে এবং তিনি জীবন্মুক্তি লাভ করেন। এইরূপে তিনি ক্রমে অধ্যাসমুক্ত হইয়া নির্গুণ পদবীতে আরোহণ করেন ও প্রারব্ধক্ষয়ান্তে দেহাবসানে কৈবল্য লাভ করেন। সে স্বরূপাবস্থিতির আনন্দ লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীভগবানের কৃপা ও সদ্‌গুরুর অমোঘ আশীর্ব্বাদে যিনি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই ধন্য।

ওঁ তৎ সৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ

প্রারম্ভঃ

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং ।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥১॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রারম্ভ

অন্বয়ঃ। (যেন) যাঁহার দ্বারা (অখণ্ডমণ্ডলাকারং) অখণ্ড মণ্ডলের ন্যায় আকার বিশিষ্ট (চরাচরম্) স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক বিশ্ব (ব্যাপ্তং) পরিপূর্ণ রহিয়াছে, (তৎ পদং) সেই ব্রহ্মস্বরূপ (যেন) যিনি [গুরু] (দর্শিতং) দেখান, (তস্মৈ শ্রীগুরবে) সেই শ্রীগুরুদেবকে (নমঃ) প্রণাম করি।

মধুকৈটভহন্তা হয়গ্রীবরূপী শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি।

১। অন্বয়ঃ। (সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে) সর্ব্বপ্রকার বাধা বিনাশের জন্য (শুক্লাম্বরধরং) শুক্লবস্ত্রপরিহিত (শশিবর্ণা) চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর (চতুর্ভুজং) চতুর্ভুজ (প্রসন্নবদনং) সহাস্যবদন (বিষ্ণুং) বিষ্ণুকে (ধ্যায়েৎ) ধ্যান করা বিধেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥২॥
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্ ।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্ ॥৩॥
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে ।
নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ ॥৪॥
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥৫॥*

২। অন্বয়ঃ। (নারায়ণং) শ্রীবিষ্ণুর অবতাররূপী নারায়ণ ঋষি (চ) এবং (নরোত্তমং নরং এব) নরশ্রেষ্ঠ নর-ঋষিকে (দেবীং সরস্বতীং চ এব) ও দেবী সরস্বতীকে (নমস্কৃত্য) প্রণাম করিয়া (ততঃ) তদনন্তর (জয়ং উদীরয়েৎ)- জয়বাক্য উচ্চারণ করিবে।

৩। অন্বয়ঃ। (বশিষ্ঠনপ্তারং) বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, (শক্তেঃ পৌত্রং) শক্তির পৌত্র, (পরাশরাত্মজং) পরাশরের পুত্র, (শুকতাতং) শুকদেবের পিতা, (অকল্মষং) নিষ্পাপ (তপোনিধিং) তপোধন (ব্যাসং) মহর্ষি ব্যাসদেবকে (বন্দে) অভিবাদন করি।

৪। অন্বয়ঃ। (বিষ্ণুরূপায় ব্যাসায়) বিষ্ণুরূপী ব্যাস, (ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে)। ব্যাসরূপী বিষ্ণুকে (নমঃ) প্রণাম করি। (ব্রহ্মবিধয়ে) বেদবিভাগকারী (বাশিষ্ঠায় বৈ) বশিষ্ঠকুলতিলক সেই প্রসিদ্ধ ব্যাসদেবকে (নমো নমঃ) পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

৫। অন্বয়ঃ (ভগবান্ বাদরায়ণিঃ) ভগবান্ বেদব্যাস (অচতুর্বদনঃ ব্রহ্মা) চতুর্মুখবিহীন অর্থাৎ একমুখ বিশিষ্ট ব্রহ্মা, (দ্বিবাহুঃ অপরঃ হরিঃ)—

---

* পাঠান্তর বাদরায়ণঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ শ্রীগীতাকরাঙ্গন্যাসঃ।

ওঁ অস্য শ্রীভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ইতি বীজম্। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি শক্তিঃ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ইতি কীলকম্*। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইত্যনামিকাভ্যাং হুং। পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চেতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাসঃ।

দুই বাহু বিশিষ্ট অস্য বিষ্ণু [ও] (অভাললোচনঃ শম্ভুঃ) ললাটনেত্র-বিহীন শিব।

অন্বয়ঃ। (ওঁ অস্য) এই (শ্রীভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য) শ্রীভগবদ্গীতার শ্লোকমালারূপ মন্ত্রের (শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঃ ঋষিঃ) ঋষি—শ্রীভগবান্ বেদব্যাস, (অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ) ছন্দ—অনুষ্টুপ্, (শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা) দেবতা—[চরম লক্ষ্য] শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমাত্মা, (অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে) দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, (ইতি বীজম্) ইহা এই মালামন্ত্রের বীজ, (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ) অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, (ইতি শক্তিঃ) ইহা এই মালামন্ত্রের শক্তি অর্থাৎ অর্থবোধের অনুকূল যোগ্যতা, (অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ) অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ, (ইতি কীলকম্) ইহা এই মালামন্ত্রের কীলক

---

* অর্গল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইতি হৃদয়ায় নমঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি শিরসে স্বাহা। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি শিখায়ৈ বষট্। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইতি কবচায় হুং। পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথসহস্রশ ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চেতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাসঃ। শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ।

অর্থাৎ উপসংহাররূপ চরম বিষয়। (নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ) দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রের দ্বারা (অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ) উভয় তর্জ্জনী দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। (ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ) দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রের দ্বারা (তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা তর্জ্জনীদ্বয় স্পর্শ করিবে (অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ) দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রের দ্বারা (মধ্যমাভ্যাং বষট্) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা মধ্যমাদ্বয় স্পর্শ করিবে। (নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ) দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রের দ্বারা (অনামিকাভ্যাং হুং) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা অনামিকাদ্বয় স্পর্শ করিবে। (পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ) একাদশ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্র দ্বারা (কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কনিষ্ঠাদ্বয় স্পর্শ করিবে। (নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ) একাদশ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রদ্বারা (করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতল বেষ্টন করিয়া ঐ করতলে আঘাত করিবে। ইতি করন্যাস।

(নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ) ২য় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রদ্বারা (হৃদয়ায় নমঃ) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বারা বক্ষ, (ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ) ২য়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ (ইতি) এই মন্ত্রদ্বারা (শিরসে স্বাহা) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তক, (অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ) ২য় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রদ্বারা (শিখায়ৈ বষট্) দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখাস্থান, (নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ) ২য় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রদ্বারা (কবচায় হুং) দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা বামবাহু এবং বাম হস্তের সমস্ত অঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণবাহু, (পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ) ১১ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্রদ্বারা (নেত্রত্রয়ায় বৌষট্) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা দুই চক্ষু ও নাসামূল স্পর্শ করিবে। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ) ১১ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ, (ইতি) এই মন্ত্র দ্বারা (করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতল বেষ্টন করিয়া ঐ করতলে আঘাত করিবে। ইতি অঙ্গন্যাস. (শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ) শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য গীতাপাঠকর্ম্মে এই করাদিন্যাস প্রযুক্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ ধ্যানম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাঃ পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্ ।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী
মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥১॥
নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র ।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥২॥

শ্রীগীতার ধ্যান

১। অন্বয়ঃ। (অম্ব) হে মাতঃ (ভগবদ্গীতে) ভগবদ্গীতে। (স্বয়ং ভগবতা নারায়ণেন) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক (পার্থায় প্রতিবোধিতাং) অর্জ্জুনকে প্রতিবুদ্ধ করিবার জন্য বিজ্ঞাপিত (মধ্যেমহাভারতম্) মহাভারতের মধ্যে (পুরাণমুনিনা) প্রাচীন মহর্ষি (ব্যাসেন) বেদব্যাসকর্ত্তৃক (গ্রথিতাং) সুসজ্জিতা (ভবদ্বেষিণীম্) পুনর্জন্মনিবারিণী (অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীম্) অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বরূপ অমৃতবর্ষিণী, (অষ্টাদশাধ্যায়িনীম্) অষ্টাদশাধ্যায়রূপিণী; (ভগবতীং) সর্বৈশ্বর্য্যশালিনী (ত্বাং) আপনাকে (অনুসন্দধামি) আমি অনুক্ষণ চিন্তা করি।

২। অন্বয়ঃ। (ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র) প্রস্ফুটিত পদ্মের বিস্তৃত পর্ণের ন্যায় চক্ষুঃবিশিষ্ট, (বিশালবুদ্ধে) মহামতি (ব্যাস) ব্যাসদেব! (তে) আপনাকে (নমঃ অস্তু) প্রণাম করা হউক অর্থাৎ প্রণাম করি, (যেন ত্বয়া) যে আপনার দ্বারা (ভারততৈলপূর্ণঃ) মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ (জ্ঞানময়ঃ) জ্ঞানময় (প্রদীপঃ) প্রদীপ (প্রজ্বালিতঃ)-প্রজ্বালিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে ।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥৩॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৪॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দ্দনং ।
দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥৫॥
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা ।
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা ।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥৬॥

৩। অন্বয়ঃ। (প্রপন্নপারিজাতায়) শরণাগতের কল্পবৃক্ষ (তোত্রবেত্রৈক-পাণয়ে) পশুতাড়ন বেত্রদণ্ডদ্বারা শোভিতহস্ত (জ্ঞানমুদ্রায়) তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাগ্র-মিলিত জ্ঞানমুদ্রাধারী (গীতামৃতদুহে) গীতারূপ সুধাদোহনকর্ত্তা (কৃষ্ণায় নমঃ) শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

৪। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বোপনিষদঃ) উপনিষৎসমূহ (গাবঃ) গাভীসদৃশ, (গোপালনন্দনঃ) গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ (দোগ্ধা) গাভী-দোহনকর্ত্তা, (পার্থঃ বৎসঃ) কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বৎসসদৃশ, (দুগ্ধং) দুগ্ধ (মহৎ গীতামৃতং) সর্ব্বশাস্ত্রসারভূত গীতা-রূপ অমৃত, (ভোক্তা) পানকর্ত্তা (সুধীঃ) ধীর বিবেকী ব্যক্তি।

৫। অন্বয়ঃ। (বসুদেবসুতং) বসুদেবের পুত্র (কংসচানূরমর্দ্দনম্) কংস ও চানূরহন্তা (দেবকীপরমানন্দং) দেবকীর পরমানন্দপ্রদ (দেবং) দীপ্তিমান্ (জগদ্গুরুম্) জগদ্গুরু (কৃষ্ণং) শ্রীকৃষ্ণকে (বন্দে) আমি বন্দনা করি।

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেসরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্ ।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥৭॥

৬। অন্বয়ঃ। (ভীষ্মদ্রোণতটা) যে রণনদীর ভীষ্ম ও দ্রোণ উভয় তীর, (জয়দ্রথজলা) জয়দ্রথ যাহার জল, (গান্ধারনীলোৎপলা) গান্ধাররাজ শকুনি যাহাতে নীলপদ্মঃ (শল্যগ্রাহবতী) মদ্রাধিপতি শল্য যাহাতে কুম্ভীর, (কৃপেণ বহনী) কৃপাচার্য্য যাহার স্রোত, (কর্ণেন বেলাকুলা) কর্ণ যাহার বেলাভূমি, (অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা) অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ যাহার ভয়ঙ্কর মকর, (দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী) দুর্য্যোধন যে নদীতে আবর্ত্ত অর্থাৎ ঘূর্ণী, (সা রণনদী) সেই রণনদী (পাণ্ডবৈঃ খলু) পাণ্ডবগণ (উত্তীর্ণা) উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; (কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ) যে রণনদী উত্তীর্ণ হইবার কর্ণধার কেশব।

৭। অন্বয়ঃ। (অমলং) সর্ব্ববিধ দোষশূন্য, (গীতার্থগন্ধোৎকটং) গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়রূপ সুগন্ধবিশিষ্ট, (নানাখ্যানককেসরং) নানাবিধ সৎকথারূপ কেসরসংযুক্ত, (হরিকথাসম্বোধনাবোধিতং) ভগবানের জ্ঞানগর্ভ উপদেশরূপ সৌরকিরণ দ্বারা উদ্বোধিত, (লোকে) জগতে (অহরহঃ) প্রতিদিন (সজ্জনষট্পদৈঃ) সাধুজনরূপ ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক (মুদা) আনন্দের সহিত (পেপীয়মানং) পুনঃ পুনঃ পীত (কলিমলপ্রধ্বংসি) কলিকালজাত পাপনাশক, (পারাশর্য্যবচঃ সরোজং) বেদব্যাসের বাক্যরূপ সরোবরে জাত (ভারতপঙ্কজং) মহাভারতরূপ পদ্ম (নঃ) আমাদের (শ্রেয়সে) মঙ্গলের নিমিত্ত (ভূয়াৎ) হউক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥৮॥
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥৯॥

৮। অন্বয়ঃ। (যৎকৃপা) যাঁহার অনুগ্রহ (মূকং) বোবাকে (বাচালং করোতি) বাচাল করে, (পঙ্গুং) গতিশক্তিহীন খঞ্জকে (গিরিং লঙ্ঘয়তে) পর্ব্বত অতিক্রম করায়, (তং) সেই (পরমানন্দমাধবং) পরমানন্দঘনমূর্ত্তি মাধবকে (বন্দে) আমি বন্দনা করি।

৯। অন্বয়ঃ। (ব্রহ্মা) ব্রহ্মা, (বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ) বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও বায়ু (দিব্যৈঃ স্তবৈঃ) উৎকৃষ্ট স্তবসমূহ দ্বারা (যং) যাঁহাকে (স্তুন্বন্তি) স্তব করেন, (সামগাঃ) সামগায়কগণ (সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈঃ বেদৈঃ) ব্যাকরণাদি অঙ্গ, পদপাঠক্রম ও উপনিষৎসহকৃত বেদসমূহদ্বারা (যং) যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া (গায়ন্তি) গান করেন, (যোগিনঃ) যোগিগণ (ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা) ধ্যাননিবিষ্ট তদ্গতচিত্তদ্বারা (যং) যাঁহাকে (পশ্যন্তি) অনুভব করেন, (সুরাসুরগণাঃ) দেব ও দৈত্যগণ (যস্য) যাঁহার (অন্তং) সীমা (ন বিদুঃ) জানেন না, (তস্মৈ দেবায় নমঃ) সেই অনন্তদেবকে আমি প্রণাম করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥১॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (প্রণতপাল) হে শরণাগতপালক! (মহাপুরুষ) হে মহাপুরুষ! (সদা ধ্যেয়ং) সর্ব্বদা চিন্তনীয়, (পরিভবঘ্নম্) অমঙ্গলনাশক, (অভীষ্টদোহং) বাঞ্ছাপূর্ণকারী (তীর্থাস্পদং) তীর্থস্বরূপ (শিববিরিঞ্চিনুতং) শিব ও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পূজিত (শরণ্যং) আশ্রয়নীয়, (ভৃত্যার্ত্তিহং) ভক্তদুঃখহারী, (ভবাব্ধিপোতং) সংসারসমুদ্রতরণে নৌকাস্বরূপ (তে চরণারবিন্দং) ভবদীয় পাদপদ্ম (বন্দে) আমি বন্দনা করি।

২। অন্বয়ঃ। (মহাপুরুষ) হে মহাপুরুষ! (ধর্ম্মিষ্ঠ) ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! (যৎ) যে আপনি (আর্য্যবচসা) পিতৃবাক্যে (সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং) দুস্ত্যাজ্য দেববাঞ্ছিত রাজৈশ্বর্য্য (ত্যক্ত্বা) ত্যাগ করিয়া (অরণ্যং অগাৎ) বনে গিয়াছিলেন, (দয়িতয়া) সীতার (ঈপ্সিতং) অভিলষিত (মায়ামৃগং) মায়ামৃগের (অন্বধাবৎ) অনুসরণ করিয়াছিলেন, [সেই] (তে) আপনার (চরণারবিন্দং) চরণপদ্ম (বন্দে) আমি বন্দনা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ উত্তমানন্দস্বামী প্রণীত ও অনুদিত কয়েকখানি গ্রন্থ

১। স্বামী উত্তমানন্দ—বাঁধাই ২॥০, আবাঁধা ২৲

২। পাগল গুরুর পাগল চেলা

গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ব্রহ্ম, মায়া ও অপরাপ্রকৃতি এবং পরাপ্রকৃতি, পরমাত্মা ও ব্রহ্মযোগ প্রভৃতি বিষয়গুলি এই গ্রন্থে সুন্দর যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ-দ্বারা সরলভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে। মূল্য ১৷০ আনা।

৩। স্তোত্রমালা

এই গ্রন্থে শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি স্তোত্র অন্বয়মুখী বঙ্গানুবাদসহ একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বামীজি কর্ত্তৃক বিরচিত কতকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীতও পরিশিষ্টে সংযোগ করা হইয়াছে। মূল্য ২৲

৪। অষ্টাবক্রসংহিতা

(মহর্ষি অষ্টাবক্রবিরচিত অষ্টাবক্র সংহিতার সান্বয় বঙ্গানুবাদ ও পদ্যানুবাদ)

এই সংহিতায় বেদান্তের তাবৎ তত্ত্ব নিহিত আছে। মূল্য ১৷০ আনা।

৫। দিশে পাগলা—১॥০

৬। আরতি—১৲

৭। দেবমতি—৩

ইহা একখানি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। যন্ত্রস্থ

গ্রন্থ কয়েকখানি প্রাপ্তির ঠিকানা

মহেশ লাইব্রেরী—২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
উত্তমাশ্রম—ডুমুরদহ, জেলা—হুগলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

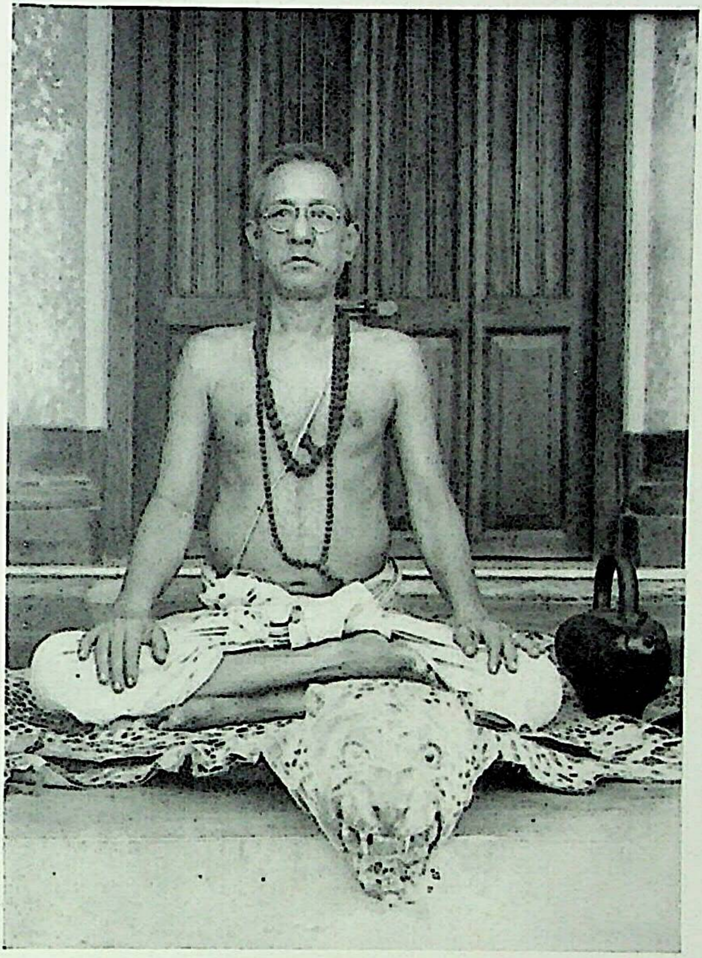

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(আশ্রমাচার্য্য)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুনবিষাদযোগঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১॥

১। অন্বয়ঃ। (ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ) ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, (সঞ্জয়) হে সঞ্জয়! (ধর্ম্মক্ষেত্রে) ধর্ম্মভূমি (কুরুক্ষেত্রে) কুরুরাজের তপস্যার স্থান কুরুক্ষেত্রে (যুযুৎসবঃ) যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প (মামকাঃ) আমার পক্ষীয় বীরগণ (পাণ্ডবাঃ চ এব) ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ (সমবেতাঃ) উপস্থিত হইয়া (কিং অকুর্ব্বত) কিরূপে যুদ্ধ করিলেন।

১। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের জন্য কৃতসঙ্কল্প আমার ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কিরূপে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

যখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন দশ দিন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ও ভীষ্মের শরশয্যা হইয়াছে। সঞ্জয় ঐ সময়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া বেদব্যাস-প্রদত্ত দিব্যনেত্র ও দিব্যকর্ণপ্রভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২॥

২। অন্বয়ঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় কহিলেন, (তদ) তখন (পাণ্ডবানীকং) পাণ্ডবসৈন্যকে (ব্যূঢ়ং) ব্যূহিত (দৃষ্ট্বা তু) দেখিয়া [ভীতচিত্তে] (রাজা দুর্য্যোধনঃ) রাজা দুর্য্যোধন (আচার্য্যং উপসঙ্গম্য) আচার্য্যসমীপে উপস্থিত হইয়া (বচনং অব্রবীৎ) কহিলেন।—

ঘটনা আদ্যোপান্ত অবগত হইয়াছিলেন। দশম দিনের পর সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র হইতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে যুদ্ধের বর্ণনা ও প্রসঙ্গতঃ অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও উত্তর-সমন্বিত গীতাশাস্ত্র বর্ণনা করেন।

কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিবার কারণ এই যে, বেদে দুইটি কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। একটি অবিমুক্তাখ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্থানভূত ব্রহ্মসদন কুরুক্ষেত্র বা বারাণসী, যেখানে জীবের প্রাণত্যাগকালে ভগবান্ রুদ্র তারকব্রহ্ম নাম দিয়া জীবকে মোক্ষদান করেন। অন্য কুরুক্ষেত্র দেবযজন ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রনামে কর্ম্মকাণ্ডে প্রসিদ্ধ। এই কুরুদেশান্তর্গত কুরুক্ষেত্রেই যুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মক্ষেত্র বলাতে ইহা ব্রহ্মসদন কুরুক্ষেত্র হইতে পৃথক, ইহাই দেখান হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র মহামুনি বেদব্যাসের নিকট তাঁহার পুত্রদের নিধন হইবে জানিতে পারিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন যে, এই স্থানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা হইবে এবং ধর্ম্মপক্ষই নিশ্চয় জয়লাভ করিবে; কারণ "যতো কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মঃ যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"।

২। সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যূহিত দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন।—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্ ।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩॥
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি ।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬॥*

৩। অন্বয়ঃ। (আচার্য্য) হে আচার্য্য! (তব) আপনার (ধীমতা) বুদ্ধিমান্ (শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ) শিষ্য দ্রুপদরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নদ্বারা (ব্যূঢ়াং) ব্যূহাকারে সজ্জিত (পাণ্ডুপুত্রাণাং এতাং মহতীং চমূং) পাণ্ডবগণের এই মহাসৈন্য (পশ্য) অবলোকন করুন।

৪—৬। অন্বয়ঃ। (অত্র) পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে (যুধি) যুদ্ধে (ভীমার্জ্জুনসমাঃ) ভীমার্জ্জুনের ন্যায় (মহেষ্বাসাঃ) মহাধনুর্দ্ধারী (শূরাঃ) বহুবীর [সন্তি] উপস্থিত। (মহারথঃ) মহারথ (যুযুধানঃ) সাত্যকি (বিরাটঃ চ) এবং বিরাট, (দ্রুপদঃ চ)

৩। হে আচার্য্য! দেখুন আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নদ্বারা ব্যূহিত পাণ্ডবগণের এই মহাসৈন্য কিরূপ সজ্জিত হইয়াছে।

৪—৬। পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনের ন্যায় মহাধনুর্দ্ধারী

---

* সাত্যকি—ইনি যদুবংশীয় বীর এবং শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য। ইনি একাকী অসংখ্য কুরুসৈন্যমধ্যে গিয়া অর্জ্জুনের সংবাদ আনিয়াছিলেন। ধৃষ্টকেতু—চেদিরাজ শিশুপালের পুত্র। চেকিতান—বৃষ্ণিবংশীয় নৃপতি। কাশীরাজ—রাজা অভিভূ। পুরুজিৎ—কুন্তিভোজের পুত্র। কুন্তিভোজ—কুন্তি ইঁহার পালিতা কন্যা। শৈব্য—শিবিদেশের রাজা। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা—পাঞ্চালরাজের পুত্রদ্বয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮॥

ও দ্রুপদ; (বীর্য্যবান্) বীর্য্যবান্ (ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ কাশীরাজঃ চ) ধৃষ্টকেতু চেকিতান ও কাশীরাজ, (নরপুঙ্গবঃ) নরশ্রেষ্ঠ (পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ চ) পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ (শৈব্যঃ চ) ও শৈব্য, (বিক্রান্তঃ) পরাক্রান্ত (যুধামন্যুঃ) যুধামন্যু (বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ) এবং বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, (সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ) সুভদ্রানন্দন ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ [সন্তি] উপস্থিত। (সর্ব্বে এব) ইহারা সকলেই (মহারথাঃ) মহারথ।

৭। অন্বয়ঃ। (দ্বিজোত্তম) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! (অস্মাকং তু) আমাদের সৈন্যমধ্যেও (যে) যাঁহারা (বিশিষ্টাঃ) প্রধান (মম সৈন্যস্য নায়কাঃ) সেনানায়ক (তান্) তাঁহাদিগকে (নিবোধ) অবগত হউন। (তে) আপনার (সংজ্ঞার্থং) অবগতির নিমিত্ত (তান্) তাঁহাদের নাম (ব্রবীমি) নিবেদন করিতেছি।

৮—৯। অন্বয়ঃ। (ভবান্) আপনি, (ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ) ভীষ্ম ও কর্ণ, (সমিতিঞ্জয়ঃ) সমরবিজয়ী (কৃপঃ) কৃপাচার্য্য (চ) এবং (অশ্বত্থামা) অশ্বত্থামা,

---

বহুবীর উপস্থিত। ঐ দেখুন সাত্যকি, বিরাটরাজ, দ্রুপদরাজ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, সুভদ্রানন্দন ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ উপস্থিত। ইহারা সকলেই মহাবিক্রমশালী শ্রেষ্ঠ মহারথ।

৭। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদের সৈন্যমধ্যেও যাঁহারা প্রধান তাঁহাদিগকেও অবগত হউন। আমার সেনানায়কগণের নাম নিবেদন করিতেছি।

৮—৯। আপনি স্বয়ং, পিতামহ ভীষ্মদেব, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপাচার্য্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥

(বিকর্ণঃ চ) বিকর্ণ, (সৌমদত্তিঃ) সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা (জয়দ্রথঃ) জয়দ্রথ (মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ) আমার জন্য জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প (অন্যে চ) আরও (বহবঃ) বহুসংখ্যক (নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ) নানাবিধ শস্ত্র ও প্রহরণবিশিষ্ট (শূরাঃ) বীরগণ [উপস্থিত]। (সর্ব্বে) ইঁহারা সকলেই (যুদ্ধবিশারদাঃ) যুদ্ধবিশারদ।

১০। অন্বয়ঃ। (ভীষ্মাভিরক্ষিতং) ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত থাকিয়াও (অস্মাকং) আমাদের (তৎ বলং) সৈন্যগণকে (অপর্য্যাপ্তং) হীনবল, (তু) কিন্তু (এতেষাং) পাণ্ডবগণের (ভীমাভিরক্ষিতং) ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত (ইদং বলং) এই সৈন্যগণকে (পর্য্যাপ্তং) অধিকতর বলসম্পন্ন [জ্ঞান হইতেছে]।

১১। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বেষু চ অয়নেষু) সমস্ত ব্যূহদ্বারে (যথাভাগং) নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে (অবস্থিতাঃ) অবস্থিত হইয়া (ভবন্তঃ সর্ব্বে) আপনারা সকলে (ভীষ্মং এব) ভীষ্মদেবকে বিশেষরূপে (অভিরক্ষন্তু) রক্ষা করিতে যত্নবান্ হউন।

অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ এবং আমার জন্য জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প যুদ্ধবিশারদ নানা অস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন আরও বহুসংখ্যক বীর উপস্থিত।

১০। ভীষ্মরক্ষিত থাকিয়াও আমাদের সৈন্যগণকে যেন হীনবল, আর ভীমরক্ষিত হইয়াও পাণ্ডবসৈন্যগণকে অধিকতর বলসম্পন্ন জ্ঞান হইতেছে।

১১। এক্ষণে আপনারা সকলে বিভাগমত নিজ নিজ ব্যূহদ্বারে স্থিত হইয়া সেনাপতি ভীষ্মদেবকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হউন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

১২। অন্বয়ঃ। (প্রতাপবান্) প্রতাপশালী (কুরুবৃদ্ধঃ) কুরুকুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন (পিতামহঃ) পিতামহ ভীষ্মদেব, (তস্য) দুর্য্যোধনের (হর্ষং সংজনয়ন্) আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত (উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য) উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিয়া (শঙ্খং দধ্মৌ) শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন।

১৩। অন্বয়ঃ। (ততঃ) তদনন্তর (শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ) শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢক্কা ও রণশৃঙ্গাদি রণবাদ্য (সহসা এব) তৎক্ষণাৎ (অভ্যহন্যন্ত) বাজিয়া উঠিল; (সঃ শব্দঃ) সেই মিলিত শব্দ (তুমুলঃ অভবৎ) অতি ভীষণ হইল।

১৪। অন্বয়ঃ। (ততঃ) প্রতিপক্ষের রণবাদ্য ও শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া

১২। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধনের আনন্দোৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য মহাপ্রতাপশালী, কুরুকুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পিতামহ ভীষ্মদেব উচ্চ সিংহনাদ করিয়া নিজ শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন।

১৩। সেনাপতি ভীষ্মদেবের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া কুরুসৈন্যমধ্যে মহোৎসাহে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, রণশৃঙ্গ ও ঢক্কাদি রণবাদ্য সকল এমন বেগে বাজিয়া উঠিল যে সেই মিলিত শব্দ অতি ভীষণ হইল।

১৪। প্রতিপক্ষের রণবাদ্য ও শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে আরূঢ় শ্রীভগবান্ ও অর্জ্জুন নিজ নিজ অপ্রাকৃত শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

(শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে) শ্বেতাশ্বযুক্ত (মহতি স্যন্দনে) মহারথে (স্থিতৌ) আরূঢ় (মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব) শ্রীভগবান্ ও অর্জ্জুন (দিব্যৌ শঙ্খৌ) অপ্রাকৃত শঙ্খদ্বয় (প্রদধ্মতুঃ) ধ্বনিত করিলেন।

১৫—১৬। অন্বয়ঃ। (হৃষীকেশঃ) শ্রীভগবান্ (পাঞ্চজন্যং) পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খ, (ধনঞ্জয়ঃ) ধনঞ্জয় (দেবদত্তং) দেবদত্তনামক শঙ্খ, (ভীমকর্ম্মা) ভীষণকর্ম্মা (বৃকোদরঃ) ভীমসেন (মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং) পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ, (কুন্তীপুত্রঃ) রাজা যুধিষ্ঠিরঃ) কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির (অনন্তবিজয়ং) অনন্তবিজয়নামক, (নকুলঃ সহদেবঃ চ) নকুল ও সহদেব (সুঘোষমণিপুষ্পকৌ) সুঘোষ ও মণিপুষ্পকনামক শঙ্খদ্বয় (দধ্মৌ) বাদিত করিলেন।

১৭—১৮। অন্বয়ঃ। (পৃথিবীপতে) হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! (পরমেষ্বাসঃ মহাধনুর্দ্ধর (কাশ্যঃ চ) কাশীরাজ, (মহারথঃ শিখণ্ডী চধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ) মহারথ

১৫-১৬। শ্রীভগবান্ পাঞ্চজন্যনামক, ধনঞ্জয় দেবদত্তনামক ও ভীষণকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ, কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়নামক, নকুল সুঘোষনামক, ও সহদেব মণিপুষ্পকনামক শঙ্খ বাদিত করিলেন।

১৭—১৮। হে মহারাজধৃতরাষ্ট্র! মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অপরাজেয় সাত্যকি, দ্রুপদরাজ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাটরাজ, (অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ) অপরাজেয় সাত্যকি, দ্রুপদরাজ এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ) মহাবীর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু (সর্ব্বশঃ) ইহাঁরা সকলেই (পৃথক্ পৃথক্) নিজ নিজ পৃথক্ (শঙ্খান্) শঙ্খ (দধ্মুঃ) ধ্বনিত করিলেন।

১৯। অন্বয়ঃ। (সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ) পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের মহান্ শঙ্খধ্বনি (নভঃ চ) নভোমণ্ডল (পৃথিবীং চ এব) এবং পৃথিবীমণ্ডল (অভ্যনুনাদয়ন্) ভীষণ প্রতিধ্বনিদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া (ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং) আপনার পুত্রগণের (হৃদয়ানি) হৃদয় (ব্যদারয়ৎ) বিদীর্ণ অর্থাৎ কম্পিত করিল।

২০। অন্বয়ঃ। (মহীপতে) হে মহারাজ! (অথ) অনন্তর (কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ) কপিধ্বজ মহাবীর অর্জ্জুন (ধার্ত্তরাষ্ট্রান্) আপনার পুত্রদিগকে (ব্যবস্থিতান্) যুদ্ধার্থ প্রস্তুত (দৃষ্ট্বা) দেখিয়া (শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে) অস্ত্রনিক্ষেপে

মহাবীর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ইত্যাদি মহারথগণ সকলেই নিজ নিজশঙ্খ ধ্বনিত করিলেন।

১৯। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের মহান্ শঙ্খধ্বনি পৃথিবীমণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে ভীষণ প্রতিধ্বনিদ্বারা পরিপূরিত করিয়া যেন আপনার পুত্রগণের ও তাঁহাদের পক্ষীয় বীরগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

২০। হে মহারাজ! কপিধ্বজ মহাবীর অর্জ্জুন, আপনার পুত্রগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া অস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইয়া ধনু উত্তোলন-পূর্ব্বক শ্রীভগবান্‌কে কহিলেন।—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

প্রবৃত্ত হইয়া (ধনুঃ উদ্যম্য) ধনু উত্তোলন করিয়া (তদা) তখন (হৃষীকেশং) শ্রীভগবান্‌কে (ইদং বাক্যং আহ) এই কথা বলিলেন।—

২১। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন বলিলেন, (অচ্যুত) হে অচ্যুত ! (উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে) উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে (মে রথং) আমার রথ (স্থাপয়) স্থাপন করুন।

২২। অন্বয়ঃ। (যাবৎ) যতক্ষণ (অহম্) আমি (এতান্) এই সমস্ত (যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্) যুদ্ধকামনায় অবস্থিত বীরগণকে (নিরীক্ষে) দেখিয়া লই, (অস্মিন্ রণসমুদ্যমে) এই যুদ্ধব্যাপারে (কৈঃ সহ) কাহাদের সহিত (ময়া যোদ্ধব্যম্) আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, [ততক্ষণ পর্য্যন্ত উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন]।

২৩। অন্বয়ঃ। (অত্র যুদ্ধে) এই যুদ্ধে (দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য) দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের (প্রিয়চিকীর্ষবঃ) মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী (যে এতে) যাঁহারা (সমাগতাঃ)

২১। অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত ! উভয় সৈন্যের ঠিক মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন করুন।

২২। যতক্ষণ না আমি দেখিয়া লই যুদ্ধের জন্য কোন্ কোন্ বীর উপস্থিত এবং আমাকেই বা কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ততক্ষণ উভয় সৈন্যের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন।

২৩। এই যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন্ কোন্ বীরপুরুষ যুদ্ধকামনায় উপস্থিত, তাহাও দেখিয়া লই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

উপস্থিত, (যোৎস্যমানান্) যুদ্ধকামী [তান্] সেই বীরগণকে (অহম্) আমি (অবেক্ষে) দেখিয়া লই।

২৪—২৫। অন্বয়ঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় কহিলেন, (ভারত) হে ভারত ধৃতরাষ্ট্র! (গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ) অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া (হৃষীকেশঃ) শ্রীভগবান্ (উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে) উভয় সেনার মধ্যে (ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ) ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখে (সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ) এবং সমস্ত রাজগণের সম্মুখে (রথোত্তমম্) দিব্যরথ (স্থাপয়িত্বা) স্থাপন করিয়া, (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (এতান্ সমবেতান্) এই সমবেত (কুরূন্) কুরুসৈন্যগণকে (পশ্য) দর্শন কর, (ইতি উবাচ) এই কথা বলিলেন।

২৬। অন্বয়ঃ। (তত্র) তথায় (পার্থঃ) অর্জ্জুন (উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি)

২৪—২৫। সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! জিতনিদ্র অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সমস্ত রাজগণের সম্মুখে রথশ্রেষ্ঠ কপিধ্বজকে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই সমগ্র কুরুসৈন্য দর্শন কর।

২৬। অর্জ্জুন দেখিলেন, তথায় উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে পিতৃব্যগণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাণ্ডীবং সংস্রতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে (স্থিতান্) উপস্থিত (পিতৄন্) পিতৃব্যগণ (অথ) এবং (পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্ শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ) পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, মিত্রগণ ও হিতাকাঙ্ক্ষিগণকে (অপশ্যৎ) দেখিতে পাইলেন।

২৭। অন্বয়ঃ। (সঃ কৌন্তেয়ঃ) অর্জ্জুন (তান্ সর্ব্বান্) সেই সকল (বন্ধূন্) আত্মীয়বর্গকে (অবস্থিতান্) যুদ্ধার্থ উপস্থিত (সমীক্ষ্য) দেখিয়া (পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ) স্নেহার্দ্রচিত্তে (বিষীদন্) বিলাপ করিতে করিতে (ইদং অব্রবীৎ) ইহা বলিলেন।—

২৮-২৯। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (ইমান্) এই সকল (যুযুৎসূন্) যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক (স্বজনান্) আত্মীয়গণকে

পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, মিত্রগণ এবং হিতাকাঙ্ক্ষিগণ উপস্থিত রহিয়াছেন।

২৭। অর্জ্জুন এই আত্মীয়বর্গকে যুদ্ধার্থ উপস্থিত দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বিলাপ করিতে করিতে ইহা কহিলেন।—

২৮-২৯। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যুদ্ধের জন্য উপস্থিত এই সকল আত্মীয়কে দেখিয়া আমার শরীর কম্পিত, মুখ শুষ্ক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন চ শক্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

(সমবস্থিতান্) উপস্থিত (দৃষ্ট্বা) দেখিয়া (মম) আমার (গাত্রাণি) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (সীদন্তি) শিথিল হইতেছে, (মুখং চ) মুখ (পরিশুষ্যতি) শুষ্ক হইতেছে। (মে) আমার (শরীরে) শরীরে (বেপথুঃ চ) কম্প (রোমহর্ষঃ চ জায়তে) ও রোমাঞ্চ হইতেছে। (হস্তাৎ) হস্ত হইতে (গাণ্ডীবং) গাণ্ডীব (সংস্রতে) খসিয়া পড়িতেছে (ত্বক্ চ এব) এবং গাত্রচর্ম্ম (পরিদহ্যতে) যেন জ্বলিয়া যাইতেছে।

৩০। অন্বয়ঃ। (কেশব) হে কেশব! (অবস্থাতুং) [আমি] স্থির হইতে (ন শক্লোমি) পারিতেছি না, (মে) আমার (মনঃ চ) মন (ভ্রমতি ইব) যেন ঘূর্ণায়মান হইতেছে (বিপরীতানি নিমিত্তানি চ) এবং দুর্লক্ষণ সকল (পশ্যামি) দেখিতেছি।

৩১। অন্বয়ঃ। (আহবে) এই যুদ্ধে (স্বজনং) আত্মীয়গণকে (হত্বা) বিনাশ করিয়া (শ্রেয়ঃ চ ন অনুপশ্যামি) কি মঙ্গল লাভ হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (ন বিজয়ং ন রাজ্যং ন চ সুখানি কাঙ্ক্ষে) বিজয়, রাজ্য এবং সুখ চাহি না।

রোমাঞ্চিত। হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং গাত্রচর্ম্ম যেন জ্বলিয়া যাইতেছে।

৩০। হে কেশব; আমার মন যেন ঘূর্ণায়মান হইতেছে, আমি স্থির হইতে পারিতেছি না; আবার নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি।

৩১। হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধে আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া কি মঙ্গললাভ হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভকরতঃ রাজ্যসুখ ভোগ করিতে চাহি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪॥

৩২-৩৫। অন্বয়ঃ। (গোবিন্দ) হে গোবিন্দ। (নঃ) আমাদের (রাজ্যেন কিং) রাজ্য লইয়া কি হইবে? (ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং) ভোগ লইয়াই বা কি হইবে এবং জীবনধারণেই বা কি ফল? (যেষাং অর্থে) যাহাদের জন্য (নঃ) আমাদের (রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং) রাজ্য, ভোগ ও সুখের আকাঙ্ক্ষা, (তে ইমে) সেই এই (আচার্য্যাঃ) আচার্য্যগণ, (পিতরঃ) পিতৃগণ, (পুত্রাঃ চ) পুত্রগণ, (তথা এব পিতামহাঃ) পিতামহগণ, (মাতুলাঃ) মাতুলগণ, (শ্বশুরাঃ) শ্বশুরগণ, (পৌত্রাঃ) পৌত্রগণ, (শ্যালাঃ) শ্যালকগণ (সম্বন্ধিনঃ তথা) এবং আত্মীয়বন্ধুগণ (প্রাণান্ ধনানি চ) জীবনাশা ও ধনাশা (ত্যক্ত্বা) পরিত্যাগ করিয়া (যুদ্ধে অবস্থিতাঃ) যুদ্ধের জন্য অবস্থিত। (মধুসূদন) হে মধুসূদন! (ঘ্নতঃ অপি) ইহারা আমাকে বধ করিলেও (এতান্) ইহাদিগকে (ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি) ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত

৩২-৩৫। হে গোবিন্দ! যাহাদের জন্যই রাজ্য, ভোগ ও সুখের আকাঙ্ক্ষা, সেই আচার্য্যগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ ও আত্মীয়বন্ধুগণ জীবনাশা ও ধনাশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থিত। এই আত্মীয়বর্গকে হত্যা করিয়া রাজ্য লইয়া কি হইবে, ভোগ লইয়াই বা কি হইবে, জীবনধারণেই বা কি ফল? হে মধুসূদন! ইহারা আমাকে বধ করিলেও ত্রিলোকের আধিপত্য পাইবার জন্যও ইহাদিগকে বিনষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।*
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

হইলেও (হন্তুং) বিনষ্ট করিতে (ন ইচ্ছামি) ইচ্ছা করি না, (নু মহীকৃতে কিং) সামান্য পৃথিবীরাজ্যের জন্য কি তাঁহাদিগকে বধ করিব ? (জনার্দ্দন) হে জনার্দ্দন ! (ধার্ত্তরাষ্ট্রান্) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে (নিহত্য) বধ করিয়া (নঃ) আমাদের (কা প্রীতিঃ স্যাৎ) কি সুখ হইবে ?

৩৬। অন্বয়ঃ। (এতান্) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ (আততায়িনঃ) [অপি] আততায়ী হইলেও ইহাদিগকে (হত্বা) বধ করিলে (পাপম্ এব অস্মান্ আশ্রয়েৎ) পাপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে। (তস্মাৎ) অতএব (বয়ং) আমরা (সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্) সবান্ধব উহাদিগকে (হন্তুম্ ন অর্হাঃ) হত্যা করিতে পারি না। (মাধব) হে মাধব ! (স্বজনং) আত্মীয়দিগকে (হত্বা) হত্যা করিয়া (কথং কি প্রকারে (সুখিনঃ স্যাম) সুখী হইব ?

করিতে ইচ্ছা করি না ; এই সামান্য পৃথিবী-রাজ্যের জন্য তাঁহাদিগকে বধ করিব ? হে জনার্দ্দন ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখলাভ হইবে ?

৩৬। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যদিও আততায়ী অর্থাৎ উহারাই অন্যায় করিয়া আমাদের পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়াছে, আবার আমাদিগকে হত্যা করিবার জন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত, তথাপি সবান্ধবে উহাদিগকে বধ করিলে আমাদিগকে পাপস্পর্শ করিবে ; অতএব উহাদিগকে হত্যা করিতে চাহি না। হে মাধব ! আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া কি প্রকারে সুখী হইব ?

---

* আততায়ী—গোপনে ও অতর্কিতভাবে হত্যাকারী ও ধনাদি হরণকারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন ॥৩৮॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯॥

৩৭-৩৮। অন্বয়ঃ। (যদ্যপি) যদিও (এতে) দুর্য্যোধনাদি (লোভোপহতচেতসঃ) লোভে অন্ধ হইয়া (কুলক্ষয়কৃতং দোষং) কুলক্ষয়রূপ ভীষণ পরিণামকে (মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্) এবং আত্মীয়হত্যারূপ পাতককে (ন পশ্যন্তি) দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি (জনার্দ্দন) হে জনার্দ্দন! (কুলক্ষয়কৃতং দোষং) কুলক্ষয়রূপ মহাদোষকে (প্রপশ্যদ্ভিঃ) দেখিতে পাইয়াও (অস্মাভিঃ) আমাদের (অস্মাৎ পাপাৎ) এই জ্ঞাতিবধরূপ পাপ হইতে (নিবর্ত্তিতুং) প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য (কথং) কেন (ন জ্ঞেয়ম্) জ্ঞান না হইবে?

৩৯। অন্বয়ঃ। (কুলক্ষয়ে) কুলক্ষয় হইলে (সনাতনাঃ) চিরাচরিত (কুলধর্ম্মাঃ) কুলধর্ম্ম (প্রণশ্যন্তি) নষ্ট হয়, (উত) এবং (ধর্ম্মে নষ্টে) কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে (অধর্ম্মঃ) বহুবিধ পাপাচরণ (কৃৎস্নং) সমস্ত (কুলং) কুলকে (অভিভবতি) গ্রাস করে।

৩৭-৩৮। যদিও দুর্য্যোধনাদি বীরগণ লোভে অন্ধ হইয়া এই যুদ্ধের কুলক্ষয়রূপ ভীষণ পরিণামকে এবং আত্মীয়হত্যারূপ পাতককে দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি হে জনার্দ্দন! ঐকুলক্ষয়রূপ মহাদোষকে দেখিতে পাইয়াও আমাদের এই জ্ঞাতিবধরূপ মহাপাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য কেন জ্ঞান না হইবে?

৩৯। কুলক্ষয় হইলে প্রাচীন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে বহুবিধ পাপাচরণ সমস্ত কুলকে গ্রাস করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥

৪০। অন্বয়ঃ। (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (অধর্ম্মাভিভবাৎ) কুলে পাপাচার প্রবেশ করিলে (কুলস্ত্রিয়ঃ) কুলস্ত্রীগণ (প্রদুষ্যন্তি) দূষিতা হন; (বার্ষ্ণেয়) হে বার্ষ্ণেয়! (স্ত্রীষু দুষ্টাসু) কুলস্ত্রীগণ আচারভ্রষ্ট হইলে (বর্ণসঙ্করঃ) বর্ণসঙ্কর (জায়তে) উৎপন্ন হয়।

৪১। অন্বয়ঃ। (সঙ্করঃ) বর্ণসঙ্করগণের উৎপত্তি (কুলঘ্নানাং) কুলনাশিগণের (কুলস্য চ) ও কুলের (নরকায় এব) নরকলাভের কারণ। (এষাং হি) কুলনাশকারিগণের (পিতরঃ) পূর্ব্বপুরুষগণ (লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ) পিণ্ডতর্পণাদি প্রাপ্ত না হইয়া (পতন্তি) অধঃপতিত হন।

৪২। অন্বয়। (কুলঘ্নানাং) কুলনাশকগণের (এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ) বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কারণস্বরূপ এই সকল দোষে (শাশ্বতাঃ)

৪০। হে কৃষ্ণ! কুলে পাপাচার প্রবেশ করিলেই কুলস্ত্রীগণ দূষিতা হন; হে বার্ষ্ণেয়! কুলস্ত্রীগণ আচারভ্রষ্টা হইলেই বর্ণসঙ্কর* উৎপন্ন হয়।

৪১। বর্ণসঙ্করগণের উৎপত্তি কুলনাশিগণের ও কুলের নরকলাভের কারণ। কুলনাশকারিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ পিণ্ডতর্পণাদি প্রাপ্ত না হইয়া অধঃপতিত হন।

৪২। বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কারণস্বরূপ এই সকল দোষে কুলনাশকগণের সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে।

---

* বিভিন্নবর্ণের স্ত্রীপুরুষমিলনে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥
অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

সনাতন (জাতিধর্ম্মাঃ) জাতিধর্ম্ম (কুলধর্ম্মাঃ চ) ও কুলধর্ম্ম (উৎসাদ্যন্তে) নষ্ট হইয়া থাকে।

৪৩। অন্বয়ঃ। (জনার্দ্দন) হে জনার্দ্দন! (উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং) কুলধর্ম্মভ্রষ্ট অধর্ম্মাচারিগণের (নিয়তং) নিরন্তর (নরকে বাসঃ) নরকে বাস (ভবতি) হয়, (ইতি অনুশুশ্রুম) এইরূপ শুনিয়াছি।

৪৪। অন্বয়ঃ। (অহোবত) অহো। কি দুঃখের বিষয়! (বয়ং) আমরা (মহাপাপং কর্ত্তুং) মহাপাপ করিবার জন্য (ব্যবসিতাঃ) কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি; (যৎ) যেহেতু (রাজ্যসুখলোভেন) তুচ্ছ রাজ্যসুখ লাভের জন্য (স্বজনং) আত্মীয়গণকে (হন্তুং) বিনাশ করিতে (উদ্যতাঃ) প্রস্তুত হইয়াছি।

৪৫। অন্বয়ঃ। (যদি) যদি (শস্ত্রপাণয়ঃ) অস্ত্রধারী (ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ) বিপক্ষগণ (অশস্ত্রং অপ্রতীকারং মাং) অস্ত্রত্যাগ করিয়া প্রতীকারে বিরত থাকিলে

৪৩। হে জনার্দ্দন! এইরূপ শুনিয়াছি যে, কুলধর্ম্মভ্রষ্ট অধর্ম্মাচারিগণকে নিরন্তর নরকে বাস করিতে হয়।

৪৪। অহো! কি দুঃখের বিষয়! আমরা কি মহাপাপ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি; যেহেতু তুচ্ছ রাজ্যসুখলাভের জন্য আত্মীয়গণকে বিনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

৪৫। আমি অস্ত্রত্যাগকরতঃ প্রতীকারে বিরত থাকিলে এই অস্ত্রধারী বিপক্ষগণ যদি আমাকে হত্যা করে, তাহা হইলে কি মঙ্গলের বিষয়ই হয়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

আমাকে (রণে) যুদ্ধে (হন্যুঃ) হত্যা করে, (তৎ) তাহা হইলে (মে) আমার (ক্ষেমতরং) বিশেষ মঙ্গলের বিষয় (ভবেৎ) হয়।

৪৬। অন্বয়ঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় বলিলেন, (অর্জ্জুনঃ) অর্জ্জুন (এবং উক্ত্বা) এইরূপ বলিয়া (সংখ্যে) যুদ্ধস্থলে (সশরং চাপং) ধনুর্ব্বাণ (বিসৃজ্য) পরিত্যাগপূর্ব্বক (শোকসংবিগ্নমানসঃ) শোকবিমূঢ়চিত্তে (রথোপস্থে) রথোপরি (উপাবিশৎ) উপবিষ্ট হইলেন।

৪৬। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! শোকবিমূঢ়চিত্ত মহাবীর অর্জ্জুন এই সকল বাক্য বলিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগকরতঃ রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাংখ্যযোগঃ।

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় কহিলেন, (মধুসূদনঃ) শ্রীভগবান্ (তথা কৃপয়াবিষ্টং) সেইরূপ করুণরসার্দ্রচিত্ত (অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্) গলদশ্রুলোচন (বিষীদন্তং) বিষাদগ্রস্ত (তম্) অর্জ্জুনকে (ইদং বাক্যং উবাচ) এই বাক্য বলিলেন ।—

২। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন ! (কুতঃ) কোথা হইতে (বিষমে) এই মহা সঙ্কটকালে (অনার্য্যজুষ্টং) আর্য্যগণের অযোগ্য, (অস্বর্গ্যং) স্বর্গগতিরোধক, (অকীর্ত্তিকরং) অযশস্কর (ইদং) এই (কশ্মলং) বুদ্ধিবিপর্য্যয় (ত্বা) তোমাতে (সমুপস্থিতম্) উপস্থিত হইল ?

১। সঞ্জয় কহিলেন, তখন গলদশ্রুলোচন, করুণরসার্দ্রচিত্ত, বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ কহিলেন ।—

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন ! এই মহাসঙ্কটকালে আর্য্যগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪॥

৩। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (ক্লৈব্যং) নির্ব্বীর্য্য ক্লীবভাব (মাস্মগমঃ) প্রাপ্ত হইও না, (ত্বয়ি) তোমার পক্ষে (এতৎ) ইহা (ন উপপদ্যতে) একান্ত অযোগ্য। (পরন্তপ) হে পরন্তপ অর্জ্জুন! (ক্ষুদ্রং) হীন (হৃদয়দৌর্ব্বল্যং) হৃদয়দৌর্ব্বল্য (ত্যক্ত্বা) পরিত্যাগ করিয়া (উত্তিষ্ঠ) উত্থিত হও।

৪। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (অরিসূদন মধুসূদন) হে শত্রুহন্তা মধুসূদন! (সংখ্যে) যুদ্ধে (অহং) আমি (কথং) কি প্রকারে (পূজার্হৌ) পূজা পাইবার যোগ্য (ভীষ্মং দ্রোণং চ) ভীষ্ম ও দ্রোণকে (ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি) অস্ত্রাঘাত করিব?

অযোগ্য, স্বর্গগতিরোধক, অবশস্কর এই বুদ্ধিবিপর্য্যয় কোথা হইতে তোমাতে উপস্থিত হইল?

৩। হে পার্থ! ভীরুজনোচিত অবসন্নভাবের অধীন হইও না, ইহা তোমার মত বীরপুরুষের একান্ত অযোগ্য। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! এই হীন হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও।

৪। অর্জ্জুন কহিলেন, হে শত্রুহন্তা মধুসূদন! যে পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ সর্ব্বদা আমাদের পূজা পাইবার যোগ্য, তাঁহাদিগের শরীরে কি প্রকারে অস্ত্রাঘাত করিব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫॥
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

৫। অন্বয়ঃ। (মহানুভাবান্) উদারচেতা (গুরূন্) গুরুজনদিগকে (অহত্বা) বধ না করিয়া (হি) নিশ্চয় (ইহলোকে) ইহলোকে (ভৈক্ষ্যং অপি ভোক্তুং) ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহও (শ্রেয়ঃ) শ্রেষ্ঠ। (তু) কিন্তু (গুরূন্ হত্বা) গুরুজন হত্যাদ্বারা (ইহ) জগতে (রুধিরপ্রদিগ্ধান্) শোণিতলিপ্ত (অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয় এব) অর্থকামাত্মক ভোগ উপভোগ করিতে হইবে।

৬। অন্বয়ঃ। (নঃ) আমাদের (কতরৎ) কোন্‌টি (গরীয়ঃ) শ্রেয়স্কর (এতৎ চ ন বিদ্মঃ) ইহাও জানি না, (যৎ বা) যদ্যপি (জয়েম) আমরাই জয়লাভ করি (বা) কিংবা (যদি) যদি (নঃ জয়েয়ুঃ) আমাদিগকে জয় করে। (যান্) যাহাদিগকে (হত্বা) হনন করিয়া (ন জিজীবিষামঃ) বাঁচিতে চাহি না, (তে এব ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ) সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণই (প্রমুখে) সম্মুখে (অবস্থিতাঃ) উপস্থিত।

৫। যাঁহাদিগকে মহৎ বলিয়া স্থির বিশ্বাস রহিয়াছে, সেই গুরুজনদিগকে বধ করা অপেক্ষা ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহও শ্রেষ্ঠ। গুরুজনহত্যাদ্বারা শোণিতলিপ্ত কামার্থভোগ কি ঘৃণিত ব্যাপার!

৬। এই যুদ্ধে আমরাই জয়লাভ করি বা উহারাই জয়লাভ করুক ইহাতে গৌরবের বিষয় যে কোন্‌টি তাহা ত আদৌ বুঝিতে পারিতেছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

৭। অন্বয়ঃ। (কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ) মোহাভিভূত (ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ) ধর্ম্মজ্ঞানহীন [অহং] আমি (ত্বাং) আপনাকে (পৃচ্ছামি) জিজ্ঞাসা করিতেছি, (যৎ) যাহা (নিশ্চিতম্) নিশ্চিতই (শ্রেয়ঃ) শ্রেয়োজনক (স্যাৎ) হইবে, (তৎ) তাহা (মে) আমাকে (ব্রূহি) বলুন। (অহং) আমি (তে) আপনার (শিষ্যঃ) শিষ্য, (ত্বাং প্রপন্নম্) আপনার শরণাগত (মাং) আমাকে (শাধি) উপদেশ দিন।

৮। অন্বয়ঃ। (ভূমৌ) পৃথিবীতে (অসপত্নং) নিষ্কণ্টক (ঋদ্ধং) সমৃদ্ধিশালী (রাজ্যং) রাজ্য (চ) এবং (সুরাণাং আধিপত্যং) স্বর্গের আধিপত্য (অবাপ্য

যাহাদিগকে হনন করিলে আপনাদিগকেও হত বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণই সম্মুখে উপস্থিত।

৭। হে কৃষ্ণ! আত্মীয়গণ নিহত হইলে আমার জীবনে কি প্রয়োজন, এইরূপ চিন্তা আমার ক্ষত্রিয়োচিত বীরভাবকে অভিভূত করিতেছে। ইহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যভোগ করা কিংবা পূর্ব্ববৎ বনে বাস করা, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি ধর্ম্ম, এই বিষয়ে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। আমি অদ্য হইতে আপনার শরণাগত শিষ্য হইলাম; যাহা নিশ্চিত শ্রেয়োজনক, আমাকে সেই উপদেশ দান করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯॥
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

অপি) পাইলেও (মম) আমার (যৎ) যে শ্রেয়োজনক কর্ম্ম (ইন্দ্রিয়াণাং) ইন্দ্রিয়গণের (উচ্ছোষণং) সন্তাপক (শোকং) শোক (অপনুদ্যাৎ) অপনয়ন করে, [তৎ] তাহা (ন হি প্রপশ্যামি) সত্যই দেখিতে পাইতেছি না ।

৯ । অন্বয়ঃ । (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় কহিলেন, (পরন্তপঃ) শত্রুন্দম (গুড়াকেশঃ) জিতনিদ্র ধনঞ্জয় (হৃষীকেশং গোবিন্দং) শ্রীভগবান্‌কে (এবং উক্ত্বা) পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া (ন যোৎস্যে) যুদ্ধ করিব না (ইতি উক্ত্বা) এই নিবেদন জানাইয়া (তূষ্ণীং বভূব হ) নীরব হইলেন ।

১০ । অন্বয়ঃ । (ভারত) হে ভারত ! (হৃষীকেশঃ) শ্রীভগবান্ (প্রহসন্ ইব) যেন হাসিতে হাসিতে (উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে) উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত (বিষীদন্তম্) বিষাদগ্রস্ত (তং) অর্জ্জুনকে (ইদং) বক্ষ্যমাণ (বচঃ) বাক্য (উবাচ) কহিলেন ।

---

৮ । সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকেই যাহাতে বিকল করিয়াছে, আমার এই মনোবিকারের প্রতিকারোপায় আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না । নিষ্কণ্টক পৃথিবী-রাজ্য কিংবা স্বর্গের আধিপত্য পাইলেও আমার এই সন্তপ্ত হৃদয় শান্ত হইবে না ।

৯ । সঞ্জয় কহিলেন, শত্রুন্দম বীর ধনঞ্জয় শ্রীভগবান্‌কে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল বলিয়া "যুদ্ধ করিব না" এই নিবেদন জানাইয়া নীরবে উপবিষ্ট থাকিলেন ।

১০ । হে ভারত ! তখন শ্রীভগবান্ উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে স্থিত বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে হাসিতে হাসিতে বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

১১। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (ত্বং) তুমি (অশোচ্যান্) শোকের অযোগ্যগণকে উদ্দেশ্য করিয়া (অন্বশোচঃ) অনুশোচনা করিতেছ, (চ) এবং (প্রজ্ঞাবাদান্) প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ বচনানি—পণ্ডিতোচিত বাক্য (ভাষসে) বলিতেছ, [কিন্তু] (পণ্ডিতাঃ) যথার্থ জ্ঞানিগণ (গতাসূন্) মৃত (চ) বা (অগতাসূন্) জীবিত ব্যক্তিগণের জন্য (ন অনুশোচন্তি) শোক করেন না।

১১। শ্রীভগবান্ বলিলেন, যে সকল বিষয়ের জন্য শোক হইতেই পারে না, তুমি সেই সকলের জন্য শোক করিতেছ, আর যেন কত জ্ঞানগর্ভ কথাই বলিতেছ; কিন্তু যাঁহারা যথার্থ জ্ঞানী তাঁহারা মৃত বা জীবিত, কাহারও জন্য শোক করেন না। অর্থাৎ নিশ্চয় জানিও তুমি যে সমস্ত বাক্য বলিলে, তাহা জ্ঞানিজনসম্মত বাক্য নহে, এই সকল বাক্য সাধারণ অজ্ঞান লোকের মত হইয়াছে। যথার্থ তত্ত্বদর্শী অধ্যাত্মজ্ঞানিগণের হৃদয়ে এই সকল অজ্ঞানজনিত শোকহর্ষাদি প্রবেশ করিতেই পারে না। সাধারণ অজ্ঞান লোকেরই হৃদয়ে "আমার পুত্র মরিল, কন্যা পীড়িতা, পত্নী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, শ্বশুর দারিদ্র্য-পীড়িত," ইত্যাকার মায়াময় কারণপরম্পরা উত্থিত হইয়া হৃদয়কে বিচলিত করে। কিন্তু আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যথার্থ পণ্ডিতগণের হৃদয়ে অজ্ঞানজনিত এই সকল কারণের প্রবেশলাভই নাই। এই সকল বাক্য তোমার মত পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খগণেরই উপযুক্ত। মূর্খ পণ্ডিতগণের বাক্য শুনিয়া তোমার হৃদয়ে যে ধারণা জন্মিয়া আছে, তদনুসারে তুমি বাক্য বলিয়াছ, এবং মনে করিতেছ "আমি জ্ঞানিজনসম্মত বাক্য সকলই প্রয়োগ করিতেছি"। কিন্তু জানিয়া রাখ, এই সকল বাক্য জ্ঞানিজনসম্মত নহে। তুমি শোকের যে সকল কারণ দর্শাইলে, তাহা এই জ্ঞান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥১২॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥

১২। অন্বয়ঃ। (অহং) আমি (জাতু) কখনও (ন আসং) ছিলাম না, (এব তু ন) তাহা নহে, (ত্বং) তুমি (ন আসীঃ) ছিলে না, [এব তু] (ন) তাহা নহে, (ইমে জনাধিপাঃ) এই রাজগণ (ন আসন্) ছিলেন না, [এব তু] (ন) তাহাও নহে। (অতঃপরং) এই দেহনাশের পর (সর্ব্বে বয়ম্) আমরা সকলে (ন ভবিষ্যামঃ) থাকিব না, (এব চ ন) তাহাও নহে।

১৩। অন্বয়ঃ। (যথা) যেমন (দেহিনঃ) জীবের (অস্মিন্ দেহে) এই দেহে (কৌমারং যৌবনং জরা) বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যরূপ অবস্থান্তর হয়,

---

দৃষ্টিতে অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি মাত্র, এবং "আমি মরিব, অমুক মরিবে" এ সকল বাক্য প্রলাপবৎ। যদি বল "কেন একথা বলিতেছ? আমি কি মরিব না? উহারা কি মরিবে না?" তাহার উত্তরে বলি, মৃত্যু যে কি, তাহাই তুমি বুঝিতে পার নাই। মৃত্যুটা কিছুই নহে।

১২। আমি যে পূর্ব্বে ছিলাম না, তাহা নহে, তুমি যে ছিলে না, তাহাও নহে, এবং এই রাজগণ ছিলেন না, এমনও নহে। আবার আমরা সকলেই পরেও যে থাকিব না, তাহাও নহে। আমরা সকলেই পূর্ব্বেও ছিলাম, এখনও আছি এবং পরেও থাকিব। ইহা হইতেই বুঝিয়া লও যে, মৃত্যুটা কিছুই নহে। যদি মৃত্যুর পরেও বিদ্যমান থাকিব, তাহা হইলে এ মৃত্যুটা রঙ্গালয়ের পট-পরিবর্ত্তন মাত্র। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার যে—"এ মৃত্যুদ্বারা তাহা হইলে কি হয়?" তাহার উত্তরে শুন।

১৩। দেহাভিমানীর অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত অহংরূপী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

(তথা) সেইরূপ (দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ) অন্য শরীর গ্রহণও আর একটি অবস্থান্তর-বিশেষ। (তত্র) দেহের নাশ ও উৎপত্তিতে (ধীরঃ) জ্ঞানী (ন মুহ্যতি) মুগ্ধ হন না।

১৪। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয় ! (মাত্রাস্পর্শাঃ তু) মীয়ন্তে আভিঃ শব্দাদয়ঃ ইতি মাত্রাঃ ইন্দ্রিয়াণি, তাসাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সহ সংযোগাঃ,—শব্দাদি বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সংযোগই (শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ) শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখরূপ দ্বন্দ্বের জনক। (তে) তাহারা (আগমাপায়িনঃ) উৎপত্তি ও বিনাশশীল, [অতএব] (অনিত্যাঃ) অনিত্য। (ভারত) হে ভারত ! (তান্) তাহাদিগকে (তিতিক্ষস্ব) সহ্য কর।

জীবভাবের (৭ম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বিশদভাবে এই জীবভাব ও আত্মভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।) এই শরীরেই যেমন বাল্য, যৌবন ও জরারূপ অবস্থান্তর হয়, অন্য শরীর গ্রহণও তেমনি আর একটি অবস্থান্তর মাত্র। জ্ঞানী ব্যক্তি এই কারণে অধ্যাত্মদৃষ্টিচ্যুত হন না। তাহা হইলে দেখ, মৃত্যুদ্বারা নূতন কলেবর লাভমাত্র, ক্ষতি কিছুই হয় না। 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত জীবভাব, এই শরীরের কৃশতাজন্য আপনাকে কৃশ, স্থূলত্বজন্য আপনাকে স্থূল, ব্যাধিজন্য আপনাকে রুগ্ন, স্বাস্থ্যজন্য আপনাকে সুস্থ, ইত্যাদি নানা প্রকারে আপনাকে কল্পিত করিয়া তজ্জনিত সুখদুঃখাদি ভোগ করে মাত্র। কিন্তু যখন নির্ম্মল আধ্যাত্মতত্ত্ব সদ্গুরুর উপদেশদ্বারা হৃদয়ে স্ফুরিত হয় এবং সাধনদ্বারা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন শরীরমুক্ত বিমল আত্ম-স্বরূপ স্মৃতিমধ্যে সতত দেদীপ্যমান থাকিয়া সুখদুঃখাদির দ্বন্দ্বে হৃদয়কে বিচলিত হইতে দেয় না, কিন্তু যাহাদের এ জ্ঞান নাই অর্থাৎ শরীরের পরিণামানুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনারও পরিণাম যাহাদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা, সেই দেহাভিমানী অজ্ঞান ব্যক্তি-গণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, বাল্যযৌবনরূপ পরিণাম লাভের জন্য যখন শোক উপস্থিত হয় না, তখন নূতন শরীরগ্রহণের জন্যই বা শোক উপস্থিত হয় কেন? উহাও একটী অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ব্যতীত কিছুই নহে। ইহার নিমিত্ত শোক উপস্থিত হয় কেন? সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব যে কেন উপস্থিত হয়, তাহার কারণ বলিতেছি।

১৪। হে কৌন্তেয়! পঞ্চতন্মাত্রা অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ বিষয়ের সহিত কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ, অর্থাৎ কর্ণদ্বারা শ্রবণ, ত্বকদ্বারা স্পর্শ, চক্ষুদ্বারা দর্শন, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন ও নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণরূপ বিষয়স্পর্শই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বোৎপত্তির কারণ। এই দ্বন্দ্বভাবগুলির যেমন উৎপত্তি আছে, তেমনি নাশও আছে, অতএব ইহারা অনিত্য। ইহাদিগকে সহ্য করিতে অর্থাৎ সুখ উপস্থিত হইলে মোহিত হইয়া কিংবা দুঃখ উপস্থিত হইলে বিষাদগ্রস্ত হইয়া, আত্মপথ হইতে বিচলিত না হইয়া স্থির থাকিতে অভ্যাস কর।

কর্ণত্বগাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ অনুভূত হয়। এই শব্দস্পর্শাদি এক এক প্রকার জ্ঞানব্যতীত কিছুই নহে। জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই এই বিষয়পঞ্চের অন্তর্গত; এই পঞ্চব্যতীত জগতে ভোগ্য আর কিছুই নাই। যে ভোগই কল্পনা কর না, এই পঞ্চের অন্তর্ভূত বটেই। জগতের সুখ বা দুঃখের ভোগ এই বিষয়পঞ্চকে লইয়াই হয়। শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনাদি ব্যতীত সুখ বা দুঃখ কি প্রকারে তোমাতে উপস্থিত হইবে? সুষুপ্তিকালে নিদ্রাবৃত্তি যখন তোমার সহিত ঐ বিষয়পঞ্চের সম্বন্ধ কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধ করিয়া দেয়, তখন তোমাতে সুখ বা দুঃখ থাকে কি? জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে উহাদের অস্তিত্ব তোমার নিকটে থাকে বটে, কিন্তু সুষুপ্তিকালে থাকে না। ইহাদ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, সুখ বা দুঃখভোগের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য সম্বন্ধ নহে। যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

১৫। অন্বয়ঃ। (পুরুষর্ষভ) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! (এতে) ইহারা (যং হি সমদুঃখসুখং ধীরং পুরুষং) সুখে ও দুঃখে সমবুদ্ধিসম্পন্ন যে ধীর পুরুষকে সত্যই (ন ব্যথয়ন্তি) বিচলিত করিতে না পারে, (সঃ) সেই পুরুষই (অমৃতত্বায় কল্পতে) মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন।

ঐ সম্বন্ধ নিত্য হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তিকালেও তোমাতে উহারা থাকিত; কিন্তু তাহা ত থাকে না।

সুখদুঃখের সহিত তোমার সম্বন্ধ নিত্য নহে, অনিত্য সম্বন্ধ। আজ যাহাতে সুখ, কাল তাহাতেই দুঃখ; আবার আজ যাহাতে দুঃখ, কাল তাহাতেই সুখ আসিতে পারে। এই অনিত্য সুখের ও দুঃখের জন্য বিচলিত হইও না। তুমি উহাদের অতীত নিত্যপদার্থ এবং আপনার তত্ত্ব না জানাহেতুই আপনাকে শরীরবিশ্বাসে উহাদের আক্রমণে বিচলিত হইয়া পড়'; কিন্তু যাঁহার নিজস্বরূপজ্ঞান স্থির আছে, তিনি উহাদের সহিত সম্বন্ধকে অবিদ্যাজনিত মিথ্যা বলিয়া চঞ্চল হন না।

অবিদ্যা কি? জীবহৃদয়স্থিতা মায়া। এই মায়ার দুইটী গুণ—আবরণ ও বিক্ষেপ। যদ্দ্বারা বস্তুর স্বরূপ আচ্ছন্ন থাকে, তাহাই আবরণ ও যদ্দ্বারা বস্তুর সেই স্বরূপ অন্য আকারে প্রতীয়মান হয়, তাহাই বিক্ষেপ। যেমন—অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম উপস্থিত হয়। সে ভ্রম একটী নয়, দুইটী। অন্ধকারের আবরণে রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া চিনিতে না পারাই আবরণজনিত প্রথম ভ্রম, আর রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে করাই বিক্ষেপজনিত দ্বিতীয় ভ্রম। ভ্রম বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয় না. বস্তুর স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয়। তেমনি আমি ব্রহ্মচৈতন্যরূপী আত্মা, কিন্তু অবিদ্যার আবরণগুণে আমার স্বরূপকে ঢাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

১৬। অন্বয়ঃ। (অসতঃ) পরিণামী পদার্থের (ভাবঃ) সত্তা (ন বিদ্যতে) নাই, (সতঃ) অপরিণামী পদার্থের (অভাবঃ) অভাব (ন বিদ্যতে) নাই। (তত্ত্বদর্শিভিঃ তু) তত্ত্বদর্শিগণই (অনয়োঃ উভয়োঃ অপি) এ উভয়েরই (অন্তঃ) সিদ্ধান্ত (দৃষ্টঃ) স্থির করিয়াছেন।

রাখিয়াছে, অর্থাৎ আমাকে চিনিতে দিতেছে না যে—আমি কি। আবার বিক্ষেপগুণে আমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতেছে যে, আমি এই শরীর ও এই সমস্তই আমার ইত্যাদি।

১৫। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে যে জ্ঞানী পুরুষকে বিচলিত করিতে না পারে, সুখদুঃখে হৃদয়ের সাম্যরক্ষণক্ষম সেই পুরুষই পরমতত্ত্ব লাভকরতঃ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। (তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা এ দ্বন্দ্বভাব মিথ্যা)।

১৬। তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ যাঁহারা সদ্গুরুর উপদেশানুসারে বেদান্তনির্দ্দিষ্ট অধ্যাত্মতত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধনদ্বারা সেই জ্ঞানকে সংশয়রহিত করিয়াছেন, সেই পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন যথার্থ পণ্ডিতগণ এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন যে, অসতের (পরিণামী পদার্থসমূহের) কোন ভাবই নাই, এবং সতের (অপরিণামী আত্মার বা ব্রহ্মের) কখনও অভাব নাই।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সতের কখনও অভাব নাই ইহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু অসতের ভাব নাই, এ কথার তাৎপর্য্য কি? জগতের সমস্ত পদার্থই ত অসৎ অর্থাৎ পরিণামী; কিন্তু ইহাদের কোন ভাবই নাই কেন? ইহার উত্তর এই যে, জাগতিক সকল পদার্থই পরিণামী, অর্থাৎ প্রতি পদার্থই প্রতি মুহূর্ত্তে হয় হ্রাসের দিকে নতুবা বৃদ্ধির দিকে ধাবমান হইতেছে নিশ্চয়। সে পরিবর্ত্তনসাধনী গতির স্রোত নিমেষের জন্যও রুদ্ধ নহে। যখন প্রত্যেক পদার্থই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮॥

১৭। অন্বয়ঃ। (যেন) যাঁহার দ্বারা (ইদং সর্ব্বং) এই সমস্ত বিশ্ব (ততং) ব্যাপ্ত (তৎ তু) তাঁহাকেই (অবিনাশি) বিনাশমুক্তরূপে (বিদ্ধি) জান। (কশ্চিৎ) কেহই (অস্য অব্যয়স্য) এই অব্যয় পদার্থের (বিনাশং কর্ত্তুং) বিনাশ করিতে (ন অর্হতি) পারে না।

১৮। অন্বয়ঃ। (নিত্যস্য) অপরিণামী (অনাশিনঃ) অবিনশ্বর (অপ্রমেয়স্য) ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষাতীত (শরীরিণঃ) আত্মার (ইমে দেহাঃ) এই সমস্ত স্থূল দেহ (অন্তবন্তঃ) বিনাশশীল (উক্তাঃ) কথিত হইয়াছে। (ভারত) হে অর্জ্জুন ! (তস্মাৎ) অতএব (যুধ্যস্ব) যুদ্ধ কর।

এইরূপ পরিণামী, তখন জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার কোন্ অবস্থাকে ধরিয়া বলিতে পারা যায় যে, ইহার এই ভাব ? কারণ বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতেই তাহার ভাবান্তর ঘটিয়াছে নিশ্চয়। তাহা হইলেই দেখ, চাক্ষুষদৃষ্টিতে যাহাকে ভাব-বিশিষ্ট দেখিতেছি, জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার ভাব নাই। পরিণামমুক্ত কোন পদার্থই জগতে নাই। এক আত্মা বা ব্রহ্মই পরিণামমুক্ত।

১৭। যিনি এই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে বিনাশমুক্তরূপে জান। কাহারও সাধ্য নাই যে, এই অব্যয় পদার্থের বিনাশসাধন করিতে পারে।

উক্ত অব্যয় পদার্থই আত্মারূপে আমাতে, তোমাতে এবং সকলেতেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। আত্মাই সকলের সত্যসত্তা। এ জীবাভিমান, অর্থাৎ "আমি এই শরীর" ইত্যাকার জ্ঞান অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তিমাত্র। সেইজন্যই ভগবান্ জীব ও আত্মার অভেদ প্রতিপন্ন করিয়া এই শ্লোক বলিতেছেন। যিনি পরম পুরুষ ব্রহ্ম বা ভগবান্, তিনিই আত্মারূপে তোমাতে বিরাজ করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ।।১৯।।
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥২০॥

১৯। অন্বয়ঃ। (যঃ) যিনি (এনং) এই আত্মাকে (হন্তারং) হন্তা বলিয়া (বেত্তি) জানেন (যঃ চ) এবং যিনি (এনং) এই আত্মাকে (হতং) হত (মন্যতে) মনে করেন, (তৌ উভৌ) [এব] তাঁহারা উভয়েই (ন বিজানীতঃ) এই আত্মার বিষয় কিছুই বুঝেন না, [যস্মাৎ] যেহেতু (অয়ং ন হন্তি) এই আত্মা স্বরূপতঃ কাহাকেও মারেন না (ন হন্যতে) বা নিহত হন না।

২০। অন্বয়ঃ। (অয়ং) এই আত্মা (কদাচিৎ) কখনও (ন জায়তে) জন্মান না [ন] (বা ম্রিয়তে) মরেনও না; (ন ভূত্বা) পূর্ব্বে না থাকিয়া (ভূয়ঃ ভবিতা ন) পুনর্ব্বার থাকিবেন ইহা নহে, (বা) অথবা (ভূত্বা) পূর্ব্বে থাকিয়া (ভূয়ঃ) কখনও আবার (ন ভবিতা ন) থাকিবেন না তাহাও নহে; [অতএব] (অজঃ) জন্মরহিত, (নিত্যঃ) নিত্য, (শাশ্বতঃ) ক্ষয়বৃদ্ধিশূন্য, (পুরাণঃ) অনাদি (অয়ম্ আত্মা) এই আত্মা (শরীরে হন্যমানে) শরীরের নাশে (ন হন্যতে) বিনষ্ট হন না।

তাঁহাকে বিনাশ করে এমন সাধ্য কার? এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, 'তাহা হইলে নাশ হয় কাহার?' তাহার উত্তর শুন।

১৮। সেই অপরিণামী, অবিনশ্বর, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষাতীত আত্মা এই যে মিথ্যা শরীরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সেই শরীররূপ ঘটাকারেরই নাশ হয়। অতএব তুমি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে যুদ্ধ কর।

ঘটের বাহিরে ও অন্তরে সমভাবে বিদ্যমান আকাশের যেমন ঘটের নাশে কোন পরিণাম অর্থাৎ ভাবান্তরই হয় না, তেমনি এই শরীরের অন্তরে ও বাহিরে সমভাবে বিদ্যমান আত্মারও এই শরীরের নাশে কোন ক্ষতিই সাধিত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

২১। অন্বয়ঃ। (যঃ) যে ব্যক্তি (এনং) এই আত্মাকে (অজং) জন্মশূন্য (অব্যয়ং) ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত (অবিনাশিনং) বিনাশরহিত (নিত্যং) অতএব নিত্য বলিয়া (বেদ) জানেন, (পার্থ) হে পার্থ! (সঃ পুরুষঃ) সেই ব্যক্তি (কথং) কি প্রকারে (কং ঘাতয়তি) কাহাকে হত করাইবেন [বা] (কং হন্তি) কাহাকেই বা হত করিবেন।

২২। অন্বয়ঃ। (নরঃ) মানব (যথা) যেমন (জীর্ণানি বাসাংসি) জীর্ণ বস্ত্র (বিহায়) পরিত্যাগকরতঃ (অপরাণি) অপর (নবানি) নূতন বস্ত্র (গৃহ্ণাতি) পরিধান করে, (তথা) তদ্রূপ (দেহী) অহংজ্ঞানরূপী জীব (জীর্ণানি শরীরাণি) জীর্ণ শরীর (বিহায়) ত্যাগ করিয়া (অন্যানি নবানি সংযাতি) অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করে।

১৯। এই আত্মাকে যিনি হত ও যিনি হন্তা মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই এই আত্মার বিষয় কিছুই বুঝেন না। ইনি মরেনও না—মারেনও না।

২০। এই আত্মা জন্মেনও না, মরেনও না কিংবা পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীনও নহেন। ইনি জন্মরহিত, অবিকারী, সততই সমভাবী এবং অনাদি। শরীরের নাশে আত্মার নাশ হয় না।

২১। যিনি এই আত্মার অজ, অব্যয়, নিত্য ও অবিনাশী স্বরূপ পরিজ্ঞাত, হে পার্থ! তিনি কি প্রকারে কাহাকে হত করিবেন বা করাইবেন? অর্থাৎ তাঁহাতে এই অবিদ্যাচ্ছন্ন শরীরাভিমান না থাকা হেতু তিনি সকলকেই শরীরাতীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥

২৩। অন্বয়ঃ। (শস্ত্রাণি) অস্ত্রসমূহ (এনং) এই আত্মাকে (ন ছিন্দন্তি) ছেদন করিতে পারে না, (পাবকঃ) অগ্নি (এনং) ইহাকে (ন দহতি) দগ্ধ করিতে পারে না, (আপঃ) জল (এনং) ইহাকে (ন ক্লেদয়ন্তি) বিগলিত করিতে পারে না (মারুতঃ চ) এবং বায়ু (ন শোষয়তি) শুষ্ক করিতে পারে না।

২৪। অন্বয়ঃ। (অয়ম্) এই আত্মা (অচ্ছেদ্যঃ) অচ্ছেদ্য, (অয়ম্ অদাহ্যঃ অক্লেদ্যঃ অশোষ্যঃ এব চ) অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য, (অয়ং) এই আত্মা (নিত্যঃ) অবিনাশী, (সর্ব্বগতঃ) সর্ব্বব্যাপী, (স্থাণুঃ) অবিকারী, (অচলঃ) পরমাণুবৎ চঞ্চল নহে, (সনাতনঃ) অনাদি।

আত্মারূপে দেখিতেছেন; সুতরাং শরীরের নাশে আত্মার নাশ, এই অবিদ্যাচ্ছন্ন ভ্রান্তি তাঁহার হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না।

২২। লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগকরতঃ নূতন বস্ত্র পরিধান করে, দেহী ('আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত অহংজ্ঞানরূপী জীব, ৭ম অধ্যায় ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ) তদ্রূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করে। (শরীর বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বা পীড়ায় জীর্ণ হইয়া থাকে)।

শরীরাভিমানী অহংজ্ঞান আপনি যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাহা ভুলিয়া আপনাকে শরীররূপে গ্রহণকরতঃ শরীরের নাশেই আপনার নাশ কল্পনা করে।

২৩। আত্মা অস্ত্রে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লিন্ন হন না কিংবা বায়ুতে শুষ্ক হন না।

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬॥

২৫। অন্বয়ঃ। (অয়ম্) এই আত্মা (অব্যক্তঃ) অতীন্দ্রিয়, (অয়ম্ অচিন্ত্যঃ) মনের অগোচর, (অয়ম্ অবিকার্য্যঃ) বিকারপ্রাপ্ত হইবার অযোগ্যরূপে (উচ্যতে) কথিত হন। (তস্মাৎ) অতএব (এনং) এই আত্মাকে (এবং বিদিত্বা) এইরূপ জানিয়া (অনুশোচিতুং ন অর্হসি) তোমার শোক করা উচিত নহে।

২৬। অন্বয়ঃ। (অথ চ) দেহাত্মবাদপক্ষে [যদি] (এনং) এই আত্মাকে (নিত্যজাতং) দেহের সহিত নিত্যই জাত (বা) অথবা (নিত্যং মৃতং) দেহের সহিত নিত্যই মৃত বলিয়া (মন্যসে) মনে কর, (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (ত্বং) তুমি (তথাপি) তথাপি (এনং) এই আত্মার জন্য (শোচিতুং ন অর্হসি) শোক করিতে পার না।

২৪। সদৈকরূপ, অপরিণামী, সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান, অবিকারী সনাতন আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; যেহেতু তিনি নিরবয়ব।

২৫। যথার্থ জ্ঞানী পণ্ডিতগণ আত্মাকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনের অতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব তুমিও আত্মাকে এইরূপ জানিয়া আর শোকাচ্ছন্ন থাকিও না।

২৬। আর যদি তুমি আত্মার এই পরমতত্ত্ব বুঝিতে না পার, সাধারণ অজ্ঞান লোকের মত তোমার এইরূপই ধারণা হয় যে, আত্মা কেবলই মরিতেছেন ও জন্মিতেছেন, তাহা হইলেই বা তোমার শোকের কারণ কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮॥
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

২৭। অন্বয়ঃ। (হি) যেহেতু (জাতস্য) জন্মিলে (মৃত্যুঃ) মৃত্যু (ধ্রুবঃ) নিশ্চিত (মৃতস্য চ) এবং মৃত্যুর পরে (জন্ম) জন্ম (ধ্রুবং) নিশ্চিত, (তস্মাৎ) সেইজন্য (অপরিহার্য্যে অর্থে) অনিবার্য্য বিষয়ের জন্য (ত্বং) তোমার (শোচিতুং ন অর্হসি) শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

২৮। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে ভারত! (ভূতানি) ভূতসকল (অব্যক্তাদীনি) জন্মিবার পূর্ব্বে কারণাবস্থায় অজ্ঞাত, (ব্যক্তমধ্যানি) জন্মের পর এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্ঞাত, (অব্যক্তনিধনানি এব) নিধনেও অজ্ঞাতই থাকে; (তত্র) তাহা হইলে তাহাদের সেই অবশ্যম্ভাবী অব্যক্ত পরিণামের জন্য (কা পরিদেবনা) শোকই বা কেন?

২৭। যখন জন্মাইলে মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত্যুর পরে জন্ম নিশ্চিত, তখন এইরূপ অনিবার্য্য বিষয়ের জন্য তোমার শোক করা অকর্ত্তব্য।

২৮। হে ভারত! ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত, নিধনেও অব্যক্ত, মধ্যে কিছু সময় ব্যক্ত মাত্র। তাহা হইলে তাহাদের সেই অবশ্যম্ভাবী অব্যক্ত পরিণামের জন্য শোকই বা কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

২৯। অন্বয়ঃ। (কশ্চিৎ) কেহ (এনং) এই আত্মাকে (আশ্চর্য্যবৎ) আশ্চর্য্যের সহিত (পশ্যতি) দেখেন, (তথৈব চ অন্যঃ) কেহ বা (আশ্চর্য্যবৎ) সবিস্ময়ে (বদতি) বলেন, (অন্যঃ চ) কেহ বা (আশ্চর্য্যবৎ) সবিস্ময়ে (শৃণোতি) শ্রবণ করেন। (কশ্চিৎ) আবার কেহ বা (শ্রুত্বাপি চ) শ্রবণ করিয়া, দেখিয়া ও বলিয়াও (এনং) এই আত্মার তত্ত্ব (ন বেদ) বুঝিতে পারে না।

৩০। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে ভারত! (সর্ব্বস্য দেহে) সকলের শরীরে (অয়ং দেহী) অবস্থিত এই আত্মা (নিত্যং) সর্ব্বদা (অবধ্যঃ) অবধ্য, (তস্মাৎ) অতএব (ত্বং) তোমার (সর্ব্বাণি ভূতানি) ভীষ্মাদি কাহারও উদ্দেশ্যে (শোচিতুং ন অর্হসি) শোক করা উচিত নয়।

ভীষ্মদ্রোণাদির যে শরীর দর্শনকরতঃ তোমার ভ্রম হইতেছে যে, ঐ সকল শরীরকে অস্ত্রাঘাতদ্বারা কি প্রকারে নষ্ট করিব, তাহা তো পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না নিশ্চয়; মধ্যে কয়দিনের জন্য দেখা যাইতেছে মাত্র। তবে সেজন্য আবার শোক কি? ঐ সকল শরীর তো নিশ্চয়ই পুনরায় অদৃষ্ট হইবে।

২৯। এই আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্যের সহিত দেখেন, অর্থাৎ সবিস্ময়ে আত্ম-তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করেন; কেহবা আশ্চর্য্যের সহিত আত্মার বিষয়ে বলেন, অর্থাৎ সবিস্ময়ে আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন; কেহ বা সবিস্ময়ে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন; আবার কেহ বা শ্রবণ করিয়াও এই আত্মার তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না।

৩০। হে অর্জ্জুন! এই সার তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ যে, সকল শরীরেই এক আত্মা নিত্যই অবধ্যরূপে বিরাজ করিতেছেন; অতএব ভীষ্মাদি কাহারও জন্য শোক করা অকর্ত্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং ॥৩২॥

৩১। অন্বয়ঃ। (অপি চ) অপিচ (স্বধর্ম্মং) ক্ষত্রোচিত ধর্ম্ম (অবেক্ষ্য) পর্য্যালোচনা করিয়া (বিকম্পিতুং) বিচলিত হইতে (ন অর্হসি) পার না; (হি) যেহেতু (ধর্ম্ম্যাৎ) ধর্ম্মসঙ্গত (যুদ্ধাৎ) যুদ্ধ অপেক্ষা (ক্ষত্রিয়স্য) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে (অন্যৎ শ্রেয়ঃ) অন্য শ্রেয়স্কর (ন বিদ্যতে) কিছু নাই।

৩২। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ) ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণ (যদৃচ্ছয়া চ) আপনা হইতেই (উপপন্নং) আগত (অপাবৃতং) উদ্ঘাটিত (স্বর্গদ্বারং) স্বর্গের দ্বারস্বরূপ (ঈদৃশং) ঈদৃশ (যুদ্ধং) যুদ্ধ (লভন্তে) লাভ করেন।

৩১। তোমার নিজ ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করিলেও হৃদয়কে অবিচলিত রাখাই তোমার কর্ত্তব্য। তুমি ক্ষত্রিয় বীর, এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর জগতে আর অন্য কিছুই নাই। যদি ইহা তোমার অধর্ম্মযুদ্ধ হইত অর্থাৎ অন্যায় করিয়া তুমি অন্যের স্বত্বনাশে প্রবৃত্ত হইতে, তাহা হইলে তোমার কম্পিত হইবার কথা বটে; কিন্তু এ যুদ্ধ যখন তাহা নহে, অর্থাৎ ন্যায়তঃ তুমি নিজ পৈতৃক স্বত্ব উদ্ধারার্থ যুদ্ধ করিতেছ, তখন ইহা তোমার ধর্ম্মযুদ্ধ, সুতরাং কম্পিত হইবার কারণ নাই।

৩২। হে অর্জ্জুন! আপনা হইতেই আগত অর্থাৎ যে যুদ্ধের কারণ তুমি স্বয়ং নহ, বাধাশূন্য স্বর্গের দ্বারস্বরূপ—ঈদৃশ ন্যায়যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয়গণ লাভ করেন, তাঁহারা ভাগ্যবান্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫॥

৩৩। অন্বয়ঃ। (অথ) পক্ষান্তরে, (চেৎ) যদি (ত্বং) তুমি (ইমং) এই (ধর্ম্ম্যং) ধর্ম্মসঙ্গত (সংগ্রামং) যুদ্ধ (ন করিষ্যসি) না কর, (ততঃ) তাহা হইলে (স্বধর্ম্মং) ক্ষাত্রধর্ম্ম (চ) এবং (কীর্ত্তিং) যশ (হিত্বা) ত্যাগ করিয়া (পাপং অবাপ্স্যসি) পাপভাগী হইবে।

৩৪। অন্বয়ঃ। (চ) এবং (ভূতানি) সকল লোকেই (তে) তোমার (অব্যয়াম্) অক্ষয় (অকীর্ত্তিং অপি) অকীর্ত্তিও (কথয়িষ্যন্তি) ঘোষণা করিবে। (সম্ভাবিতস্য) সম্মানিত ব্যক্তির (অকীর্ত্তিঃ) অকীর্ত্তি (মরণাৎ চ) মৃত্যু অপেক্ষাও (অতিরিচ্যতে) অধিক।

৩৫। অন্বয়ঃ। (মহারথাঃ) দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথগণও (ত্বাং) তোমাকে (ভয়াৎ) ভয়ে (রণাৎ উপরতং) যুদ্ধ হইতে বিরত (মংস্যন্তে) মনে করিবেন,

---

৩৩। যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে; তোমার যশোহানি ঘটবে এবং কর্ত্তব্যপালন না করা হেতু তুমি পাপভাগী হইবে।

৩৪। সকলেই তোমার নিন্দা করিবে এবং সে নিন্দা বহুদিন পর্য্যন্ত থাকিবে। লোকসমাজে যাহার আসন বহু উচ্চে, এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত লোকের অকীর্ত্তি মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

(চ) অপিচ (ত্বং) তুমি (যেষাং) যাঁহাদের নিকটে (বহুমতঃ ভূত্বা) বিশেষ সম্মানিত ছিলে (লাঘবং যাস্যসি) সম্প্রতি [তাঁহাদের নিকট] হীনবীর্য্যের ন্যায় প্রতীত হইবে।

৩৬। অন্বয়ঃ। (তব) তোমার (অহিতাঃ) শত্রুগণ (তব) তোমার (সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ) সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া (বহূন্) অনেক প্রকার (অবাচ্যবাদান্ চ) অকথ্য ভাষাও (বদিষ্যন্তি) বলিবে। (ততঃ) ইহা অপেক্ষা (দুঃখতরং) অধিকতর দুঃখের বিষয় (কিং নু) আর কি হইতে পারে?

৩৭। অন্বয়ঃ। (হতঃ বা) যুদ্ধে হত হইলে (স্বর্গং প্রাপ্স্যসি) স্বর্গ লাভ করিবে, (জিত্বা বা) আর জয়ী হইলে (মহীং ভোক্ষ্যসে) রাজ্যভোগ করিবে। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (তস্মাৎ) অতএব (যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ) যুদ্ধের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া (উত্তিষ্ঠ) উত্থিত হও।

৩৫। তুমি যে সকল মহারথের নিকটে মহামান্য আছ, তাঁহারা মনে করিবেন তুমি ভয় পাইয়া যুদ্ধে বিরত হইতেছ, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে তুমি লঘুবীর্য্য প্রতীত হইবে।

৩৬। তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া তোমার প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিবে। দেখ, বীরপুরুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

৩৭। এই যুদ্ধে ক্ষতিকর কিছুই নাই, কারণ যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ, আর জয়ী হইলে রাজ্যলাভ, ইহাই নিশ্চিত ফল। অতএব দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥

৩৮। অন্বয়ঃ। (সুখদুঃখে) সুখদুঃখে, (লাভালাভৌ) লাভ-অলাভে (জয়াজয়ৌ) জয়পরাজয়ে (সমে কৃত্বা) হর্ষবিষাদরহিত হইয়া (ততঃ) তদনন্তর (যুদ্ধায়) কর্ত্তব্যবোধে যুদ্ধ করিবার জন্য (যুজ্যস্ব) উদ্যোগী হও, (এবং) তাহা হইলে (পাপং) হত্যাদিজনিত কোন পাপই (ন অবাপ্স্যসি) তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

৩৯। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (সাংখ্যে) অধ্যাত্মজ্ঞানযোগ-সম্বন্ধে (এষা) এই (বুদ্ধিঃ) তত্ত্ববিবেক (তে অভিহিতা) তোমাকে বলিলাম, (তু) অধ্যাত্মজ্ঞানযোগ হইতে পৃথগ্‌ভূত (যোগে) শাস্ত্রোক্ত পরোক্ষজ্ঞানসহ নিষ্কাম কর্ম্মযোগবিষয়ে (ইমাং) এই বক্ষ্যমাণ উপদেশ (শৃণু) মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর, (যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ) যে জ্ঞানযোগের সহিত কর্ম্ম করিলে (কর্ম্মবন্ধং) কর্ম্মের শুভাশুভফলপ্রাপ্তিরূপ বন্ধন (প্রহাস্যসি) তুমি ত্যাগ করিতে পারিবে।

৩৮। সুখদুঃখ, লাভ-অলাভ ও জয়পরাজয়াদি দ্বন্দ্বভাবগুলিতে যদি হৃদয়ের সাম্য রক্ষা করিতে পার অর্থাৎ উভয় প্রকারেই আত্মস্থিতি হইতে বিচলিত না হও, তাহা হইলে এই যুদ্ধের হত্যাজনিত কোন পাপই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, অতএব তুমি যুদ্ধ কর।

৩৯। হে পার্থ! অধ্যাত্মজ্ঞানযোগসম্বন্ধে তোমাকে এই উপদেশ দিলাম। এক্ষণে যোগের অর্থাৎ এই শাস্ত্রোক্ত পরোক্ষজ্ঞানকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সহিত সংযুক্ত রাখিয়া কি প্রকারে সাংসারিক কার্য্যসকল নির্ব্বাহ করিতে হইবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

৪০। অন্বয়ঃ। (ইহ) এই জ্ঞানকর্ম্মযোগে অর্থাৎ সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা যুক্ত কর্ম্মযোগে (অভিক্রমনাশঃ) সকাম কর্ম্মের ন্যায় আরম্ভের নাশ (ন অস্তি) হয় না, (প্রত্যবায়ঃ) অঙ্গহানিজন্য কোন পাপই (ন বিদ্যতে) উপস্থিত হইতে পারে না। (অস্য ধর্ম্মস্য) এই ধর্ম্মের (স্বল্পং অপি) অতি অল্পমাত্রও আচরিত হইলে (মহতো ভয়াৎ) সংসারভয় হইতে (ত্রায়তে) পরিত্রাণ করে।

সেই জ্ঞানকর্ম্মযোগের উপদেশ দিতেছি। যে জ্ঞানযোগের সহিত কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের শুভাশুভ ফলে আবদ্ধ হইতে হইবে না, তাহা মনোযোগসহ গ্রহণ কর।

৪০। কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সংযোগে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সকাম কর্ম্মের ন্যায় আরম্ভের নাশ কিংবা অঙ্গহানিজন্য কোন প্রত্যবায়ই উপস্থিত হইতে পারে না। এই জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মরূপ যে পরমধর্ম্ম, তাহার অল্পমাত্রও আচরিত হইলে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে।

বুদ্ধিমান্ মনুষ্যমাত্রেরই আপনাকে অধিকতর উন্নত করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি আপনাকে যেরূপভাবে গঠিত করিব, আমি তদ্রূপই হইব। আমার জ্ঞান ও কর্ম্মই আমাকে নিশ্চয় গঠিত করিবে। আমি চেষ্টা করিলে আপনাকে পশু করিতে পারি, অসুর করিতে পারি, দেবতা করিতে পারি, দেবর্ষি করিতে পারি, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উন্নতি লাভকরতঃ আপনাকে এই প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত করিতেও পারি। এই শক্তি আছে বলিয়াই আমি জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য। হৃদয়ে ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, তোষ, সত্য ও ন্যায়ের যত প্রতিষ্ঠা হইবে, মনুষ্য ততই দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবে; আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥

৪১। অন্বয়ঃ। (কুরুনন্দন) হে কুরুনন্দন! (ইহ) এই জ্ঞানকর্ম্মযোগে (ব্যবসায়াত্মিকা) তত্ত্ববিষয়িণী নিশ্চয়াত্মিকা (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (একা) একমুখী, (চ) কিন্তু (অব্যবসায়িনাম্ বুদ্ধয়ঃ) সকামকর্ম্মিগণের বুদ্ধি (বহুশাখাঃ) বহুমুখী (অনন্তাঃ চ) ও অসংখ্য।

প্রভাব যত বৃদ্ধি পাইবে, মনুষ্য ততই পশুত্বের দিকে অগ্রসর হইবে। ক্ষমার্জ্জবাদি বৃত্তিগণের প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধিকেই দৈবী গতি, আর কামক্রোধাদির প্রভাব-বৃদ্ধিকেই আসুরী গতি বলা যায়। ঐ দৈবী প্রতিষ্ঠার সহিত যদি ভগবদ্ভক্তি, বৈরাগ্য ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান সংযুক্ত হয়, তাহা হইলেই মনুষ্য আপনাকে দেবর্ষিরূপে গঠিত করে। আপনাকে দেবর্ষিরূপে গঠিতকরতঃ নির্ম্মল জ্ঞানের সহিত সাংসারিক কর্ত্তব্য পালনকেই ভগবান্ জ্ঞানকর্ম্মযোগ বলিতেছেন। এই যোগের অল্পমাত্রও মহাভয় অর্থাৎ আপনার অধঃপতন হইতে রক্ষা করে। ক্ষমার্জ্জবাদি দেববৃত্তিগুলির প্রতিষ্ঠার হ্রাস ও কামক্রোধাদি আসুরবৃত্তিগুলির প্রভাববৃদ্ধিই মনুষ্যের অধঃপতন, এবং ঐ অধঃপতনই মানবজীবনে মহাভয়স্বরূপ।

৪১। হে কুরুনন্দন। নিষ্কাম-জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সর্ব্বদাই একমুখী, আর জ্ঞানহীন সকামকর্ম্মিগণের সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি সর্ব্বদাই বহুমুখী ও বহুমূর্ত্তিবিশিষ্টা। জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধকগণ যে কর্ম্ম করুন না, তাঁহাদের জ্ঞান কখনই পরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয় না। তাঁহারা কর্ত্তব্যজ্ঞানে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্মই যথাবিধি সম্পন্ন করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্লক্ষ্য সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ হইতে স্বীয় পার্থক্য সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়া হেতু তাঁহাদের বুদ্ধি সততই একমুখী থাকে। আর যে সকল মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান লোক বৈষয়িক অনিত্য সুখের কামনায় নানাপ্রকার বারব্রতাদি সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের বুদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

৪২-৪৪। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (অবিপশ্চিতঃ) অধ্যাত্মজ্ঞানহীন (বেদবাদরতাঃ) বৈদিক ফলশ্রুতির পক্ষপাতী, (অন্যৎ ন অস্তি ইতি বাদিনঃ) "ইহা অপেক্ষা শ্রেয়োজনক আর কিছুই নাই" ইহা যাহারা বলে, (কামাত্মানঃ) কামনাকুলিতচিত্ত, (স্বর্গপরাঃ) স্বর্গপরায়ণ, (জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং) জন্মরূপ কর্ম্মফলপ্রদ (ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিকর (ক্রিয়াবিশেষবহুলাং) বহুপ্রকার যজ্ঞাদি ক্রিয়াপূর্ণ (যাং ইমাং) যে সকল (পুষ্পিতাং) আপাতরমণীয় (বাচঃ) বাক্য (প্রবদন্তি) প্রশংসার সহিত বলে, (তয়া অপহৃতচেতসাম্) তাদৃশ বাক্যের দ্বারা মোহিতচিত্ত (ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং) ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত কর্ম্মিগণের (ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ) নির্ম্মলা প্রজ্ঞা (সমাধৌ) সমাধীয়তে অস্মিন্ সর্ব্বমিতি ব্যুৎপত্ত্যা সমাধিরন্তঃকরণম্—হৃদয়ে (ন বিধীয়তে) উদ্ভাসিত হয় না।

কখনই স্থির নহে। কোন কার্য্যের ফলেই নির্ভর করিয়া তাহারা স্থির থাকিতে পারে না; নিয়তই নানাপ্রকার সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না।

৪২-৪৪। বহুপ্রকার ফলপ্রদ কর্ম্মের ব্যবস্থাপূর্ণ শ্রুতিবাক্যই যাহাদিগের অবলম্বন, মাত্র সকাম কার্য্যের ব্যবস্থা প্রদানকরতঃ যাহারা বলে যে, ইহা অপেক্ষা শ্রেয়োজনক আর কিছুই নাই, সেই অধ্যাত্মজ্ঞানহীন, কামনাকুলিতচিত্ত কুপণ্ডিতগণ স্বর্গপ্রাপ্তিকর ও জন্মরূপ কর্ম্মফলপ্রদ অর্থাৎ "এই ব্রত করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

৪৫। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (বেদাঃ) কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবাক্য-সকল (ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ) ত্রিগুণাত্মক-বিষয়প্রতিপাদক [ত্বং তু] তুমি কিন্তু (নিস্ত্রৈগুণ্যঃ) কর্ম্মকাণ্ডীয়-ত্রিগুণবিষয়িণী সকামবুদ্ধিমুক্ত (নির্দ্বন্দ্বঃ) সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বরহিত (নিত্যসত্ত্বস্থঃ) সদা সত্ত্বগুণাশ্রিত (নির্যোগক্ষেমঃ) যোগক্ষেমরহিত হইয়া (আত্মবান্ ভব) পরমার্থস্বরূপে অবস্থিত হইতে চেষ্টা কর।

৪৬। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে) [সতি] চতুর্দ্দিক জলমগ্ন হইয়া গেলে (উদপানে) সামান্য জলাশয়ে (যাবান্ অর্থঃ) যতটুকু প্রয়োজন, (বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য) ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞানীর (সর্ব্বেষু বেদেষু) সমস্ত বেদে (তাবান্) তৎটুকু (অর্থঃ) প্রয়োজন।

রাজা বা রাণী হইবে, এই ব্রত করিলে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারিবে, এই ব্রতের দ্বারা মনোমত পতি বা পত্নীলাভ হইবে", ইত্যাকার ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিকর বহুপ্রকার ক্রিয়াপূর্ণ যে সকল শ্রবণরমণীয় ব্যবস্থা প্রদান করে, সেই সকল আপাতমনোহর বাক্যের দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধি বিপথগামী হইয়াছে, এরূপ কামনাকুলিতচিত্ত মূঢ়গণের হৃদয়ে জীব ও আত্মার ঐক্যরূপ যোগ বা নির্ম্মলা প্রজ্ঞা কখনই উদ্ভাসিত হইতে পারে না।

৪৫। হে অর্জ্জুন! কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবাক্যসকল ত্রিগুণবিষয়া, অর্থাৎ সাংসারিক ভোগসুখের হ্রাস, বৃদ্ধি ও স্থিতি লইয়াই তাহাদের সর্ব্বস্ব এবং গুণাতীত আত্মবিজ্ঞানের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধই নাই। তুমি যদি সংসার-কারাগার হইতে পরিত্রাণ চাও, তাহা হইলে তোমাকে ত্রিগুণবিষয়িণী সকাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭॥

৪৭। অন্বয়ঃ। (তে) তোমার (কর্ম্মণি এব) কর্ম্মেই মাত্র (অধিকারঃ) অধিকার, (ফলেষু) কর্ম্মফলে (কদাচন) কদাপি যেন (মা) [অভূৎ] কামনা না হয়। (কর্ম্মফলহেতুঃ) ফলপ্রাপ্তিকামনায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত (মা ভূঃ) হইও না। (অকর্ম্মণি তু) বিহিত কর্ম্মের অকরণেও (তে) তোমার (সঙ্গঃ) আসক্তি (মা অস্তু) যেন না হয়।

বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে অচঞ্চল হইতে হইবে, এবং রজঃতমকে অভিভূত করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ নির্ম্মল সত্তাতে (সাধনগম্য অবস্থাবিশেষ) আপনার স্থিতি রক্ষাকরতঃ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকামনা ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণেচ্ছাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। এইরূপ হইলে তবে তুমি আত্মবান্ অর্থাৎ আত্মস্থিত হইবে।

৪৬। চতুর্দ্দিক জলমগ্ন হইয়া গেলে সামান্য জলাশয়ে যতটুকু প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে শাস্ত্রেরও ততটুকু প্রয়োজন।

যেমন চারিদিক জলমগ্ন হইয়া গেলে কোন বিশেষ জলাশয়ের অন্বেষণ করিতে হয় না, কারণ সকল জলই একাকার ধারণ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্রই 'একং অদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মের সত্তাকে বিদ্যমান দেখিতেছেন, তাঁহার আর কর্ম্মকাণ্ডীয় বা জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রাদি দর্শনশ্রবণের কোন প্রয়োজনই থাকে না। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি স্বগতাদি সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য হইয়া সতত ব্রহ্মময় রহিয়াছে। শাস্ত্রে যে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপদেশ সর্ব্বঃশ্রেষ্ঠ উপদেশরূপে বর্ণিত আছে, সেই ব্রহ্মই যখন সতত তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত তখন শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা তাঁহার আর কি ফললাভ হইবে? ব্রহ্মোপদেশক বা কর্ম্মকাণ্ডীয় যাবতীয় শ্রুতি-বাক্য তাঁহার সেই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অসীম সাগরে বিলীন হইয়া রহিয়াছে।

৪৭। কর্ম্মেই মাত্র তোমার অধিকার থাকুক, ফল পর্য্যন্ত যেন না যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

৪৮। অন্বয়ঃ।০ (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয়! (সঙ্গং) কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলতৃষ্ণা (ত্যক্ত্বা) পরিত্যাগ করিয়া (সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ) ফলের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে (সমঃ ভূত্বা) হর্ষবিষাদরহিত হইয়া (যোগস্থঃ) হৃদয়ের সাম্য রক্ষা করিয়া (কর্ম্মাণি কুরু) কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর; (সমত্বং) সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হৃদয়ের সাম্য-রক্ষাই (যোগঃ উচ্যতে) যোগ বলিয়া কথিত হয়।

তোমার কর্ম্মের কারণ যেন ফল না হয়। আবার "কর্ম্ম করিব না" এরূপ সঙ্কল্পও যেন তোমাতে উপস্থিত না হয়।

ফললাভের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিবে না, কেবলমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যাইবে। আবার "কর্ম্ম করিব না" এরূপ সঙ্কল্প যেন তোমাতে উপস্থিত না হয়, কারণ এরূপ সঙ্কল্প মূর্খ ত্যাগাভিমানিগণই করিয়া থাকে। বহিষ্করণ ও অন্তঃকরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও চিত্তমনের দ্বারাই কর্ম্মসকল সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয় এবং মন উভয়েরই কর্ম্ম রুদ্ধ করিতে না পারিলে আর কর্ম্মত্যাগ ঘটে না। কিন্তু কাহার সাধ্য যে সতত বহিষ্করণ ও অন্তঃকরণ উভয়েরই কার্য্যকে রুদ্ধ করিয়া রাখে! বাহিরে ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মকে রুদ্ধ রাখিবার ভান করিলেও অন্তঃকরণের কর্ম্ম হইবেই নিশ্চয়। তাহা হইলে সে কর্ম্মরোধের ফল কি? সেই জন্যই বলিতেছেন কর্ম্মত্যাগের মিথ্যা অভিনয় না দেখাইয়া কর্ম্মের ফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগকরতঃ বিবেকসম্মত কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইবে।

৪৮। হে অর্জ্জুন! যোগস্থ থাকিয়া কর্ম্মব্যাপার নির্ব্বাহ কর। অনাসক্তির সহিত কর্ম্ম করা এবং কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি যাহাই আসুক, তাহাতে হৃদয়ের সাম্যরক্ষার নামই যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥

৪৯। অন্বয়ঃ। (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয়! (কর্ম্ম) সকামকর্ম্ম (বুদ্ধিযোগাৎ) জ্ঞানকর্ম্মযোগ হইতে (দূরেণ) বহুগুণে (হি) নিশ্চয়ই (অবরম্) নিকৃষ্ট [অতএব] (বুদ্ধৌ) জ্ঞানকর্ম্মযোগের (শরণং) আশ্রয় (অন্বিচ্ছ) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর। [যেহেতু] (ফলহেতবঃ) ফলাকাঙ্ক্ষিগণ (কৃপণাঃ) অতি ক্ষুদ্রচেতা।

৫০। অন্বয়ঃ। (ইহ) ইহলোকে (বুদ্ধিযুক্তঃ) সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানকর্ম্মযোগী (উভে সুকৃতদুষ্কৃতে) পাপপুণ্য উভয়ই (জহাতি) পরিত্যাগ করেন। (তস্মাৎ) অতএব (যোগায়) জ্ঞানকর্ম্মযোগ আয়ত্ত করিবার জন্য (যুজ্যস্ব) চেষ্টা কর। (কর্ম্মসু) কর্ম্মে (কৌশলং) কৌশলই (যোগঃ) যোগ বলিয়া কথিত হয়।

সংসারে যে কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করিয়া ফেল। তাহার ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে করিয়া ফেল। তাহার পর যদি তাহা অসিদ্ধ হইল, অর্থাৎ যে জন্য করা হইল সে ফলপ্রাপ্তি না ঘটিল, তাহা হইলে "হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল!" বলিয়া শোকে, কিংবা যদি সিদ্ধ হইল অর্থাৎ যে প্রয়োজনে করা হইয়াছে তাহার প্রাপ্তি ঘটিল, তাহা হইলে আনন্দে অধীর না হওয়াই জ্ঞানকর্ম্মযোগ।

৪৯। হে অর্জ্জুন! জ্ঞানকর্ম্মযোগ অপেক্ষা সকাম কর্ম্ম বহুগুণে নিকৃষ্ট; তুমি জ্ঞানকর্ম্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করে, তাহাদের হৃদয় অতি ক্ষুদ্র।

৫০। এই লোকে সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানকর্ম্মযোগী ব্যক্তি পাপ ও পুণ্য উভয়কেই অতিক্রম করেন অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥

৫১। অন্বয়ঃ। (বুদ্ধিযুক্তাঃ) সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন (মনীষিণঃ) জ্ঞানিগণ (হি) নিশ্চয়ই (কর্ম্মজং) কর্ম্মজনিত (ফলং ত্যক্ত্বা) ইষ্টানিষ্টফলত্যাগ দ্বারা (জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ) পুনর্জ্জন্মরহিত জীবন্মুক্ত হইয়া (অনাময়ং পদং) পরমানন্দঘন ব্রহ্মপদ (গচ্ছন্তি) প্রাপ্ত হন।

৫২। অন্বয়ঃ। (যদা) যখন (তে) তোমার (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (মোহকলিলং) মোহরূপ গহন বনকে (ব্যতিতরিষ্যতি) অতিক্রম করিবে (তদা) সে সময়ে (শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ) শ্রুত এবং শ্রোতব্য উভয় বিষয়েই (নির্ব্বেদং) বৈরাগ্য (গন্তাসি) উপস্থিত হইবে।

পারে না; অতএব তুমি সেই জ্ঞানকর্ম্মযোগকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কর। জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের মিশ্রণরক্ষার কৌশলই জ্ঞানকর্ম্মযোগ।

আসক্তিশূন্য হইয়া মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্মসম্পাদন এবং সেই কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ঈশ্বরার্পিতচিত্তে কর্ম্ম করাই অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মে অন্তর্ম্মুখী আত্মভাব-রক্ষাই জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণের কর্ম্ম করিবার কৌশল। ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্য হইতে আপনার ভগবন্ময়ী স্থিতির রক্ষাই আত্মভাবরক্ষা।

৫১। উক্তপ্রকার অন্তর্ম্মুখী জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণ, যে কর্ম্মফল পুনর্জ্জন্মরূপ বন্ধনের কারণ, সেই ফল পরিত্যাগকরতঃ মঙ্গলময় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

৫২। যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন বনকে অতিক্রম করিবে, সে সময়ে তোমার শুনিবার যোগ্যও কিছু থাকিবে না, এবং যাহা শুনিয়াছ, তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

৫৩। অন্বয়ঃ। (শ্রুতিবিপ্রতিপন্না) নানাবিধ শ্রৌতস্মার্ত্তবাক্য শ্রবণ করিয়া বিক্ষিপ্ত (তে) তোমার (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (যদা) যখন (নিশ্চলা) একমুখী হইয়া (সমাধৌ) ভগবানে (অচলা) দীপশিখাবৎ অচঞ্চলা (স্থাস্যতি) থাকিবে, (তদা) তখনই (যোগং অবাপ্স্যসি) ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ হইবে।

স্মৃতিরক্ষারও প্রয়োজন থাকিবে না। তখন শ্রুত বা শ্রোতব্য উভয় বিষয়েই তোমার বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে।

সংসারক্ষেত্রে 'আমার আমার' ইত্যাকার ভ্রান্তিই বন্ধনের কারণ। এই ভ্রম ছুটিয়া গেলেই বন্ধনের কারণও দূর হয়। আমরা যে সকল বস্তুকে 'আমার' জ্ঞান্ করি, তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে তাহার কোনটিই 'আমার' নয়। যাহা আমার নহে, তাহাতে 'আমার' এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া দেওয়াই অবিদ্যার কার্য্য। অবিদ্যার সেই মহাদুর্গ অর্থাৎ এই মোহরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে নূতন কিছু শুনিবারই বা কি প্রয়োজন, এবং যাহা শুনিয়াছি তাহার স্মৃতিরক্ষাই বা কি জন্য?

৫৩। তোমার বুদ্ধি পাপ ও পুণ্যফলপ্রকাশক কর্ম্মকাণ্ডীয় নানা প্রকার শাস্ত্রবাক্যসকল নিয়ত শ্রবণ করিয়া নির্ম্মল জ্ঞান হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্তা হইয়াছে। ঐ বুদ্ধি যখন নির্ম্মল অধ্যাত্মজ্ঞানোপদেশের দ্বারা সংশয়রহিত ও একলক্ষ্যবিশিষ্টরূপে ভগবন্মুখী হইবে এবং পরে অপরোক্ষ অধ্যাত্মসাধনদ্বারা যে মুহূর্ত্তে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ অচঞ্চল হইয়া স্থিরা প্রজ্ঞায় পরিণত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি যোগ অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥

৫৪। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (কেশব) হে কেশব! (সমাধিস্থস্য) সমাধিতে স্থিত (স্থিতপ্রজ্ঞস্য) জীবন্মুক্ত পুরুষের (কা ভাষা) লক্ষণ কি? (স্থিতধীঃ) এবং ঐ ব্যক্তি ব্যবহারদশায় (কিংপ্রভাষেত) কিরূপ বাক্য বলেন, (কিং আসীত) কিরূপে অবস্থান করেন (কিং ব্রজেত) এবং কিরূপ ব্যবহার করেন?

৫৫। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (যদা) যখন (মনোগতান্) হৃদয়স্থ (সর্ব্বান্) সমস্ত (কামান্) ভোগ ও কর্ম্মবাসনা (প্রজহাতি) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, (তদা) তখন (আত্মনি) আপনাতে (আত্মনা) আপনি (তুষ্টঃ) সন্তুষ্ট ব্যক্তি (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) সমাধিস্থ জীবন্মুক্ত অর্থাৎ স্বরূপাবস্থিত বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হন।

৫৪। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! যে নির্ম্মলা প্রজ্ঞাতে স্থিতিরূপ পরম-জ্ঞানযোগের উপদেশ আপনি দান করিলেন, যিনি তাহা বুঝিয়াছেন এবং সাধনদ্বারা সেই অচঞ্চলা প্রজ্ঞাকে হৃদয়স্থ করিয়াছেন, সেই প্রজ্ঞাস্থিত পুরুষের সমাধি অবস্থার লক্ষণ কি? এবং তাঁহার ব্যবহারদশায় বাক্য, স্থিতি ও গতি কিরূপ?

৫৫। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে অর্জ্জুন! আপনি আপনাতে স্থিত হইয়া অর্থাৎ আপনার বহির্মুখী স্থিতিকে অন্তর্মুখীকরতঃ সাধক যখন এমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥

৫৬। অন্বয়ঃ। (দুঃখেষু) দুঃখে (অনুদ্বিগ্নমনাঃ) অবিচলিতচিত্ত (সুখেষু) সুখে (বিগতস্পৃহঃ) স্পৃহাশূন্য (বীতরাগভয়ক্রোধঃ) আসক্তি, ভয় ও ক্রোধবর্জ্জিত (মুনিঃ) সন্ন্যাসী (স্থিতধীঃ) ব্যুত্থিত-প্রজ্ঞাস্থিত বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হন।

৫৭। অন্বয়ঃ। (যঃ) যিনি (সর্ব্বত্র) সর্ব্ববিষয়ে (অনভিস্নেহঃ) মমতাভিমানবর্জ্জিত (তৎ তৎ শুভাশুভম্) কোনপ্রকার শুভ বা অশুভ (প্রাপ্য) প্রাপ্ত হইয়া [শুভং] (ন অভিনন্দতি) শুভকে অভিনন্দন করেন না, [অশুভং] (ন দ্বেষ্টি) অশুভের প্রতি বিদ্বেষ করেন না, (তস্য) তাঁহারই (প্রজ্ঞা) অন্তর্লক্ষ্য অর্থাৎ স্বরূপবোধ (প্রতিষ্ঠিতা) অবিচলিত।

তৃপ্তিলাভ করেন যে, কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়ভোগবাসনাই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, সকলই অতি হেয়রূপে পরিত্যক্ত হয়, তখনই তাঁহাকে সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ স্বরূপপ্রজ্ঞাতে স্থিত বলা যায়।

৫৬। দুঃখসমাগম বা সুখস্পৃহা যাঁহার নির্ম্মলা আত্মস্থিতিকে বিচলিত করিতে না পারে, সেই আসক্তি, ক্রোধ ও ভয়বর্জ্জিত স্থিরান্তর্লক্ষ্য সাধক ব্যুত্থিত-প্রজ্ঞাস্থিত বলিয়া কথিত হন।

৫৭। যিনি সর্ব্বত্রই মমতাভিমানবর্জ্জিত অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকেই যিনি 'আমার' জ্ঞান করেন না এবং সাংসারিক কোনপ্রকার শুভ উপস্থিত হইলে 'আসিতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া সানন্দে অভিনন্দন করেন না, কিংবা কোন অশুভ উপস্থিত হইলে দ্বেষবশতঃ 'তুমি কতক্ষণে দূরীভূত হইবে' এই বাসনায় ব্যাকুলান্তঃকরণ হন না, তাঁহারই প্রজ্ঞাস্থিতি অর্থাৎ অন্তর্লক্ষ্য অবিচলিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥

৫৮। অন্বয়ঃ। (অয়ং চ) এবং এই যোগী (যদা) যখন (কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব) কচ্ছপের মস্তকাদি অঙ্গের ন্যায় (সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ) সকল বিষয় হইতে (ইন্দ্রিয়াণি) ইন্দ্রিয়সকলকে (সংহরতে) প্রত্যাহার করেন, (তদা) তখনই (তস্য) তাঁহার (প্রজ্ঞা) প্রজ্ঞা (প্রতিষ্ঠিতা) অবিচলিত।

৫৯। অন্বয়। (নিরাহারস্য) ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণে অসমর্থ কিংবা অনিচ্ছুক (দেহিনঃ) দেহাভিমানী অজ্ঞানব্যক্তির (বিষয়াঃ) বিষয়ানুভব (রসবর্জ্জং) ভোগাসক্তি বাদ দিয়া (বিনিবর্ত্তন্তে) নিবৃত্ত হয়। [কিন্তু] (অস্য) স্থিত-প্রজ্ঞের (রসঃ অপি) ভোগাসক্তিও (পরং দৃষ্ট্বা) পরমপুরুষের দর্শনদ্বারা (নিবর্ত্ততে) নিবৃত্ত হয়।

৫৮। কূর্ম্ম যেমন আপনার মস্তকাদি আপনার মধ্যেই প্রবিষ্ট করাইয়া লয়, সেইরূপ যে সাধক ইন্দ্রিয়সকলের বিক্ষিপ্ত বহির্ম্মুখী ভাবকে অন্তর্মুখী করিয়া লইতে পারেন, তাঁহারই প্রজ্ঞাস্থিতি (অন্তর্লক্ষ্য) অবিচলিত।

৫৯। কোন দেহাভিমানী অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয়গণের বিষয়গ্রহণরূপ কার্য্য অবরুদ্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদের ভোগানুবৃত্তির হ্রাস আদৌ ঘটে না, যেমন ছিল তেমনিই থাকে। কিন্তু জ্ঞানযোগী সাধকের ভোগবাসনাও সেই পরমপুরুষকে দর্শনজনিত পরমা তৃপ্তিতে বিলীন হইয়া যায়।

উক্ত শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ অজ্ঞান হঠযোগের সহিত জ্ঞানযোগের পার্থক্য ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। এক জন অজ্ঞান ব্যক্তিও প্রাণায়াম আয়ত্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মকে অর্থাৎ কর্ণের শ্রবণ বা চক্ষুর দর্শনাদি ব্যাপারকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥

৬০। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (প্রমাথীনি) বলপূর্ব্বক বিবেকহরণকারী (ইন্দ্রিয়াণি) ইন্দ্রিয়গণ (যততঃ) যত্নশীল (বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি) বিবেকী পুরুষেরও (মনঃ) মনকে (প্রসভং) বলপূর্ব্বক (হরন্তি) বহির্ম্মুখী করিয়া ফেলে।

অবরুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা কি ফললাভ হইবে? সর্প ও ভেকগণ তাহাদের সংস্কারবশতঃ বহুদিন পর্য্যন্ত প্রাণায়ামক্রিয়া-দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যকে নিরুদ্ধ রাখিতে পারে। আমাদের দেশের 'ভানুমতীর বাজি' অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাহাতে দেখা যায় যে, একটা নষ্টচরিত্রা ও জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক এমনই সুন্দর প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছে যে, একখানি তলোয়ারের মূলদেশ বা মুষ্টিস্থান মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তলোয়ারটীকে উর্দ্ধাগ্রকরতঃ তাহার সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের উপর মাত্র হস্তে একটি যষ্টির আশ্রয় লইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে; তখন তাহার সংজ্ঞা আদৌ থাকে না। আমি স্বচক্ষে একটি ডাকাতকে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল মৃত্তিকার গর্ভে প্রোথিত থাকিয়া পরে অনায়াসে উঠিয়া লাঠি ও তলোয়ারের ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছি। ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মরোধ করিতে পারিলেই যদি পরমগতি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভেক, সর্প, ভানুমতী ও সেই ডাকাতেরও তাহা লাভ হইবে নিশ্চয়। কিন্তু ইহা অযৌক্তিক; তাহা কখনই হইতে পারে না। বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি ও সাধন ব্যতীত পরিত্রাণলাভের উপায়ান্তর নাই। তাহা হইলে কেবলমাত্র আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি সাধনদ্বারা কি ফললাভ হইবে? ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মরোধদ্বারা আপনাতে একটা অজ্ঞান অবস্থা আনয়ন করিলে কি ভোগাসক্তি হ্রাস পাইবে? কখনই না; সে আসক্তিরস সমভাবেই বিদ্যমান থাকিবে। সেই জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন যে, 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

৬১। অন্বয়ঃ। (যুক্তঃ) যোগী (তানি সর্ব্বাণি) ইন্দ্রিয়সকল (সংযম্য) বশীভূত করিয়া (মৎপরঃ) ভগবদ্ভাবাশ্রিত [সন্] হইয়া (আসীত) অবস্থান করেন। (হি) যেহেতু (যস্য) যাঁহার (ইন্দ্রিয়াণি) ইন্দ্রিয়গণ (বশে) আয়ত্ত হইয়াছে (তস্য) তাঁহার (প্রজ্ঞা) ভগবন্ময়ী প্রজ্ঞা (প্রতিষ্ঠিতা) স্থির থাকে।

দেহাভিমানী ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া কি করিবে? তাহার আসক্তিনিগ্রহ কি প্রকারে ঘটিবে? অজ্ঞানপুষ্টা ভোগাসক্তি যে প্রবলবেগে প্রবাহিত থাকিল। সেই আসক্তি হইতেই যে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। ঐ আসক্তিই তাহাকে পুনর্জ্জন্মগ্রহণে বাধ্য করিবে এবং পুনর্জ্জন্ম ঘটিলেই আবার সেই শুভাশুভ কর্ম্মফল ও ত্রিতাপযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে নিশ্চয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানযোগের আশ্রয় ছাড়িয়া যেন ঐ সকল অজ্ঞানোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। উহাদ্বারা তোমার পরিত্রাণলাভের বিন্দুমাত্র সাহায্য হইবে না। তুমি বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ে অবিচলিত ভক্তিসহ জ্ঞানযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর; নতুবা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। দেহাভিমানমুক্ত জ্ঞানযোগী সাধকগণ ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মনিরোধে যত্নবান্ হন না, তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণের অন্তর্ম্মুখিত্বসাধনেও তৎপর হন না। তাঁহারা ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে ভগবন্মুখীকরতঃ ইন্দ্রিয়গণকেও অন্তর্ম্মুখী করেন ও নির্ম্মল, প্রশান্ত ব্রহ্মানন্দের অমৃতধারা পানকরতঃ পরিতৃপ্ত হইয়া বিষয়ভোগের মালিন্যপূর্ণ রসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তাঁহারা বৃথা ইন্দ্রিয়নিরোধে যত্নবান্ না হইয়া ভোগাসক্তিকে নিগৃহীত করেন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমিও তাহাই কর।

৬০। হে কৌন্তেয়! এই শক্তিশালী ইন্দ্রিয়গণ অতি প্রবল। যে সকল বিবেকী পুরুষ মনকে অন্তর্ম্মুখী রাখিবার জন্য সতত যত্ন করিতেছেন, ইহারা তাঁহাদেরও মনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণদ্বারা বহির্ম্মুখী করিয়া ফেলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥

৬২-৬৩। অন্বয়ঃ। (বিষয়ান্) বিষয়সকল (ধ্যায়তঃ) চিন্তা করিলে (পুংসঃ) পুরুষের (তেষু) ঐ সকল বিষয়ে (সঙ্গঃ) আসক্তির (উপজায়তে) উদয় হয়, (সঙ্গাৎ) আসক্তি হইতে (কামঃ) কামনা (সংজায়তে) উপস্থিত হয়, (কামাৎ) কামনা হইতেই অর্থাৎ কামনা পূর্ণ হইবার পক্ষে প্রতিকূলতা ঘটিলে (ক্রোধঃ) ক্রোধ (অভিজায়তে) সমাগত হয়। (ক্রোধাৎ) ক্রোধ হইতে (সংমোহঃ) মোহ অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিরূপণে অক্ষমতা, (সংমোহাৎ) মোহ হইতে (স্মৃতিবিভ্রমঃ) ভাগবতী স্মৃতি চঞ্চল হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয়, (স্মৃতিভ্রংশাৎ) ভাগবতী স্মৃতির অভাবহেতু (বুদ্ধিনাশঃ ভবতি) বুদ্ধিশক্তি তামসী গতিকে প্রাপ্ত হয়, (বুদ্ধিনাশাৎ) সাত্ত্বিকী বুদ্ধির অভাবে (প্রণশ্যতি) সাধকের সর্ব্বনাশ হয়।

অধিপতি মনকে ভগবন্মুখী করিতে পারিলেই তদধীন ইন্দ্রিয়গণকেও তন্মুখী হইতে হয় বটে; কিন্তু উহারা সততই বহির্ম্মুখী হইয়া স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। সামান্য শৈথিল্য পাইলেই অধিপতি মনকে আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলে।

৬১। মন ও ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ম্মুখীকরতঃ আমার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যে যুক্তভাবাপন্ন যোগী উদাসীনভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন, সেই জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধকের ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সামান্য কারণেই বহির্ম্মুখী হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না। এইরূপে যিনি ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আপনার ভগবন্ময়ী প্রজ্ঞাকে স্থির রাখিতে সক্ষম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥

৬৪। অন্বয়ঃ। (বিধেয়াত্মা) বিজিতচিত্ত ব্যক্তি (তু) কিন্তু (রাগদ্বেষ-বিমুক্তৈঃ) আসক্তিবিরক্তিবর্জ্জিত (আত্মবশ্যৈঃ) মনোবশীভূত (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা (বিষয়ান্ চরন্) বিষয়ভোগ করিয়াও (প্রসাদং) আত্ম-প্রসন্নতা (অধিগচ্ছতি) লাভ করেন।

৬২-৬৩। বিষয়চিন্তা অধিকমাত্রায় করিলেই তাহাতে আসক্তি উপস্থিত হয়। আসক্তি আসিলেই তাহা হইতে 'আরও হউক, আরও হউক' ইত্যাকার কামনা উপস্থিত হয়। কামনা হইতেই অর্থাৎ কামনা পূর্ণ হইবার পক্ষে প্রতিকূলতা ঘটিলেই ক্রোধের সমাগম হয়। ক্রোধ উপস্থিত হইলেই তাহা হইতে মোহের আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ ক্রোধরূপ অগ্নিনিঃসৃত ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া বিবেক-শক্তি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে পারে না, সাধক মুগ্ধ হইয়া পড়ে; এই মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম অর্থাৎ সাধকের ভাগবতী স্মৃতি চঞ্চল হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয়; ভাগবতী স্মৃতির অভাবহেতু বুদ্ধিশক্তি তামসী গতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং সাত্ত্বিকী বুদ্ধির অভাবে সাধকের সর্ব্বনাশ হয় (সাধক অধঃপতন প্রাপ্ত হন)।

৬৪। অধ্যাত্মজ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন বটে; কিন্তু তাহাতে আসক্তি বা বিরক্তি কিছুই থাকে না; কর্ত্তব্য যাহা উপস্থিত হয়, অবিচলিতচিত্তে অর্থাৎ আহার্য্যগ্রহণ বা মলমূত্রপরিত্যাগবৎ তাহা সম্পন্ন করেন। আসক্তি বা বিরক্তি এই উভয় হইতে পৃথক থাকিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে করিতে তিনি আত্মপ্রসন্নতা বা চিত্তনৈর্ম্মল্য লাভ করেন।

বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে নিশ্চয়ই আসক্তি উপস্থিত হইবে, এই আশঙ্কার কথা ভগবান্ ৬২ শ্লোকে বলিয়াছেন। তাহা হইলে একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥

৬৫। অন্বয়ঃ। (প্রসাদে) আত্মপ্রসন্নতা লাভ হইলে (অস্য) যোগীর (সর্ব্বদুঃখানাং) সর্ব্বদুঃখের (হানিঃ) আত্যন্তিক নিবৃত্তি (উপজায়তে) ঘটিয়া থাকে, (হি) যেহেতু (প্রসন্নচেতসঃ) প্রসন্নচিত্ত যোগীর (বুদ্ধিঃ) নির্ম্মলা বুদ্ধি (আশু) শীঘ্র (পর্য্যবতিষ্ঠতে) আত্মাভিমুখী হইয়া থাকে।

৬৬। অন্বয়ঃ। (অযুক্তস্য) অসমাহিতের (বুদ্ধিঃ) নির্ম্মলা বুদ্ধি (নাস্তি) হয় না, (অযুক্তস্য) অসমাহিতের (ভাবনা চ) আত্মধ্যানও (ন) হয় না, (অভাবয়তঃ) আত্মধ্যানশূন্য ব্যক্তির (শান্তিঃ ন) শান্তি হয় না, (অশান্তস্য) যাহার শান্তি নাই তাহার (সুখং কুতঃ) সুখ কোথায়?

সংসারযোগী কি প্রকারে সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিতে পারেন। তাঁহাকে ভাগবতী স্মৃতিরক্ষাসহ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইলেই বিষয়চিন্তা অনিবার্য্য। তাহা হইলে তাঁহাকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই উক্ত শ্লোকে ভগবান্ উপদেশ করিলেন।

৬৫। আত্মপ্রসন্নতা অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হইলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের শান্তি অবশ্যই ঘটিবে, যেহেতু সেই প্রসন্নচিত্ত সাধকের নির্ম্মলা বুদ্ধি একমুখী হইয়া থাকে।

৬৬। যোগযুক্ত হৃদয় ব্যতীত নির্ম্মলা বুদ্ধির অস্তিত্বই নাই এবং অসমাহিত হৃদয়ে আত্মধ্যানও সম্ভব হয় না। আর যে হৃদয়ে আত্মধ্যান না হয়, সে হৃদয়ে অবিদ্যানিবৃত্তিজনিত ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকাররূপ পরমা শান্তিও নাই। আত্ম-সাক্ষাৎকারশূন্য হৃদয়ে আনন্দ কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭॥
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

৬৭। অন্বয়ঃ। (হি) যেহেতু (চরতাং) বিষয়ে বিচরণকারী (ইন্দ্রিয়াণাং) ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে (মনঃ) মন (যৎ) যে ইন্দ্রিয়ের (অনুবিধীয়তে) অনুগামী হইবে, (তৎ) সেই ইন্দ্রিয়ই (বায়ুঃ) ঝটিকাবায়ু (অম্ভসি নাবম্ ইব) যেমন নৌকাকে জলমগ্ন করে সেইরূপ (অস্য) সাধকের (প্রজ্ঞাং) বুদ্ধিকে (হরতি) বহির্মুখী করিয়া ফেলে।

৬৮। অন্বয়ঃ। (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (তস্মাৎ) অতএব (যস্য) যে সাধকের (ইন্দ্রিয়াণি) ইন্দ্রিয়গণ (ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ) স্ব স্ব বিষয় হইতে (সর্ব্বশঃ) সর্ব্বপ্রকারে (নিগৃহীতানি) প্রত্যাহৃত হইয়া ভগবন্মুখী হইয়াছে, (তস্য) তাঁহারই (প্রজ্ঞা) প্রজ্ঞা (প্রতিষ্ঠিতা) দৃঢ়।

৬৭। অজিতচিত্ত ব্যক্তির মন বিষয়ে সঞ্চরণকারী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হইবে, সেই ইন্দ্রিয়ই প্রবল হইয়া, ঝটিকাবায়ু যেমন নৌকাকে জলমগ্ন করে, তদ্রূপ সাধকের প্রজ্ঞাকে অর্থাৎ বুদ্ধিকে আকর্ষণকরতঃ বহির্মুখী করিয়া ফেলিবে।

৬৮। অতএব হে মহাবাহো! শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ হইতে যিনি ইন্দ্রিয়-গণের মুখকে ফিরাইয়া মনকে ভগবন্মুখীকরতঃ এক অচঞ্চল ভাবে স্থির করিতে পারেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা দৃঢ়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

৬৯। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বভূতানাং) সাধারণ জীবের পক্ষে (যা) যাহা অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রজ্ঞা (নিশা) রাত্রিস্বরূপ অর্থাৎ অজ্ঞাত (তস্যাং) সেই রাত্রিতে অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠায় (সংযমী) যোগী (জাগর্ত্তি) জ্ঞানালোকে জাগিয়া থাকেন। (ভূতানি) সাধারণ জীব (যস্যাং) যে বিষয়নিষ্ঠাতে (জাগ্রতি) জাগিয়া থাকে অর্থাৎ বিষয়ানুভব করে (পশ্যতঃ মুনেঃ) তত্ত্বজ্ঞানী যোগীর পক্ষে (সা) তাহাই অর্থাৎ বিষয়নিষ্ঠপ্রজ্ঞা (নিশা) রাত্রিবৎ অজ্ঞাত।

৬৯। সাধারণের পক্ষে যাহা রাত্রি, যোগিগণ তাহাতে জাগ্রত; আর সাধারণ সকলেই যাহাতে জাগ্রত, যোগিগণের তাহাই রাত্রি।

বিষয় সকল হইতে মন ও ইন্দ্রিয়গণের মুখকে ফিরাইয়া লইয়া ভগবন্মুখী করাই সাধকের যোগরক্ষা। কিন্তু সর্ব্বদা নিবিষ্ট সাধনে মগ্ন থাকা কোন সাধকের পক্ষেই সহজ নহে, বিশেষতঃ সংসারী সাধকের পক্ষে ইহা অসম্ভব ব্যাপার। তাহা হইলে যোগরক্ষার উপায় কি? উক্ত শ্লোকে ভগবান্ তাহাই নির্দ্দিষ্ট করিলেন। জ্ঞানযোগী সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা সাংসারিক অন্য কর্ত্তব্যও সম্পন্ন করিতে বাধ্য, তাঁহারা অন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত আপনার পরম লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্য যত্নবান্ থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ের অনুরাগ ভগবানের দিকে—তবে না করিলে চলে না, কর্ত্তব্য পালন করিতেই হইবে, এইজন্য কর্ত্তব্যজ্ঞানে অন্যান্য কর্ম্মসকল অনাসক্তভাবে সম্পন্ন করেন মাত্র। প্রাণের লক্ষ্য, প্রাণের পিপাসা সেই পরমের প্রতি। সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাতেই সতত জাগ্রত রহিয়াছেন। অন্য সাধারণ লোকে যে বিষয়নিষ্ঠাতে অর্থাৎ ভোগাসক্তিতে জাগ্রত থাকিয়া সর্ব্বদা বিষয়ভোগের উপকরণ সংগ্রহের জন্য ব্যাকুলভাবে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে, সেই বিষয়নিষ্ঠার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। তাহা তাঁহাদের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ। সাংসারিক কর্ত্তব্যসকল করেন বটে; কিন্তু কেমন যেন আঁধারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥

৭০। অন্বয়ঃ। (আপূর্য্যমাণম্) [অপি] নদীসমূহ প্রবেশ করিলেও (অচলপ্রতিষ্ঠং) নিশ্চলভাবে অবস্থিত অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিরহিত (সমুদ্রম্) সমুদ্রের মধ্যে (আপঃ) নদী সকল (যদ্বৎ প্রবিশন্তি) যেমন প্রবিষ্ট হইয়া একাকার লাভ করে, (তদ্বৎ) সেইরূপ (সর্ব্বে কামাঃ) ভোগকামনা সকল (যং) ব্রহ্মানন্দপূর্ণ যে যোগীর হৃদয়ে (প্রবিশন্তি) প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, (সঃ) সেই যোগী (শান্তিং আপ্নোতি) শান্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। (কামকামী ন) কামনাকুলিত ব্যক্তি শান্তি পায় না।

৭১। অন্বয়ঃ। [অতএব] (যঃ পুমান্) যে জ্ঞানযোগী পুরুষ (সর্ব্বান্

আঁধারে, কেমন যেন স্বপ্নকালের কর্ম্মের মত অস্পষ্টভাবে। করিতে হয়, করিতেছেন মাত্র; কিন্তু অন্তরের লক্ষ্য, প্রাণের অনুরাগ—সেই পরম প্রাণনাথের দিকে। অন্য সাধারণের সে ব্রহ্মনিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না থাকাতে তাহা তাহাদের পক্ষে রাত্রিবৎ অর্থাৎ ব্রহ্মসূর্য্যের প্রকাশ হৃদয়ে না থাকায় জন্য সেদিক তাহাদের পক্ষে অন্ধকারময়।

৭০। হ্রাসবৃদ্ধিরহিত সর্ব্বদাই পরিপূর্ণস্বভাব সমুদ্রের মধ্যে নদীসকল প্রবিষ্ট হইয়া যেমন একাকার লাভ করে, তদ্রূপ যে জ্ঞানযোগীর ব্রহ্মানন্দপূর্ণ সমুদ্রবৎ প্রশান্ত হৃদয়ে ভোগকামনারূপ প্রবাহসকল প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তিলাভে সমর্থ হন। কামনাকুলিত হৃদয়ে শান্তিলাভ কখনই হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

কামান্) ভোগকামনাসকলকে (বিহায়) পরিত্যাগ করিয়া (নিস্পৃহঃ) প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বস্তুতে স্পৃহাশূন্য, (নির্ম্মমঃ) মমতাবিহীন (নিরহঙ্কারঃ) [ও] কর্ত্তৃত্বাভিমানবর্জ্জিত হইয়া (চরতি) বিষয়রাজ্যে বিচরণ করেন, (সঃ) সেই আত্মভাবীই (শান্তিং অধিগচ্ছতি) শান্তি লাভ করেন।

৭২। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (ব্রাহ্মী স্থিতিঃ) জ্ঞানযোগী সাধকের ব্রহ্মনিষ্ঠা (এষা) এইরূপ। (এনাং) এই ব্রাহ্মী স্থিতি (প্রাপ্য) প্রাপ্ত হইলে (ন বিমুহ্যতি) সাধক আর মোহপ্রাপ্ত হন না। (অন্তকালে অপি) শরীরত্যাগকালেও (অস্যাং) এই ব্রাহ্মী স্থিতিতে (স্থিত্বা) থাকিতে পারিলে (ব্রহ্মনির্ব্বাণম্) ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মুক্তি (ঋচ্ছতি) প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

৭১। যে জ্ঞানযোগী পুরুষ ভোগকামনা সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগের প্রতি যাঁহার আসক্তি নাই, 'আমি করিতেছি' এবং 'আমার এই সকল' ইত্যাকার ভ্রান্তি যাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না, সেই পুরুষই অর্থাৎ যে সাধক আত্মারূপী পুরুষে আপনার জীবাভিমানকে ডুবাইতে পারিয়াছেন, সেই প্রকৃতিমুক্ত আত্মভাবীই শান্তি লাভ করেন।

৭২। হে অর্জ্জুন! জ্ঞানযোগী সাধকের ব্রাহ্মী স্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থান এইরূপ। এই ব্রাহ্মী স্থিতিকে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে আর অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে না। ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণাবধি যাবজ্জীবন যাঁহারা ব্রাহ্মী স্থিতি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই, কিন্তু যাঁহাদের পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিবার সুযোগ হয় নাই, যদি তাঁহারা মৃত্যুকালেও ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মুক্তিলাভ নিশ্চয় হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥
ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (জনার্দ্দন) হে জনার্দ্দন! (চেৎ) যদি (কর্ম্মণঃ) নিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ—নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা (বুদ্ধিঃ) জ্ঞানযোগ (জ্যায়সী) শ্রেষ্ঠ [ইহাই] (তে) তোমার (মতা) অনুমোদিতা—অভিপ্রেত, (কেশব) হে কেশব! (তৎ) তাহা হইলে (ঘোরে) হিংসাত্মকে ক্লেশবহুলে চ—নিষ্ঠুর ও ক্লেশকর (কর্ম্মণি) কর্ম্মে (মাং) আমাকে (কিং) কি জন্য (নিয়োজয়সি) নিযুক্ত করিতেছ?

২। অন্বয়ঃ। (ব্যামিশ্রেণ এব) সন্দেহোৎপাদকেন এব—কখনও জ্ঞান ও কখনও কর্ম্মের প্রশংসাপূর্ণ (বাক্যেন) বাক্যের দ্বারা (মে) আমার (বুদ্ধিং) বুদ্ধিকে (মোহয়সি ইব) যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিতেছ। (তৎ) অতএব (একং) জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে একটি (নিশ্চিত্য) নিশ্চয় করিয়া (বদ) বল, (যেন) যাহা-অনুষ্ঠান করিলে (অহং) আমি (শ্রেয়ঃ) পরম মঙ্গল (আপ্নুয়াম্) পাইতে পারি।

১। অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন, হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে এই যুদ্ধরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্মে কি জন্য আমাকে নিযুক্ত করিতেছ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। কখনও জ্ঞান ও কখনও কর্ম্মের প্রশংসাপূর্ণ মিলিত বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিতেছ। অতএব আমাকে নিশ্চিত করিয়া একটি পন্থা দেখাইয়া দাও, যে পথে চলিলে আমার পরম মঙ্গললাভ ঘটিবে।

শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের অর্থ সূচিত করিয়াছেন। যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ অর্থাৎ পৃথিবীতে ও স্বর্গে ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের জন্য লালায়িত, তাহারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত সকাম কর্ম্মে আসক্ত হয়। ঐ সমস্ত ভোগ করিতে করিতে যখন জীব কিছুতেই তৃপ্তি পায় না এবং পুনঃ পুনঃ সংসারের অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া অনন্ত দুঃখভোগ করিতে থাকে, তখন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য ব্যাকুলভাবে শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশক্রমে প্রেয়োমার্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়োমার্গে গমন করিতে ইচ্ছুক হয়। তখন তিনি সাধকপদবাচ্য হন এবং চিত্তশুদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানে ফলার্পণ করিয়া যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাঁহার ভৃত্যবৎ আচরণ করিতে চেষ্টা করেন এবং কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়া সমস্ত কৃতকর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিতে থাকেন। এই ফলত্যাগ ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগরূপ সাধনই কর্ম্মযোগ; ইহার উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের যোগ্যতাপ্রাপ্তি। এইরূপ সাধককে যোগী এবং গৌণ সন্ন্যাসী বলা হয়। যখন কর্ম্মফলত্যাগ ও কর্ত্তৃত্বাভিমানত্যাগ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, তখন সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তখন তাঁহাকে তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট গিয়া তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্য শ্রবণ ও মনন করিতে হয়। এই শ্রবণ, মনন ও তৎফলস্বরূপ নিদিধ্যাসনই জ্ঞানযোগ; ইহার পরিপাকে জীবন্মুক্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতি রূপ পরা সিদ্ধি এবং তৎপরে প্রারব্ধক্ষয়ান্তে বিদেহমুক্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,' 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়,' 'ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে,' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন এবং 'বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে,' 'সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে' এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, তাঁহার স্থিতি, গতি ও কার্য্যবর্ণনপ্রসঙ্গে শেষ ১৮টী শ্লোকে জ্ঞানের প্রশংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে ।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

৩। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (অনঘ) হে নিষ্পাপ! (অস্মিন্ লোকে) ইহলোকে (দ্বিবিধা) কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ দুই প্রকারের (নিষ্ঠা) স্থিতি (ময়া) মৎকর্ত্তৃক (পুরা) পূর্ব্বাধ্যায়ে (প্রোক্তা) কথিত হইয়াছে—(জ্ঞানযোগেন) জ্ঞানযোগের দ্বারা (সাংখ্যানাং) আত্মানাত্মবিবেকযুক্ত নিদিধ্যাসনপরায়ণ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের এবং (কর্ম্মযোগেন) অধ্যাত্মলক্ষ্য স্থির রাখিয়া তাহার অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রাপ্তির উপায়ভূত কর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা (যোগিনাম্) কর্ম্মযোগিগণের [যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধা নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে]।

৪। অন্বয়ঃ। (পুরুষঃ) মনুষ্য (কর্ম্মণাম্) নিষ্কাম কর্ম্মযোগের (অনারম্ভাৎ) অনুষ্ঠান না করিয়া (নৈষ্কর্ম্ম্যং) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি প্রজ্ঞা—'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ ব্রাহ্মী প্রজ্ঞা (ন অশ্নুতে) প্রাপ্ত হয় না, (চ) নিষ্কাম কর্ম্ম বা কর্ম্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে (সংন্যসনাৎ এব) কেবলমাত্র কর্ম্মত্যাগ করিলেই (সিদ্ধিং) মোক্ষ (ন সমধিগচ্ছতি) লাভ করিতে পারে না।

করায় এবং কোন্ অধিকারীকে কর্ম্ম ও কোন্ অধিকারীকে জ্ঞান অবলম্বন করিতে হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলায় অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ ইচ্ছা করিয়া তাঁহার বুদ্ধিকে বিমুগ্ধ করিতেছেন।

৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে নিষ্পাপ। পূর্ব্বে আমি তোমাকে দুই প্রকার নিষ্ঠা অর্থাৎ জ্ঞানভূমিকায় আরূঢ় আত্মানাত্মবিবেকযুক্ত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের জ্ঞান এবং জ্ঞানভূমিকায় আরোহণেচ্ছু কর্ম্মযোগিগণের কর্ম্মযোগ উল্লেখ করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥

৫। অন্বয়ঃ। (হি) যেহেতু (কশ্চিৎ) কেহই (জাতু) কদাচিৎ (ক্ষণংঅপি) ক্ষণকালও (অকর্ম্মকৃৎ) কর্ম্ম না করিয়া (ন তিষ্ঠতি) থাকিতে পারে না, (হি) যেহেতু (প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ) প্রাকৃতৈঃ ত্রিগুণৈঃ—প্রকৃতিজাত গুণে (অবশঃ) অবশ হইয়া (সর্ব্বঃ) সকলেই (কর্ম্ম) কর্ম্ম (কার্য্যতে) করিতে বাধ্য হয়।

৪। নিষ্কাম কর্ম্ম না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ যোগসিদ্ধি অর্থাৎ সাধনের উচ্চতম সীমায় যে এক পরম অচঞ্চলা স্থিতি ব্রহ্মানন্দমগ্ন সাধক হৃদয়ে অনুভব করেন, সেই ইন্দ্রিয়কর্ম্মরহিতা ব্রাহ্মী প্রজ্ঞা কখনই লাভ করিতে পারা যায় না। কামনাপূর্ণহৃদয়ে বাহ্য সন্ন্যাসীর বেশ ধারণকরতঃ 'কর্ম্ম করিব না' এরূপ সঙ্কল্প করিয়া মাত্র কর্ম্মত্যাগরূপ বৃথা সন্ন্যাসাভিমানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটে না।

অনাসক্তির সহিত ন্যায়, সত্য ও সারল্যাদি দেববৃত্তিগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করা ও তৎসহ আপনার ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ লক্ষ্যকে স্থির রাখাই কর্ম্মযোগ। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অধিকার ঐরূপেই সাধিত হয়। কামনাপূর্ণ-হৃদয়ে বাহ্যসন্ন্যাসীর বেশ ধারণকরতঃ 'কর্ম্ম করিব না' এইরূপ সঙ্কল্প করা প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বৈরাগ্যপূর্ণহৃদয়ে ভক্তির সহিত আপনার পরম লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কামনাবর্জ্জনরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তিই যথার্থ সন্ন্যাস। তিনি সংসারী হইলেও সন্ন্যাসী। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী ও সর্ব্বসুহৃদ্; সুতরাং প্রশান্ত-হৃদয়ে সাধ্যানুসারে পরোপকারই তাঁহার কর্ত্তব্য। এইরূপ সাধক যদি সংসারত্যাগী হন, তাহা হইলে তিনি মহাসন্ন্যাসী। এইরূপ মহাসন্ন্যাসীও কর্ত্তব্যপালনরূপ কর্ম্ম করিবেন। তাঁহার কর্ত্তব্য আরও বহুবিস্তৃত। ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।

৫। কেহই ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতি-গুণে বাধ্য হইয়া অবশভাবে সকলকেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥

৬। অন্বয়ঃ। (যঃ) যে (বিমূঢ়াত্মা) মূঢ়চিত্ত (কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি) কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকল (সংযম্য) নিগৃহীত করিয়া (মনসা) মনে মনে (ইন্দ্রিয়ার্থান্) শব্দাদি বিষয়সকলকে (স্মরন্ আস্তে) স্মরণ করিতে থাকে, (সঃ) সে (মিথ্যাচারঃ) কপট (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হয়।

৭। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (যঃ তু) তদিতরো যঃ পুরুষঃ—কিন্তু যিনি (ইন্দ্রিয়াণি) জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে (মনসা) মনের দ্বারা (নিয়ম্য) সংযতকরতঃ (অসক্তঃ) অনাসক্ত হইয়া (কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ) কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা (কর্ম্মযোগং) বিহিত কর্ম্ম (আরভতে) অনুষ্ঠান করেন, (সঃ) সেই জ্ঞানকর্ম্মযোগী উল্লিখিত মিথ্যাচার ব্যক্তি হইতে (বিশিষ্যতে) শ্রেষ্ঠ।

দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, রসাস্বাদন, আঘ্রাণ, শয়ন, গমন, উপবেশন, রেচন, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি যাবতীয় ব্যাপারই কর্ম্ম; সুতরাং কর্ম্ম না করিয়া কেহ কখনই থাকিতে পারে না; জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণের এবং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম ফলোদ্দেশে না হওয়ায় তাহা অকর্ম্মতুল্য।

৬। ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য রুদ্ধ রাখিয়া যে ব্যক্তি মনে মনে তাহাদের ভোগ চিন্তা করে, সে মূর্খ মিথ্যাচারী। (বাহিরে সন্ন্যাসিবেশধারী, অন্তরে কামনাকুল মিথ্যা ত্যাগাভিমানী মূর্খ সন্ন্যাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ এই বাক্য বলিলেন)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯॥

৮। অন্বয়ঃ। (ত্বং) তুমি (নিয়তং) অবশ্যমেব কর্ত্তব্যম্—অবশ্য কর্ত্তব্য (কর্ম্ম) কর্ম্ম (কুরু) অনুষ্ঠান কর, (হি) যেহেতু (অকর্ম্মণঃ) কর্ম্ম না করা অপেক্ষা (কর্ম্ম) কর্ম্ম করাই (জ্যায়ঃ) শ্রেয়ঃ। (অকর্ম্মণঃ) সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে (তে) তোমার (শরীরযাত্রা অপি চ) শরীররক্ষাও (ন প্রসিধ্যেৎ) হইবে না।

৯। অন্বয়ঃ। (যজ্ঞার্থাৎ) ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে বিহিত (কর্ম্মণঃ অন্যত্র) কর্ম্মব্যতিরেকে নিজ সুখের জন্য কর্ম্ম করায় (অয়ং লোকঃ) কর্ম্মাধিকারী মনুষ্য (কর্ম্মবন্ধনঃ) কর্ম্মণা বধ্যতে—কর্ম্মবদ্ধ হয়। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (মুক্তসঙ্গঃ) অনাসক্তহৃদয়ে (তদর্থং) ভগবৎপ্রীতির জন্য (কর্ম্ম) কর্ম্ম (সমাচর) সম্পাদন কর।

৭। হে অর্জ্জুন! কিন্তু যে জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক অন্তরে ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্ম্মসকল সম্পন্ন করেন, বাহিরে নিশ্চেষ্ট—অন্তরে কামনাকুল সন্ন্যাসী অপেক্ষা তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৮। তুমি নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়। একেবারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমার শরীররক্ষাও হইবে না।

ভগবদ্ভাবের সহিত কর্ম্মের মিশ্রণ রক্ষা করিয়া অনাসক্তহৃদয়ে ন্যায়, সত্য ও সারল্যের সহিত কর্ত্তব্যসম্পাদনই নিত্যকর্ম্ম। এইরূপ না হইলে সমস্ত কর্ম্মই বন্ধনের কারণ হইবে। কর্ম্ম না করিলে জীবিকার্জ্জনও হইতে পারে না এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥

১০। অন্বয়ঃ। (পুরা) কল্পারম্ভে (প্রজাপতিঃ) ব্রহ্মা (সহযজ্ঞাঃ) যজ্ঞাধিকৃতাঃ—যজ্ঞের অধিকারী (প্রজাঃ) মনুষ্যগণকে (সৃষ্ট্বা) সৃষ্টি করিয়া (উবাচ) বলিয়াছিলেন, (অনেন) এই যজ্ঞের দ্বারা (প্রসবিষ্যধ্বং) বৃদ্ধিলাভ কর, (এষঃ যজ্ঞঃ) এই যজ্ঞ (বঃ) তোমাদের (ইষ্টকামধুক্) বাঞ্ছিতফলপ্রদ (অস্তু) হউক।

রোগগ্রস্ত হইয়া শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রোগগ্রস্ত কিংবা অনশনক্লিষ্ট শরীরের দ্বারা কি সংসারকর্ম্ম, কি সাধনকর্ম্ম, কিছুই নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" স্বাস্থ্যরক্ষাই আদি ধর্ম্মাচরণ।

৯। হে অর্জ্জুন! যজ্ঞার্থ যে কর্ম্ম, তাহা কর্ম্ম হইলেও বন্ধনের কারণ নয়। তদ্ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মই বন্ধনের কারণ। তুমি অনাসক্তহৃদয়ে যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন কর।

আপনার ভাগবতী স্থিতি অব্যাহত রাখিয়া অনাসক্তহৃদয়ে ন্যায়, সত্য ও সারল্যের সহিত যে কর্ম্মই করা হউক না, তাহাই যজ্ঞ। আর ভগবদ্ভাবকে হারাইয়া আসক্তির সহিত যাহা করিবে, তাহাই অযজ্ঞ, এবং তাহাই বন্ধনের কারণ। নির্ম্মল অধ্যাত্মজ্ঞানের সহিত অনাসক্তচিত্তে ভগবদ্ভাবকে হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে যদি যুদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে এই যুদ্ধকার্য্যও তোমার যজ্ঞকার্য্যে পরিণত হইবে এবং এই নিষ্কাম যজ্ঞের কোন প্রকার শুভাশুভ ফলই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। অতএব তুমি ঐরূপে এই যুদ্ধযজ্ঞ সম্পাদন কর।

১০। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে যজ্ঞসহ প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা যজ্ঞের দ্বারাই বর্দ্ধিত হও এবং যজ্ঞই তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥

১১। অন্বয়ঃ। (অনেন) এই যজ্ঞের দ্বারা (দেবান্) ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে (ভাবয়ত) পুষ্ট কর, (তে দেবাঃ) সেই দেবগণ (বঃ) তোমাদিগকে (ভাবয়ন্তু) প্রীণয়ন্তু—বাঞ্ছিতফলদানে প্রীত করুন, (পরস্পরং) পরস্পর (ভাবয়ন্তঃ) আপ্যায়িত করিয়া (পরং শ্রেয়ঃ) অভীষ্ট (অবাপ্স্যথ) লাভ কর।

১২। অন্বয়ঃ। (দেবাঃ) দেবগণ (যজ্ঞভাবিতাঃ) যজ্ঞৈঃ পূজিতাঃ—যজ্ঞ-তৃপ্ত হইয়া (বঃ) তোমাদিগকে (ইষ্টান্) বাঞ্ছিত (ভোগান্) ভোগ্যবস্তু (দাস্যন্তে) দান করিবেন, (হি) যেহেতু (তৈঃ) দেবগণকর্ত্তৃক (দত্তান্) প্রদত্ত ভোগ্য (এভ্যঃ) দেবতাদিগকে (অপ্রদায়) না দিয়া (যঃ) যে (ভুঙ্্ক্তে) কেবলমাত্র নিজে ভোগ করে, (সঃ) সে (স্তেনঃ এব) চোরই।

১৩। অন্বয়ঃ। (যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ) যজ্ঞাবশিষ্টভোজী (সন্তঃ) সৎপুরুষগণ (সর্ব্বকিল্বিষৈঃ) সর্ব্ব পাপ হইতে (মুচ্যন্তে) বিমুক্ত হন। (তু) কিন্তু (যে পাপাঃ) যে পাপাত্মাগণ (আত্মকারণাৎ) নিজ ভোগের জন্যই (পচন্তি) রন্ধন করে, (তে) তাহারা (অঘং) পাপই (ভুঞ্জতে) ভোজন করে।

১১। এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণকে পুষ্ট কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে পুষ্ট করুন। এইরূপে পরস্পরে পরস্পরের শ্রেয়ঃ সাধন করতঃ অভীষ্ট লাভ করিবে।

১২। যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ভোগদান করিবেন। সেই দেবদত্ত ভোগ্য তাঁহাদিগকে নিবেদন না করিয়া যে ভোগ করে, সে চোরই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫ ॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

১৪। অন্বয়ঃ। (অন্নাৎ) ভুক্ত অন্নপানের পরিণাম হইতে (ভূতানি) প্রাণিগণ (ভবন্তি) জন্মে, (পর্জ্জন্যাৎ) মেঘ হইতে (অন্নসম্ভবঃ) অন্নের উৎপত্তি, (যজ্ঞাৎ) যজ্ঞ হইতে (পর্জ্জন্যঃ) মেঘ (ভবতি) উৎপন্ন হয়, (যজ্ঞ) যজ্ঞ (কর্ম্মসমুদ্ভবঃ) কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন।

১৫। অন্বয়ঃ। (কর্ম্ম) কর্ম্ম (ব্রহ্মোদ্ভবং) বেদ হইতে উৎপন্ন (বিদ্ধি) জানিও, (ব্রহ্ম) বেদ (অক্ষরসমুদ্ভবং) পরমাত্মা হইতে জাত, (তস্মাৎ) অতএব (সর্ব্বগতং) সর্ব্বগত (ব্রহ্ম) অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মা (নিত্যং) সদা (যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্) যজ্ঞে বিরাজমান আছেন।

১৬। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (যঃ) যে পুরুষ (ইহ) সংসারে (এবং) পূর্ব্বোক্তরূপ (প্রবর্ত্তিতং চক্রং) ব্রহ্মপ্রবর্ত্তিত জগচ্চক্রের (ন অনুবর্ত্তয়তি) অনুগামী না হয়, (সঃ) সেই (অঘায়ুঃ) পাপজীবনঃ—পাপী (ইন্দ্রিয়ারামঃ) ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি (মোঘং) বৃথা (জীবতি) জীবন ধারণ করে।

১৩। এইরূপ যজ্ঞপ্রসাদভোজী সৎপুরুষগণ পাপমুক্ত হন। যে পাপাত্মা-গণ কেবল আত্মসেবার্থ পাক করে, তাহারা পাপই ভোজন করে।

১৪। ভুক্ত অন্ন হইতে জীবশরীরের উৎপত্তি, মেঘ হইতে অন্নের উৎপত্তি, যজ্ঞ হইতে মেঘের উৎপত্তি এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥

১৭। অন্বয়ঃ। (তু) কিন্তু (যঃ মানবঃ) যে মানব (আত্মরতিঃ) আত্মনি এব প্রীতির্যস্য ন তু বিষয়েষু—আত্মারাম, (আত্মতৃপ্তঃ) আত্মনি এব তৃপ্তঃ ন তু অন্নপানাদিষু—আত্মতৃপ্ত (চ) এবং (আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ) আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ ন তু বাহ্যার্থলাভেন—আত্মাতেই সন্তোষ লাভ করেন, (তস্য) এমন আত্মবান্ পুরুষের (কার্য্যং ন বিদ্যতে) অবশ্যকরণীয় কার্য্য কিছুই নাই।

১৮। অন্বয়ঃ। (ইহ) জগতে (কৃতেন) কর্ম্মদ্বারা (তস্য) আত্মারাম ব্যক্তির (অর্থঃ) প্রয়োজন (ন এব) আদৌ নাই, (অকৃতেন) কর্ম্ম না করিলেও (কশ্চন) কোঽপি প্রত্যবায়রূপঃ অর্থঃ—কোন পাপ (ন) নাই। (অস্য) আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির (সর্ব্বভূতেষু) দেবাদি সর্ব্বজীবের নিকট (কশ্চিৎ) কোন (অর্থব্যপাশ্রয়ঃ চ) প্রয়োজনসম্বন্ধও (ন) নাই।

১৫। কর্ম্মের উৎপত্তি বেদ হইতে, বেদের উৎপত্তি অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে; অতএব সর্ব্বত্র পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞে সর্ব্বদাই বিদ্যমান।

১৬। হে অর্জ্জুন! সংসারে যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা এই চক্রানুযায়ী আদানপ্রদানরূপ অনুষ্ঠান না করে, তাহার জীবনধারণ বৃথা।

১৭। আত্মাতেই যাঁহার ভালবাসা, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে নয়, আত্মাতেই যাঁহার তৃপ্তি, অন্নপানাদিতে নয়; আত্মাতেই যাঁহার তুষ্টি—পশু, পুত্র, হিরণ্যাদি-লাভে নয়; এরূপ আত্মবান্ সাধকের অবশ্যই করিতে হইবে, এমন কর্ত্তব্য কিছুই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥১৯॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥

১৯। অন্বয়ঃ। (তস্মাৎ) তুমি ঈদৃশ জ্ঞানী নহ অতএব (অসক্তঃ) অনাসক্ত হইয়া (সততং) সর্ব্বদা (কার্য্যং) অবশ্যকরণীয় (কর্ম্ম) নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম (সমাচর) সম্পন্ন কর। (হি) যেহেতু (অসক্তঃ) আসক্তি-রহিত হইয়া (কর্ম্ম) বিহিত কর্ম্ম (আচরন্) অনুষ্ঠানকারী (পুরুষঃ) সাধক (পরং) মোক্ষ (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হন।

২০। অন্বয়ঃ। (জনকাদয়ঃ) জনকাদি রাজর্ষিগণ (কর্ম্মণা এব হি) জ্ঞান-কর্ম্মযোগদ্বারাই (সংসিদ্ধিং) জ্ঞানরূপসিদ্ধিং—সম্যক্ জ্ঞান (আস্থিতাঃ) লাভ করিয়াছিলেন; (লোকসংগ্রহম্ এব) অজ্ঞান লোককে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার প্রতি (সংপশ্যন্ অপি) দৃষ্টি রাখিয়াও (কর্ত্তুং অর্হসি) তোমার কর্ম্ম করা উচিত।

১৮। আত্মবান্ সাধকের কর্ত্তব্য কিছুই নাই কেন, এই শ্লোকে বলিতেছেন;—এই জগতে পুণ্যকর্ম্ম করিলেও তাঁহাতে পুণ্যফল স্পর্শ করে না এবং কোন বিহিত কর্ম্ম না করিলেও কোন প্রত্যবায় উপস্থিত হয় না। জগতের কোন পদার্থের সহিতই তাঁহার কোন প্রয়োজনসম্বন্ধ নাই।

সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাতীত ব্রহ্মানন্দে যিনি মগ্ন, তাঁহার জগতের সহিত সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। বাধ্য হইয়া করিতেই হইবে এমন কর্ত্তব্য তাঁহার কি আছে? তবে এই বাক্যের দ্বারা ভগবান্ তাঁহার কর্ম্ম নিষেধ করিতেছেন না; তিনি ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২॥

২১। অন্বয়ঃ। (শ্রেষ্ঠঃ) যে যে লোকসম্প্রদায়ের মধ্যে যে যে প্রধান ব্যক্তি (যৎ যৎ) যাহা যাহা (আচরতি) আচরণ করেন, (ইতরঃ জনঃ) সাধারণ অনুগত লোকও (তৎ তৎ এব) [আচরতি] তাহারই অনুকরণ করে; (সঃ) সেই প্রধান ব্যক্তি (যৎ) লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু (প্রমাণং কুরুতে) প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করেন, (লোকঃ) লোকে (তৎ অনুবর্ত্ততে) তাহারই অনুসরণ করে।

২২। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (ত্রিষু লোকেষু) ত্রিলোকে (মে) আমার (কর্ত্তব্যং) কর্ত্তব্য কর্ম্ম (কিঞ্চন) কিছুই (ন অস্তি) নাই, (অনবাপ্তং) অপ্রাপ্ত (অবাপ্তব্যং) বা প্রাপ্তব্যও (ন) নাই, [তথাপি অহং] তথাপি আমি (কর্ম্মণি) কর্ম্মানুষ্ঠানে (বর্ত্তে এব চ) ব্যাপৃত থাকি।

১৯। যেহেতু তুমি পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞানী নহ, কিন্তু কর্ম্মাধিকারী মুমুক্ষু, অতএব তুমি অনাসক্তহৃদয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কর। সাধক অনাসক্তির সহিত কর্ম্ম করিয়া পরম পদ লাভ করেন।

২০। জনকাদি রাজর্ষিগণ ঐরূপ অনাসক্তভাবে যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াও পূর্ণরূপে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অন্য সাধারণ অজ্ঞান লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্যও তোমার কর্ম্ম করা উচিত।

২১। জগতে এইরূপ গতানুগতিক নিয়ম আছে যে, শ্রেষ্ঠ লোকে যে প্রকার আচরণ করেন, অন্য সাধারণ লোকেও তাহারই অনুকরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণই তাহাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

২৩। অন্বয়ঃ। (যদি) যদি (অহং) আমি (জাতু) কদাচিৎ (অতন্দ্রিতঃ) আলস্যশূন্য হইয়া (কর্ম্মণি) কর্ম্মে (ন বর্ত্তেয়ং) প্রবৃত্ত না থাকি, (পার্থ) হে পার্থ! (তদা) তাহা হইলে (হি) নিশ্চয়ই (মনুষ্যাঃ) মনুষ্যগণ (মম) [আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া] আমার (বর্ত্ম) পথ (সর্ব্বশঃ) সর্ব্বতোভাবে (অনুবর্ত্তন্তে) অনুসরণ করিবে।

২৪। অন্বয়ঃ। (চেৎ) যদি (অহং) আমি (কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্) কর্ম্ম না করি (তাহা হইলে) (ইমে লোকাঃ) এই লোকসমূহ (উৎসীদেয়ুঃ) লোক-রক্ষার নিমিত্ত কর্ম্মের অভাবে উৎসন্ন যাইবে (চ) এবং [আমি] (সঙ্করস্য চ) ধর্ম্মসঙ্কর ও বর্ণসঙ্করেরও (কর্ত্তা) প্রবর্ত্তক (স্যাং) হইব; [এইরূপে আমি] (ইমাঃ প্রজাঃ) যাবতীয় প্রজাকে (উপহন্যাং) বিনষ্ট করিব।

২২। ত্রিভুবনে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও জগতে নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করি।

২৩। আমি যদি অনলসভাবে কর্ম্ম না করি, হে পার্থ! তাহা হইলে সকল লোকেই আমার অনুসরণ করিবে; কেহ কর্ম্ম করিবে না।

২৪। আমি কর্ম্ম না করিলে সমস্ত লোকই উৎসন্ন হইয়া যাইবে, কারণ আমি তাহা হইলে জগতের শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া দিব ও সমস্ত নিয়মই রহিত হইয়া জীবাদি যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। অতএব আমার দৃষ্টান্তে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরও লোকহিতার্থ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥

২৫। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে ভারত! (কর্ম্মণি) কর্ম্মফলে (সক্তাঃ) আসক্ত (অবিদ্বাংসঃ) অজ্ঞান ব্যক্তিগণ (যথা) যেরূপভাবে (কুর্ব্বন্তি) কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, (বিদ্বান্) জ্ঞানিগণ (লোকসংগ্রহম্ চিকীর্ষুঃ) লোকশিক্ষার জন্য ইচ্ছুক হইয়া (অসক্তঃ সন্) অনাসক্ত হইয়া (তথা কুর্য্যাৎ) সেইরূপ করিবেন।

সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি লোকসকল যে মহানিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বিচরণ করিতেছে, যে নিয়মসূত্রে গ্রথিত থাকিয়া সমস্ত লোকেরই সমস্ত জীবগণ নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে অপূর্ব্ব পরিণতিচক্রে ঘুরিতেছে, সেই মহানিয়তিশৃঙ্খলকে কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? কাহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া সকলেই ধাবমান রহিয়াছে এবং ধাবমান থাকিয়াও নির্দ্দিষ্ট কক্ষ অতিক্রমকরতঃ কেহ কাহারও উপরে আপতিত হইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত করিতে পারিতেছে না কেন? সেই অনন্তশক্তি, বিশ্বতোচক্ষুঃ, বিশ্বনিয়ন্তা সমস্তই দেখিতেছেন ও অপূর্ব্ব পরিণতিসূত্র অব্যাহত রাখিয়া সমস্ত লোকের সমস্ত ব্যাপার যথানিয়মে নির্ব্বাহিত করাইতেছেন। তাঁহারই দর্শন ও রক্ষণরূপ কর্ম্মজন্যই সঙ্করভাবের অর্থাৎ মহা বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব ঘটিতে পায় নাই। তিনি তাঁহার দর্শন ও রক্ষণরূপ কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবামাত্রই অনন্ত বিশ্বের মধ্যে এক অচিন্তনীয় মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়া ক্ষণমধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে লয়প্রাপ্ত করাইবে। মহাপ্রলয়ের সময় তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন ও তৎক্ষণাৎ সমস্ত জগৎ মহাবিপ্লবতরঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म्मसङ्गिनाम् ।
योजयेৎ सर्व्वकर्म्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥২৬॥

২৬। অন্বয়ঃ। (কর্ম্মসঙ্গিনাম্) কর্ম্মফলে আসক্ত (অজ্ঞানাং) অজ্ঞ ব্যক্তিগণের (বুদ্ধিভেদং) কর্ম্মবিষয়ে বুদ্ধিকে বিচলিত (ন জনয়েৎ) করিবেন না। [প্রত্যুত] (বিদ্বান্) জ্ঞানী ব্যক্তি (যুক্তঃ) [সন্] অবহিত থাকিয়া (সর্ব্বকর্ম্মাণি) সকল কর্ম্ম (সমাচরন্) আচরণ করিয়া (যোজয়েৎ) তান্ কর্ম্ম-সঙ্গিনঃ কর্ম্মণি প্রযোজয়েৎ—সেই ফলাসক্ত অজ্ঞব্যক্তিদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবেন।

২৫। ভোগাসক্ত অজ্ঞান লোকে ভোগলাভার্থ যেমন কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে, সাধারণের প্রবৃত্তিরক্ষার জন্য অনাসক্ত জ্ঞানিগণ তদ্রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

২৬। কর্ম্মফলাসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া দেওয়া উচিত নহে। ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন সাধকও স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবেন।

অজ্ঞান ভোগকামিগণের বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ আত্মার কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব নাই, এই ধারণা জন্মাইয়া দিলে কোন ফললাভেরই সম্ভাবনা নাই; কারণ নিবৃত্তিপথে স্বাভাবিকী অপ্রবৃত্তির জন্য ও শক্তির অভাবহেতু তাহারা এই পরম জ্ঞানলাভ করিতেও পারিবে না, অথচ ঐ সকল সকাম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও করিবে না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহাদের হৃদয় হইতে সকামা ভক্তি লোপ পাইয়া ভগবানে অবিশ্বাস, পুণ্যজনক কর্ম্মে অনমুরাগ ও ভোগানুকূল যথেচ্ছকর্ম্মেই প্রবৃত্তি উপস্থিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥

২৭। অন্বয়ঃ। (প্রকৃতেঃ) সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকায়াঃ মায়ায়াঃ—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির (গুণৈঃ) প্রকৃতিকার্য্যৈঃ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিভিঃ—প্রকৃতির বিকার ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিদ্বারা (সর্ব্বশঃ) সর্ব্বপ্রকার (কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি) লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম কৃত হয়, [তু] কিন্তু (অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা) ইন্দ্রিয়াদিষু আত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়চেতাঃ—ইন্দ্রিয়াদিতে অকর্ত্তা আত্মার আরোপ করায় বিমূঢ়-চিত্ত ব্যক্তি (অহং) আমি (কর্ত্তা) কর্ত্তা (ইতি মন্যতে) ইহা মনে করে।

২৭। ত্রিগুণা প্রকৃতির গুণদ্বারাই কর্ম্ম সকল কৃত হইতেছে, কিন্তু অহঙ্কার-রূপ ভ্রান্ত অভিমানে আচ্ছন্ন আত্মজ্ঞানহীন মূঢ়গণ 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার ভ্রমে আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ করে। উক্ত শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ ইহাই বুঝাইতেছেন যে, জ্ঞানী সাধকগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতিই সাধিত হয় না। তাঁহারা কর্ত্তৃত্বাভিমানমুক্ত, সুতরাং কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মের শুভাশুভ ফল তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাদের স্থির ধারণা এই যে, "আমি সেই সাক্ষিস্বরূপ আত্মা, আমি কিছুই করি না, প্রকৃতিদ্বারাই কর্ম্মসকল কৃত হইতেছে; এই ইন্দ্রিয়গণযুক্ত স্থূল শরীর, মন, চিত্ত, বিবেক ও অহঙ্কার, এ সমস্তই প্রকৃতি; আমি এ সকলের অতীত চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, কেবল অবিদ্যার কুহকে অন্ধ হইয়া আমি এই শরীর, আমিই কর্ম্মসকল করিতেছি, ইত্যাকার ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছি"। (এই সকল ব্যাখ্যা পরে করা হইয়াছে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতেগু´ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু ।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

২৮। অন্বয়ঃ। (তু) কিন্তু (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (গুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ) গুণেভ্যঃ আত্মনঃ বিভাগঃ ন মে কর্ম্মাণি ইতি কর্ম্মভ্যোঽপি আত্মনঃ বিভাগঃ, তয়োঃ—আত্মা হইতে গুণ এবং কর্ম্মের পার্থক্যের (তত্ত্ববিৎ) পরিজ্ঞাতা (গুণাঃ) দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাত (গুণেষু) নিজ নিজ প্রয়োজন সাধন-জন্যই নিজ নিজ কর্ম্মে (বর্ত্তন্তে) প্রবৃত্ত রহিয়াছে, (ন অহং) আত্মা এই ব্যাপারে নিঃসঙ্গ (ইতি মত্বা) ইহা জানিয়া (ন সজ্জতে) গুণ ও তজ্জনিত কর্ম্মে আসক্ত হন না।

২৯। অন্বয়ঃ। (প্রকৃতেঃ) ত্রিগুণাত্মিকায়াঃ প্রকৃতেঃ—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া-শক্তির (গুণসংমূঢ়াঃ) সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মুগ্ধ মনুষ্যগণ (গুণকর্ম্মসু) দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানাং ব্যাপারেষু—দেহেন্দ্রিয়াধিকৃত কর্ম্মসকলে (সজ্জন্তে) কর্ত্তৃত্বাভিমান করে, (কৃৎস্নবিদ্) বিবেকী (তান্) কর্ম্মে আসক্ত (অকৃৎস্নবিদঃ) অল্পজ্ঞ (মন্দান্) মন্দমতিগণকে (ন বিচালয়েৎ) কর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধা হইতে তত্ত্বোপদেশের দ্বারা বিচলিত করিবেন না।

২৮। হে মহাবাহো! অন্যপক্ষে গুণ ও কর্ম্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানযোগী সাধকগণ, অর্থাৎ যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে ত্রিগুণ কি, সেই ত্রিগুণা মহাশক্তি প্রকৃতিরূপে জগতে কিরূপ কর্ম্ম করিতেছেন, সমস্ত জগতই, এমন কি এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণও সেই মহাশক্তিরই বিকাশমাত্র, এই শরীরের সহিত আত্ম-স্বরূপের পার্থক্য কিরূপ, এবং সেই স্বরূপাবস্থিতি সাধনদ্বারা অপরোক্ষভাবে যাঁহাদের হৃদয়স্থ, এমন সুজ্ঞান সাধকগণ "এই ইন্দ্রিয়সকল আপন আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই" এই স্থিরজ্ঞানদ্বারা কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে সমর্থ হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥

৩০। অন্বয়ঃ। (অধ্যাত্মচেতসা) 'ঈশ্বরের ভৃত্যবৎ কর্ম্ম করিতেছি' এই বুদ্ধিতে (সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি) সমস্ত কর্ম্ম (ময়ি) পরমেশ্বরে (সংন্যস্য) সমর্পণ করিয়া (নিরাশীঃ) নিষ্কাম (নির্ম্মমঃ) মমতাশূন্য (ভূত্বা) হইয়া (বিগতজ্বরঃ) বিগতসন্তাপ [সন্] হইয়া (যুধ্যস্ব) যুদ্ধ কর।

৩১। অন্বয়ঃ। (যে মানবাঃ) যে মনুষ্যগণ (শ্রদ্ধাবন্তঃ) শাস্ত্র এবং গুরু-বাক্যে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক (অনসূয়ন্তঃ) 'অত্যন্ত দুঃখাত্মক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন' বলিয়া আমার [ভগবানের] প্রতি দোষারোপ না করিয়া (মে) আমার (ইদং) এই পূর্ব্বোক্ত (মতং) অভিপ্রায় (নিত্যং) সর্ব্বদা (অনুতিষ্ঠন্তি) অনুসরণ করেন, (তে অপি) তাঁহারাও (কর্ম্মভিঃ) ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে (মুচ্যন্তে) মুক্তিলাভ করেন।

২৯। প্রকৃতিগুণে বিমুগ্ধচিত্ত অজ্ঞান লোকে ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্মসকলকে 'আমি করিতেছি' এইরূপ অভিমান করে। সেই মন্দবুদ্ধিগণকে জ্ঞানিগণ তত্ত্বোপদেশের দ্বারা কর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধা হইতে বিচলিত করিবেন না।

৩০। 'আমি অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরের ভৃত্যবৎ কর্ম্ম করিতেছি' এই বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণকরতঃ মমতাভিমান ('আমার, আমার' ইত্যাকার ভ্রম), আসক্তি ও চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর।

৩১। আমার বাক্যে যাঁহাদের দ্বেষবুদ্ধি নাই এবং আমার বাক্যে যাঁহাদের স্থির বিশ্বাস, এরূপ জ্ঞানবান্ লোকে আমার উপদেশানুসারে কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন ও কর্ম্মসকলের শুভাশুভ ফলকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

৩২। অন্বয়ঃ। (যে) যাহারা (তু) কিন্তু (মে) আমার (এতৎ) পূর্ব্বোক্ত (মতং) মতকে (অভ্যসূয়ন্তঃ) নিন্দা করিয়া (ন অনুতিষ্ঠন্তি) তাহা অনুষ্ঠান করে না, (অচেতসঃ) জড়বুদ্ধিসম্পন্ন (তান্) তাদৃশ মানবদিগকে (সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্) অধ্যাত্মজ্ঞানবিহীন (নষ্টান্) পুরুষার্থবিভ্রষ্টান্—অধঃপতিত (বিদ্ধি) জানিও।

৩৩। অন্বয়ঃ। (জ্ঞানবান্ অপি) জ্ঞানীও (স্বস্যাঃ) নিজ (প্রকৃতেঃ) পূর্ব্বকৃত-ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারঃ বর্ত্তমানজন্মাদৌ অভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিঃ তস্যাঃ—বর্ত্তমান জন্মে ফলোন্মুখ, পূর্ব্বজন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারের (সদৃশং) অনুরূপ (চেষ্টতে) কর্ম্ম করে, (ভূতানি) সকল জীবই (প্রকৃতিং) পূর্ব্বোক্ত সংস্কাররূপ স্বভাবের (যান্তি) অনুসরণ করে, (নিগ্রহঃ) প্রকৃতির কার্য্য নিরোধ করিবার চেষ্টা (কিং করিষ্যতি) নিজ নিজ স্বভাবানুগামী ব্যক্তিগণের কি করিতে পারে ?

৩২। আমার এই বাক্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া যাহারা বাক্যানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, স্থির জানিও তাহাদের কোন জ্ঞানই হয় নাই এবং অধ্যাত্মভাব তাহাদের কিছুই নাই। তাহাদের সমস্তই নিষ্ফল।

বৃথা ত্যাগাভিমানী মূর্খ সন্ন্যাসিগণকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ 'দ্বেষবুদ্ধি'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তিহীন, অপক্কজ্ঞানী অথচ 'আমি জ্ঞানী' এইরূপ অভি-মানযুক্ত কুজ্ঞান সন্ন্যাসিগণ এইরূপ অভিমান করে যে, 'আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি, আবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব কেন ?' এ সকল বাক্য অশ্রদ্ধেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ ॥৩৫॥

৩৪। অন্বয়ঃ। (ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য) সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (অর্থে) শব্দাদি বিষয়ে (রাগদ্বেষৌ) ইষ্টবিষয়প্রাপ্তিতে আসক্তি ও অনিষ্টপ্রাপ্তিতে বিরক্তি (ব্যবস্থিতৌ) অবশ্য উপস্থিত হয়, (তয়োঃ) সেই আসক্তি ও বিরক্তির (বশং ন আগচ্ছেৎ) অধীন না হওয়াই কর্ত্তব্য। (তৌ হি) এই আসক্তি ও বিরক্তিই (অস্য) মুমুক্ষু সাধকের (পরিপন্থিনৌ) শ্রেয়োমার্গের মহাশত্রু।

৩৫। অন্বয়ঃ। (সু-অনুষ্ঠিতাৎ) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সম্পাদিত (পরধর্ম্মাৎ অপি) পরধর্ম্ম অপেক্ষা (বিগুণঃ) অঙ্গহীনঃ—কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও (স্বধর্ম্মঃ) নিজ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম (শ্রেয়ান্) শ্রেষ্ঠ, (স্বধর্ম্মে) নিজ প্রকৃতিগত ধর্ম্মানুষ্ঠানে (নিধনং) মৃত্যুও (শ্রেয়ঃ) মঙ্গলজনক, (পরধর্ম্মঃ) প্রকৃতিবিরুদ্ধ ধর্ম্ম (ভয়াবহঃ) ভয়ঙ্কর।

৩৩। প্রকৃতি অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মে ফলোন্মুখ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কার এতই বলবান্ যে, জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও আপনার প্রকৃতি-অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। সকল জীবই নিজ নিজ প্রকৃতির বশীভূত; তাহা হইলে এই প্রকৃতিকে কি প্রকারে নিগৃহীত করিতে পারা যায়? উক্ত শ্লোকে এই সংশয় উঠাইয়া পরশ্লোকে মীমাংসা করিতেছেন।

৩৪। ইন্দ্রিয় সকলের ভোগ্য বিষয়মধ্যে কোনটিতে আনুরক্তি ও কোনটিতে বিরক্তি অবশ্যই উপস্থিত হয়; কিন্তু ঐ আনুরক্তি ও বিরক্তি এই নিবৃত্তিপথের সাধকের মহাশত্রু। উহাদিগের বশীভূত না হওয়াই বিশেষ কর্ত্তব্য।

প্রকৃতির কার্য্য রুদ্ধ করিতে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য, কারণ একটিকে রুদ্ধ করিতে গেলে আর একটী প্রবল হইবে নিশ্চয়। সুতরাং জ্ঞানবান্, প্রকৃতির সহিত কলহ করিয়া আপনাতে অশান্তি আনয়ন করিতে যান না; তিনি ভোগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

৩৬। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন; (বার্ষ্ণেয়) হে বৃষ্ণিকুলজাত কৃষ্ণ! (অথ) জানিতে ইচ্ছা করি (অয়ং পূরুষঃ) জ্ঞানযোগ আশ্রয় করিতে ইচ্ছুক জীব (কেন প্রযুক্তঃ) কাহাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া (অনিচ্ছন্ অপি) পাপাচরণে প্রবৃত্তি না থাকিলেও (বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ) বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়া (পাপং চরতি) পাপাচরণ করে।

কামনার অনুকূল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তিকে দূর করিয়া ভোগ্য বিষয় ভোগ করেন। আসক্তি ও বিরক্তি না থাকা-হেতু সমস্ত ভোগ্য বিষয় যথাপ্রাপ্তরূপে ভোগ করিয়াও তিনি সংসার-কারাগার হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

৩৫। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা নিজধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও শ্রেষ্ঠ। নিজধর্ম্মে থাকিয়া শরীরত্যাগও মঙ্গলজনক, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর।

ভগবদুক্ত নিজধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম কি? সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতিগত ভেদকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ যে একথা বলেন নাই, তাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপরায়ণ সংকীর্ণচেতা অন্ধ মূঢ়গণ ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের স্থির ধারণা এই যে, আপনার প্রকৃত্যনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠানই নিজধর্ম্ম ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানই পরধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে। অষ্টাদশাধ্যায়ে ভগবান্ পুনরায় এই বাক্য বলিয়াছেন এবং তাহার পাঠ এইরূপ—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥"

ইহাদ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে 'স্বভাবনিয়তং' কর্ম্মকেই ভগবান্ স্বধর্ম্ম বলিতেছেন। একজন অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের প্রকৃতি এইরূপ যে, তাঁহার হৃদয় সংসারও চাহে এবং ভগবান্‌কেও চাহে। তাঁহার প্রকৃতি পত্নীপুত্রাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মীয়বর্গের মধ্যে থাকিয়াই সংসার-সন্ন্যাসিরূপে সাধনপথে অগ্রসর হইতে চায়। কিন্তু তিনি যদি কোন কারণবশতঃ অর্থাৎ কামক্রোধাদি কোন রিপুর উত্তেজনায় বিব্রত হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বনকরতঃ সংসার ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্মগ্রহণরূপ দোষাশ্রয় অবশ্যই ঘটিল। তিনি বলপূর্ব্বক স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন, অথচ সংসারভোগানুবৃত্তি তাঁহাতে বিদ্যমান থাকিল; এরূপ অবস্থায় তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সংসার পরিত্যাগ করিয়াও হয়ত তাঁহাকে অবৈধ উপায়ে ভোগকামনা চরিতার্থ করিয়া আশ্রমব্যভিচারী হইতে হইল। তিনি না গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিলেন, না সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার ভাগবতী সিদ্ধি লাভ তো ঘটিলই না, অধিকন্তু তাঁহাকে আশ্রম-ব্যভিচাররূপ পাপগ্রস্ত হইতে হইল। কিন্তু তিনি যদি সংসার ত্যাগ না করিয়া সদ্‌গুরুপ্রদর্শিত সাধনমার্গে আপনাকে উন্নীতকরতঃ ভগবানের উপদেশানুযায়ী কর্ম্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হৃদয়ের সাম্যরক্ষা ও ভোগের অনুকূল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তি পরিত্যাগকরতঃ কর্ত্তব্যমাত্র পালন করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আত্মোন্নতি সাধনদ্বারা চরমে পরমা ভাগবতী গতি লাভ করিতেন সন্দেহ নাই।

পক্ষান্তরে অন্য একজন সাধকের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ও সাধনের ফলে এ জীবনে বাল্যাবধিই সংসারের দিকে বিরক্তি, ভোগবিষয়ে অনাসক্তি ও ভগবানে প্রগাঢ় রতি উপস্থিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বজীবনের সংস্কারফলে সংসারকে এক ভীষণ জ্বালাময় কারাগার বলিয়া তাঁহার ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে; এরূপ অবস্থায় ঐ যথার্থ সন্ন্যাসীকে কোনপ্রকারে বাধ্য হইয়া যদি দারপরিগ্রহকরতঃ সংসারে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাতে স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্মগ্রহণরূপ দোষ আশ্রয় করিল; ইহাতে তিনি কোনপ্রকারেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন না। এই সংসার ভোগের প্রতি তাঁহার প্রকৃতিগত বিরক্তি প্রবলা, অথচ তাহার বিরুদ্ধে তাঁহাকে অনিচ্ছার সহিত সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইতেছে; এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে অবসন্ন হইয়া ভ্রষ্ট হইতে হইবে সন্দেহ নাই। স্বভাবতঃই যিনি সন্ন্যাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সংসারগ্রহণ অধঃপতনেরই হেতু ব্যতীত কিছুই নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥

৩৭। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (রজোগুণসমুদ্ভবঃ) রজোগুণ হইতে উৎপন্ন (মহাশনঃ) মহৎ অশনং যস্য সঃ, দুষ্পূরোদরঃ—তৃপ্তিরহিত (মহাপাপ্মা) মহা উগ্র (এষঃ কামঃ) এই কাম (এষঃ ক্রোধঃ) কামঃ কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধরূপেণ পরিণমতে—এই কামই প্রতিহত হইলে ক্রোধে পরিণত হয়, এবং এই ক্রোধ। (ইহ) মোক্ষমার্গে (এনং) পূর্ব্বোক্ত কাম বা ক্রোধকেই (বৈরিণং বিদ্ধি) মহাশত্রু বলিয়া জানিবে।

অর্জ্জুনেরও পাছে ঐরূপ দোষ উপস্থিত হয় সেইজন্য ভগবান্ সাবধান করিতেছেন যে, 'দেখিও পরধর্ম্মগ্রহণরূপ ভয়ঙ্কর দোষ যেন তোমাতে উপস্থিত না হয়। তোমার হৃদয়ের স্বাভাবিকী গতি সংসারের দিকে, রাজ্যলাভের জন্যই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছ, অথচ হঠাৎ স্বজনধ্বংসরূপ একটা ক্ষণিক আতঙ্ক উদিত হইয়া তোমাকে বিহ্বল করিয়াছে মাত্র। তাহাতেই তুমি যুদ্ধ না করিয়া বনগমন ও ভৈক্ষ্য-আশ্রম গ্রহণ করিতে চাহিতেছ। কিন্তু স্থির জানিও সেটা তোমার নিজধর্ম্ম নহে, পরধর্ম্ম। প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ গতির বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিলেই অধঃপতিত হইবে। অগ্রে সংসার-সন্ন্যাসী হও, পরে সময় হইলে মহাসন্ন্যাসী হইতে পারিবে। এখন স্থিরচিত্তে যুদ্ধরূপ কর্ত্তব্য পালন কর।

৩৬। অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন, হে কৃষ্ণ! ইচ্ছা না থাকিলেও কোন্ বৃত্তিদ্বারা বলপূর্ব্বক চালিত হইয়া লোকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?

৩৭। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, রজোগুণসমুৎপন্ন মহা উগ্র ও দুষ্পূরোদর কাম, যাহা প্রতিহত হইয়া ক্রোধে পরিণত হয়, তাহাই ঐরূপ করে। উহাকে মহাপাপ শত্রুরূপে জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

৩৮। অন্বয়ঃ। (যথা) যেমন (বহ্নিঃ) অগ্নি (ধূমেন) ধূমের দ্বারা (আব্রিয়তে) আবৃত থাকে, (যথা) যেমন (আদর্শঃ) দর্পণ (মলেন চ) মলদ্বারা আবৃত থাকে, (যথা) যেমন (গর্ভঃ) গর্ভস্থ শিশু (উল্বেন) জরায়ুদ্বারা (আবৃতঃ) আবৃত থাকে, (তথা) সেইরূপ (তেন) পূর্ব্বোক্ত কামের দ্বারা (ইদং) সাত্ত্বিকং জ্ঞানং—সাত্ত্বিক জ্ঞান (আবৃতম্) আচ্ছন্ন থাকে।

৩৯। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (জ্ঞানিনঃ) জ্ঞানীর (এতেন নিত্যবৈরিণা) এই চিরশত্রু (কামরূপেণ) কামরূপ (দুষ্পূরেণ) দুষ্পূরোদর (অনলেন চ) দুঃখতাপহেতুত্বাৎ অনলতুল্যেন—সন্তাপক অগ্নিদ্বারা (জ্ঞানং আবৃতং) জ্ঞান আবৃত হয়।

৪০। অন্বয়ঃ। (ইন্দ্রিয়াণি) কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ, (মনঃ) মন, (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (অস্য) কামের (অধিষ্ঠানং) আশ্রয় (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হয়। (এষঃ) কাম (এতৈঃ) ইহাদেরই সাহায্যে (জ্ঞানং) জ্ঞান (আবৃত্য) আচ্ছাদন করিয়া (দেহিনং) দেহাভিমানী জীবকে (বিমোহয়তি) আত্মজ্ঞান-বিমুখ করে।

৩৮। অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা, দর্পণ যেরূপ মলদ্বারা ও গর্ভ যেরূপ জরায়ুদ্বারা আবৃত থাকে, এই সাত্ত্বিক জ্ঞানও তদ্রূপ কামনাদ্বারাই আচ্ছন্ন থাকে।

৩৯। হে কৌন্তেয়! এই দুষ্পূরোদর অনলশিখাবৎ কাম জ্ঞানিগণের এমন ভয়ঙ্কর শত্রু যে, ইহা তাঁহাদের জ্ঞানকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। পরিণামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২॥

৪১। অন্বয়ঃ। (ভরতর্ষভ) হে অর্জ্জুন! (তস্মাৎ) যেহেতু ইন্দ্রিয়গণই কামের আশ্রয় অতএব (ত্বম্) তুমি (আদৌ) অগ্রে (ইন্দ্রিয়াণি) ইন্দ্রিয়গণকে (নিয়ম্য) সংযত করিয়া (জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং) পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞাননাশকারী (এনং পাপ্মানং) এই মহাপাপরূপী কামকে (হি) অবশ্যই (প্রজহি) প্রকৃষ্টরূপে বিনাশ কর।

৪২। অন্বয়ঃ। (ইন্দ্রিয়াণি) ইন্দ্রিয়গণ) পরাণি) স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম, প্রকাশক, ব্যাপক ও অন্তরস্থ বলিয়া শ্রেষ্ঠ, (ইন্দ্রিয়েভ্যঃ) ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা (মনঃ) মন (পরং) তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ শ্রেষ্ঠং—ইন্দ্রিয়দিগের প্রবর্ত্তক বলিয়া শ্রেষ্ঠ, (মনসঃ তু) মন অপেক্ষাও (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (পরা) শ্রেষ্ঠ, (আহুঃ) ইহা পণ্ডিতগণ বলেন; (যঃ তু) কিন্তু যিনি (বুদ্ধেঃ পরতঃ) তৎসাক্ষিত্বেন অবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ—সেই বুদ্ধিরও সাক্ষিরূপে বিরাজমান, (সঃ) তিনিই আত্মা।

দুঃখপ্রদ হইলেও অজ্ঞানের নিকট এই কাম ভোগকালে মিত্র বলিয়া প্রতীত হয়।

৪০। ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি এই কামাগ্নির অধিষ্ঠানক্ষেত্র। ইহাদিগের সাহায্যেই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া এই শত্রু দেহাভিমানী জীবগণকে মোহিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবিমুখ করে।

৪১। হে অর্জ্জুন! যেহেতু ইন্দ্রিয়গণই কামের আশ্রয়, অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণের বেগকে সংযত করিয়া এই জ্ঞানবিজ্ঞাননাশী মহাপাপ কামকে বিনাশ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

৪৩। অন্বয়ঃ। (মহাবাহো) হে মহাবীর। (এবং) এইরূপে (বুদ্ধেঃ) বুদ্ধি হইতে (পরম্ বুদ্ধা) শ্রেষ্ঠ আত্মার স্বরূপ জানিয়া (আত্মনা) বুদ্ধির দ্বারা (আত্মানং) মনকে (সংস্তভ্য) সম্যক্ প্রকারে স্থির করিয়া (কামরূপং) কামরূপ (দুরাসদং) দুর্জ্জয় (শত্রুং) মহাশত্রুকে (জহি) নাশ কর।

৪২। স্থূল ও জড় বাহ্য দেহ হইতে সূক্ষ্ম ও অন্তরস্থ ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা তাহাদিগের প্রবর্ত্তক মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন। এই বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বুদ্ধিরও সাক্ষিরূপে যিনি বিরাজমান, তিনিই আত্মা।

৪৩। হে মহাবীর! এইরূপে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ—সর্ব্বাধার সর্ব্বসাক্ষিরূপে যিনি বিরাজিত, তাঁহাকে জানিয়া অধ্যাত্মসাধনদ্বারা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে সংযত করিয়া আপনাকে অন্তর্মুখীকরতঃ এই কামরূপ মহাশত্রুকে নাশ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (অহং) আমি (ইমং) পূর্ব্বোক্ত এই (অব্যয়ং) অনাদি (যোগং) জ্ঞানকর্ম্মযোগ (বিবস্বতে) সূর্য্যকে (প্রোক্তবান্) সৃষ্টির প্রারম্ভে বলিয়াছিলাম, (বিবস্বান্) সূর্য্য (মনবে) মনুনামক নিজপুত্রকে (প্রাহ) বলিয়াছিলেন, (মনুঃ) বৈবস্বত মনু (ইক্ষ্বাকবে) ইক্ষ্বাকুনামক নিজপুত্রকে (অব্রবীৎ) বলিয়াছিলেন।

২। অন্বয়ঃ। (এবং) এই প্রকারে (পরম্পরাপ্রাপ্তং) বংশপরম্পরাক্রমে (ইমং) এই যোগ (রাজর্ষয়ঃ) রাজর্ষিগণ (বিদুঃ) জানিতেন। (পরন্তপ) হে শত্রুনাশন! (ইহ) ইহলোকে (মহতা কালেন) দীর্ঘকালসহকারে (সঃ যোগঃ) সেই জ্ঞানকর্ম্মযোগ (নষ্টঃ) বিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায় অর্থাৎ বিলুপ্ত হইয়াছে।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই যে জ্ঞানকর্ম্মযোগ অর্থাৎ জ্ঞানযোগের প্রাপ্তির উপায়ভূত-কর্ম্মযোগ তোমাকে উপদেশ করিলাম, এই অব্যয় অর্থাৎ মোক্ষফল-দায়ক যোগ পূর্ব্বে সৃষ্টির আদিতে আমি সূর্য্যকে বলি; তাহার পর সূর্য্য নিজপুত্র মনুকে এবং মনু আবার স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন।

CC-0. Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥

৩। অন্বয়ঃ। [ত্বং] তুমি (মে) আমার (ভক্তঃ) ভক্ত (সখা চ অসি) এবং সখা, (ইতি) এই জন্য (অয়ং) এই (সঃ) সেই (পুরাতনঃ) প্রাচীন (যোগঃ) জ্ঞানকর্ম্মরূপ যোগ (অদ্য) অদ্য (ময়া) আমি (তে এব) তোমাকেই (প্রোক্তঃ) বলিলাম, (হি) যেহেতু (এতৎ) এই জ্ঞান (উত্তমং রহস্যং) অতীব গোপনীয় ।

৪। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন বলিলেন, (ভবতঃ) আপনার (জন্ম) বসুদেবগৃহে জন্ম (অপরং) অল্পকালীনং—পরবর্ত্তী সময়ে, (বিবস্বতঃ) সূর্য্যের (জন্ম) জন্ম (পরং) পূর্ব্বং—পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে, (ইতি) এই রহস্য (ত্বং) তুমি (আদৌ) সৃষ্টির প্রারম্ভে (প্রোক্তবান্) বলিয়াছিলে, (এতৎ) ইহা (কথং) কিরূপে (বিজানীয়াম্) জানিব ?

২। হে শত্রুনাশন মহাবীর ! এইরূপে ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ বংশপরম্পরাক্রমিক উপদেশদ্বারা এই যোগ পর পর অবগত হন। (জ্ঞানমিশ্রিত কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়াই ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই আপনাকে রাজর্ষিরূপে গঠিত করিয়া নির্ম্মল জ্ঞানের সহিত সংসার ও অধ্যাত্মসাধন উভয় ব্যাপারই সম্পাদন-করতঃ মুক্তিপথের অধিকারী হইয়াছিলেন)। কিন্তু হে বীর ! সর্ব্বনাশকারী কালশক্তিদ্বারা সেই পরম জ্ঞানকর্ম্মযোগ অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥

৫। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (মে) আমার (তব চ) এবং তোমার (বহূনি) বহু (জন্মানি) জন্ম (ব্যতীতানি) অতীত হইয়াছে, (অহং) সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ—সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আমি (তানি সর্ব্বাণি) সেই সমস্ত জন্মের কথা (বেদ) অবগত আছি, [কিন্তু] (পরন্তপ) হে পরন্তপ! (ত্বং) তুমি [অবিদ্যাবৃতত্বাৎ] যোগমায়াচ্ছন্ন বলিয়া (ন বেত্থ) জান না।

৬। অন্বয়ঃ। (অজঃ) জন্মরহিত (অপি সন্) হইয়াও, (অব্যয়াত্মা) অপরিণামী (অপি সন্) হইয়াও, (ভূতানাং) জীবসমূহের (ঈশ্বরঃ) নিয়ামক [অপি সন্] হইয়াও (আত্মমায়য়া) নিজ ইচ্ছাশক্তিদ্বারা (স্বাং) স্বকীয় (প্রকৃতিং অধিষ্ঠায়) আনন্দস্বরূপা প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই (সম্ভবামি) দেহিরূপে সম্ভূত হই।

৩। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার ভক্ত ও সখা; সেইজন্যই এই প্রাচীন যোগতত্ত্ব তোমাকে অদ্য উপদেশ দিলাম। এই তত্ত্বই সংসারের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও হৃদয়ের গুপ্ত ধন।

৪। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! সূর্য্যের জন্মের বহু পরে তোমার জন্ম; অথচ তুমি বলিতেছ 'আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম'; এ রহস্য যে আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার ব্যাপার কি, অগ্রে তাহাই আমাকে বল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

৭। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে অর্জ্জুন! (যদা যদা) যখনই (ধর্ম্মস্য) প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মের (গ্লানিঃ) অবনতি [তথা] এবং (অধর্ম্মস্য অধর্ম্মের) অভ্যুত্থানং (আধিক্য) ভবতি উপস্থিত হয়, (তদা) তখনই (অহং) আমি (আত্মানং) আপনাকে) সৃজামি) সৃজিত করি।

৮। অন্বয়ঃ। (সাধূনাম্) সৎপথাবলম্বিদিগের (পরিত্রাণায়) পরিত্রাণের জন্য (চ) এবং (দুষ্কৃতাং) দুষ্টলোকের (বিনাশায়) নিগ্রহের জন্য [তথা] এবং (ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়) পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মের সংস্কারের নিমিত্ত (যুগে যুগে) প্রতিযুগে (সম্ভবামি) অবতীর্ণ হই।

৫। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহুবার জন্ম হইয়াছে, আমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া, সে সমস্তই অবগত আছি; কিন্তু তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ (যোগমায়াচ্ছন্ন হইয়া ভুলিয়া গিয়াছ)।

৬। আমি জন্মাতীত, অপরিণামী এবং আত্মারূপে সর্ব্বভূতেই বিদ্যমান থাকিয়াও নিজ মায়া বা ইচ্ছাশক্তিকে অবলম্বনকরতঃ আপনারই আনন্দস্বরূপা প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই দেহবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীত হই।

ভগবানের নিজ প্রকৃতি কি? আনন্দই ভগবানের প্রকৃতি। ত্রিবিধ দুঃখই যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেই সন্তাপমুক্তা শান্তিময়ী প্রকৃতি আনন্দ-স্বরূপা। যদিও ভগবান্ নিজ মায়াশক্তিকে অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া জীবরূপে লীলা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দস্বরূপা গুণাতীতা পরমা প্রকৃতি সুখদুঃখাদির দ্বন্দ্বে আদৌ মালিন্যগ্রস্ত হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

৯। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (যঃ) যিনি (মে) আমার (এবং) উল্লিখিত (দিব্যং) অলৌকিক (জন্ম) জন্ম (কর্ম্ম চ) এবং কর্ম্ম (তত্ত্বতঃ) সম্যক্‌রূপে (বেত্তি) জানেন, (সঃ) তিনি (দেহং) দেহ (ত্যক্ত্বা) ত্যাগ করিয়া (পুনঃ জন্ম) পুনর্জন্ম (ন এতি) প্রাপ্ত হন না, (মাং এতি) সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হন।

৭। হে অর্জ্জুন! যখনই জগতে প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের অবনতি ও অধর্ম্মের উন্নতি উপস্থিত হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃজিত করি, অর্থাৎ স্থূল শরীর ধারণকরতঃ জীবরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করি।

৮। সৎলোকের পরিত্রাণ, দুষ্টলোকের শাসন ও ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

৯। হে অর্জ্জুন! আমার অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্মের বিষয় যিনি তত্ত্বের সহিত পরিজ্ঞাত, তাঁহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না; তিনি দেহত্যাগান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হন।

ভগবানের এ কথার তাৎপর্য্য কি? ভগবান্ অবতাররূপে জন্মগ্রহণকরতঃ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, এই সংবাদই কি ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব? ইহা জানিলেই কি আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না? এই জ্ঞানদ্বারাই কি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তো মুক্তিলাভ করিবে। এ সংবাদ কে না জানে? ভগবানের 'তত্ত্বতঃ' শব্দ প্রয়োগের মর্ম্ম উহা নহে, এ তত্ত্ব অতি গভীর তত্ত্ব। ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে হইলেই অগ্রে তাঁহার তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ কি, তাঁহার স্থিতি কিরূপ, তাঁহার সহিত আমার ও জগতের সম্বন্ধ কি প্রকার, এ সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় সম্যক্ অবগত হইতে হইবে। যখন বেদান্তনির্দ্দিষ্ট বিচারদ্বারা পরোক্ষভাবে বুঝিতে পারা গেল যে, সচ্চিদানন্দই ভগবানের স্বরূপ, তিনি আমাতে তোমাতে এবং জগতের সর্ব্বত্রই এক অদ্বিতীয় আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন, আমার সহিত এবং জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এই প্রকার, এবং পরে অধ্যাত্ম-সাধনদ্বারা অপরোক্ষভাবে সেই ভাগবতী স্থিতি স্পষ্টতঃ আমার হৃদয়ে অনুভূত হইল, তখন ভগবানের স্থিতির তত্ত্ব কথঞ্চিৎ আমাতে প্রকাশ পাইল। তাহার পর তাঁহার জন্মের তত্ত্ব ও কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ভগবান্ আত্মারূপে সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও নিজ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই অনন্ত জগতের অসংখ্য লোকে একই সময়ে অসংখ্য লীলামূর্ত্তি ধারণকরতঃ লোকহিতকর অসংখ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন; তাহাতে তাঁহার স্বরূপাবস্থিতির অর্থাৎ যে সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিতে তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান, সেই পরমাত্মস্বরূপের কোন ব্যতিক্রমই ঘটে নাই; তিনি একই মুহূর্ত্তেই সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবেই প্রকাশিত, তাঁহার স্বকৃত কোন কর্ম্মফলই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি যে মুহূর্ত্তে কর্ত্তা, সেই মুহূর্ত্তেই অকর্ত্তা; যে মুহূর্ত্তে ভোক্তা, সেই মুহূর্ত্তেই অভোক্তা। এই সকল ভগবত্তত্ত্বের মহিমা উত্তমরূপে যে সাধকের হৃদ্গত হইবে, তিনিই ভগবানের জন্মের ও কর্ম্মের তত্ত্ব স্থির বুঝিতে পারিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবেন। সদ্গুরুর নিকটে জ্ঞানলাভকরতঃ যিনি ঐ সকল তত্ত্ব সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সাধনদৃষ্টির বলে ভগবান্‌কে অন্তরে ও বাহিরে দেদীপ্যমান দেখিতেছেন, সেই যোগীই ঐ সকল তত্ত্বকে বুঝিতে পারিবার অধিকারী। "যে ভগবান্ নিরাকার অব্যক্তস্বরূপ, তিনি আবার কি প্রকারে মানবশরীর ধারণ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটী ক্ষুদ্র নগণ্য বালুকণাবৎ এই পৃথিবীতে লীলা করিতে আসিবেন?" ইত্যাদি সংশয় ও অবিশ্বাস সেই সকল লোকের হৃদয়ে উদিত হয়, যাঁহারা ভগবানের মহিমা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অসম্ভবত্ব ও অবিশ্বাসকে আনয়ন করিয়া তাঁহারা ভগবানের মহিমাকে খর্ব্ব করেন মাত্র। তাঁহারা রাজসী দৃষ্টিতে মানুষী শক্তির তুলনায় সেই ঐশী শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মহা ভ্রমে পতিত হন, সন্দেহ নাই। যাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০॥

১০। অন্বয়ঃ। (বীতরাগভয়ক্রোধাঃ) আসক্তি, ভয় ও ক্রোধমুক্ত (মন্ময়াঃ) আমাতেই একাগ্রচিত্ত (মাং উপাশ্রিতাঃ) মদাশ্রিত (বহবঃ) অনেকেই (জ্ঞানতপসা) জ্ঞানময় তপস্যার দ্বারা (পূতাঃ) নির্ম্মলহৃদয় হইয়া (মদ্ভাবং আগতাঃ) মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

সর্ব্বশক্তিমান্ স্বীকার করিতেছি, তাঁহার কর্ম্মের সম্বন্ধে "ইহা সম্ভব এবং ইহা অসম্ভব", এইরূপ সীমানির্দ্দেশ আবার কি প্রকারে হইতে পারে? ভগবান্ কি তাঁহার অনন্তব্যাপী অসীম স্থিতিকে গুটাইয়া লইয়া দেবকীর গর্ভে ভ্রূণরূপে প্রবেশ করিলেন? তাহা নহে; সে 'একম্ অদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মস্বরূপ সমভাবেই চিরকাল বিদ্যমান। সে অপরিণামী পরমত্বের ব্যতিক্রম কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। চিরকাল সমভাবেই বিরাজিত। সে স্বরূপ যেমন ছিল তেমনই রহিল, অথচ নিজ মায়াশক্তিকে অবলম্বনকরতঃ এই অনন্ত বিশ্বের সেই অদ্ভুতকর্ম্মা মহানাট্যকার সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদিরূপে দৃশ্যমান এই অগণ্য রঙ্গালয়ে একই মুহূর্ত্তে যেমন অসংখ্য মূর্ত্তিতে অভিনয় করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতেও তেমনই অভিনয় করিতেছেন, ইহাতে আবার বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ইহাই তো তাঁহার ঐশী মহিমা। আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দলক্ষগুণ বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল ও এই নগণ্য পৃথিবীর একটি বালুকণা তাঁহার দৃষ্টিতে একই প্রকার। যে বিদ্যাভিমানী আমি একটি ক্ষুদ্র মসীবিন্দুরও সর্ব্বত্র একই মুহূর্ত্তে সমভাবে দৃষ্টিরক্ষণে অক্ষম, সেই মূঢ় আমি—যিনি এই চরাচর বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকে একই মুহূর্ত্তে সমভাবে দর্শন করিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি হইতে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার ক্ষুদ্র পাদক্ষেপ পর্য্যন্ত অগোচর থাকিতে পায় না—তাঁহারই শক্তির ও কর্ম্মের সম্ভাবনা, অসম্ভাবনা বিচার করিতে যাই; ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥

১১। অন্বয়ঃ। (যে) যাহারা (যথা) যে ভাবে, সকামেই হউক বা নিষ্কামেই হউক, (মাং) সর্ব্বভাবের অতীত হইয়াও সর্ব্বভাবের একমাত্র আধারভূত আমাকে (প্রপদ্যন্তে) উপাসনা করে, (তান্) তাহাদিগকে (তথা এব) সেইরূপেই অর্থাৎ অভিমত ফল প্রদান করিয়া (অহং) আমি (ভজামি) অনুগৃহীত করি। (পার্থ) হে পার্থ! (মনুষ্যাঃ) মনুষ্যগণ (সর্ব্বশঃ) সর্ব্বপ্রকারেই (মম) আমার (বর্ত্ম) পথ (অনুবর্ত্তন্তে) অনুসরণ করে।

১০। জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা নির্ম্মলহৃদয়, আসক্তি, ভয় ও ক্রোধমুক্ত বহু সাধক অপরোক্ষ অধ্যাত্ম সাধনদ্বারা আমাতে স্থিত ও ক্রমে ক্রমে আমিময় হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১১। যাহারা যে ভাবে আমাকে গ্রহণকরতঃ উপাসনা করে, আমি তাহাদের নিকটে সেই ভাবেই উদিত হই। হে পার্থ! লোকসকল সর্ব্বপ্রকারে আমার পন্থারই অনুসরণ করে।

যাহারা যেভাবে ভগবানের উপাসনা করে, ভগবান্ তাহাদের নিকটে তদ্রূপ, অর্থাৎ তিনি সাকারভাবীর নিকটে সাকার, নিরাকার-ভাবীর নিকটে নিরাকার আত্মভাবীর নিকটে আত্মা, বিশ্বভাবীর নিকটে বিশ্ব, দেবভাবীর নিকটে দেবতা ও প্রতিমাভাবীর নিকটে প্রতিমা। তিনি সর্ব্বভাবের অতীত হইয়াও সর্ব্বভাবেরই একমাত্র আধার। অতএব যাহারা তাঁহাকে যে ভাবে গ্রহণ করে, তিনি তাহাদের নিকটে তাহাই এবং সেইরূপ ফলই তাহারা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের উক্তবাক্যে কেহ যেন মনে না করেন যে সকাম বা নিষ্কাম, স্থূল বা সূক্ষ্ম, আত্মা বা দেবতা, যে ভাবেই হউক ভগবান্‌কে গ্রহণকরতঃ উপাসনা করিলে সকলেরই সেই ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ এক ফলই লাভ হইবে। তাহা কখনই হইতে পারে না। সেইজন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, "যে যথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

১২। অন্বয়ঃ। (কর্ম্মণাং) কর্ম্মের (সিদ্ধিং) সিদ্ধি (কাঙ্ক্ষন্তঃ) আকাঙ্ক্ষা করিয়া (ইহ) নরলোকে [মনুষ্যগণ] (দেবতাঃ) ইন্দ্রাদিদেবতাঃ ন তু সাক্ষাৎ মাম্—সাক্ষাৎ আমাকে ভজনা না করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে (যজন্তে) আরাধনা করে। (হি) যেহেতু (মানুষে লোকে) পৃথিবীতে (কর্ম্মজা) কর্ম্মজনিত (সিদ্ধিঃ) ফল (ক্ষিপ্রং) শীঘ্র (ভবতি) হয়।

১৩। অন্বয়ঃ। (ময়া) আমার দ্বারা (গুণকর্ম্মবিভাগশঃ) গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং কর্ম্মণাং শমদমশৌর্য্যতেজোবাণিজ্যশুশ্রূষাদীনাং বিভাগৈঃ—সত্ত্বরজস্তমোগুণের ন্যূনাধিক্যবশতঃ ও শমদমাদি কর্ম্মের পার্থক্যবশতঃ (চাতুর্ব্বর্ণ্যং) ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় (সৃষ্টং) সৃষ্ট হইয়াছে। (তস্য) এই বর্ণাদি সৃষ্টিব্যাপারের (কর্ত্তারং অপি) কর্ত্তা হইলেও (অকর্ত্তারং) আসক্তিরাহিত্যেন কর্ত্তৃত্ববিহীনং—আসক্তি না থাকাতে কর্ত্তৃত্বরহিত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় (অব্যয়ং) আসক্তিরাহিত্যেন বৈষম্যশূন্যং—এবং বৈষম্যশূন্য বলিয়া (মাং) আমাকে (বিদ্ধি) জানিবে।

তাংস্তথা" অর্থাৎ যে যেরূপ, সে তদ্রূপ পায়। মূল পদার্থ এক হইলেও যেমন বিভিন্ন প্রকারের উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার ভাবে পরিণত হয় ও বিভিন্নপ্রকার ফলোৎপাদন করে, ইহাও তদ্রূপ। ভোগপিপাসু সকাম সাধকের হৃদয়ের ভাবানুযায়ী ভগবান্ ইন্দ্রাদি দেবতারূপে অর্চ্চিত হইয়া কর্ম্মানুরূপ ভোগফল প্রদান করেন, আবার নিষ্কাম আত্মজ্ঞানী মহাসাধকের হৃদয়ে নির্ম্মলা প্রজ্ঞারূপে প্রজ্বলিত হইয়া জীবভাবের সহিত আত্মভাবের মিলনরূপ যোগসিদ্ধি দান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২। এই জগতে দেবতাগণের পূজা অর্থাৎ সকাম বারব্রতাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহারাই করে, যাহারা কর্ম্মের সিদ্ধিরূপ ভোগফল পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ; যেহেতু পৃথিবীতে ঐ সকল সকাম কর্ম্মের ফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৩। পৃথিবীতে কেহ সকামভাবে ও কেহ নিষ্কামভাবে আমার আরাধনা করে, তাহার কারণ গুণ ও কর্ম্মের বৈষম্য। এই গুণ ও তদনুরূপ কর্ম্মের বিভাগানুসারে চারি প্রকার বর্ণনির্ব্বাচনপ্রথা আমিই সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু সৃষ্টি করিয়াও আমি কিছুই করি নাই এবং আমি কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়ার অতীত, এই তত্ত্ব অবগত হও।

চারি প্রকার বর্ণবিভাগ যেরূপ গুণকর্ম্মানুসারে নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত তাহা অষ্টাদশাধ্যায়ে ভগবদুক্তিতে প্রকাশ পাইবে ; যথা—শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সারল্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এই সকল গুণ যাঁহার স্বভাবগত—তিনিই ব্রাহ্মণ। শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে ভয়শূন্যতা, দান ও ভগবদ্ভাব যাঁহাতে আছে—তিনিই ক্ষত্রিয়। কৃষিকার্য্য, গোপালন ও বাণিজ্য যাঁহার কর্ম্ম—তিনিই বৈশ্য এবং দাসত্ব যাঁহার উপজীবিকা—তিনিই শূদ্র। এই গুণকর্ম্মানুযায়ী বর্ণবিভাগপ্রথা, ভগবান বলিতেছেন, "আমিই করিয়াছি"। তিনি কিরূপে করিলেন ? তিনি জ্ঞানমূর্ত্তিতে যে সকল আধারে বিদ্যমান, সেই সকল জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন সমাজস্থাপয়িতৃগণ সময়োপযোগী শৃঙ্খলারক্ষার্থ এই বর্ণবিভাগপ্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন, নতুবা ভগবান্ স্বয়ং কাহাকেও উচ্চ ও কাহাকেও নীচরূপে সৃষ্টি করেন নাই। সেইজন্যই ভগবান্ বলিলেন, "আমাকে অকর্ত্তারূপে কর্ত্তা বলিয়া জান"। সেই পরমপুরুষের তিন মূর্ত্তি—জ্ঞানমূর্ত্তি, বিজ্ঞানমূর্ত্তি ও চিন্মূর্ত্তি। জ্ঞানমূর্ত্তিতে এই চরাচর বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়াছেন ও সমস্ত লোকেই উপযুক্ত আধারসমূহে স্ফুরিত হইয়া লোকহিতকর নানাপ্রকার কর্ম্মের উদ্ভাবন করেন। ব্যাস, বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ তাঁহার এক এক উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি বা বিভূতি এবং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই তাঁহার অতুলনীয় উজ্জ্বলতম মহাবিভূতি বা মহা অবতার। খ্রীষ্ট, মহম্মদ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥

১৪। অন্বয়ঃ। (কর্ম্মাণি) বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম (মাং) আমাকে (ন লিম্পন্তি) স্পর্শ করিতে পারে না, (কর্ম্মফলে) কর্ম্মের ফলে (মে) আমার (স্পৃহা) তৃষ্ণা (ন) নাই, (ইতি) এইরূপ (যঃ) যিনি (মাম্) আমাকে (অভিজানাতি) জানেন, (সঃ) তিনি (কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে) "মম নির্লেপ-কারণং নিরহঙ্কারত্বনিস্পৃহত্বাদিকং" জানতঃ তস্যাপি অহঙ্কারশৈথিল্যাৎ সোঽপি কর্ম্মজনিতৈঃ বন্ধনৈঃ ন বধ্যতে—"আমি নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহ" ইহা জানিয়া নিজ অহঙ্কারাদির লোপ হওয়া হেতু কর্ম্মদ্বারা বাধ্য হন না।

চৈতন্যদেব, শঙ্করাচার্য্য, শাক্যসিংহ, ইঁহারাও তাঁহারই বিভূতি এবং আমাদের সকলেরই প্রণম্য মহাপুরুষ। ভগবান্ জ্ঞানমূর্ত্তিতে ঐরূপ এক এক উপযুক্ত আধারে স্ফুরিত হইয়া মহৎ মহৎ কর্ম্মসকল সম্পন্ন করেন। যেমন এই সৃষ্টি-ব্যাপার তাঁহার মায়িক লীলা ব্যতীত কিছুই নহে, তেমনই ঐরূপ এক এক আধারে তাঁহার জ্ঞানময় বিকাশও তাঁহার লীলামাত্র। এখন তাঁহার বিজ্ঞান-মূর্ত্তি কিরূপ? তিনি যে মূর্ত্তিতে সত্ত্বগুণাশ্রিত ভক্তিমান্ সাধকের হৃদয়ে উদিত হইয়া আপনার নির্ম্মল সত্তাকে প্রকাশিতকরতঃ জীবভাবকে আত্মভাবে মিলিত করেন, মহাযোগিগ্রাহ্য সেই শান্তিময় মধুর ভাবই তাঁহার বিজ্ঞানমূর্ত্তি; আর সতত চিৎস্বরূপে অর্থাৎ অহংতত্ত্বেরও অন্তরালে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেরই একমাত্র অপরিণামী সাক্ষিস্বরূপে যে আত্মা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান, তাহাই তাঁহার চিন্মূর্ত্তি। তাঁহার জ্ঞানমূর্ত্তি রাজসমায়াশ্রিতা, বিজ্ঞানমূর্ত্তি সাত্ত্বিকমায়াশ্রিতা এবং চিন্মূর্ত্তি মায়াতীত 'একম্ অদ্বিতীয়ম্'।

১৪। কর্ম্মসকল আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই। আমাকে এইরূপ যিনি জানেন, তিনি কর্ম্মজালে বদ্ধ হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥
কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥

১৫। অন্বয়ঃ। (এবং) এইরূপ (জ্ঞাত্বা) জানিয়া (পূর্ব্বৈঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী (মুমুক্ষুভিঃ অপি) মুক্তিলাভেচ্ছু জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধকগণও (কর্ম্ম কৃতং) কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। (তস্মাৎ) অতএব (ত্বং) তুমি (পূর্ব্বৈঃ) জনকাদি সাধকগণের (পূর্ব্বতরং) পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে (কৃতং) কৃত (কর্ম্ম এব) কর্ম্মই (কুরু) অনুসরণ কর।

"ভগবান্‌কে কর্ম্মসকল স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি ফলস্পৃহামুক্ত" ইহা জানিলে আমাকে কর্ম্মবদ্ধ হইতে হইবে না কেন? "তিনি মুক্ত" ইহা জানিলেই আমি মুক্ত হইব কেন? ইহার কারণ এই যে, যিনি ভগবান্‌কে বুঝিতে পারিবেন, তিনি আপনাকেও বুঝিতে পারিবেন। ভগবান্‌ই আত্মারূপে আমাতে বিদ্যমান, আমার এই জীবাভিমান অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি মাত্র; আমি সেই নির্ম্মল আত্মা ও সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্ত, এই পরম আত্মজ্ঞান যাঁহাতে স্ফুরিত হইবে, তিনিই কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। নতুবা "ভগবান্ অকর্ত্তা বটেন; কিন্তু আমি এই শরীর ও দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও গমনাদি ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্মসকল আমিই করিতেছি" ইত্যাকার ভ্রান্তজ্ঞান বা অজ্ঞানদ্বারা কখনই কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে না।

১৫। পূর্ব্ববর্ত্তী মুক্তিলাভেচ্ছু জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধকগণও ঐরূপ নির্ম্মল জ্ঞানের উপর সমস্ত কর্ত্তব্যই সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; অতএব তুমি সেই জ্ঞান-কর্ম্মযোগী সাধকগণের সৎপন্থার অনুসরণকরতঃ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭॥

১৬। অন্বয়ঃ। (কিং কর্ম্ম) কর্ম্মপদবাচ্য কি, (কিং অকর্ম্ম) অকর্ম্মপদবাচ্য কি, (ইতি অত্র) এই বিষয়ে (কবয়ঃ অপি) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও (মোহিতাঃ) দুরবগম্যত্বাৎ নির্ণয়িতুং মোহং গতাঃ—দুর্জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্ধারণে অশক্ত হন। (তৎ) অতএব (তে) তোমাকে (কর্ম্ম) কর্ম্মসম্বন্ধে (প্রবক্ষ্যামি) উপদেশ দিতেছি, (যৎ) যাহা (জ্ঞাত্বা) জানিলে (অশুভাৎ) অশুভ সংসারপাশ হইতে (মোক্ষ্যসে) মুক্ত হইবে।

১৭। অন্বয়ঃ। (হি) যেহেতু (কর্ম্মণঃ অপি) শাস্ত্রবিহিতস্য বিবেকানুমোদিতস্য চ অনুষ্ঠানস্য—শাস্ত্রবিহিত ও বিবেকানুমোদিত কর্ম্মের সম্বন্ধেও (বোদ্ধব্যং) বুঝিবার বিষয় [অস্তি] আছে, (বিকর্ম্মণঃ চ) শাস্ত্রনিষিদ্ধস্য অনুষ্ঠানস্য—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মের ভিতরেও (বোদ্ধব্যং) বুঝিবার বিষয় কিছু [অস্তি] আছে, (অকর্ম্মণঃ চ) লোকপ্রসিদ্ধস্য তূষ্ণীম্ভাবস্য ফলোৎপত্তিশূন্যস্য কর্ম্মণঃ বা—কর্ম্ম না করিয়া থাকার সম্বন্ধেও কিংবা ফলোৎপত্তিশূন্য কর্ম্মসম্বন্ধেও (বোদ্ধব্যং) বুঝিবার আবশ্যকতা [অস্তি] আছে। [কারণ] (কর্ম্মণঃ) কর্ম্মের (গতিঃ) তত্ত্ব (গহনা) দুর্জ্ঞেয়।

১৬। কর্ম্ম কি এবং অকর্ম্মই বা কি তাহা নিরূপণ করিতে বুদ্ধিমান্ লোকেরও ভ্রম উপস্থিত হয়। সেইজন্য কর্ত্তব্যকর্ম্মসম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যদনুযায়ী কর্ম্মাচরণ করিলে অশুভ সংসারপাশ ছিন্ন হইবে।

১৭। কর্ম্ম কি, বিকর্ম্ম কি এবং অকর্ম্মই বা কাহাকে বলে, ইহাদের তত্ত্ব উত্তমরূপে অবগত হওয়া উচিত, কারণ কর্ম্মের গতি বুঝিতে পারা বড় কঠিন ব্যাপার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানবহৃদয়ে বিবেকরূপী একটি ঐশী শক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ শক্তি প্রতি কর্ম্মেই জানাইয়া দেয় 'ইহা কর্ত্তব্য' ও 'ইহা অকর্ত্তব্য' অর্থাৎ 'ইহা ন্যায়' ও 'ইহা অন্যায়'। সেই শক্তিনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিত ও শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই 'কর্ম্ম' অর্থাৎ কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকারগণের মধ্যে যদি মতানৈক্য থাকে, তাহা হইলে স্থান, কাল ও পাত্র বিচার করিয়া ঐ শক্তিই বলিয়া দেয় কোন্‌টি গ্রাহ্য ও কোন্‌টি অগ্রাহ্য। ঐ শক্তি এবং শাস্ত্রের বিধান যে কর্ম্মের অনুমোদন করে না, তাহাই বিকর্ম্ম অর্থাৎ অকর্ত্তব্য। "সাধারণ লোকে ইহা করিতেছে অতএব ইহাই কর্ত্তব্য, এবং সাধারণ লোকে ইহা করে না অতএব ইহা অকর্ত্তব্য" এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টান্তানুযায়ী ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করা গড্ডলিকাপ্রবাহবৎ তামসিক অনুকরণ ব্যতীত কিছুই নহে। "সকলেই করিতেছে, অতএব আমিও না করিব কেন?" এইরূপ কর্ম্মানুবৃত্তি এবং "সকলে করিতেছে না, আমিই বা করিব কেন?" এইরূপ কর্ম্মনিবৃত্তি অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধ লোকেরই শোভা পায়; ইহা বিবেকবান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে সকল বিষয়েই শাস্ত্র ও বিবেকের সাহায্য লইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। শাস্ত্রবাক্য গ্রহণ করিতেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ শাস্ত্রবাক্যের যথার্থ অর্থ ও উদ্দেশ্য কি, তাহা নিরূপণ করা বড় কঠিন। বিবেক-সাহায্যে সেই বাক্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে হইবে ও স্থান, কাল ও পাত্র বিচারকরতঃ তাহা গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য তাহা স্থির করিতে হইবে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রও বলিয়াছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

কেবল শাস্ত্রবাক্য হইলেই হইবে না, যুক্তিপূর্ণ বিচারদ্বারা সেই বাক্য গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য, তাহা স্থির করিতে হইবে। ঐরূপ না করিয়া অযৌক্তিক বাক্যকে গ্রহণ করিলে অধর্ম্ম হইবে। যাহা বিচারসঙ্গত নহে, তাহা গ্রহণ করা মূঢ়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য। অতএব বিবেকানুমোদিত ও শাস্ত্রসঙ্গত কর্ত্তব্যই 'কর্ম্ম' ও যাহা বিবেক ও শাস্ত্রসঙ্গত নহে তাহাই 'বিকর্ম্ম'।

এইবার দেখিতে হইতেছে অকর্ম্ম কি? যাহা কর্ম্ম হইয়াও কর্ম্ম নহে, অর্থাৎ যাহার ফলোৎপত্তি হয় না, তাহাই 'অকর্ম্ম'। কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত নির্ম্মল অধ্যাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মযোগিগণের দ্বারা সম্পাদিত যাবতীয় কর্ম্মই অকর্ম্ম। বীজের যদি আদৌ অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি না থাকে, তাহা হইলে বীজ হইলেও যেমন তাহা অবীজ, সেইরূপ যে সকল কর্ম্মের শুভাশুভ অর্থাৎ পাপ বা পুণ্যরূপ গৌণফল কর্ত্তাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেই সকল কর্ম্মই 'অকর্ম্ম'। কর্ত্তাকে স্পর্শ করিতে পারে না কেন? না, তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা; ভোক্তা হইয়াও অভোক্তা। নির্ম্মলা ব্রাহ্মী স্থিতি যাঁহার হৃদয়স্থ, যিনি দেহাভিমানমুক্ত, ভোগাসক্তি যাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে উদাসীনবৎ যাবতীয় কর্ম্ম করিতেছেন, তিনি যে কর্ম্মই করুন—সমস্তই 'অকর্ম্ম'। ধান্যের বীজ ক্ষেত্রে বপন করিলে অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, কিন্তু বলিতে পার—সেটি কাহার গুণ? বীজধান্যের মধ্যে তণ্ডুল আছে এবং সেই তণ্ডুল তুষ নামক একটি আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন। এখন বল দেখি, ঐ অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি তুষের গুণ কি তণ্ডুলের গুণ? তুষবর্জ্জিত তণ্ডুল ও তণ্ডুলবর্জ্জিত তুষ, উভয়ই নিষ্ফল। যদি তণ্ডুলকে একবার তুষমুক্তকরতঃ পুনরায় তুষের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া বপন কর, তাহা হইলেও তাহা নিষ্ফল হইবে। কারণ যে আঠার দ্বারা তণ্ডুল ও তুষ যুক্ত ছিল, তাহা নষ্ট হওয়াতে তুষ ও তণ্ডুলের যোগ ছিন্ন হইয়াছে। এখন ঐ অঙ্কুরোৎপত্তির জন্য যেমন তুষ, তণ্ডুল ও ঐ উভয়ের যোগরক্ষক আঠার প্রয়োজন, তদ্রূপ কর্ম্মের শুভাশুভ গৌণ ফলোৎপত্তির পক্ষে অহংজ্ঞানরূপী তণ্ডুল, শরীরাভিমানরূপী তুষ ও ভোগাসক্তিরূপ আঠা, এই তিনের যোগ একান্ত প্রয়োজনীয়। এখন দেখ, যে অধ্যাত্মসাধক সাধনদ্বারা আপনাকে এই শরীরা-ভিমানরূপ আবরণ হইতে পৃথক্ করিয়া আবরণের মধ্যে রহিয়াছেন মাত্র এবং যাঁহা হইতে ভোগাসক্তিরূপ আঠা শুষ্ক হইয়া তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার কৃত কোন কর্ম্মের অঙ্কুর কি নির্গত হইতে পারে? তাঁহার কৃত সমস্ত কর্ম্মই 'অকর্ম্ম'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥

১৮। অন্বয়ঃ। (যঃ) যিনি (কর্ম্মণি) লোকপ্রসিদ্ধেষু দেহেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারেষু—লোকপ্রসিদ্ধ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির চেষ্টামাত্রে (অকর্ম্ম) আত্মনি কর্ম্মাভাবং—আত্মার নির্লিপ্ত ভাব (চ) এবং (অকর্ম্মণি) লোকপ্রসিদ্ধে তূষ্ণীম্ভাবে —লোকে যাহাকে চুপ করিয়া থাকা বলে তাহাতে (যঃ) যিনি (কর্ম্ম) অন্তরেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারং—মনের সঙ্কল্পাদি ব্যাপার (পশ্যেৎ) দেখিয়া থাকেন, (সঃ) তিনি (মনুষ্যেষু) মনুষ্যের মধ্যে (বুদ্ধিমান্) বিবেকী, (সঃ) তিনি (কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ) সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও (যুক্তঃ) মহাযোগী।

১৯। অন্বয়ঃ। (যস্য) যাঁহার (সর্ব্বে) সকল (সমারম্ভাঃ) কর্ম্মারম্ভই (কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ) কামনা ও তৎকারণভূত সংকল্পবর্জ্জিত, (জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মাণং) জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা যাঁহার শুভাশুভ কর্ম্ম দগ্ধ হইয়াছে, (তং) এমন ব্যক্তিকে (বুধাঃ) ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানিগণ (পণ্ডিতং আহুঃ) পণ্ডিত বলিয়া থাকেন।

১৮। যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, মনুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি মহাযোগী।

কর্ত্তৃত্বাভিমানমুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সমস্ত কর্ম্মই অকর্ম্ম। যে জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক, জগতের সমস্ত চঞ্চল ভাবই যে একটি অপূর্ব্ব অচঞ্চলসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, তাহাতেই আপনার স্থিতিরক্ষাকরতঃ সমস্ত কর্ম্মই ইন্দ্রিয়কৃত দেখেন, এবং "আমি কর্ম্ম করিব না" এইরূপ ভ্রান্তিমূলক সঙ্কল্পসহ ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মকে রুদ্ধ করিবার মিথ্যা অভিনয়কে সঙ্কল্পজনিত কর্ম্ম বলিয়া জানেন, তিনিই কর্ম্মে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥

২০। অন্বয়ঃ। (সঃ) তিনি (কর্ম্মফলাসঙ্গং) কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি (ত্যক্ত্বা) ত্যাগকরতঃ (নিত্যতৃপ্তঃ) বিষয়াকাঙ্ক্ষারহিত আত্মতৃপ্ত, (নিরাশ্রয়ঃ) শরীরাভিমানমুক্ত, (কর্ম্মণি) কর্ম্মে (অভিপ্রবৃত্তঃ অপি) প্রবৃত্ত হইলেও [জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাৎ] জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হওয়ায় (ন এব কিঞ্চিৎ করোতি) কিছুই করেন না।

অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে অর্থাৎ কর্ম্ম না করিবার বৃথা সঙ্কল্পে কর্ম্ম দর্শন করেন। "কর্ম্ম করিব না" এইরূপ সঙ্কল্পই যে কর্ম্ম।

১৯। যাঁহার সমস্ত কর্ম্মারম্ভই কামনাময়-সঙ্কল্পবর্জ্জিত এবং জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা যাঁহার কর্ম্মসকল (ভৃষ্ট বীজবৎ) দগ্ধ হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানিজনসম্মত পণ্ডিত।

পরোক্ষজ্ঞানার্জ্জনকরতঃ সেই জ্ঞানকে যদি কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করিতে না পারা যায়, যদি কর্ম্মরূপ পরীক্ষাক্ষেত্রে নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বন্দ্বময়ী প্রতিযোগিতার মধ্য হইতে সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে উত্তীর্ণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানের পরিপাক সুন্দররূপে হইতেই পারে না; শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাও জ্ঞান বটে; কিন্তু কয়জন শাস্ত্রপণ্ডিতকে সেই জ্ঞানানুযায়ী কর্ম্ম করিতে দেখা যায়? তাঁহারা বাক্যে যে প্রকার জ্ঞানের আলোচনা করেন, কর্ম্ম করিবার সময় সেই জ্ঞানানুযায়ী আচরণ কয়জন করিতে পারেন? স্বয়ং কর্ম্ম করিবার সময়, সাধারণ অজ্ঞান লোকের ন্যায়, কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূত হইয়া অত্যাসক্তচিত্তে ন্যায়, সত্য ও সারল্যের মর্য্যাদা অতিক্রম-করতঃ আপনার ভোগানুবৃত্তির পথকে পরিষ্কৃত করেন। তাহা হইলে এরূপ জ্ঞানলাভের ফল কি? যে বৈরাগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

২১। অন্বয়ঃ। (নিরাশীঃ) নিষ্কাম, (যতচিত্তাত্মা) সংযতচিত্তদেহ, (ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ) ভোগোপকরণবস্তুসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক (কেবলং) কেবলমাত্র (শারীরং) শরীরদ্বারা কৃত কিংবা জীবনযাত্রানির্ব্বাহজন্য কৃত (কর্ম্ম) কর্ম্ম (কুর্ব্বন্) করিয়াও [জ্ঞানী] (কিল্বিষং) পাপ এবং পুণ্যরূপ বন্ধন (ন আপ্নোতি) প্রাপ্ত হন না।

২২। অন্বয়ঃ। (যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ) যথাপ্রাপ্তেই সন্তুষ্ট, (দ্বন্দ্বাতীতঃ) সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে অবিচলিতলক্ষ্য, (বিমৎসরঃ) মদমাৎসর্য্যাদিমুক্ত, (সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ) সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়েই সমবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ অচঞ্চল [জ্ঞানী] (কৃত্বা অপি) কর্ম্ম করিয়াও (ন নিবধ্যতে) আবদ্ধ হন না।

ও ভগবদ্ভক্তি জ্ঞানার্জ্জনের অমৃতময় ফল, সে ফললাভে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বঞ্চিত ; সুতরাং নিবৃত্তি পথের সাধনাদি করিতে তাঁহাদের ইচ্ছাই হয় না। মোহজালে জড়িত হইয়া অন্যান্য সাধারণ অজ্ঞান লোকে যেরূপ আসক্তির সহিত ধনার্জ্জন ও পরিবার পোষণের জন্য স্বার্থান্ধহৃদয়ে কর্ম্ম করে তাঁহারাও তাহাই করেন। কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া, সেই অধ্যয়নকে মাত্র অর্থোপার্জ্জনের উপায়ে পরিণত করিলেই পণ্ডিত হয় না। যাঁহার জ্ঞান অধ্যাত্মসাধনদ্বারা সংশয়রহিত ও কর্ম্মের সহিত যুক্ত হইয়া সফলীকৃত, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

২০। যিনি শরীরাভিমানমুক্ত হইয়া এবং ফলাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মতৃপ্ত বা আত্মারাম হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিছুই করেন না। সাধনদ্বারা যিনি স্থির বুঝিয়াছেন যে, আপনার নির্ম্মল, নিষ্ক্রিয় সত্তা কিরূপ, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪॥

২৩। অন্বয়ঃ। (গতসঙ্গস্য) ভোগাসক্তিবর্জ্জিত (মুক্তস্য) আসক্তি, বিরক্তি ও মোহরহিত (জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ) জ্ঞানপ্রসাদপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের (যজ্ঞায় আচরতঃ) ব্রহ্মযজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞের নিমিত্ত আচরিত (সমগ্রং কর্ম্ম) অগ্রেণ ফলেন সহ সমগ্রং, ঈদৃশং কর্ম্ম—ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্মই (প্রবিলীয়তে) জ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হয়।

২৪। অন্বয়ঃ। (ব্রহ্ম) ব্রহ্ম (অর্পণং) জুহূঃ—অর্পণপাত্র, (ব্রহ্ম) ব্রহ্ম (হবিঃ) ঘৃত, (ব্রহ্মাগ্নৌ) অগ্নিরপি ব্রহ্ম এব তস্মিন্—ব্রহ্মাগ্নিতে (ব্রহ্মণা) ব্রহ্মরূপ হোতার দ্বারা (হুতং) হোমক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, (তেন) এইরূপ (ব্রহ্ম-কর্ম্মসমাধিনা) ব্রহ্মকর্ম্মণি সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন—ব্রহ্মরূপ যজ্ঞে একাগ্র-চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি (ব্রহ্ম এব) ব্রহ্মই (গন্তব্যম্) প্রাপ্ত হন।

সমস্ত কর্ম্মই মন, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়কৃত দেখেন। "আমি করিতেছি" ইত্যাকার ভ্রান্তি তাঁহাতে অধিকক্ষণ স্থান পায় না।

২১। যিনি নিষ্কাম, যাহার স্থূল শরীর সংযত এবং অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ অন্তর্মুখী, অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা যাঁহার স্মৃতির মধ্যে সতত দেদীপ্যমান, যিনি সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহমুক্ত, অর্থাৎ মাত্র দেহরক্ষার প্রয়োজনের জন্য যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত দ্রব্য ব্যতীত ভোগের উপকরণসমূহের সংগ্রহকে যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ জ্ঞানকর্ম্ম-যোগীর দ্বারা যাহা কিছু কৃত হয় সে সমস্ত কর্ম্মই শরীরের। মাত্র শরীরের দ্বারা কৃত কর্ম্মের কোন ফল তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া মলিন করিতে পারে না।*

---

* পক্ষান্তরে যোগারূঢ় সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী ব্যক্তির পক্ষে শরীরযাত্রানির্ব্বাহের জন্য মাত্র ভিক্ষাটনাদি এবং স্বাভাবিক কর্ম্ম করিলেও বিহিত কর্ম্মের অকরণজনিত দোষ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥

২৫। অন্বয়ঃ। (অপরে যোগিনঃ) কর্ম্মযোগিগণ (দৈবং এব যজ্ঞং) দেবতোদ্দেশ্যকং এব যজ্ঞং—ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ (পর্য্যুপাসতে) অনুষ্ঠান করেন, (অপরে) জ্ঞানিগণ (ব্রহ্মাগ্নৌ) ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে (যজ্ঞেন) নিরুপাধিক-রূপেণ আত্মনা ঘটাকাশমিব মহাকাশে উপাধিপ্রহাণেন—ঘটাকাশের উপাধিনাশে মহাকাশে বিলীন হওয়ার ন্যায় নিরুপাধিক আত্মার দ্বারা (যজ্ঞং) সোপাধিকং জীবভাবং—সোপাধিক জীবভাবকে (উপজুহ্বতি) প্রবিলাপয়ন্তি—বিলীন করেন।

২৬। অন্বয়ঃ। (অন্যে) প্রত্যাহারপরায়ণাঃ—ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া তাহাদের চিত্তানুরূপ আকারপ্রাপ্তি—প্রত্যাহার, এইরূপ প্রত্যাহারপরায়ণ যোগিগণ (শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলকে (সংযমাগ্নিষু) ধ্যানধারণাসমাধিষু—ধ্যানধারণাসমাধিরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে (জুহ্বতি) স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরন্তি—নিজ নিজ বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত

২২। ঐরূপ জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণ যথাপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট অর্থাৎ আরও হউক আরও হউক এরূপ কামনা তাঁহাদের থাকে না; তাঁহারা সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বে অবিচলিতলক্ষ্য, মদমাৎসর্য্যাদিমুক্ত, কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি যাহাই ঘটুক তাহাতে অচঞ্চল; সুতরাং কর্ম্মফলকর্ত্তৃক আবদ্ধ হন না।

২৩। যাঁহার অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহ নির্ম্মল জ্ঞানময়, এরূপ ভোগাসক্তিবর্জ্জিত, মুক্তহৃদয় যোগীর লোকস্থিতি বা দেহরক্ষার্থ সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞময় অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপূর্ণ, সে যজ্ঞকর্ম্মের পাপ বা পুণ্যরূপ ফলোৎপত্তি হয় না; সুতরাং তাহা অকর্ম্মরূপে লয়প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

করেন। (অন্যে) সম্প্রজ্ঞাতসমাধিতঃ ব্যুত্থিতাঃ যোগিনঃ—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ব্যুত্থিত যোগিগণ (শব্দাদীন্ বিষয়ান্) শব্দ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে (ইন্দ্রিয়াগ্নিষু) শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে (জুহ্বতি) বিলাপয়ন্তি অর্থাৎ স্পৃহাশূন্যত্বেন অনন্যসাধারণং বিষয়গ্রহণং কুর্ব্বন্তি—লয় করেন অর্থাৎ অনাসক্ত-ভাবে বিষয়গ্রহণ করেন।

২৭। অন্বয়ঃ। (অপরে) ব্রহ্মবাদিনঃ—ব্রহ্মবাদিগণ (সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি) জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল মন ও বুদ্ধি (চ) এবং (প্রাণকর্ম্মাণি) পঞ্চপ্রাণকে (জ্ঞানদীপিতে) জ্ঞানং ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারঃ তেন অবিদ্যা তৎকার্য্যনাশদ্বারা দীপিতে অভ্যন্তোজ্জ্বলীকৃতে—আত্মার স্বরূপসাক্ষাৎকারদ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি-বশতঃ স্বয়ংপ্রকাশিত (আত্মসংযমযোগাগ্নৌ) অসম্প্রজ্ঞাতে সমাধৌ—অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধিতে (জুহ্বতি) প্রবিলাপয়ন্তি—বিলীন করেন।

২৪। অর্পণ অর্থাৎ শ্রুবাদি আহুতিপাত্র এবং মন্ত্র ব্রহ্মই, ঘৃত ব্রহ্মই, অগ্নি ব্রহ্মই, হোমকর্ত্তাও ব্রহ্মই ; সুতরাং আহুতিও ব্রহ্মই। এইরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ভেদমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ফল। ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ।

২৫। কর্ম্মযোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ ঘৃত, অগ্নি, সমিধ, কুশাদি দ্রব্যময় উপকরণদ্বারা দেবোদ্দেশে বহির্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন (১)। আবার কেহ বা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্মুখীকরতঃ যজ্ঞকে অর্থাৎ জীবাভিমানরূপ অহঙ্কারকে আহুতি দেন অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তায় মগ্ন করিয়া ফেলেন (২)।

২৬। কেহ কেহ কর্ণত্বগাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মকে প্রত্যাহৃত করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥

২৮। অন্বয়ঃ। [কেচিৎ] কোন কোন মুমুক্ষু জ্ঞানকর্ম্মযোগী (দ্রব্যযজ্ঞাঃ) নিষ্কামভাবে স্মার্ত্তকর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকেন, [কেচিৎ] কোন কোন মুমুক্ষু (তপোযজ্ঞাঃ) কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতরূপ তপস্যাপরায়ণ হইয়া থাকেন, (তথা অপরে) অন্য মুমুক্ষুগণ (যোগযজ্ঞাঃ) ঈশ্বরপ্রণিধানাত্মকভক্তিরূপযোগযজ্ঞপরায়ণাঃ —ভক্তিযোগপরায়ণ, (স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ) স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ—স্বাধ্যায়-যজ্ঞপরায়ণ ও জ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ অর্থাৎ [কেহ কেহ] প্রণবাদি জপ ও বেদাধ্যয়নাদি স্বাধ্যায়যজ্ঞ করেন এবং [কেহ কেহ] শাস্ত্রার্থবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানরূপ জ্ঞানযজ্ঞ সম্পাদন করেন। [অপরে] অন্যান্য (যতয়ঃ) যোগিগণ (সংশিতব্রতাঃ) অহিংসাদিব্রতপরায়ণ।

ইহা পাতঞ্জলোক্ত প্রত্যাহারপূর্ব্বক লয়সমাধি বা সম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপ যজ্ঞ (৩)। কেহ কেহ শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহে শব্দাদি বিষয়সকলকে অনাসক্তভাবে নিক্ষিপ্ত করেন অর্থাৎ ভোগ করেন। ইহা লয়সমাধি হইতে ব্যুত্থান অবস্থায় ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে বিষয়-আহুতিরূপ যজ্ঞ (৪)।

২৭। কেহ কেহ সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে জ্ঞানদীপ্ত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দান করেন।

এই যজ্ঞ ব্রহ্মবাদিগণের জ্ঞানযজ্ঞ বা বাধপূর্ব্বক ব্যুত্থানরহিত পাতঞ্জলোক্ত ধারণা ধ্যান হইতে জাত অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপ জ্ঞানযজ্ঞ (৫)। অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রবাহকে অধ্যাত্মসাধনদ্বারা অন্তর্মুখীকরতঃ মনের সঙ্কল্পবিকল্পরূপ তরঙ্গোৎক্ষেপ, প্রাণবায়ুর অন্তর্গমন ও বহির্গমন এবং কর্ণত্বগাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দস্পর্শাদি বিষয়গ্রহণ, এই তিন প্রকার চাঞ্চল্যকে এক অপূর্ব্ব অচঞ্চলভাবে পরিণত করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥২৯॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥৩০॥

২৯-৩০। অন্বয়ঃ। (তথা) এবং (অপরে) অন্য যোগিগণ (প্রাণং) প্রাণ-বায়ু (অপানে) অপানবায়ুতে (জুহ্বতি) আহুতি দেন অর্থাৎ পূরকাখ্য প্রথম কুম্ভক করেন [কেচিৎ] কেহ (অপানং) অপানবায়ুকে (প্রাণে) প্রাণবায়ুতে [জুহ্বতি] আহুতি দেন অর্থাৎ রেচকাখ্য দ্বিতীয় কুম্ভক করেন, [অপরে] কেহ (প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা) শ্বাস-প্রশ্বাস উভয়ের গতি রোধ করিয়া (প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ) প্রাণায়ামপরায়ণ অর্থাৎ কেবলীনামক তৃতীয়কুম্ভকপরায়ণ [ভবন্তি] হইয়া থাকেন। (অপরে) অপর যোগিগণ (নিয়তাহারাঃ) পরিমিতাহারসম্পন্ন হইয়া (প্রাণান্) প্রাণনামক বায়ুকে (প্রাণেষু) একীভূত পঞ্চবায়ুতে (জুহ্বতি) আহুতি দেন অর্থাৎ লয় করেন।

মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ঐক্যসাধনই আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নি। পাছে কাহারও এই ভ্রম হয় যে, এই সংযমযোগ ও হঠযোগ একই; সেই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ "জ্ঞানদীপিতে" শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা প্রাণায়ামের কুম্ভক-ক্রিয়াদ্বারা আপনাতে একটা অজ্ঞান অবস্থা আনয়নরূপ অজ্ঞানসমাধি নহে, ইহা জ্ঞানসমাধি। যে সাধক সদ্গুরুর নিকট হইতে বেদান্তনির্দ্দিষ্ট আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে ক্রমে ক্রমে উন্নীত হইয়াছেন, যাঁহার হৃদয় হইতে শরীরাভিমানরূপ জীবভ্রান্তি অপসৃত, যিনি একম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মসত্বাকে আপনার আত্মারূপে দর্শন করিয়াছেন, পরম জ্ঞানদীপ্ত সংযমের ফলস্বরূপ শান্তিময় ব্রাহ্মী স্থিতিতে যাঁহার জীবভাব ডুবিয়া গিয়াছে এবং যাঁহার প্রজ্ঞা নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ স্থিরভাবে জ্বলিতেছে, সেই ব্রহ্মতৃপ্ত অসম্প্রজ্ঞাত-যোগসিদ্ধই জ্ঞানসমাধিমগ্ন। ইহাই ব্যুত্থানরহিত নির্বীজ সমাধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩১॥
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩২॥

৩১-৩২। অন্বয়ঃ। (এতে) ইঁহারা (সর্ব্বে অপি) সকলেই (যজ্ঞবিদঃ) যজ্ঞবিৎ (যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ) যজ্ঞদ্বারা পাপক্ষয়করতঃ (যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ) যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃতময় ফলভোগ করিয়া [সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেন] চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারা (সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি) অর্চ্চিরাদিমার্গে ক্রমমুক্ত হইয়া সগুণব্রহ্ম লাভ করেন। (কুরুসত্তম) হে অর্জ্জুন! (অযজ্ঞস্য) যজ্ঞহীন ব্যক্তির (অয়ং লোকঃ) ইহলোকই (ন অস্তি) নাই, (অন্যঃ কুতঃ) সাধনসাধ্য অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অন্যলোক কোথায়?

২৮। উক্তপ্রকারে কেহ দ্রব্যময় যজ্ঞ (৬), কেহ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপোময় যজ্ঞ (৭), কেহ যোগময় যজ্ঞ (৮) অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসনাদি যোগাঙ্গ-দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ যজ্ঞ, বেদান্তনির্দ্দিষ্ট পরোক্ষজ্ঞানলাভরূপ স্বাধ্যায়যজ্ঞ (৯), পরোক্ষজ্ঞানলাভের পর তাহাকে অপরোক্ষসাধনদ্বারা উপলব্ধি করিবার চেষ্টাকরারূপ জ্ঞানযজ্ঞ (১০), পাতঞ্জলোক্ত অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহরূপ যমপঞ্চকের সর্ব্বজাতি, সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল ও সর্ব্বপ্রয়োজনে অব্যাহতভাবে অনুষ্ঠানরূপ সার্ব্বভৌম সংশিতব্রতযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন (১১)।

২৯-৩০। আবার বায়ুসাধকগণের মধ্যে কেহ কেহ অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেন, কেহ কেহ প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর আহুতি দেন, আবার কেহ কেহ প্রাণাপান উভয় বায়ুকেই রুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম করেন। কোন কোন সংযমী পরিমিতাহারসম্পন্ন হইয়া প্রাণবায়ুকে প্রাণেই আহুতি দেন। ইহাই প্রাণায়াম যজ্ঞ (১২)।

৩১-৩২। এইরূপে সমস্ত যজ্ঞবিৎ যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞের দ্বারা পাপক্ষয়করতঃ যজ্ঞের শেষ অমৃতময় ফলভোগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারা ক্রমমুক্তিমার্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩৩॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৪॥

৩৩। অন্বয়ঃ। (ব্রহ্মণঃ মুখে) বেদে (এবং) এইরূপ (বহুবিধাঃ) বহু-প্রকার (যজ্ঞাঃ) যজ্ঞ (বিততাঃ) বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, (তান্) সেই (সর্ব্বান্) সকলকে (কর্ম্মজান্) শরীর, মন ও বাক্যজাত বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও। (এবং) আত্মার সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ (জ্ঞাত্বা) জানিলে (বিমোক্ষ্যসে) সম্যক্ দর্শনদ্বারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

৩৪। অন্বয়ঃ। (পরন্তপ) হে পরন্তপ! (দ্রব্যময়াৎ) দ্রব্যং বাহ্যং আভ্যন্তরঞ্চ দেহেন্দ্রিয়াদিঃ, তৎসাধ্যাৎ দ্রব্যময়াৎ—দ্রব্যদ্বারা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি-দ্বারা নিষ্পাদ্য (যজ্ঞাৎ) পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞভিন্ন সকল প্রকার যজ্ঞ হইতে (জ্ঞানযজ্ঞঃ) নিঃশেষবাঙ্মনঃকায়প্রবৃত্ত্যুপরমাত্মকঃ ব্রহ্মযজ্ঞঃ—শরীর, বাক্য ও মনের প্রবৃত্তির আত্যন্তিক উপশমরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ (শ্রেয়ান্) প্রশস্ততর। [যতঃ] যেহেতু (পার্থ) হে পার্থ! (সর্ব্বং) সকল (কর্ম্ম) কর্ম্মই (জ্ঞানে) ব্রহ্মজ্ঞানের (পরিসমাপ্যতে) অন্তর্ভূত হইয়া যায়।

সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। হে অর্জ্জুন! যজ্ঞহীন লোকের ইহলোকই নাই, সাধনসাধ্য অন্য লোকের কথা কি?

যজ্ঞবিৎ যাজ্ঞিক কে? যজ্ঞের যথার্থ তত্ত্ব অর্থাৎ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ভোগকামনা নহে, ভগবান্‌ই যজ্ঞের সর্ব্বস্ব এবং ভাগবতী গতি লাভই হৃদয়ের সাত্ত্বিকী আকাঙ্ক্ষা। এইরূপে যিনি যজ্ঞক্রিয়া করেন, তিনিই পাপমুক্ত হন। জ্ঞানযজ্ঞেরই অবশিষ্ট অমৃতফল, জীবভাবের সহিত ব্রহ্মানন্দের ঐক্যসাধন। ভাগবতী রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৫॥

৩৫। অন্বয়ঃ। (তৎ) ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় (বিদ্ধি) জানিতে হইবে। [কথং ইতি আহ] তাহা কিরূপ? (প্রণিপাতেন) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, (পরিপ্রশ্নেন) বন্ধন, মোক্ষ, বিদ্যা ও অবিদ্যাবিষয়ে প্রশ্ন (সেবয়া) এবং সেবাদ্বারা অভিমুখীভূত হইয়া (তত্ত্বদর্শিনঃ) প্রত্যক্ষদর্শী (জ্ঞানিনঃ) জ্ঞানিগণ (তে) তোমাকে (জ্ঞানং) পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানের (উপদেক্ষ্যন্তি) উপদেশ দিবেন।

অর্থাৎ ভগবানের দিকে হৃদয়ের স্বাভাবিকী আনুরক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহা কিছু কৃত হয়, সমস্তই যজ্ঞ; এইরূপ যজ্ঞ না করিয়া কেবল ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য যাহা কিছু করা হয়, সে সমস্তই অযজ্ঞ বা অপযজ্ঞ। ঐরূপ যজ্ঞহীন লোকের ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও শান্তি নাই।

৩৩। বেদে এইরূপ বহুপ্রকার যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সে সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্মজাত অর্থাৎ শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা সম্পন্ন হয়। আত্মাদ্বারা কিছুই কৃত হয় না, আত্মা সদা মুক্ত, নিষ্ক্রিয় ও সাক্ষিস্বরূপে সমভাবে বিদ্যমান; এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই পরিত্রাণ লাভ করিবে।

৩৪। হে শত্রুন্তপ অর্জ্জুন! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ মহা জ্ঞানযোগী সাধকের হৃদয়স্থ ব্রহ্মসাগরে মগ্ন হইয়া সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে এবং তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না।

৩৫। যে জ্ঞানের দ্বারা সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়, সেই পরম জ্ঞানলাভের উপায় কি? জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর আবশ্যক। সেই সদ্গুরু কি প্রকার এবং কি উপায়েই বা তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানপ্রসাদ লাভ করিতে হইবে, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন—

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানী অর্থাৎ বেদান্তনির্দ্দিষ্ট সারতত্ত্ব বিচারদ্বারা যাঁহার অধিগত হইয়াছে এবং ঐ তত্ত্বই যে যথার্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব, ইহাতে যাঁহার কোন সংশয় নাই এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন এবং তত্ত্বদর্শী সদ্গুরু নির্ব্বাচনকরতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া প্রশ্ন করিলেই অর্থাৎ আপনার সংশয়ের বিষয় জ্ঞাত করিলেই তিনি সেই পরম জ্ঞানের উপদেশ তোমাকে দান করিবেন।

কেবল পরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন হইলেই হইবে না, কারণ শাস্ত্রপারদর্শী ব্রহ্মবাক্যকুশল এমন বহু পণ্ডিত রহিয়াছেন, যাঁহারা বিচারদ্বারা "ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়াছি" এইরূপ অভিমান করেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পরোক্ষজ্ঞান বাক্যমাত্রেইপর্য্যবসিত, কারণ জ্ঞেয়বস্তুকে তাঁহারা কখনও দেখেন নাই ও তাহার আস্বাদ গ্রহণও করেন নাই। যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে সংসারাসক্তি তাঁহাদের এত প্রবলা থাকিবে কেন এবং সাধারণ বিষয়কীট মোহাচ্ছন্ন লোকের ন্যায়, কেবলমাত্র অর্থার্জ্জনে ও আত্মীয়পোষণেই বা নিযুক্ত থাকিবেন কেন? তাহা হইলে সংসারের প্রতি নিশ্চয়ই বৈরাগ্য উপস্থিত হইত ও অধ্যাত্মসাধনে রত থাকিয়া, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে উদাসীনবৎ সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান অধ্যাত্ম-সাধনদ্বারা অপরোক্ষরূপে সিদ্ধ হয় নাই, তাঁহারা দর্ব্বীবৎ। দর্ব্বী যেমন বহু রসকে আলোড়ন করে বটে, কিন্তু কখনও তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, ইহারাও তদ্রূপ। ইহারাও ব্রহ্মরস লইয়া আলোচনা করেন বটে, কিন্তু কখনও সে রসকে আস্বাদন করেন না। ব্রহ্মবিষয়ে ইহাদের যে জ্ঞান, তাহা অসিদ্ধ বা নিষ্ফল জ্ঞান মাত্র। সেইজন্যই ইহাদের মধ্যে নির্ম্মলা ভগবদ্ভক্তির স্ফুরণ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। যৎসামান্য যাহা ক্বচিৎ দেখা যায়, তাহা সকামা ও সমলা। পাছে কেহ ঐরূপ বাক্সর্ব্বস্ব পণ্ডিতকে 'জ্ঞানী' অর্থে গ্রহণ করে, সেই আশঙ্কায় ভগবান্ পুনরায় "তত্ত্বদর্শী" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ যাঁহারা অধ্যাত্মসাধনদ্বারা ভগবান্‌কে অন্তর্দৃষ্টিযোগে দর্শন করিয়া সেই পরমানন্দময় ভগবদ্রসে পুষ্ট হইতেছেন এবং সেই নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দের নিকটে সমস্ত বিষয়ভোগরসকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৩৬॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৭॥

৩৬। অন্বয়ঃ। (পাণ্ডব) হে পাণ্ডব! (যৎ জ্ঞাত্বা) যে জ্ঞান লাভ করিয়া (পুনঃ) পুনর্ব্বার (এবং) এইরূপ (মোহং) মমতাভিমান (ন যাস্যসি) প্রাপ্ত হইবে না, (অপি চ) প্রত্যুত (যেন) যে জ্ঞানের দ্বারা (ভূতানি) আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত জীব ও জড়সমূহকে (আত্মনি) নিজ আত্মায় (অথ) অপি—এবং (ময়ি) সর্ব্বাত্মপরমেশ্বরে (অশেষেণ) সম্পূর্ণরূপে (দ্রক্ষ্যসি) দেখিতে পাইবে।

অতি তুচ্ছ বলিয়া যাঁহাদের স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, সেই অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন সাধকই "তত্ত্বদর্শী"।

যাঁহারা প্রকৃতই নিবৃত্তিপথের পথিক হইবার জন্য ইচ্ছুক অর্থাৎ এই সংসারের ভোগকামনা অপেক্ষা ভাগবতী শান্তিলাভের জন্যই যাঁহাদের হৃদয় অধিক ব্যাকুল, তাঁহারা অনুসন্ধানকরতঃ ঐরূপ "তত্ত্বদর্শী" সদ্‌গুরু নির্ব্বাচন করিবেন ও তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তির সহিত প্রণিপাত ও সেবাদ্বারা সন্তুষ্টকরতঃ তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানপ্রসাদ লাভ করিবেন ও তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কেবলমাত্র পরিচর্য্যা করাই গুরুসেবা নহে, গুরুদত্ত উপদেশানুসারে আপনাকে প্রস্তুত করা ও গুরুবাক্যে স্থির বিশ্বাস রাখাই প্রধান গুরুসেবা। ইহাতে গুরুদেব যত সন্তুষ্ট হন, এত আর কিছুতেই নহে এবং ঐরূপ দৃঢ় ভক্তিমান্ শিষ্যই অধিক মাত্রায় গুরুপ্রসাদ ও আশিস্ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এইজন্যই শাস্ত্রে উপদেশ আছে যে, সদ্‌গুরুদেবকে কখনও মনুষ্য জ্ঞান করিবে না, গুরুমূর্ত্তি ভগবানেরই সাকার বিকাশ; এই বিশ্বাস স্থির রাখিবে এবং তাঁহার বহিরাচরণ-সম্বন্ধে কখনও ভালমন্দ বিচার করিবে না। স্বয়ং স্বল্পজ্ঞান শিষ্য হইয়া, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৮॥

৩৭। অন্বয়ঃ। (চেৎ) যদি (সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি) সকল পাপী অপেক্ষাও (পাপকৃত্তম) অতিশয় পাপী (অসি) হও [তথাপি] (জ্ঞানপ্লবেন এব) জ্ঞানরূপ তরণিযোগে (সর্ব্বং বৃজিনং) সর্ব্বপ্রকার পাপপুণ্যরূপ সমুদ্র (সন্তরিষ্যসি) উত্তীর্ণ হইবে।

৩৮। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (যথা) যেমন (সমিদ্ধঃ) সম্যক্ প্রজ্বলিত (অগ্নিঃ) অগ্নি (এধাংসি) কাষ্ঠরাশি (ভস্মসাৎ কুরুতে) ভস্মসাৎ করে, (তথা) তদ্রূপ (জ্ঞানাগ্নিঃ) জ্ঞানরূপ অগ্নি (সর্ব্বকর্ম্মাণি) সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মকে (ভস্মসাৎ কুরুতে) ভস্মসাৎ করে।

মহাজ্ঞানের বাহ্যক্রিয়ার কি সমালোচনা করিবে? জ্ঞানমূর্ত্তি সদ্‌গুরুদেব, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি কোন বর্ণান্তর্গত নহেন, তিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ। ঐরূপ ব্রহ্মানন্দময় পুরুষ, যে জাতিই হউন না—তিনিই যথার্থ সদ্‌গুরু ও সর্ব্বপ্রণম্য।

৩৬। হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তোমার ঐরূপ 'আমার আমার' ভ্রান্তি থাকিবে না এবং অনন্তপ্রকারের যাবতীয় ভূতমূর্ত্তি তোমার আত্মাতে সুতরাং আমাতেই প্রতিষ্ঠিত দেখিবে। কারণ আমিই তোমার আত্মাস্বরূপ। (৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)

৩৭। যদি তুমি সমস্ত পাপী অপেক্ষা অতিশয় পাপীও হও, তথাপি সদ্‌গুরু-প্রদত্ত জ্ঞানরূপ তরণিযোগে সর্ব্বপ্রকার পাপপুণ্যরূপ সমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

৩৮। হে অর্জ্জুন! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নিও তদ্রূপ সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করে, অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য কোন কর্ম্মফলই সম্যক্‌জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ তিনি আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৯॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৪০॥

৩৯। অন্বয়ঃ। (ইহ) এই জগতে (জ্ঞানেন সদৃশং) জ্ঞানের মত (পবিত্রং) পবিত্র (ন হি বিদ্যতে) কিছুই নাই, (কালেন) যথাকালে (যোগসংসিদ্ধঃ) যোগসিদ্ধ হইয়া (স্বয়ং) নিজেই (আত্মনি) নিজ অন্তঃকরণে (তৎ) অধ্যাত্মজ্ঞান (বিন্দতি) লাভ করিবেন।

৪০। অন্বয়ঃ। (শ্রদ্ধাবান্) গুরুবেদান্তবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসী (তৎপরঃ) জ্ঞানের উপায় গুরুসেবাতে সর্ব্বদাযুক্ত (সংযতেন্দ্রিয়ঃ) জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি (জ্ঞানং) জ্ঞান (লভতে) লাভ করেন। (জ্ঞানং) জ্ঞান (লব্ধ্বা) লাভ করিয়া (অচিরেণ) শীঘ্রই (পরাং শান্তিং) মোক্ষ (অধিগচ্ছতি) প্রাপ্ত হন।

নির্ম্মল সত্তাতে স্থির থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণকৃত সমস্ত তরঙ্গোৎক্ষেপরূপ ভাবচাঞ্চল্য হইতে স্বতন্ত্র থাকেন। সম্যক্ জ্ঞান হইলে সমস্ত কর্ম্মের বীজভূত কর্ত্তৃত্বাভিমান রূপ অজ্ঞানের নাশে তাঁহার সঞ্চিত এবং জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে ইহজন্মকৃত সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায়। প্রারব্ধ কেবলমাত্র ভোগের দ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সম্যক্ জ্ঞানের পর ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হইতেই পারে না। লোকদৃষ্টিতে তিনি কর্ম্ম করিতেছেন মনে হইলেও কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকায় তাহা ইন্দ্রিয়গণেরই কর্ম্ম হইয়া থাকে।

৩৯। এই জগতে জ্ঞানের মত পবিত্র (নির্ম্মলকর) আর কিছুই নাই। কালসহকারে অধ্যাত্মসাধনদ্বারা অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও সমাধিযোগের দ্বারা সিদ্ধ হইলে সাধক আপনাতেই সেই পবিত্র জ্ঞান আপনি উপলব্ধি করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪১॥
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪২॥

৪১। অন্বয়ঃ। [পক্ষান্তরে] (অজ্ঞঃ চ) শাস্ত্রীয় ব্যবহারে অনভিজ্ঞ, (অশ্রদ্দধানঃ) গুরু ও বেদান্তবাক্যে অবিশ্বাসী (চ) এবং (সংশয়াত্মা) সংশয়াকুল ব্যক্তি (বিনশ্যতি) পুরুষার্থভ্রষ্ট হয়। (সংশয়াত্মনঃ) সন্দিগ্ধচিত্তের (ন অয়ং লোকঃ অস্তি) ইহলোকও নাই, (ন পরঃ) পরলোকও নাই, (সুখং ন) সুখও নাই।

৪২। অন্বয়ঃ। (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয়! (যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং) জ্ঞানকর্ম্ম-যোগের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করিলে (জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্) গুরূপদেশ ও বেদান্তবাক্যজনিত জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানসংশয় ও কর্ম্মসংশয় সম্যক্ ছিন্ন হইলে (আত্মবন্তম্) বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত ও শমদমাদিসম্পন্ন সাধককে (কর্ম্মাণি) ধর্ম্মাধর্ম্ম (ন নিবধ্নন্তি) বন্ধন করিতে পারে না।

৪০। এই জ্ঞানলাভের অধিকারী কে, এই শ্লোকে ভগবান্ তাহাই বলিতেছেন। সদ্গুরু এবং বেদান্তবাক্যে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও সর্ব্বতোভাবে সদ্গুরুর আনুগত্যই যে সাধকের প্রধান কর্ম্ম, যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং সংযতমনা, সেই সাধকই ঐরূপ নির্ম্মল জ্ঞানলাভকরতঃ শীঘ্র মোক্ষরূপ শান্তিপ্রাপ্তির অধিকারী হন।

৪১। শাস্ত্র এবং সদ্গুরুপ্রদত্ত উপদেশবর্জ্জিত, গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস-হীন এবং সন্দেহান্ধ লোকসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহারা যত চেষ্টাই করুক না কেন, উন্নতি তো হইবেই না, অধিকন্তু তাহাদের অধঃপতনরূপ বিনাশপ্রাপ্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

৪৩। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে ভারত! (তস্মাৎ) অতএব (অজ্ঞানসম্ভূতং) অজ্ঞানজাত (হৃৎস্থং) হৃদয়ের (এনং) এই (সংশয়ং) সন্দেহ (জ্ঞানাসিনা) জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা (ছিত্ত্বা) ছিন্ন করিয়া (যোগং) ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়ভূত কর্ম্মযোগ (আতিষ্ঠ) অনুষ্ঠান করিবার জন্য (উত্তিষ্ঠ) উদ্যুক্ত হও।

অনিবার্য্য। ইহাদের মধ্যে সংশয়াত্মা ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ। ঐরূপ হতভাগ্যের ইহকালও নাই, পরকালও নাই; তাহার হৃদয়ে শান্তিও নাই, সুখও নাই। ইহজন্মে বা পরজন্মে কুত্রাপি সে মূঢ় সুখলাভ করিতে পারিবে না; তাহার জীবন মহাদুঃখময় হইবে।

৪২। বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত ও শমদমাদিসম্পন্ন যে সাধকের গুরূপদেশ ও বেদান্তবাক্যজনিত জ্ঞানের দ্বারা সন্দেহান্ধকার নষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মা দেহ বা অন্য কিছু, অন্য কিছু হইলে তিনি বিভু বা অবিভু, বিভু হইলে তিনি কর্ত্তা বা অকর্ত্তা, অকর্ত্তা হইলে তিনি এক বা অনেক, এক হইলে তিনি সগুণ বা নির্গুণ ইত্যাদি জ্ঞানসংশয় এবং সেই আত্মাকে লাভ করিতে হইলে কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তি, ইহার কোন্‌টির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, এই কর্ম্মসংশয় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে এবং জ্ঞানকর্ম্মযোগদ্বারা যিনি ভগবানে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করিয়াছেন, এমন সাধক কোন কর্ম্মফলেই আবদ্ধ হন না।

৪৩। অতএব হে অর্জ্জুন। গুরূপদেশ ও বেদান্তবাক্যজনিত জ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা তোমার অজ্ঞানজাত সমস্ত সংশয়পাশকে ছিন্নকরতঃ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়ভূত জ্ঞানকর্ম্মযোগাশ্রয়ে আপনাকে ক্রমে ক্রমে উন্নীত কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মসংন্যাসযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (কর্ম্মণাং সংন্যাসং) কর্ম্মের ত্যাগ [কথয়িত্বা] বলিয়া (পুনঃ) পুনরায় (যোগং চ) কর্ম্মযোগ করিতেও (শংসসি) বলিতেছ, (এতয়োঃ) আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে (যৎ) যেটী (মে) আমার পক্ষে (শ্রেয়ঃ) শ্রেয়স্কর, (তৎ একং) সেইটী (সুনিশ্চিতং) নিশ্চয় করিয়া (ব্রূহি) বল।

২। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (সংন্যাসঃ) কর্ম্মত্যাগ (কর্ম্মযোগঃ চ) ও কর্ম্মযোগ (উভৌ) উভয়েই (নিঃশ্রেয়সকরৌ) মোক্ষহেতু, (তু) কিন্তু (তয়োঃ) সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ মধ্যে (কর্ম্মসংন্যাসাৎ) অবৈরাগ্যসহকারে কৃত কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা (কর্ম্মযোগঃ) জ্ঞানকর্ম্মযোগ (বিশিষ্যতে) উৎকৃষ্ট।

১। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মের ত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই বলিলে, কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আমার পক্ষে মঙ্গলজনক তাহা নিশ্চিত করিয়া আমাকে বল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্ ॥৪॥

৩। অন্বয়ঃ। (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (যঃ) যে জ্ঞানকর্ম্মযোগী (ন দ্বেষ্টি) অশুভপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, (ন কাঙ্ক্ষতি) শুভলাভে স্পৃহা করেন না, (সঃ) তাঁহাকে (নিত্যসন্ন্যাসী) কর্ম্মানুষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী (জ্ঞেয়ঃ) বলিয়াই জানিবে। (হি) যেহেতু [তিনি] (নির্দ্বন্দ্বঃ) সুখদুঃখরহিত হইয়া (বন্ধাৎ) কর্ম্মবন্ধন হইতে (সুখং) অনায়াসে (প্রমুচ্যতে) পরিত্রাণ লাভ করেন।

৪। অন্বয়ঃ। (বালাঃ) অবিবেকিগণ (সাংখ্যযোগৌ) জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ (পৃথক্) পরস্পরবিরুদ্ধ (প্রবদন্তি) বলিয়া থাকে, (পণ্ডিতাঃ) বিবেকিগণ (ন) তাহা বলেন না। [হি] যেহেতু (একম্ অপি) মোক্ষস্য সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণ চ সাধনভূতয়োঃ সাংখ্যযোগয়োঃ একমপি—সাক্ষাৎ এবং পরম্পরাক্রমে মোক্ষসাধন জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে একটীতে (সম্যক্ আস্থিতঃ) সম্যক্ আস্থাসম্পন্ন হইলে (উভয়োঃ) জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের (ফলম্) ফল (বিন্দতে) প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২। ভগবান্ উত্তর দিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ম্মের ত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ বটে, কিন্তু তথাপি কর্ম্মের ত্যাগ অপেক্ষা জ্ঞানকর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

ভগবানের এ কথার মর্ম্ম এই যে, অধ্যাত্ম তত্ত্ববিষয়ে প্রথমে পরোক্ষ জ্ঞান লাভকরতঃ সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে, সাধনকর্ম্মসহ বাহিরের কর্ত্তব্যপালনরূপ কর্ম্মও করিয়া যাইতে হইবে। কর্ত্তব্য কি, এবং কিরূপ জ্ঞানযোগের সহিত তাহা পালন করিয়া চলিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ের ভগবদ্বাক্যের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধকের হৃদয়ে উৎকট বৈরাগ্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহ প্রবলা ভাগবতী রতির স্রোত স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রবাহিত হইয়া সংসার-বীজকে ভাসাইয়া না দিতেছে, ভগবদ্ভাবে হৃদয় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ও প্রজ্ঞা প্রজ্বলিত থাকা হেতু নির্ম্মল ভগবদানন্দের মাদকতার ঘোর এমন লাগিয়া রহিয়াছে যে, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যনিরূপণ ও তাহার পালন অসাধ্যপ্রায় হইয়া না উঠিয়াছে এবং আপনাকে বহির্মুখ করিতে অত্যন্ত কাতরতা না আসিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণকরতঃ নিশ্চেষ্টভাব অবলম্বন করা উচিত নহে। অধিকারী না হইয়া, সন্ন্যাস গ্রহণকরতঃ নিশ্চেষ্টভাবের মিথ্যা অভিনয় করিতে গেলে, বিপরীত ফলোৎপত্তিরই সম্ভাবনা। সেইজন্যই ভগবানের অভিপ্রায় এই যে, যদিও নিবৃত্তিপথের শেষফল সন্ন্যাসই বটে, এবং সন্ন্যাস ব্যতীত মুক্তিলাভের সম্ভাবনাই নাই, কিন্তু 'সেই সন্ন্যাসকে গ্রহণ করিয়াছি' এই বৃথা অভিমান করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাস এই সাধনপথের স্বয়মাগত সুধাময় পরিণাম অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে মহাযোগের ফলস্বরূপ ভগবদ্ভাবের বিকাশমাত্র। জ্ঞানকর্ম্মযোগ করিতে করিতেই একদিন সন্ন্যাসী হইবে নিশ্চয়। এখন হইতে কর্ম্মত্যাগ করিতে গিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিও না। জ্ঞানময় কর্ত্তব্যপালন করিয়া চলিতে থাক, ঐ কর্ম্মযোগের মধ্যেই সন্ন্যাস আছে।

৩। হে অর্জ্জুন! যে জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক ভোগসম্বন্ধীয় শুভলাভে স্পৃহামুক্ত, অশুভাগমে বিদ্বেষরহিত, সুখে দুঃখে অবিচলিতলক্ষ্য, সেই সাধক সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসিরূপে অর্থাৎ গৌণসন্ন্যাসিরূপে বিরাজমান। তিনি অক্লেশেই কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

৪। বালকবৎ অজ্ঞান লোকেই বলে যে জ্ঞান ও যোগ পৃথক, যথার্থ জ্ঞানবান্ লোকে তাহা বলেন না। কারণ উভয়ের মধ্যে একটীতে পারদর্শী হইলেই উভয়ের ফলই আয়ত্ত হয়।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মের কথা বলিতে বলিতে ভগবান্ "জ্ঞান ও যোগ একই" একথা বলিলেন কেন? সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়াই "জ্ঞান" ও কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই কি "যোগ" বলিলেন? তাহা হইলে সন্ন্যাস ও জ্ঞান এবং কর্ম্ম ও যোগ কি একই?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্চয়ই এক। যতক্ষণ না তত্ত্ববিচারদ্বারা আপনাকে শরীরাভিমান হইতে মুক্ত ও আত্মারূপে জানিতে পারা যায়, ততক্ষণ জ্ঞানই স্থির নহে। শরীরাভিমান অপসৃত হইলে, কর্ম্মাভিমান কি প্রকারে দাঁড়াইবে? ইন্দ্রিয়গণ, মন ও চিত্ত ইহারাই ত কর্ম্ম করে, কিন্তু অহঙ্কাররূপী অভিমান অর্থাৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন ঘটাকারাকারিত অহংজ্ঞান, ইন্দ্রিয়াদিকৃত কর্ম্মসকলকে আপনারই কৃত এবং এই শরীরের পরিণামানুসারে আপনাকে কৃশ বা স্থূল, যুবা বা বৃদ্ধ, রুগ্ন বা সুস্থ, ইত্যাকারে গ্রহণকরতঃ কর্ম্মজালে বদ্ধ হইয়া, ভোগবাসনাহেতু পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তত্ত্ববিচারদ্বারা যখন সমস্ত জ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ অকর্ত্তা ও অপরিণামী আত্মারূপে আপনাকে বুঝিতে পারা যায়, তখনই শরীরাভিমানের সহিত যাবতীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান মিথ্যারূপে পরিত্যক্ত হয়; এই শরীরাভিমান ও কর্ত্তৃত্বাভিমানত্যাগই যথার্থ সন্ন্যাস বা পূর্ণ ত্যাগ। তাহা হইলেই দেখ—জ্ঞান ও সন্ন্যাস এক কি না? এখন দেখা যাউক, সন্ন্যাস বা জ্ঞান এবং কর্ম্ম বা যোগ এক কি প্রকারে? তত্ত্ববিচারদ্বারা ঐ যে পরোক্ষ আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইল, উহাতেই জ্ঞান পূর্ণ হইল না, কারণ তখনও উহার অপরোক্ষ সিদ্ধিরূপ স্বতঃসিদ্ধত্ব আইসে নাই। "আমি ইহা নহি" অর্থাৎ "আমি শরীরের অতীত অন্য কিছু এবং তাহার নাম আত্মা" এবং বিচারদ্বারা দেখিতেছি, "আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান মিথ্যামাত্র" ইত্যাকার একটা দোলায়মান ধারণা আমাতে দাঁড়াইয়াছে মাত্র, কিন্তু পদে পদে মোহ আসিয়া সেই ভ্রান্ত অভিমানজালে আমাকে জড়াইয়া দিতেছে এবং মুহুর্মুহুঃ "আমি অমুক, আমার এই সমস্ত" ইত্যাকার ভ্রম আমাতে উপস্থিত হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, আমি এইমাত্র বুঝিয়াছি যে "আমি ইহা নহি," কিন্তু আমি কি, সে স্বরূপাবগতি সাক্ষাৎভাবে আমাতে স্ফুরিত হয় নাই। অধ্যাত্মসাধন ব্যতীত সে অপরোক্ষানুভূতি আমাতে উপস্থিত হইতেই পারে না। সাধনমার্গে ক্রমে ক্রমে আপনাকে উন্নীতকরতঃ যখন আত্মারূপী ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারা যাইবে, তখনই কর্ত্তৃত্বাভিমান স্বতঃসিদ্ধরূপে আমা হইতে খসিয়া পড়িবে। যতক্ষণ না বুঝিতেছি "আমি এই" ততক্ষণ "আমি ইহা নহি" এ ধারণা স্থির নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥

৫। অন্বয়ঃ। (সাংখ্যৈঃ) জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ (যৎ স্থানং) মোক্ষাখ্য যে পদ (প্রাপ্যতে) প্রাপ্ত হন, (যোগৈঃ অপি) কর্ম্মনিষ্ঠ যোগিগণও (তৎ) তাহা (গম্যতে) পাইয়া থাকেন। [অতএব] (যঃ) যিনি (সাংখ্যং চ যোগং চ) জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ (একং) ফলসাম্যাৎ একং—ফলসাম্যহেতু একই (পশ্যতি) দেখেন, (সঃ) তিনিই (পশ্যতি) যথার্থ দেখিয়া থাকেন।

যতক্ষণ আমার স্বরূপের সাক্ষাৎ প্রতীতি, সাধনরূপ অধ্যাত্মকর্ম্মদ্বারা আমাতে উপস্থিত না হইতেছে, ততক্ষণ সিদ্ধ জ্ঞান বা শরীরাভিমানত্যাগরূপ যথার্থ সন্ন্যাস আমাতে স্ফুরিত হইতেছে না। এখন দেখ, এই অধ্যাত্ম সাধনও কর্ম্ম কি না, এবং এই সাধনকর্ম্মের শেষ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যোগ ও শরীরাভিমানত্যাগরূপ সন্ন্যাস এক কি না। তাহা হইলেই বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, সন্ন্যাস ও কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ এই চারিই এক। যিনি যথার্থ সন্ন্যাসী তিনিই যথার্থ জ্ঞানী; যিনি যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই যথার্থ যোগী এবং যিনি যথার্থ যোগী, তিনিই যথার্থ কর্ম্মী। ঐরূপ মহাজ্ঞান সন্ন্যাসী সাধককেও প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই শরীরেই থাকিয়া সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতকে সহ্য করিতে হইবে; সুতরাং সেই কাল পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞানকর্ম্মযোগাশ্রয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবেন মাত্র। তাঁহার জ্ঞানও ব্রহ্মময়, কর্ম্মও ব্রহ্মময়, যোগও ব্রহ্মময় এবং তাঁহার জ্ঞানের ফলও যাহা, কর্ম্মের ফলও তাহাই।

৫। জ্ঞানিগণের প্রাপ্তব্য স্থান অর্থাৎ শান্তিময় পরম অবস্থা ও যোগিগণের প্রাপ্তব্য স্থান একই। অতএব যিনি জ্ঞানকে ও যোগকে ফলতঃ একই দেখেন, অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগ বা সন্ন্যাস ও কর্ম্ম, যাঁহার জ্ঞানদৃষ্টিতে সমান তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥

৬। অন্বয়ঃ। (মহাবাহো) হে মহাবাহো। (অযোগতঃ) চিত্তশুদ্ধিকারকং কর্ম্মযোগং বিনা—চিত্তশুদ্ধিকারক কর্ম্মযোগ ব্যতিরেকে (সংন্যাসঃ) সন্ন্যাসযোগ (তু) কিন্তু (দুঃখং) কষ্টে (আপ্তুং) [শক্যঃ] পাওয়া যায়। (যোগযুক্তঃ) কর্ম্মযোগপরায়ণ (মুনিঃ) মনস্বী ব্যক্তি [জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ] জ্ঞানলাভ করিয়া (ন চিরেণ) শীঘ্র (ব্রহ্ম) মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম (অধিগচ্ছতি) লাভ করেন।

৭। অন্বয়ঃ। (যোগযুক্তঃ) যোগযুক্ত, (বিশুদ্ধাত্মা) বিশুদ্ধচিত্ত, (বিজিতাত্মা) দেহাভিমানমুক্ত, (জিতেন্দ্রিয়ঃ) জিতেন্দ্রিয়, (সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা) সর্ব্বভূতে আত্মদর্শী ব্যক্তি (কুর্ব্বন্ অপি) কর্ম্ম করিয়াও (ন লিপ্যতে) তাহাতে লিপ্ত হন না।

৬। হে অর্জ্জুন! কর্ম্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি না করিয়া 'কর্ম্ম করিব না' এইরূপ সঙ্কল্পসহ বাহ্য সন্ন্যাসগ্রহণ বা নিশ্চেষ্টভাবাবলম্বনের বৃথা অভিনয় দুঃখময় হয়। আর যে স্থিরান্তর্লক্ষ্য 'জ্ঞানকর্ম্মযোগী' অকর্ত্তারূপে সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া যান, তিনিও মুনিপদবাচ্য এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির দ্বারা শীঘ্রই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭। যে সাধক বিজিতাত্মা অর্থাৎ শরীরাভিমানরূপ মালিন্যমুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা অর্থাৎ অধিকাংশ সময় আপনার অন্তর্মুখী স্থিতিরক্ষণে সমর্থ, জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ যাঁহার ইন্দ্রিয়গণও নির্ম্মল অন্তর্দৃষ্টির সহিত জড়িত থাকিয়া নিবৃত্তিমুখী রহিয়াছে, যোগযুক্ত অর্থাৎ আপনার অধ্যাত্মলক্ষ্য স্থির রাখিয়া যিনি সমস্ত কর্ম্ম করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯॥
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১০॥

৮-৯। অন্বয়ঃ। (তত্ত্ববিৎ) তত্ত্ববিৎ যোগী (যুক্তঃ) [সন্] আত্মায় সমাহিত থাকিয়া (পশ্যন্, শৃণ্বন্, স্পৃশন্, জিঘ্রন্, অশ্নন্, গচ্ছন্, স্বপন্, শ্বসন্, প্রলপন্, বিসৃজন্, গৃহ্ণন্, উন্মিষন্, নিমিষন্ অপি) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রালাভ, শ্বাসগ্রহণ, বাক্যকথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন করিয়াও (ইন্দ্রিয়াণি) জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহই (ইন্দ্রিয়ার্থেষু) নিজ নিজ বিষয়ে (বর্ত্তন্তে) প্রবৃত্ত রহিয়াছে, (ইতি ধারয়ন্) ইহা স্থির জানিয়া [আমি] (কিঞ্চিৎ এব) কিছুই (ন করোমি) করি না, (ইতি মন্যেত) ইহা জানেন।

১০। অন্বয়ঃ। (যঃ) যিনি (ব্রহ্মণি) পরমেশ্বরে (আধায়) কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া (সঙ্গং) মোক্ষফলেও আসক্তি (ত্যক্ত্বা) ত্যাগ করিয়া (কর্ম্মাণি) কর্ত্তব্য কর্ম্ম (করোতি) করেন, (সঃ) তিনি (অম্ভসা) জলের দ্বারা (পদ্মপত্রম্ ইব) পদ্মপত্র যেমন [লিপ্ত হয় না, সেইরূপ] (পাপেন) পাপ ও পুণ্যদ্বারা (ন লিপ্যতে) লিপ্ত হন না।

অভ্যাসে সিদ্ধ হইয়াছেন, এবং সর্ব্বভূতেই আত্মারূপী ভগবান্‌কে যিনি অবিচ্ছেদে বিদ্যমান দেখিতেছেন, এরূপ জ্ঞানকর্ম্মযোগী সমস্ত কর্ম্মই করেন বটে, কিন্তু কোন কিছুরই সহিত তাঁহার লিপ্তি নাই।

৮-৯। ঐরূপ জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাস-সম্পাদন, বাক্যকথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মীলন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমীলনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কৃত সমস্ত কর্ম্মকে ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তিমাত্র জানিয়া, "আমি কিছুই করি না।" এই জ্ঞানকে স্থির রাখেন।

১০। যে জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক ফলের সহিত কর্ম্মার্পণকরতঃ ব্রহ্মে আপনার স্থিতি রক্ষা করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যোগানন্দের পরমা স্মৃতিকে সততই জাগ্রত রাখিয়া অনাসক্তহৃদয়ে কর্ম্ম করিয়া যান, পদ্মপত্র যেমন উপরিস্থিত জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনি শরীরদ্বারা কৃত কর্ম্মজন্য পাপলিপ্ত হন না। তিনি শরীর হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন; সুতরাং পাপ বা পুণ্য কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

এই কর্ম্মার্পণ কি প্রকার? ব্যবস্থাশাস্ত্রপণ্ডিতগণের আধুনিক প্রথানুসারে "এই কর্ম্মের সমস্ত ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হউক" এই বাক্য মুখে বলিলেই কি কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হইবে? তাঁহারা ভগবৎবাক্যের অর্থ ঐরূপ বুঝিয়া বাক্যদ্বারাই কর্ম্মার্পণ সম্পন্ন করিয়া দেন। আমি আহার করিয়া মুখে বলিলাম, "আমার আহারের ফল তুমি লও" আর অমনি তোমার উদর পূর্ণ হইল, এরূপ অযৌক্তিক বাক্য ভগবান্ বলেন নাই। মুখে বলিলেই যদি ভগবানে কর্ম্মফল অর্পিত হইত তাহা হইলে কাহাকেও আর কর্ম্মফলভোগী হইতে হইত না, সকলেই ঐরূপ শূন্যগর্ভ বাক্য মুখে উচ্চারণমাত্র করিয়া পরিত্রাণ পাইত। যাহা হউক, ভগবানে কর্ম্মার্পণ অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যে নির্ম্মলজ্ঞানসম্পন্ন সাধক ভগবান্‌কে দুই মূর্ত্তিতে অর্থাৎ সর্ব্বভূতেই আত্মরূপে বিদ্যমান, এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, গুণমুক্ত মূর্ত্তি এবং চরাচর বিশ্বরূপে প্রকাশমান প্রপঞ্চরূপ সগুণমূর্ত্তিতে অভ্রান্তদৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন, যাঁহার স্থিতি, গতি ও ক্রিয়াদি সমস্তই ভাগবতী স্মৃতিবিজড়িত, তিনি বাহ্যতঃ যাহাই করুন, যাহাই বলুন, অন্তরে ভেদবুদ্ধি না থাকাতে তাঁহার সমস্তই ভগবন্ময়। তিনি সর্ব্বস্ব ভগবানে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তহৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং" রূপে নির্ব্বাহিত হয়। এইরূপ সাধকেরই ভগবানে কর্ম্মার্পণ হইয়া থাকে, নতুবা বাক্যে মাত্র শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" বলিলেই কর্ম্মার্পণ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২॥

১১। অন্বয়ঃ। (যোগিনঃ) যোগিগণ (সঙ্গং) ফলাসক্তি ও মমতাভিমান (ত্যক্ত্বা) পরিত্যাগ করিয়া (আত্মশুদ্ধয়ে) চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত [কেবলেন] আত্মাধ্যাসশূন্যেন—দেহে আত্মার আরোপ না করিয়া, মাত্র (কায়েন) দেহদ্বারা, [কেবলেন] মনে আত্মার আরোপ না করিয়া, মাত্র (মনসা) মনদ্বারা, [কেবলয়া] বুদ্ধিতে আত্মার আরোপ না করিয়া, মাত্র (বুদ্ধ্যা) বুদ্ধিদ্বারা, (কেবলৈঃ) ইন্দ্রিয়ে আত্মার আরোপ না করিয়া, মাত্র (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি) কর্ম্ম করেন।

১২। অন্বয়ঃ। (যুক্তঃ) কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য ও শ্রীভগবানে ফলসমর্পণকারী যোগী (কর্ম্মফলং) কর্ম্মফল (ত্যক্ত্বা) পরিত্যাগ করিয়া (নৈষ্ঠিকী( ) নিষ্ঠায়াং ভবাং—কর্ম্মসংন্যাসনিষ্ঠালব্ধ (শান্তিং) মোক্ষ (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হন। (অযুক্তঃ) ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি (কামকারেণ) করণং কারঃ, কামস্য কারঃ কামকারঃ তেন, কামপ্রেরিততয়া—কামপ্রেরণায় (ফলে) কর্ম্মফলে (সক্তঃ) আসক্ত হইয়া (নিবধ্যতে) বন্ধনপ্রাপ্ত হয়।

১১। জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য অনাসক্তহৃদয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমানচ্যুত হইয়া শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে মমতাবর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র উহাদিগের দ্বারা কর্ম্ম করেন।

১২। যুক্ত সাধক, অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানমুক্ত, ও ব্রাহ্মী স্থিতি যাঁহার স্মৃতি-মধ্যে সতত জাগরূক, এমন জ্ঞানকর্ম্মযোগী অনাসক্তহৃদয়ে কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানপ্রাপ্তি এবং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাক্রমে উপজাত মোক্ষ প্রাপ্ত হন; আর ফলাসক্তচিত্ত অজ্ঞান লোকে কামের প্রেরণায় কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া অশান্তি ও বন্ধনকে প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥১৩॥
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥

১৩। অন্বয়ঃ। (বশী) নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে জ্ঞানারূঢ় আত্মদর্শী (দেহী) দেহাভিমানশূন্য দেহী (মনসা) বিবেকদ্বারা (সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য) সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া (ন এব কুর্ব্বন্) আত্মনি সমবেতং কর্ত্তৃত্বং দূরীকুর্ব্বন্—আত্মার সমবেত কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া (ন কারয়ন্) ন চ ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্—এবং ইন্দ্রিয়দিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত না করিয়া (নবদ্বারে) নবদ্বারবিশিষ্ট (পুরে) দেহরূপ গৃহে (সুখং) সুখে (আস্তে) প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত বাস করেন।

১৪। অন্বয়ঃ। (প্রভুঃ) দেহেন্দ্রিয়াণাং স্বামী অসঙ্গঃ সাক্ষী আত্মা—দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি নির্লিপ্ত সাক্ষী আত্মা (লোকস্য) দেহাভিমানিনঃ জীবস্য

১৩। আপনার অন্তর্লক্ষ্যকে সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার অভ্যাসে সিদ্ধ, কিন্তু প্রারব্ধক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন মাত্র, এমন জ্ঞানারূঢ়, আত্মদর্শী, দেহাভিমানশূন্য দেহী বিবেকদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মসংকল্প পরিত্যাগকরতঃ এই নবদ্বারবিশিষ্ট (কর্ণরন্ধ্রদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয়, নেত্ররন্ধ্রদ্বয়, মুখ-বিবর, পায়ু ও উপস্থ) গৃহে বাস করেন। তিনি স্বয়ংও কিছুই করেন না বা ইন্দ্রিয়বর্গের কর্ম্মের প্রবর্ত্তকও হন না। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মধুময় ফল।

এইরূপ জ্ঞানী এই শরীররূপ গৃহে বাস করিয়া আছেন মাত্র। গৃহের সহিত গৃহবাসী লোকের যেমন লিপ্তি থাকে না অর্থাৎ কেহই যেমন মনে করে না যে "আমি এই গৃহ", তদ্রূপ সেই জ্ঞানীরও এই শরীররূপ গৃহের সহিত কোন লিপ্তি থাকে না এবং "আমি এই শরীর" ইত্যাকার ভ্রান্তি না থাকা হেতু এই শরীর-দ্বারা কৃত কোন কর্ম্মেই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমানও থাকিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫॥
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥১৬॥

—দেহাভিমানী জীবের (কর্তৃত্বং ন সৃজতি) প্রযোজককর্তা ন ভবতি—'তুমি কর' এইরূপ আদেশ দিয়া কার্য্যের প্রবর্ত্তক হন না, (কর্ম্মাণি ন) [সৃজতি] স্বয়মপি কর্ম্মাণি ন করোতি—নিজেও কর্ম্মকর্ত্তা হন না, (কর্ম্মফলসংযোগং ন) [সৃজতি] কর্ম্মকৃতবতঃ দেহাদেঃ তৎফলসম্বন্ধং ন জনয়তি, নাপি স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে—কর্ম্মকর্ত্তা দেহ ও অহঙ্কারাদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ উৎপাদন করেন না বা নিজেও ভোগ করেন না, (তু) কিন্তু (স্বভাবঃ) ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া —প্রকৃতিই (প্রবর্ত্ততে) প্রবৃত্তা নিবৃত্তা চ ভবতি—স্বয়ং প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হয়।

১৫। অন্বয়ঃ। (বিভুঃ) অসঙ্গ সাক্ষী আত্মা (কস্যচিৎ) দেহাভিমানী জীবের (পাপং ন আদত্তে) পাপ গ্রহণ করেন না, (সুকৃতং চ এব) পুণ্যও (ন) [আদত্তে] গ্রহণ করেন না। (অজ্ঞানেন) মিথ্যা অহংজ্ঞানদ্বারা (জ্ঞানং) বিবেকবিজ্ঞান (আবৃতং) আচ্ছন্ন থাকে, (তেন) সেইজন্য (জন্তবঃ) দেহাভিমানী সংসারী জীব (মুহ্যন্তি) মোহগ্রস্ত হয়।

১৬। অন্বয়ঃ। (তু) কিন্তু (যেষাং) যে সকল সাধকের (তৎ অজ্ঞানং) পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞান (আত্মনঃ জ্ঞানেন) পরমাত্মার নির্ব্বিকল্প সাক্ষাৎকারদ্বারা (নাশিতং) নষ্ট হইয়াছে, (তেষাং) তাঁহাদের [তৎ] সেই (আদিত্যবৎ জ্ঞানং) আদিত্যবৎ সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞান (তৎ পরম্) সেই পরমার্থ বস্তু (প্রকাশয়তি) প্রকাশ করে।

১৪। প্রভু (দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি নির্লিপ্ত সাক্ষী আত্মা) কাহাকেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন না কিংবা কাহারও কর্তৃত্বাভিমান বা কর্ম্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ কিছুই সৃষ্টি করেন না, স্বভাব অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা দৈব মায়াই সমস্ত করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭॥

১৭। অন্বয়ঃ। (তদ্‌বুদ্ধয়ঃ) যাঁহাদের বুদ্ধি পরমাত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়াছে, (তদাত্মানঃ) যাঁহারা ব্রহ্ম হইতে নিজের অভেদ উপলব্ধি করিয়াছেন, (তন্নিষ্ঠাঃ) যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছেন, (তৎপরায়ণাঃ) যাঁহাদের ব্রহ্মই পরমগতি, (জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ) পূর্ব্বোক্তজ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের অজ্ঞান ও তৎকার্য্য পাপপুণ্য বিনিবৃত্ত হইয়াছে, [তে] তাঁহারা (অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি) মুক্তিলাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সংসারে আর আসিতে হয় না।

আত্মা কিছুই করেন না, স্বভাবই করে। অজ্ঞান লোকের স্ব-ভাব অর্থাৎ নিজভাব কি? নিজভাব "আমি এই শরীর"। ঐ দেহাভিমান হইতেই দেহদ্বারা কৃত কর্ম্মসকলে "আমি করিতেছি" ইত্যাকার কর্ত্তৃত্বাভিমান উপস্থিত হয়। ঐ কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতেই প্রয়োজনের উৎপত্তি, প্রয়োজন হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি এবং কর্ম্ম হইতে ফলের উৎপত্তি হয়।

১৫। বিভু (আত্মা) কাহারও পাপ বা পুণ্য কিছুরই দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকা হেতুই জীবগণ ভ্রমে পতিত হয়।

অহঙ্কাররূপী জীবাভিমান, "আমি এই শরীর" ইত্যাকার ভ্রান্তিজন্য, যে কর্ত্তৃত্বাভিমান করে, সেই কর্ত্তৃত্বাভিমানকৃত কর্ম্মজাত কোন পাপ বা পুণ্যরূপ ফলই আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাধার এবং নির্লিপ্ত অকর্ত্তা। এই জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকা হেতুই ঐ জীবাভিমান "আমি এই শরীর; শয়ন, গমন ও উপবেশনাদি আমিই করিতেছি; আমার এই সমস্ত আত্মীয়বর্গ ও ধনসম্পত্তি, আমি কি প্রকারে ভোগপ্রাচুর্য্য প্রাপ্ত হইব" ইত্যাকার মোহজালে আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয় ও দুঃখ ভোগ করে। (৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥

১৮। অন্বয়ঃ। (পণ্ডিতাঃ) পণ্ডিতগণ (বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে) বিদ্বান্ ও বিনয়সম্পন্ন (ব্রাহ্মণে) ব্রাহ্মণে (গবি হস্তিনি শুনি চ এব শ্বপাকে চ) গো, হস্তী, কুক্কুর এবং চণ্ডাল প্রভৃতি সর্ব্বত্র (সমদর্শিনঃ) অভিন্ন ব্রহ্ম দর্শন করেন।

১৯। অন্বয়ঃ। (যেষাং) যাঁহাদের (মনঃ) অন্তঃকরণ (সাম্যে) ভেদাভেদশূন্য সমভাবে (স্থিতং) অবস্থান করে, (তৈঃ) সেই সমদর্শিগণ (ইহ এব) এই শরীরে থাকিয়াই অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই (সর্গঃ) পুনর্জন্ম (জিতঃ) নিবারিত করেন। (হি) যেহেতু (ব্রহ্ম) ব্রহ্ম (নির্দ্দোষং) রাগদ্বেষাদির গন্ধশূন্য [সুতরাং] (সমং) প্রতি শরীরেই এক, (তস্মাৎ) সেইহেতু (তে) তাঁহারা (ব্রহ্মণি) ব্রহ্মেই (স্থিতাঃ) অবস্থিতি করেন।

১৬। কিন্তু পরমাত্মার নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের দ্বারা যে ভাগ্যবানের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার সেই জ্ঞান, সূর্য্য যেমন রাত্রির অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া জগৎকে প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ অবিদ্যার অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া সেই পরমার্থ বস্তুকে প্রকাশিত করে।

১৭। জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের অজ্ঞান ও তৎকার্য্য পাপপুণ্য বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের বুদ্ধি পরমার্থতত্ত্ব দর্শন করিয়াছে, যাঁহারা ব্রহ্ম হইতে নিজের অভেদ উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস করিয়া ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছেন, যাঁহাদের ব্রহ্মই পরমগতি এরূপ সন্ন্যাসিগণকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

১৮। জীবন্মুক্ত জ্ঞানিগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। বাহ্য প্রকৃতির প্রতি যাঁহাদের লক্ষ্য নাই, সর্ব্বভূতস্থ আত্মাতেই যাঁহাদের অন্তর্লক্ষ্য স্থির রহিয়াছে, সুতরাং বৈষম্যরূপ ভেদবুদ্ধি যাঁহাদের নাই, তাঁহারাই পণ্ডিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯। যে যোগিগণের মন সাম্যে স্থিত অর্থাৎ ভেদজ্ঞানমুক্ত, তাঁহারা এই শরীরে থাকিয়াই সংসারজয়ী অর্থাৎ জন্মমৃত্যু অতিক্রম করেন। কারণ ভেদরূপ দোষরহিত নির্ম্মল সমভাবই ব্রহ্ম এবং সেই ব্রাহ্মী স্থিতিতেই তাঁহারা বিরাজ করিতেছেন।

খ্রীষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে যে জাতিই হউক, সকলেরই স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলেই সাম্যস্থিত যোগী হওয়া যায় না ; এই সাম্যস্থিতিরক্ষা কঠিন ব্যাপার, এবং নির্ম্মল অধ্যাত্মসাধনের শান্তিময় মহা পরিণাম। এই জগতের সমস্ত ভাবই অসম অর্থাৎ ভেদযুক্ত। ভেদরহিত কিছুই জগতে নাই। যেমন একগাছি কেশ, উহা কি ভেদমুক্ত ? না, উহাতেও ভেদ লক্ষিত হইতেছে। ভেদ তিন প্রকার ; স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। যাহাতে জাতিগত ঐক্যও নাই, তাহাই বিজাতীয় ভেদ, যেমন বৃক্ষজাতির সহিত ধাতু পাষাণাদির ভেদ। একজাতীয় হইলেও পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাই স্বজাতীয় ভেদ, যেমন বৃক্ষজাতীয় হইয়াও আম্র, কাঁটাল, নারিকেল ইত্যাদি। আর একটি বস্তুর মধ্যেই যে সকল ভাবপার্থক্য রহিয়াছে, তাহাই স্বগত ভেদ, যেমন একগাছি কেশ, উহাতেও স্বগত ভেদ অর্থাৎ উহার কোনস্থান স্থূল, কোনস্থান সূক্ষ্ম, কোনস্থান কঠিন, কোনস্থান কোমল, কোনস্থান কৃষ্ণবর্ণ, কোনস্থান পিঙ্গল বা শ্বেতবর্ণ, কোনস্থান মূল ও কোনস্থান অগ্রভাগ ইত্যাদি ভাবপার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। বহির্দৃষ্টিতে উহা একটী পদার্থ হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা এক নহে, কতকগুলি ভাবের সমষ্টি-মাত্র। যাহাতে দ্বিতীয় কোন ভাবই লক্ষিত হয় না, তাহাই যথার্থ এক। ঐ এক জগতে নাই, জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই কতকগুলি ভাবের সমষ্টি-মাত্র। দ্বিতীয় কোন ভাবই যাঁহাতে নাই, তিনি জগতের অতীত, 'একং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' বা আত্মা। জগতের সমস্ত একই 'সদ্বিতীয়ং একং' আর ব্রহ্মই 'অদ্বিতীয়ং একং'। ঐ একই সমস্ত জগতের আত্মারূপে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। জগতের যাবতীয় চঞ্চলভাবই ঐ অচঞ্চল সাম্যসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ সাম্যসূত্রকে গ্রহণ করিতে মহাসাধনের প্রয়োজন। জ্ঞানযোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥

২০। অন্বয়ঃ। (ব্রহ্মণি) ব্রহ্মে (স্থিতঃ) অবস্থিত (স্থিরবুদ্ধিঃ) অচঞ্চল-বুদ্ধি (অসংমূঢ়ঃ) শরীরাভিমানমুক্ত (ব্রহ্মবিৎ) ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি (প্রিয়ং প্রাপ্য) প্রিয়সমাগমে (ন প্রহৃষ্যেৎ) আনন্দিত হন না, (অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য) অশুভ সমাগমেও (ন উদ্বিজেৎ) উদ্বিগ্ন হন না।

২১। অন্বয়ঃ। (বাহ্যস্পর্শেষু) শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে (অসক্তাত্মা) ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধবিবর্জ্জিত [সাধন অবস্থায় চিত্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে কিংবা সুষুপ্তির সময়ে] (আত্মনি) আনন্দময়ে প্রাজ্ঞে আত্মনি—সুষুপ্ত প্রাজ্ঞ আত্মায় (যৎ) যে (সুখং) সুখ (বিন্দতি) [ক্ষণিকভাবে] লাভ করেন, (সঃ) পূর্ব্বোক্ত (ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা) ব্রহ্মবিৎ [তৎ] (সুখং) সেই সুখই (অক্ষয়ং) অক্ষয়-ভাবে (অশ্নুতে) অনুভব করেন।

মহাসাধকগণ যখন উচ্চতম অধ্যাত্ম-সাধনদ্বারা আপনাদিগকে ঐরূপ সমভাবে সংযুক্ত করিতে পারেন, তখনই ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত পরমানন্দে মগ্ন হন। ঐ সাম্যে স্থিতিজনিত পরমানন্দের স্মৃতি, সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ে এমন গভীরভাবে বসিয়া যায় যে, তাঁহাদের সেই স্মৃতি সকল সময়েই জাগ্রত থাকে, এবং সেই অপূর্ব্ব সমভাবই যে আপনাদের স্বরূপ তাহাতে আর বিস্মৃতি উপস্থিত হইতে পারে না।

২০। শরীরাভিমানমুক্ত, অচঞ্চলবুদ্ধি, ব্রাহ্মী স্থিতিতে অবস্থিত, ব্রহ্মজ্ঞ জীবন্মুক্ত প্রিয়সমাগমজনিত আনন্দে কিংবা অশুভাগমজনিত দুঃখে চঞ্চল হইয়া পরমভাব হইতে ভ্রষ্ট হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩॥

২২। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (যে) যে সকল (ভোগাঃ) ভোগ (সংস্পর্শজাঃ) বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্য, (তে) তাহারা (হি) নিশ্চয়ই (দুঃখযোনয়ঃ এব) দুঃখোৎপাদক [তথা] এবং (আদ্যন্তবন্তঃ) উৎপত্তি ও নাশবিশিষ্ট, (বুধঃ) জ্ঞানী (তেষু) সে সকলে (ন রমতে) তৃপ্ত হন না।

২৩। অন্বয়ঃ। (যঃ) যে সাধক (শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্) মরণের পূর্ব্বে (ইহ এব) এই শরীরে থাকিয়াই (কামক্রোধোদ্ভবং) কাম এবং ক্রোধ হইতে উদ্ভূত (বেগং) বেগকে (সোঢ়ুং) সহ্য করিতে (শক্নোতি) সমর্থ হন, (সঃ নরঃ) তিনিই (যুক্তঃ) যোগযুক্ত, (সঃ সুখী) তিনিই এই জগতে সুখী।

২১। সাধন-অবস্থায় চিত্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে উপশমজনিত আনন্দ অন্তরে অনুভূত হয় এবং সুষুপ্তিভঙ্গের পরও সুষুপ্তিকালের বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধবর্জ্জিত ঐরূপ আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে; ঐ উভয় আনন্দই ক্ষণিক বা অনিত্য। কিন্তু ব্রহ্মযোগযুক্ত জীবন্মুক্ত ঐ আনন্দ অক্ষয়ভাবেই ভোগ করিয়া থাকেন।

২২। বিষয়ভোগজনিত যে সুখ, তাহার পরিণাম দুঃখময়, তাহাদের আরম্ভ এবং শেষ আছে, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী; জ্ঞানিগণ ঐ অকিঞ্চিৎকর সুখে মুগ্ধ হন না।

২৩। এই জন্মে শরীরধারণরূপ বন্ধন হইতে পরিত্রাণলাভের পূর্ব্বে, মৃত-দেহ যেমন কামক্রোধের বেগকে সহ্য করিতে পারে* সেইরূপ, যে সাধক জীবিতাবস্থাতেই কামক্রোধের বেগকে সহ্য করিবার অভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তিনি যথার্থ যোগযুক্ত সাধক, এবং তিনিই সুখী।

---

* প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ। ইতি বশিষ্ঠঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬॥

২৪। অন্বয়ঃ। (যঃ) যাঁহার (অন্তঃসুখঃ) সুখ অন্তর্মুখ, (অন্তরারামঃ) অন্তঃ আত্মন্যেব ন তু স্ত্র্যাদিবিষয়ে বাহ্যসুখসাধনে আরামঃ আরমণং ক্রীড়া যস্য সঃ—আরাম অর্থাৎ ক্রীড়া অন্তর্মুখ (তথা) এবং (যঃ) যাঁহার (অন্তর্জ্যোতিঃ এব) প্রকাশ অন্তর্মুখ, (সঃ যোগী) সেই যোগী (ব্রহ্মভূত সন্) ব্রহ্মসদৃশ হইয়া (ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অধিগচ্ছতি) ক্রমে ব্রহ্মই হইয়া যান।

২৫। অন্বয়ঃ। (ক্ষীণকল্মষাঃ) অভিমানাদিমালিন্যমুক্ত, (ছিন্নদ্বৈধাঃ) সংশয়রহিত, (যতাত্মানঃ) স্থিরান্তর্লক্ষ্য (ঋষয়ঃ) তত্ত্বদর্শিগণ (সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ) [সন্তঃ] সর্ব্বভূতে হিংসাশূন্য হইয়া (ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে) ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

২৬। অন্বয়ঃ। (কামক্রোধবিযুক্তানাং) কামক্রোধমুক্ত, (যতচেতসাং) সংযতচিত্ত, (বিদিতাত্মনাং) আত্মজ্ঞ (যতীনাং) যোগিগণের (অভিতঃ) জীবদ্দশাতে এবং দেহত্যাগান্তে এই উভয় অবস্থাতেই (ব্রহ্মনির্ব্বাণং) ব্রহ্মনির্ব্বাণ (বর্ত্ততে) বিদ্যমান থাকে।

২৪। যাঁহার সুখ অন্তর্মুখ, আরাম অন্তর্মুখ ও প্রকাশ অন্তর্মুখ, জীবিতাবস্থাতেই এইরূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।

২৫। দেহাভিমানরূপমালিন্যমুক্ত, সংশয়রহিত, স্থিরান্তর্লক্ষ্য ও সর্ব্বভূতে সুহৃদ্ভাবাপন্ন ঋষিগণই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮॥

২৭-২৮। অন্বয়ঃ। (যঃ) যে (মুনিঃ) মুনি (বাহ্যান্ স্পর্শান্) রূপরস-গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়পঞ্চকে (বহিঃ কৃত্বা) মন হইতে বাহির করিয়া, (চক্ষুঃ চ এব) চক্ষুকেও (ভ্রুবোঃ অন্তরে কৃত্বা) ভ্রূমধ্যে স্থাপিত করিয়া, [তথা] এবং (নাসাভ্যন্তরচারিণৌ) নাসিকার অভ্যন্তরচারী (প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা) প্রাণ এবং অপানবায়ুকে ন্যূনাধিক্যবর্জ্জিত করিয়া অর্থাৎ কেবলই কুম্ভক করিয়া, (যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ) ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযতকরতঃ (মোক্ষ-পরায়ণঃ) মোক্ষপরায়ণ হইয়া, (বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ) কামনা, ভয় ও ক্রোধাদি-রহিত হন, (সঃ সদা মুক্তঃ এব) তাঁহাকে সদা মুক্ত বলিয়াই জানিবে।

২৬। কামক্রোধমুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞ যোগিগণ এই শরীরে থাকিয়াই ব্রহ্মনির্ব্বাণ ভোগ করেন; শরীর ত্যাগের পরে যে ঐ নির্ব্বাণ লাভ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি?

২৭-২৮। পূর্ব্ব শ্লোক কয়েকটীতে সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের সদ্যোমুক্তি কথিত হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মযোগী ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মদ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানপ্রাপ্তি ও সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করেন; এই তিনটী শ্লোকে উক্ত কর্ম্মযোগীর সম্যগ্‌দর্শনলাভের অন্তরঙ্গ সাধনভূত ধ্যানযোগ সূত্রিত হইয়াছে। ইহাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে।

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিকে স্থির রাখিয়া নাসিকার অভ্যন্তরচারী প্রাণ এবং অপানবায়ুকে অতি ধীরগতিকরতঃ, শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া ভগবন্মুখী করিতে পারিলেই, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি একাকারে পরিণত হইয়া যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মসংন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

২৯। অন্বয়ঃ। [পূর্ব্বোক্ত যোগী] (যজ্ঞতপসাং) সকল যজ্ঞ ও সকল তপস্থার (ভোক্তারং) ফলভোক্তা, (সর্ব্বলোকমহেশ্বরং) সর্ব্বভূতেশ্বর, (সর্ব্ব-ভূতানাং) সকল জীবের (সুহৃদং) সুহৃদ্রূপে (মাং) আমাকে (জ্ঞাত্বা) অবগত হইয়া (শান্তিং ঋচ্ছতি) মোক্ষ লাভ করেন ।

সংযমরূপ যোগ প্রাপ্ত হয় এবং যে অবস্থায় যোগীর যোগানন্দমগ্নহৃদয়ে কামনা, ভয় বা ক্রোধাদি কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না, সেই অবস্থাকে যে মোক্ষ-পরায়ণ যোগী সর্ব্বদা হৃদয়স্থ করিয়া সাধন করেন, তিনি জীবিত অবস্থাতেও মুক্তই রহিয়াছেন।

সাধককে মোক্ষপরায়ণ হইতে হইবে। অন্তর ভোগপরায়ণ থাকিলে, সাধন করিলেও ফল হইবে না। সেইজন্যই ভগবান্ "মোক্ষপরায়ণঃ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অশান্তিপূর্ণ জালাময় সংসারের প্রতি বৈরাগ্য না আসিলে, ভাগবতী শান্তিলাভের জন্য হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হয় না, এবং সেই বৈরাগ্যপূর্ণ প্রাণের ব্যাকুলতাসহ সাধন না করিলে, অর্থাৎ সখের সাধন করিলে সাধনের যথার্থ ফল কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

২৯। উক্ত কর্ম্মযোগী আমাকে উক্ত প্রকার সকল যজ্ঞ ও সকল তপস্থার কর্ত্তা এবং ফলভোক্তা, সর্ব্বভূতেশ্বর ও সর্ব্বসুহৃদ্রূপে অবগত হইয়া শান্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ধ্যানযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১॥
যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (যঃ) যে সাধক (কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ) কর্ম্মফলে তৃষ্ণারহিত হইয়া (কার্য্যং কর্ম্ম) কর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্ম (করোতি) সম্পাদন করেন, (সঃ চ) তিনিই (সন্ন্যাসী) সন্ন্যাসী (যোগী চ) এবং তিনিই যোগী। (ন নিরগ্নিঃ) বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মবিহীন হইলেই (চ) এবং (ন অক্রিয়ঃ) অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্ত্তকর্ম্মপরিত্যাগী হইলেই সন্ন্যাসী ও যোগী হয় না।

২। অন্বয়ঃ। (পাণ্ডব) হে পাণ্ডব! (যং) যাহাকে (সন্ন্যাসম্ ইতি) সন্ন্যাস (প্রাহুঃ) বলা হয়, (তং) তাহাকে (যোগং) যোগ বলিয়াও (বিদ্ধি) জানিবে, (হি) যেহেতু (অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ) ফলসঙ্কল্পসন্ন্যাস ব্যতিরেকে (কশ্চন) কেহই (যোগী ন ভবতি) যোগী হয় না।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, কর্ম্মফলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যান মাত্র, তিনিই সন্ন্যাসী ও তিনিই যোগী; নতুবা বেদোক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥

৩। অন্বয়ঃ। (যোগং) ধ্যানযোগে (আরুরুক্ষোঃ) আরোহণেচ্ছু (মুনেঃ) কর্ম্মফলসন্ন্যাসী মুনির (কর্ম্ম) ফলনিরপেক্ষ কর্ম্মযোগ (কারণং) ধ্যানলাভের প্রতি বহিরঙ্গ সাধন (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হয়। (যোগারূঢ়স্য) ধ্যানযোগে অবস্থাতুং শক্তস্য—ধ্যানযোগে অবস্থিত থাকিতে সমর্থ (তস্য এব) সেই মুনিরই (শমঃ) সর্ব্বসংকল্পত্যাগরূপ শমভাব (কারণং) যোগারূঢ় ভাবের প্রতি অন্তরঙ্গ সাধন (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হয়।

নিত্যকর্ম্মবিহীন হইলেই এবং অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্ত্তকর্ম্মপরিত্যাগী হইলেই সন্ন্যাসী ও যোগী হয় না।*

২। হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তাহাই যোগ, এই তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা কর। দেখ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে মনের সঙ্কল্প ও বিকল্পরূপ তরঙ্গ পরিত্যক্ত না হয়, ততক্ষণ যোগ হইতেই পারে না। ফলনিরপেক্ষ হইয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মের কৌশল এবং তাহাই যোগ।

মনের চাঞ্চল্যরূপ ক্রিয়া পরিত্যক্ত না হইলে সে অচঞ্চল পরমভাব আসিতেই পারে না, সুতরাং যে মুহূর্ত্তে ত্যাগ সেই মুহূর্ত্তেই যোগ। ইহাই সন্ন্যাস ও যোগের ফলিতার্থ।

৩। ধ্যানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির যোগের অর্থাৎ নিবৃত্তিমুখী বৈরাগ্যমূলা শুভ ইচ্ছার উদয়, সদ্গুরুলাভ ও সেই সদ্গুরুদেবপ্রদত্ত উপদেশদ্বারা জ্ঞানলাভকরতঃ তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে আপনাকে উন্নীতকরণরূপ মঙ্গলময় সংযোগের কারণ কর্ম্ম (প্রারব্ধ ও ক্রিয়ামাণ), এবং যোগারূঢ় মুনির, অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অচঞ্চল পরমভাবে যাঁহার অন্তর-বাহির এক হইয়া গিয়াছে, সেই সাধকের, সঙ্কল্পত্যাগরূপ সন্ন্যাস বা শান্তিই যোগারূঢ় অবস্থায় স্থিতির কারণ।

---

* ফলনিরপেক্ষ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম সন্ন্যাস ও যোগের সাধনভূত বলিয়া গৌণভাবে ঐ সাগ্নিক ও সক্রিয় সাধকগণ সন্ন্যাসী ও যোগী নামে পরিচিত হইতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪॥

৪। অন্বয়ঃ। (যদা হি) যখনই (ইন্দ্রিয়ার্থেষু) শব্দাদি বিষয়ে (কর্ম্মসু) [চ] এবং সমস্ত কর্ম্মে (ন অনুষজ্জতে) কর্ত্তব্যবোধ করেন না, (তদা) তখনই (সঃ) সেই (সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী) সর্ব্বকর্ম্ম ও তৎফলসঙ্কল্পসন্ন্যাসী ব্যক্তি (যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে) যোগারূঢ় নামে পরিচিত হন।

যোগে আরোহণেচ্ছু সাধককেও ভগবান্ মুনিশব্দে অভিহিত করিলেন, এবং কর্ম্মকেই তাঁহার শুভ যোগলাভের কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সৎকর্ম্ম ও সৎসঙ্গের ফলেই বৈরাগ্যমূলা নিবৃত্তিরূপা শুভ ইচ্ছার উদয় হয়, অর্থাৎ ত্রিতাপতপ্ত সংসারের জ্বালাময় দ্বন্দ্ব হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শান্তিময়ের ক্রোড়ে উঠিতে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মে। তখন আপনা হইতেই প্রাণের এমন একটা ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, কিছুই ভাল লাগে না; কেবল ভগবানের দিকেই হৃদয়ের গতিস্রোত প্রবলবেগে ছুটিতে থাকে। পূর্ব্বজীবনের সৎসঙ্গ ও সাধুসেবার ফলে, সদ্গুরুলাভেও বিশেষ বেগ পাইতে হয় না; সেই শুভ অদৃষ্টই সদ্গুরুর সহিত মিলিত করিয়া দেয়, এবং গুরুভক্তি ও গুরুসেবাদ্বারা গুরুদত্ত জ্ঞানপ্রসাদলাভ ও তৎপ্রদর্শিত সাধনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার শুভসংযোগ প্রদান করে। ইন্দ্রিয়ভোগের প্রতি অনাসক্তি, সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য ও ভগবানের দিকে হৃদয়ের স্বাভাবিকী গতি না আসিলে, অধ্যাত্মসাধনপথে সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। কিন্তু এগুলি সমস্তই পূর্ব্বজীবনের শুভ-কর্ম্মের ফলব্যতীত কিছুই নহে। আবার উক্ত নিবৃত্তিপথের সাধনাদি ব্যাপার সমস্তও কর্ম্ম। তাহা হইলেই দেখ, যোগারোহণেচ্ছু মুনির ঐরূপ যে সমস্ত শুভ সংযোগঘটন, তাহার কারণ কর্ম্ম কি না। ভোগসুখের প্রতি অনাসক্তি, সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য, ভাগবতী রতির স্ফুরণ, সদ্গুরুলাভ, এবং সাধনাদি সমস্তই যে কর্ম্মরূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন ইহাতে আর সংশয় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬॥

৫। অন্বয়ঃ। (আত্মনা) বিবেকযুক্তেন মনসা—কর্ম্ম ও তৎফলসঙ্কল্পরহিত মনদ্বারা অর্থাৎ অধ্যাত্ম সাধনদ্বারা (আত্মানম্) সংসারসমুদ্রে নিমগ্নং স্বং জীবং —সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন নিজ জীবরূপী আত্মাকে অর্থাৎ অহংকর্ত্তারূপী আত্মাকে (উদ্ধরেৎ) যোগারূঢ়তাম্ আপাদয়েৎ—যোগারূঢ় করিবে [যেহেতু যোগারূঢ় আত্মাই অনর্থসঙ্কুল সংসারসাগর হইতে উদ্ধৃত হন]। (আত্মানং ন অবসাদয়েৎ) নতু বিবেকশূন্যেন মনসা আত্মানং সংসারসমুদ্রে মজ্জয়েৎ—কিন্তু জীবরূপী আত্মাকে কর্ম্ম ও তৎফলাসক্ত মনদ্বারা সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন করিবে না, (হি) যেহেতু (আত্মা এব) জীব নিজেই (আত্মনঃ) নিজের (বন্ধুঃ) হিতকারী অর্থাৎ সংসাররূপ বন্ধনমোচনের হেতু, [তথা] (আত্মা এব) নিজেই (আত্মনঃ) নিজের (রিপুঃ) অহিতকারী অর্থাৎ সংসারকারাগারে প্রবেশের হেতুও হইয়া থাকে।

৬। অন্বয়ঃ। (যেন) যে ব্যক্তি (আত্মনা এব) বিবেকযুক্ত বুদ্ধিদ্বারাই (আত্মা) মনসহ পঞ্চেন্দ্রিয়গণ (জিতঃ) জয় করিতে পারিয়াছেন, (তস্য) সেই ব্যক্তির (আত্মা) বিবেকযুক্ত বুদ্ধিই (আত্মনঃ বন্ধুঃ) নিজের বন্ধু, (তু) কিন্তু (অনাত্মনঃ) অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির (আত্মা এব) ঐ আত্মাই আবার (শত্রুবৎ শত্রুত্বে) বাহ্যশত্রুর ন্যায় (বর্ত্তেত) আচরণ করে।

আবার যখন যোগারূঢ় হইলেন, অর্থাৎ সাধনপথে ক্রমে উন্নীত হইয়া ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ যোগ যে কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তখন সঙ্কল্পত্যাগরূপ সন্ন্যাস বা ব্রাহ্মী শান্তিই তাহার অর্থাৎ যোগারূঢ় অবস্থায় স্থিতির কারণস্বরূপ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭॥

৭। অন্বয়ঃ। (জিতাত্মনঃ) জিতেন্দ্রিয় (প্রশান্তস্য) প্রশান্তচিত্ত সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে (শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু) শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ (তথা) এবং (মানাপমানয়োঃ) স্তুতি ও নিন্দায় (আত্মা) চিত্ত (পরং সমাহিতঃ) সম্যক্‌রূপে অবিচলিত থাকে অর্থাৎ তিনি আপনার আত্মভাবকে স্থির রাখিতে সমর্থ হন।

৪। যখন ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য শব্দস্পর্শাদি বিষয়সকলের সহিত ও শরীরের কৃত কর্ম্মের সহিত সাধকের লিপ্তি থাকে না এবং মনেরও সঙ্কল্পরূপ চাঞ্চল্য পরিত্যক্ত হয়, তখনই তাঁহার যোগারূঢ় অবস্থা বলা যায়।

৫। অধ্যাত্মসাধনদ্বারা আপনাকে উদ্ধার অর্থাৎ শরীরাভিমান হইতে মুক্ত করিতে হইবে ; আপনাকে অবসাদগ্রস্ত হইতে দিবে না (অর্থাৎ সাধনের ফল যেন সাত্ত্বিক থাকে, তামস না হয়। নিরুৎসাহ, আলস্য ও বিষণ্ণতাদিযুক্ত যে এক প্রকার জড়ভাব সাধকের নিকটে উপস্থিত হইয়া সাধককে ক্রমে সকল বিষয়েই অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, পাছে সেই সর্ব্বনাশী তমোভাব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, সেই আশঙ্কায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে সাবধান করিতেছেন যে ,দেখিও যেন অবসাদরূপ তামস ভাবগ্রস্ত হইও না ; তাহা হইলে কিছুই করিতে পারিবে না, সকল চেষ্টাই পণ্ড হইয়া যাইবে) ; যেহেতু আপনিই আপনার বন্ধু ও আপনিই আপনার শত্রু।

৬। যিনি আপনি আপনাকে আয়ত্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রবাহকে অন্তর্ম্মুখীকরতঃ ভোগস্পৃহাকে বহিষ্কৃত করিয়া ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, তোষ সত্য ও ন্যায়কে অবলম্বনকরতঃ অনাসক্তভাবে কর্ত্তব্যমাত্র পালন করিয়া যাইতে-ছেন, সেই আত্মতৃপ্ত সাধকই আপনিই আপনার বন্ধু ; আর যে ব্যক্তি তাহা পারে নাই অর্থাৎ যে বিষয়মুগ্ধ মূঢ় ব্যক্তি ভোগস্পৃহার কুহকে পড়িয়া, কেবলমাত্র 'আমার আমার' এই ভ্রান্তিজালে আপনাকে অনবরত জড়িত করিতেছে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে ॥৯॥

৮। অন্বয়ঃ। (জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা) শাস্ত্রোক্ত উপদেশজনিত পরোক্ষ জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের অপরোক্ষভাবে অনুভবরূপ বিজ্ঞানদ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে, (কূটস্থঃ) যিনি স্থির, (বিজিতেন্দ্রিয়ঃ) জিতেন্দ্রিয়, (সমলোষ্টাশ্ম-কাঞ্চনঃ) লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে যাঁহার সমান জ্ঞান, [তাদৃশ] (যোগী) যোগীই (যুক্তঃ) যোগারূঢ় অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিমান্ (ইতি উচ্যতে) বলিয়া কথিত হন।

৯। অন্বয়ঃ। (সুহৃৎ-মিত্র-অরি-উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু) সুহৃৎ—প্রত্যুপকার পাইবার আশাশূন্য উপকারী, মিত্রং—স্নেহবশতঃ উপকারী, অরিঃ—শত্রু, উদাসীনঃ—পক্ষপাতশূন্য মধ্যস্থ—বিরুদ্ধপক্ষদ্বয়ের হিতৈষী, দ্বেষ্যঃ—অপ্রিয়, বন্ধু এতেষু—আত্মীয়বর্গে, (সাধুষু) সাধু ব্যক্তিতে (অপি চ পাপেষু) এবং অসাধু ব্যক্তিতেও (সমবুদ্ধিঃ) যিনি সমদর্শী অর্থাৎ কে কি করিতেছে ভাবিয়া যিনি বিচলিত নহেন [তিনিই] (বিশিষ্যতে) বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হন।

দুর্নির্বার্য্য বিষয়ভোগতৃষ্ণাকে ভোগদ্বারা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, অবিচ্ছিন্না গতিতে যে প্রকারেই হউক কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ সংগ্রহেই অমূল্য আয়ুষ্কাল অপব্যয়িত করিয়া ফেলিতেছে, কিংবা যে ব্যক্তি সাধনপথে প্রবিষ্ট হইয়াও আপনাকে তমোভাবাক্রান্ত হইতে দিয়া অবসন্নহৃদয়ে কি সাধনকর্ত্তব্য, কি অন্যান্য কর্ত্তব্য, সকল বিষয়েই আপনাকে অক্ষম করিয়া অধোগতি লাভ করিতেছে, সে ব্যক্তি আপনিই আপনার শত্রু।

৭। প্রশান্তহৃদয় জিতাত্মা অর্থাৎ যিনি আপনাকে উক্তপ্রকার সাত্ত্বিক শান্তিপূর্ণ সংযত ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, সেই শান্তহৃদয় যোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীতোষ্ণাদিরূপ সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে, কিংবা মান ও অপমানরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ঘাত-প্রতিঘাতে আপনার চিত্তকে সম্যক্‌রূপে অবিচলিত রাখিতে অর্থাৎ আপনার আত্মভাবকে স্থির রাখিতে সমর্থ।

৮। জ্ঞান (বিচারদ্বারা অর্জ্জিত পরোক্ষ জ্ঞান) ও বিজ্ঞান (সাধনদ্বারা অসংশয়িতরূপে হৃদ্গত স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান) দ্বারা যিনি তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সংযত, সামান্য একখণ্ড প্রস্তরকে ও কাঞ্চনকে যিনি সমানই দেখেন, এবং কূটস্থভাব (সাম্যস্থিত অচঞ্চল আত্মভাব) যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে, তিনিই যুক্ত যোগী।

৯। সুহৃৎ (প্রত্যুপকার পাইবার আশাশূন্য উপকারী), মিত্র (স্নেহবশতঃ উপকারী), অরি (শত্রু), উদাসীন (যিনি শত্রুও নহেন, মিত্রও নহেন), মধ্যস্থ (বিবদমান পক্ষদ্বয়কে শান্ত করিয়া যিনি বিবাদ মিটাইয়া দেন), দ্বেষ্য (অসচ্চরিত্রজন্য ঘৃণাযোগ্য), বন্ধু (জ্ঞাত্যাদি আত্মীয়বর্গ), সাধু (ভক্ত অধ্যাত্মজ্ঞানী) ও পাপী, এই সকলে যিনি সমদর্শী, তিনিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

জ্ঞানযোগী সাধকগণের মধ্যে অধিকাংশ সাধকই প্রায় এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন যে, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, বৈরাগ্যবান্ সাধকের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট, যাঁহারা সাধক নহেন বটে, কিন্তু সচ্চরিত্র ও হৃদয়বান্ তাঁহাদের প্রতি অর্দ্ধসন্তুষ্ট এবং যাহারা আসুর-প্রকৃতিসম্পন্ন ও অসচ্চরিত্র, তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। যদিও এইরূপ ভাবই প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি বটে, তথাপি অধ্যাত্মপথের উচ্চতম সীমায় উপনীত মহাসাধকের ভাব আরও উন্নত। সেইজন্যই ভগবান্ বলিতেছেন, যে সাধকের উক্তপ্রকার বৈষম্যভাবও নাই, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি বহির্লক্ষ্য না থাকা হেতু, কিংবা থাকিলেও, 'এ সকলই প্রকৃতির লীলা, আত্মার সহিত এ সকল বৈষম্যের কোন সম্বন্ধই নাই, এক আত্মা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন,' ইত্যাকার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধভাবে হৃদয়ে সতত জাগ্রত থাকা হেতু, সকলের প্রতি যিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥

১০। অন্বয়ঃ। (যোগী) আরোহণেচ্ছুক ধ্যানযোগী (রহসি স্থিতঃ) নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া (একাকী) পরিজনত্যাগী, (যতচিত্তাত্মা) সংযতচিত্ত ও সংযত-দেহ, (নিরাশীঃ) বিতৃষ্ণ, (অপরিগ্রহঃ) ভোগসাধন সামগ্রীতে ও তাহাদের অর্জ্জনে আসক্তিরহিত [সন্] হইয়া (আত্মানং) অন্তঃকরণকে (সততং যুঞ্জীত) সর্ব্বদা সমাহিত করিবেন।

১১-১২। অন্বয়ঃ। (শুচৌ দেশে), পবিত্রস্থানে (আত্মনঃ) নিজের (ন অতি উচ্ছ্রিতং) অনতি উচ্চ, (ন অতি নীচং) অনতিশয় নিম্ন, (চৈলাজিন-কুশোত্তরং) ক্রমান্বয়ে কুশ, অজিন ও বস্ত্রদ্বারা রচিত (স্থিরং আসনং) নিশ্চল আসন (প্রতিষ্ঠাপ্য) স্থাপনা করিয়া, (তত্র আসনে) সেই আসনে (উপবিশ্য) বসিয়া, (মনঃ একাগ্রং কৃত্বা) মন একাগ্রকরতঃ (যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ) চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসংযমকারী [যোগী] (আত্মবিশুদ্ধয়ে) চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত (যোগং যুঞ্জ্যাৎ) সমাধি অভ্যাস করিবে।

১০। অধ্যাত্ম যোগী বাধাবর্জ্জিতস্থানে আসনকরতঃ অসাধক সঙ্গ ও বিষয়-ভোগবাসনা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া সংযতান্তঃকরণে অধ্যাত্মসাধনে নিযুক্ত হইবেন।

১১-১২। সংযতান্তঃকরণ যোগী পবিত্র স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে দুর্গন্ধ বা আবর্জ্জনাদি না থাকিবে এরূপ পরিচ্ছন্ন স্থানে প্রথমে কুশ, তাহার উপরে মৃগচর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥

১৩-১৪। অন্বয়ঃ। (কায়শিরোগ্রীবং) শরীর, মস্তক ও গ্রীবা (সমং) সরলভাবে (অচলং) স্থির (ধারয়ন্) রাখিয়া, (স্থিরঃ) নিশ্চল হইয়া, (স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য দিশঃ চ অনবলোকয়ন্) নিজ নাসিকাগ্রের সমসূত্রে দৃষ্টি রাখিয়া, অন্যদিকে না চাহিয়া, (প্রশান্তাত্মা) প্রশান্তহৃদয়, (বিগতভীঃ) ভয়-মুক্ত, (ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ) ব্রহ্মচর্য্যব্রতে রত, (মচ্চিত্তঃ) মদ্গতচিত্ত, (মৎ-পরঃ) মৎপরায়ণ যুঞ্জান যোগী (যুক্তঃ) সমাহিত হইয়া (মনঃ সংযম্য আসীত) মন সংযতকরতঃ অবস্থান করিবেন।

ও তাহার উপরে একখণ্ড বস্ত্র পাতিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নিম্ন আপনার নিশ্চল যোগাসন প্রস্তুত করিবেন, এবং সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্মুখীকরতঃ, ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে একের দিকে অর্থাৎ যে ভেদমুক্ত অচঞ্চল সমসূত্রে সমস্ত জাগতিক চঞ্চল ভাবই গ্রথিত রহিয়াছে সেই শান্তিময় ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর করিবার চেষ্টা করিবেন। এই অধ্যাত্ম সাধন-দ্বারা আত্মবিশুদ্ধি অর্থাৎ জীবাভিমানরাহিত্য উপস্থিত হইবে।

১৩-১৪। শরীর, গ্রীবা ও মস্তক ঋজুভাবে স্থির রাখিয়া নিজ নাসাগ্রের সমসূত্রে এরূপে দৃষ্টি স্থির রাখিবেন যেন তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয়। তাহার পর ভয়মুক্ত প্রশান্তহৃদয়ে গুরুশুশ্রূষাদিরূপ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ যুঞ্জান বা আরুরুক্ষু যোগী আমাতে অর্থাৎ ভগবানে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে অচঞ্চলভাবে স্থাপনকরতঃ ভগবৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥

১৫। অন্বয়ঃ। (এবং) পূর্ব্বোক্তপ্রকারে (নিয়তমানসঃ) অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা সংযতচেতা [সন্] হইয়া (সদা আত্মানং) সর্ব্বদাই মনকে (যুঞ্জন্ একাগ্র করিয়া (যোগী) যোগী (মৎসংস্থাং) আমার স্বরূপে অবস্থিতিরূপা (নির্ব্বাণপরমাং) পরম নির্ব্বাণময়ী (শান্তিং অধিগচ্ছতি) বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হন।

১৫। সংযতমনা সাধক এইরূপে সাধন করিতে করিতে আমাতে স্থিতিরূপা নির্ব্বাণময়ী পরমা শান্তি ভোগের অধিকারী হইবেন।

উক্ত কয়টী শ্লোকে ভগবান্ সাধনবিষয়ে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহার মর্ম্ম যে কি, সদ্গুরুকৃপা ব্যতীত কেহই তাহা বুঝিতে পারিবেন না। স্বয়ং অনুমানদ্বারা, কিংবা কোন অনভিজ্ঞ লোকের উপদেশানুসারে ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কোনমতেই উচিত নহে। এ ব্রহ্মসাধন অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। আবার যে মহাত্মগণ এই সাধনে নিযুক্ত, তাঁহারা সহজে এই অপূর্ব্ব বিদ্যা কাহাকেও দান করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ, নিতান্ত ভক্তিমান্ ও গুরুসেবাপরায়ণ উপযুক্ত আধার পাইলে অতি সাবধানে ইহা দান করেন। এ অপূর্ব্ব ব্রহ্মসাধন অতি গুপ্তধন এবং একাল পর্য্যন্ত মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে। ইহা আসনমুদ্রাদি-অভ্যাস, প্রাণায়ামক্রিয়া, জপাদিকরণ কিংবা কুণ্ডলিনী শক্তিকে চক্রে চক্রে উত্তোলনরূপ ষট্চক্রভেদদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা পঞ্চ মকার সাধনও নহে; ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজযোগ এবং হৃদয়ের অতি গুপ্ত ধন। সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত ইহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। সেইজন্যই ভগবান্ পূর্ব্বেই চতুর্থাধ্যায়ে সদ্গুরুলাভ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং এই অধ্যায়ে যাহা উপদেশ করিলেন, তাহা সদ্গুরু ব্যতীত কে বুঝাইয়া দিবে? সদ্গুরু লাভকরতঃ তৎপ্রদত্ত উপদেশানুসারে এ পথে অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ কুফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥

১৬। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন। (অতি অশ্নতঃ) অতি ভোজনশীলের (ন যোগঃ অস্তি) যোগ হয় না, (একান্তং অনশ্নতঃ চ) একান্তরূপে অনশনশীলেরও (ন) [যোগঃ অস্তি] যোগ হয় না, (অতি স্বপ্নশীলস্য চ) অতিশয় নিদ্রালুরও (ন) [যোগঃ অস্তি] যোগ হয় না, (চ) এবং (জাগ্রতঃ) অতিমাত্রায় জাগরণশীলেরও (ন এব) [যোগঃ অস্তি] যোগ হয় না।

১৭। অন্বয়ঃ। (যুক্তাহারবিহারস্য) পরিমিত আহার ও বিহারকারী, (কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য) কর্ম্মে পরিমিত চেষ্টাযুক্ত, (যুক্তস্বপ্নাববোধস্য) পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীল যোগীর (যোগঃ দুঃখহা ভবতি) যোগ সর্ব্বদুঃখহারী হয়।

১৮। অন্বয়ঃ। (যদা) যখন (বিনিয়তং চিত্তং) বিষয়নিচয় ও ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিনিচয় হইতে ব্যাবৃত্ত বা প্রত্যাহৃত শুদ্ধ চিত্ত (আত্মনি এব) কূটস্থপুরুষরূপ আত্মাতেই বা দ্রষ্টার স্বরূপমাত্রেই (অবতিষ্ঠতে) অবস্থিতি করে, (তদা) তখন (সর্ব্বকামেভ্যঃ) সর্ব্বপ্রকার বিষয় হইতে (নিস্পৃহঃ) বিতৃষ্ণ [যোগী] (যুক্তঃ ইতি উচ্যতে) সম্প্রজ্ঞাত সমাধিযুক্ত বা সমাহিত বলিয়া কথিত হন।

১৬। হে অর্জ্জুন! সাবধান! এই যোগসাধনাভ্যাস, পূর্ণমাত্রায় ভোজন করিলে হয় না, অতি অল্পমাত্রায় ভোজন করিলেও হয় না। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা যায়, তাহার হয় না; আবার যাহার নিদ্রা প্রয়োজনানুরূপ হয় না, তাহারও হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০॥

১৯। অন্বয়ঃ। (যথা) যেমন (নিবাতস্থঃ) বায়ুপ্রবাহশূন্য স্থানে অবস্থিত, (দীপঃ) প্রদীপ (ন ইঙ্গতে) চঞ্চল হয় না, (আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ) আত্মবিষয়ক সমাধির অনুষ্ঠানকারী (যতচিত্তস্য যোগিনঃ) সংযতচিত্ত যোগীর (সা) ঐ (উপমা) দৃষ্টান্ত (স্মৃতা) যোগিগণের অভিমত।

২০। অন্বয়ঃ। (যত্র) যে অবস্থায় (যোগসেবয়া) যোগধারণা করিতে করিতে তাহার দ্বারা (নিরুদ্ধং) নিরুদ্ধ (চিত্তং) চিত্ত (উপরমতে) আত্মায় বিলয়প্রাপ্ত হয়, (যত্র চ এব) এবং যে অবস্থায় [দ্রষ্টা] (আত্মনা) মাত্র আত্মনিষ্ঠবুদ্ধিদ্বারা (আত্মানং) আপনার জীবভাবকে (আত্মনি) আপনাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে (পশ্যন্) দেখিয়া (তুষ্যতি) অক্ষয় আনন্দলাভ করেন,—

১৭। যাঁহার আহারবিহার পরিমিত, যিনি উপযুক্ত পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করেন, নিদ্রাও যাঁহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নহে, তাঁহারই সাধনাভ্যাস সুখজনক ও সফল।

১৮। সর্ব্বপ্রকার অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ যখন ভোগকামনা হইতে বিমুখ হইয়া আত্মানন্দে মগ্ন হয়, তখনই সাধক ব্রহ্মে যুক্ত।

১৯। অধ্যাত্মসাধনদ্বারা সংযতহৃদয় যোগীর অন্তর্ভাব বা আত্মস্থিতি ঠিক যেন নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা।

২০। ঐরূপ সাধনদ্বারা চিত্তবৃত্তি যখন অচঞ্চলা শান্তিলাভ করে, যখন অধ্যাত্মসাধনদ্বারা আপনাকে অর্থাৎ আপনার জীবভাবকে স্বরূপস্থ (পরমাত্মা হইতে অভিন্ন) দেখিয়া পরমশান্তিময়ী তৃপ্তির উদয় হয়,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥
তং বিদ্যাদ্‌দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
ন নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥২৩॥

২১। অন্বয়ঃ। (যত্র) যে অবস্থায় [যোগী] (বুদ্ধিগ্রাহ্যং) দ্রষ্টার স্বরূপনিষ্ঠ বুদ্ধিদ্বারাই জ্ঞেয় (অতীন্দ্রিয়ং) গুণাতীত, (আত্যন্তিকং) নিরবচ্ছিন্ন (যং সুখং) যে এক উত্তম নিত্য আত্মসুখ, (তৎ বেত্তি) তাহা অনুভব করেন [যত্র চ] এবং যে অবস্থায় (স্থিতঃ) অবস্থিত (অয়ং) যোগী (তত্ত্বতঃ) আত্মস্থিতি হইতে (ন চ এব চলতি) বিচলিত হন না,—

২২। অন্বয়ঃ। (যং লব্ধ্বা) যে আত্মানন্দলাভের পর (অপরং লাভং) অন্য কোন লাভকে (ততঃ) তাহা হইতে (অধিকং ন মন্যতে) অধিক বলিয়া জ্ঞান করেন না, (যস্মিন্ স্থিতঃ) যে আত্মানন্দে অবস্থান করিলে (গুরুণা অপি দুঃখেন) স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগাদিরূপ গুরুতর দুঃখেও (ন বিচাল্যতে) বিচলিত হন না,—

২৩। অন্বয়ঃ। (তং দুঃখসংযোগবিয়োগং) দুঃখের আত্যন্তিক সম্বন্ধবর্জ্জিত ঐ যোগাবস্থাকেই (যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ) যোগ নামে অভিহিত বলিয়া জানিবে (অনির্ব্বিণ্ণচেতসা) দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ, তদ্রহিতেন চেতসা—কষ্ট-সাধ্য বলিয়া শৈথিল্যরহিতচিত্তে (সঃ যোগঃ) ঐ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপ যোগ (নিশ্চয়েন) অবশ্যই (যোক্তব্যঃ) যমনিয়মাদির দ্বারা অনুষ্ঠেয়।

২১। যে অবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয়ের অতীত, নির্ম্মলবুদ্ধিমাত্রগ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন এবং যে আত্মস্থিতি হইতে বিচলিত হইতে চাহেন না,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

২৪। অন্বয়ঃ। (সংকল্পপ্রভবান্) সঙ্কল্পপ্রসূত (সর্ব্বান্ কামান্) কামনা সকলকে (অশেষতঃ) সম্পূর্ণরূপে (ত্যক্ত্বা) পরিত্যাগ করিয়া (মনসা এব) আসক্তিশূন্য মনের দ্বারা (ইন্দ্রিয়গ্রামং) বাহ্যেন্দ্রিয় সকলকে (সমন্ততঃ) সর্ব্ব বিষয় হইতে (বিনিয়ম্য) প্রত্যাহৃত করিয়া—

২৫। অন্বয়ঃ। (ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা) যোগধারণাশক্তিযুক্তা বুদ্ধির সাহায্যে (শনৈঃ শনৈঃ) ধীরে ধীরে (উপরমেৎ) আত্মভিন্ন সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিবে, (মনঃ) বিবেকযুক্ত মনকে (আত্মসংস্থং কৃত্বা) আত্মায় স্থাপিত করিয়া (কিঞ্চিৎ অপি) কোনও বিষয়ের (ন চিন্তয়েৎ) চিন্তা করিবে না।

২২। যে আত্মানন্দলাভ হইলে অন্য কোন লাভকেই তাহার অধিক বলিয়া জ্ঞান হয় না, গুরুতর দুঃখও অর্থাৎ পুত্রপত্নীবিয়োগাদিরূপ দুঃখ যে অবস্থাকে চঞ্চল করিতে পারে না,—

২৩। একেবারে দুঃখের সম্বন্ধবর্জ্জিত ঐ যোগাবস্থাকে বুঝিবার জন্য উৎসাহ-পূর্ণহৃদয়ে যোগসাধনে রত হওয়া প্রত্যেক বিবেকবান্ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

২৪-২৫। মনের সঙ্কল্পপ্রসূত কামনাসকলকে বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া (কারণ ভোগাসক্তি প্রবলা থাকিলে, এ নিবৃত্তিপথের সাধনদ্বারাও বিশেষ ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই) মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়বিমুখ করিয়া (মনকে ভগবন্মুখী করিতে পারিলেই তদধীন ইন্দ্রিয়গণকেও তন্মুখী হইতে হইবে, কারণ ইন্দ্রিয়গণ বিষয় বহন করে মাত্র, মনই বিষয়সকলের গ্রহণকর্ত্তা। সুতরাং মন গ্রহণ না করিলে ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম বৃথা হইয়া যায়।) ধারণাশক্তিযুক্তা বুদ্ধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭॥

২৬। অন্বয়ঃ। (চঞ্চলং) ক্রিয়াশীল [সুতরাং] (অস্থিরং) অস্থির (মনঃ) মন (যতঃ যতঃ) যে যে বিষয়ে (নিশ্চরতি) গমন করে, (ততঃ ততঃ) সেই সেই বিষয় হইতে (নিয়ম্য) ধরিয়া আনিয়া (এতৎ) এই মনকে (আত্মনি এব) আত্মাতেই (বশং নয়েৎ) সংযত করিবে।

২৭। অন্বয়ঃ। (প্রশান্তমনসং) সংযতমনা, (শান্তরজসং) রাজসভাবরূপ কলঙ্কমুক্ত, (অকল্মষং) লয়হেতুতমোশূন্যং—চিত্তলয়হেতু নিদ্রা ও অবিবেকাদি মোহশূন্য, (ব্রহ্মভূতং) ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত (এনং হি যোগিনং) এই যোগীকেই (উত্তমং সুখং উপৈতি) পূর্ব্বোক্ত আত্যন্তিক পরম সুখ আশ্রয় করে।

সাহায্যে ধীরে ধীরে উপরমের দিকে অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অচঞ্চলা শান্তির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার পর মনকে আত্মস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যোগস্থ করিতে পারিলেই সমস্ত চিন্তাতরঙ্গ প্রশমিত হইবে।

হৃদয় বৈরাগ্যপূর্ণ, মন অন্তর্মুখ, সুতরাং তৎসহ ইন্দ্রিয়গণও অন্তর্মুখ, ব্রহ্মধারণাময়ী বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে ক্রমে অচঞ্চলা শান্তিতে পরিণতা; সমস্ত জগদ্ভাবই ব্রহ্মানন্দসাগরে মগ্ন হইয়া একাকার ধারণ করিয়াছে; এরূপ অবস্থায় আর কি চিন্তাতরঙ্গ বিদ্যমান থাকিবে? কিছুই না। এই চিন্তারহিত পরমাবস্থাই চিন্তামণিসংস্পর্শরূপ সুধাময় যোগ।

২৬। অস্থির মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মুহুর্মুহুঃ পরিভ্রমণই ইহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। সুতরাং সাধনকালেও মন উপরমের দিকে সহজে যাইতে চাহিবে না; সামান্য শৈথিল্য পাইলেই আপনার বিচরণক্ষেত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯॥

২৮। অন্বয়ঃ। (এবং) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (সদা) সর্ব্বদা (আত্মানং) মনকে (যুঞ্জন্) পরমাত্মায় সংযুক্ত করিতে করিতে (যোগী) সাধক (বিগতকল্মষঃ) রজঃ ও তমোরূপ মালিন্যরহিত [সন্] হইয়া (সুখেন) অনায়াসে (ব্রহ্মসংস্পর্শং) ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত (অত্যন্তং) সর্ব্বোত্তম (সুখং) সুখ (অশ্নুতে) ভোগ করেন।

২৯। অন্বয়ঃ। (যোগযুক্তাত্মা) ব্রহ্মযোগযুক্ত যোগী (সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ) [সন] সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া (আত্মানং) পরমাত্মাকেই (সর্ব্বভূতস্থং) সর্ব্বভূতে অবস্থিত (চ) এবং (আত্মনি) পরমাত্মাতেই (সর্ব্বভূতানি) সর্ব্বভূতকে (ঈক্ষতে) অনুভব করেন।

বিষয়পঙ্কে লম্ফ দিয়া পড়িবেই পড়িবে। সুতরাং সাধককে উহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, ভগবান্ এই শ্লোকে তাহাই উপদেশ করিতেছেন।

চঞ্চল মন যেখানেই যাউক না কেন, পুনরায় তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সাধন-পথে চালিত করিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে করিতেই মন স্থির হইয়া বশে আসিবে।

২৭। সংযতমনা, রজোভাবমুক্ত, নির্ম্মলান্তঃকরণ, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত সাধক সর্ব্বোত্তম আনন্দের অধিকারী হন।

২৮। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে করিতে মালিন্যরহিত অর্থাৎ জীবাভি-মানমুক্ত সাধক অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

ইহা উচ্চতম সাধনাবস্থায় প্রাপ্য একটী শান্তিপূর্ণ পরমানন্দময় আত্মভাব। অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্মুখীকরতঃ আপনাকে এক অপূর্ব্ব অচঞ্চল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০॥

৩০। অন্বয়ঃ। (যঃ) যে যোগী (সর্ব্বত্র) সর্ব্বত্র (মাং) পরমাত্মা আমাকেই (পশ্যতি) দেখেন (চ) এবং (সর্ব্বং) সকল ভূতকে (ময়ি) পরমাত্মাতেই (পশ্যতি) দেখেন, (তস্য) তাঁহার নিকটে (অহং) পরমাত্মা আমি (ন প্রণশ্যামি) অদৃশ্য থাকি না (চ) এবং (সঃ) তিনিও (মে) আমার (ন প্রণশ্যতি) অন্তরালে থাকেন না।

সমভাবে স্থাপিত করাও যাহা, এই ব্রহ্মসংস্পর্শলাভও তাহাই। শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ লইয়াই জগৎ, এবং আমাদের জ্ঞানও ঐ বিষয়পঞ্চ লইয়াই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঐ বিষয়পঞ্চও চঞ্চল, আমাদের জ্ঞানও চঞ্চল। এই জ্ঞানকে অচঞ্চল ভাবে পরিণত করিতে হইলে সমস্ত চঞ্চল ভাবই যে এক অপূর্ব্ব অচঞ্চল সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, সেই সমরূপী ব্রহ্মে বা আত্মাতে ইহাকে স্পর্শ করাইতে হইবে এবং সেই ব্রহ্মসংস্পর্শই শান্তি। ইহা অজ্ঞান অবস্থা নহে, জ্ঞানেরই এক পরমানন্দপূর্ণ শান্তিময় পরিণাম মাত্র। সমরূপী শান্তিশীতল চিদানন্দকে স্পর্শ করিবামাত্রই এই অহং, ত্বং ও তৎরূপ ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত জ্ঞানাগ্নির তরঙ্গময়ী বহুমুখী শিখা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া এক অদ্ভুত আনন্দপূর্ণ শান্তিময়ী প্রভায় পরিণত হয়। ইহাই ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অমৃত। সাধক এই শরীরে থাকিয়াই এই পরম নির্ম্মল যোগানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

২৯। সর্ব্বত্র সমদর্শী অর্থাৎ যিনি সমস্ত জাগতিক পদার্থেই সমরূপী এক অখণ্ড আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছেন, সেই ব্রহ্মযোগযুক্ত যোগী সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকেই অর্থাৎ আত্মস্বরূপকেই এবং পরমাত্মাতেই অর্থাৎ আত্মস্বরূপেই সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১॥

৩১। অন্বয়ঃ। (যঃ) যে যোগী (সর্ব্বভূতস্থিতং) সর্ব্বভূতস্থ (মাং) আমাকে (একত্বং আস্থিতঃ) অভিন্নরূপে অবধারণপূর্ব্বক (ভজতি) ভজনা করেন, (সঃ যোগী) সেই যোগী (সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি) যে অবস্থাতেই থাকুন না (ময়ি) আমাতেই (বর্ত্ততে) বিরাজ করেন।

উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড যেমন অগ্নিময় হইয়া অগ্নিগোলকে পরিণত হয়, সাম্যস্থিত যুক্ত যোগীর জীবাভিমানমুক্ত আত্মস্বরূপও তদ্রূপ ব্রহ্মময় হইয়া ব্রহ্মাকারে পরিণত হয়। তখন কোথায় বা 'আমি'-জ্ঞান, কোথায় বা 'তুমি'-জ্ঞান, আর কোথায় বা 'জগৎ'-জ্ঞান! সমস্তই অখণ্ড, পরিপূর্ণ, এক ব্রহ্মসাগরে ডুবিয়া একাকার ধারণ করিয়াছে, সুতরাং তখন সর্ব্বভূতই আত্মময় এবং আত্মা সর্ব্বভূতময়।

৩০। যে যোগী সর্ব্বত্র পরমাত্মা আমাকেই এবং সমস্ত আমাতেই বিরাজিত দেখিতেছেন, তিনিও আমার সম্মুখস্থ এবং আমিও তাঁহার সম্মুখস্থিত।

দর্পণে মুখদর্শনকালে যেমন উভয় মুখই উভয়ের সম্মুখস্থিত এবং উভয়েই উভয়কে সমভাবে দেখিতেছেন, যুক্ত যোগীর ব্রহ্মদর্শনও তদ্রূপ। এ সকল ব্যাপার সদ্গুরুপ্রদর্শিত সাধনের দ্বারা স্বয়ংবেদ্য।

৩১। 'তৎ' পদের লক্ষ্যীভূত পরমাত্মা আমাকে অপরোক্ষভাবে সর্ব্বভূতস্থিত জানিয়া যোগী 'ত্বং'পদলক্ষ্য জীবাত্মাকে আমার সহিত অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপেই অবস্থান করেন। তিনি ব্যুত্থিতদশায় প্রারব্ধবশে যে অবস্থাতেই থাকুন না অর্থাৎ তাঁহার বাহিরের স্থিতি, গতি ও কর্ম্মাদি যেমনই হউক না, তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় আমাতেই বিরাজ করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২॥

অর্জ্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩॥

৩২। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (যঃ) যে যোগী (আত্মৌপম্যেন) আপনার স্থিতি-অনুযায়ী অর্থাৎ যে পরমানন্দময় এক অচল ভাবে আপনার স্থিতি রক্ষা করিতেছেন, সেই ভাবকে আদর্শ করিয়া (সর্ব্বত্র) সর্ব্বত্র (সমং সমরূপ ব্রহ্মকে (পশ্যতি) বিদ্যমান দেখেন [এবং] (সুখং বা যদি বা দুঃখং) [ভবতু] বাহিরে সুখভোগই হউক বা দুঃখভোগই হউক তাহাতে অবিচলিত থাকেন, (সঃ) সেই (যোগী) যোগী (পরমঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (মতঃ) বলিয়া আমার মত।

৩৩। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (মধুসূদন) হে মধুসূদন! (ত্বয়া) আপনি (সাম্যেন) সর্ব্বভূতে এক আত্মদর্শনরূপ (অয়ং যঃ যোগঃ) এই যে যোগ (প্রোক্তঃ) কহিলেন, (এতস্য) এই যোগের (স্থিরাং) অচঞ্চলা (স্থিতিং) স্থিতি (চঞ্চলত্বাৎ) মনশ্চাঞ্চল্যবশতঃ (অহং) আমি (ন পশ্যামি) দেখিতেছি না।

৩২। যে যোগযুক্ত সাধক আপনাকে উক্ত প্রকারে সমরূপ একস্থিত করিতে পারিয়াছেন, তিনি আপনার স্থিতি-অনুযায়ী অর্থাৎ যে পরমানন্দময় এক অচল ভাবে আপনার স্থিতিরক্ষা করিতেছেন, সেই ভাবকে আদর্শ করিয়া সর্ব্বত্র সমরূপ ব্রহ্মকে বিদ্যমান দেখিতেছেন, বাহিরে সুখভোগই হউক বা দুঃখভোগই হউক, তাহাতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না; কারণ তাঁহার অন্তরে সুখদুঃখরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫॥

৩৪। অন্বয়ঃ। (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (হি) যেহেতু (মনঃ) মন (চঞ্চলং) স্বভাবতঃ চঞ্চল, (প্রমাথি) শরীর ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিরও বিক্ষোভকারী, (বলবৎ) মহাবেগবান্, (দৃঢ়ং) দুশ্ছেদ্য, (অহং) আমি (তস্য) সেই মনের (নিগ্রহং) নিরোধ (বায়োঃ ইব) বায়ুর ন্যায় (সুদুষ্করং) দুঃসাধ্য (মন্যে) মনে করি।

৩৫। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (মহাবাহো) হে মহাবীর! (মনঃ) মন (দুর্নিগ্রহং) দুর্ব্বশ্য (চলং) চঞ্চল [এতৎ] ইহাতে (অসংশয়ং) সন্দেহ নাই; (তু) কিন্তু (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ) অভ্যাস এবং বৈরাগ্য উভয়েরই দ্বারা [এই মনকে] (গৃহ্যতে) বশীভূত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করিতে পারা যায়।

দ্বন্দ্বের অতীত পরম নির্ম্মল এক ব্রহ্মভাব সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে; হে অর্জ্জুন! এইরূপ যোগীই শ্রেষ্ঠ।

৩৩। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! সাম্য অর্থাৎ সমরূপী এক, অচঞ্চল সূত্রে আপনার স্থিতিরক্ষারূপ যে যোগতত্ত্ব উপদেশ করিলেন, মনের চঞ্চলতাজন্য তাহাতে স্থির থাকা তো অতি কঠিন।

৩৪। হে কৃষ্ণ! মন অতি চঞ্চল, মহাবেগবান্, দুর্ব্বশ্য ও একাগ্রতাবিনাশী; বায়ুর গতিরোধ করা যেরূপ দুষ্কর, এই মনকে আয়ত্ত করাও তেমনই দুঃসাধ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬॥

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥

৩৬। অন্বয়ঃ। (অসংযতাত্মনা) অসংযতহৃদয়বিশিষ্ট ব্যক্তির (যোগঃ) যোগ (দুষ্প্রাপঃ) দুষ্প্রাপ্য (ইতি) ইহা (মে) আমার (মতিঃ) নিশ্চিত অভিপ্রায়, (তু) কিন্তু (বশ্যাত্মনা) অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা যাঁহার মন নিগৃহীত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি (উপায়তঃ) শাস্ত্র ও গুরু-উপদিষ্ট উপায় অবলম্বনে (যততা) চেষ্টা করিলে (অবাপ্তুং শক্যঃ) লাভ করিতে পারেন।

৩৭। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (শ্রদ্ধয়া উপেতঃ) যোগমার্গে বিশ্বাসসম্পন্ন [অথচ] (অযতিঃ) অনবধানতাবশতঃ ঐহিক ও পারত্রিক সুখে মুগ্ধ হইয়া (যোগাৎ চলিতমানসঃ) যোগভ্রষ্ট সাধক (যোগসংসিদ্ধিং অপ্রাপ্য) যোগসিদ্ধি অর্থাৎ যোগফল সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া (কাং গতিং) কি গতি (গচ্ছতি) প্রাপ্ত হইবে?

৩৫। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে মহাবীর! মন যে অত্যন্ত চঞ্চল ও দুর্ব্বশ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয়! হৃদয়ে যদি বৈরাগ্য থাকে, তাহা হইলে অভ্যাসদ্বারা তাহাকে বশীভূত করা যায়।

৩৬। অসংযতহৃদয়ে যোগলাভ হইতেই পারে না, ইহা আমার নিশ্চিত অভিপ্রায়; কারণ অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ বহির্মুখরূপে চঞ্চল থাকিলে, এক-স্বরূপ ব্রহ্মভাব তাহাতে প্রতিবিম্বিতই হইবে না। সংযতহৃদয়ে (যে হৃদয় ব্রহ্মমুখী হইয়া স্থির হইয়াছে) উপায়ানুসারে যত্ন করিলে অর্থাৎ সদ্গুরুপ্রদর্শিত সাধনমার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে, যোগকে লাভ করা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯॥

৩৮। অন্বয়ঃ। (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (বিমূঢ়ঃ) বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া, (ব্রহ্মণঃ পথি) ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত মার্গে অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স মার্গে (অপ্রতিষ্ঠঃ) অবস্থিতি লাভ করিতে না পারিয়া (উভয়বিভ্রষ্টঃ) ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখ হইতে ভ্রষ্ট [অতএব] (বিমূঢ়ঃ) বিচ্যুত হইয়া (ছিন্নাভ্রমিব) ছিন্ন মেঘের মত [ঐ সাধক] (কচ্চিৎ ন নশ্যতি) নষ্ট হয় না কি?

৩৯। অন্বয়ঃ। (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (মে) আমার (এতৎ সংশয়ং) এই সন্দেহ (অশেষতঃ) সম্পূর্ণরূপে (ছেত্তুং) নিরাকৃত করিতে (অর্হসি) আপনিই যোগ্য, (হি) যেহেতু (অস্য সংশয়স্য) এই সংশয়ের (ছেত্তা) ছেদনকারী (ত্বদন্যঃ) আপনি ব্যতীত (ন উপপদ্যতে) কেহই হইতে পারে না।

৩৭। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! সদ্গুরুপ্রদত্ত অধ্যাত্ম জ্ঞানার্জ্জন ও সাধনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, কিন্তু উপযুক্ত যত্নাভাবে মনের চাঞ্চল্যবশতঃ যোগসিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে আপনার জীবাভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া ব্রহ্মাকারাকারিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, এমন ভ্রষ্ট সাধকের কি গতি লাভ হইবে?

৩৮। হে মহাবাহো! সংসার ও মুক্তি এই দুই হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া অর্থাৎ সংসারাসক্তি ও সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান না থাকাজন্য সংসারপথ হইতে এবং সাধন পূর্ণ না হইতেই, কোন প্রবল বাধা বা শৈথিল্যহেতু ব্রহ্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই ব্রহ্মপথভ্রষ্ট সাধক কি ছিন্ন মেঘের মত নষ্ট হইবেন না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥

৪০। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (তস্য) সেই যোগভ্রষ্ট সাধকের (ইহ এব) ইহলোকে (বিনাশঃ ন বিদ্যতে) অধোগতি নাই [এবং] (অমুত্র) পরলোকেও (ন) নাই অর্থাৎ বিনাশ নাই, (তাত) হে বৎস! (হি) নিশ্চয়ই (কল্যাণকৃৎ) শ্রেয়োনুষ্ঠান-কারী (কশ্চিৎ) কোন ব্যক্তি (দুর্গতিং) অধোগতি (ন গচ্ছতি) লাভ করেন না।

৪১। অন্বয়ঃ। (যোগভ্রষ্টঃ) যোগভ্রষ্ট সাধক (পুণ্যকৃতাং) সকামপুণ্যকর্ম্ম-কারিগণের (লোকান্) বৃহস্পত্যাদি লোক (প্রাপ্য) প্রাপ্ত হইয়া (শাশ্বতীঃ সমাঃ) বহুবৎসরযাবৎ (উষিত্বা) বাসকরতঃ (শুচীনাং) পবিত্র (শ্রীমতাং) ধনবান্ ব্যক্তিগণের (গেহে) গৃহে (অভিজায়তে) জন্মগ্রহণ করেন।

৩৯। হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় বিশেষভাবে নিরাকৃত করিয়া দিন। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি ব্যতীত এ সংশয়চ্ছেদ আর কে করিবে?

৪০। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তাঁহার বিনাশ নাই। নিশ্চয় জানিও, মঙ্গলময় পথের পথিককে কখনই অধোগতি লাভ করিতে হয় না।

৪১। এই মঙ্গলময় যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট সাধক বহু বৎসর যাবৎ পুণ্যকর্ম্মি-গণের প্রাপ্য লোকে বাসকরতঃ পুনরায় এই পৃথিবীতে, পবিত্র শ্রীমান্ লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২॥

৪২। অন্বয়ঃ। (অথবা) পক্ষান্তরে [যোগভ্রষ্ট] (ধীমতাং) জ্ঞানবিজ্ঞান-যুক্ত (যোগিনাং এব) যোগিগণেরই (কুলে) কুলে (ভবতি) জন্ম লাভ করেন, (ঈদৃশং) এইরূপ (যৎ জন্ম) যে জন্ম (এতৎ হি) তাহাই (লোকে) পৃথিবীতে (দুর্লভতরম্) অত্যন্ত দুর্লভ।

৪২। অথবা জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত যোগীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন; তবে যোগীর ঔরসে জন্মগ্রহণ অত্যন্ত দুর্লভ।*

---

* এই নিবৃত্তিপথের ভ্রষ্টসাধকগণ এই শরীর ত্যাগান্তে পুণ্যকর্ম্মিগণের প্রাপ্য লোকে কিছুকাল বাসকরতঃ পুনরায় এই লোকে প্রত্যাবৃত্ত হন, ইহাও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি। তাহা হইলে পুণ্যকর্ম্মিগণের প্রাপ্য লোক কোন্‌টী এবং কিরূপ পুণ্য-কর্ম্মিগণ তাহা প্রাপ্ত হন? আমরা পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবকে সকাতরে প্রশ্ন করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় কি জানিতে ইচ্ছা করায় তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। শ্রীগুরুদেব বলেন, "শাস্ত্রে আমি এ সম্বন্ধে কোন যুক্তিযুক্ত নির্দ্দেশ দেখিতে পাই নাই এবং আমার মত মূর্খের শাস্ত্রদর্শনই বা কতটুকু? তবে তোমাদিগকে আমি এ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, তাহা আমার নিজের স্থির ধারণাপ্রসূত—তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, আমরা যে সৌরজগতের অধীন, ইহার মধ্যে বৃহস্পতিলোকই আমাদের সৌরজগতের পুণ্যকর্ম্মিগণের প্রাপ্য স্বর্গলোক। পৃথিবী, শুক্র, শনৈশ্চরাদি গ্রহলোকসকলের পুণ্যকর্ম্মিগণ ঐ বৃহস্পতিলোকে পুণ্যানুযায়ি-কাল বাসকরতঃ পুনরায় সেই সেই লোকে প্রত্যাবৃত্ত হন। বৃহস্পতিলোক পৃথিবীগ্রহ হইতে প্রায় সহস্রগুণ বৃহত্তর, রোগশোকমুক্ত ও অনায়াসলভ্য বহু-প্রকার ভোগসুখে পরিপূর্ণ। এই সৌরজগদন্তর্গত সমস্ত লোকের পুণ্যকর্ম্মিগণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারাই এই বৃহস্পতিলোক পূর্ণ এবং বহুবিধ অচিন্তিতপূর্ব্ব ভোগসুখের উপাদান-সকল তাঁহাদিগকে বিনোদিত করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এই বৃহস্পতি-লোক কোন্ শ্রেণীর পুণ্যকর্ম্মিগণ প্রাপ্ত হন? সাত্ত্বিক পুণ্যকর্ম্মিগণ, অর্থাৎ যাঁহারা ন্যায়, সত্য ও সারল্যের সহিত সাংসারিক কর্ত্তব্যপালন এবং সামর্থ্যানুসারে উপযুক্তক্ষেত্রে জলাশয়প্রতিষ্ঠা, পথনির্ম্মাণ, আতুরাশ্রম ও বিদ্যালয়াদিস্থাপন এবং দীনদরিদ্রগণকে যথাসাধ্য সাহায্য ও অন্নদানাদিরূপ লোকহিতকর নানাপ্রকার মঙ্গলময় কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞান লাভকরতঃ নিবৃত্তি-মুখ সাধনপথে আদৌ অগ্রসর হন নাই, সেই সকল ব্যক্তিই বৃহস্পতিলোকে গমন করেন। ইঁহারাই প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ সাত্ত্বিক পুণ্যকর্ম্মী। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজস পুণ্যকর্ম্মিগণ, অর্থাৎ যাঁহারা এই সংসারে কামক্রোধলোভাদি আসুরবৃত্তি-দ্বারা তাড়িত হইয়া ন্যায়, সত্য ও সারল্য হইতে বিচ্যুত হন নাই বটে, কিন্তু লোকহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান বা পরোপকারাদি না করিয়া মাত্র নিজ ভোগফল-কামনায় বারব্রতপূজাদি সকাম কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উক্ত বৃহস্পতিলোক প্রাপ্ত হন না; এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণকরতঃ কিছু অধিক পরিমাণে সঙ্গতিশালী হইয়া অন্য সাধারণের মত সুখদুঃখ ভোগ করেন মাত্র। আর তৃতীয় শ্রেণীর পুণ্যাভিমানী তামস কর্ম্মিগণ অর্থাৎ যে সকল মূঢ় ন্যায়, সত্য ও সারল্যাদি দেববৃত্তিগণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া নিজ নিজ ভোগেচ্ছা পূরণ করিবার জন্য পশুবৎ যথেচ্ছ ব্যবহার করে ও স্বার্থসাধনস্থলে যাহাদিগের নিকটে কিছুই অকর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয় না, সেই সকল পশু মাত্র ঐশ্বর্য্য দেখাইবার ও নাম কিনিবার জন্য যে সকল শ্রদ্ধাহীন, অঙ্গহীন যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান (যেমন বারোয়ারির দেবপূজা বা বৃথা হত্যাপূর্ণ আধুনিক অধিকাংশ কালীপূজা, শীতলা-পূজা ও মনসাপূজাদিরূপ পুণ্যকর্ম্মের অভিনয়) করে, সে সমস্তই তামস পুণ্যাভিমান মাত্র। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মদ্যমাংসসহ বেশ্যাসম্ভোগ, পূজা যেমনই হউক বা না হউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রতিমার সজ্জাটা যেন উৎকৃষ্ট হয় এবং খেমটা নাচ ও যাত্রাভিনয় যেন কোন প্রকারে মন্দ না হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥

৪৩। অন্বয়ঃ। (কুরুনন্দন) হে কুরুনন্দন! (তত্র) পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ জন্মে (পৌর্ব্বদেহিকং) পূর্ব্বজন্মোৎপন্ন (তং) সেই (বুদ্ধিসংযোগং) ব্রহ্মজ্ঞান-যোগ (লভতে) লাভ করেন, (ততঃ চ) তদনন্তর (সংসিদ্ধৌ) সিদ্ধিলাভের দিকে (ভূয়ঃ) পুনরায় (যততে) চেষ্টা করিতে থাকেন।

৪৩। হে কুরুনন্দন। এই লোকে পবিত্র ধনিবংশে কিংবা যোগিবংশে জন্মগ্রহণকরতঃ সেই পূর্ব্বজীবনের জ্ঞানযোগ অর্থাৎ যতদূর জ্ঞানলাভকরতঃ সাধনপথের যে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞান ও সাধনোন্নতি সহজেই প্রাপ্ত হন এবং সেই স্থান হইতে পুনরায় ধীরে ধীরে সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন।

অনাথ কাঙ্গালগণকে দূর করিয়া অর্থশালী, উচ্চপদস্থ বা চাটুকারগণকে ভোজন করাইবার সাগ্রহ চেষ্টা, ইত্যাকার কর্ম্মসকল পুণ্যানুষ্ঠানের মহা পাপময় অভিনয় মাত্র। ইহার ফল অধোগতিলাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাক্ সে কথা; এখন দেখ, এই নিবৃত্তিমূল অধ্যাত্মসাধন হইতে ভ্রষ্ট সাধকগণ, সাত্ত্বিক পুণ্যকর্ম্মিগণের প্রাপ্য উক্ত বৃহস্পতিলোক প্রাপ্ত হন। যদিও তাঁহারা নিবৃত্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু অধোগতি প্রাপ্ত হইলেন না। বৃহস্পতিলোকে গমনকরতঃ নানা প্রকার সুখভোগ করিতে লাগিলেন এবং পরে এই পৃথিবীলোকে আগমন করিয়া পবিত্র শ্রীমান্ লোকের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করেন।"—ইতি প্রকাশক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥

৪৪। অন্বয়ঃ। (তেন এব) সেই (পূর্ব্বাভ্যাসেন) পূর্ব্বজীবনের অভ্যাস-দ্বারা (অবশঃ অপি) ইচ্ছা না থাকিলেও (সঃ) সেই যোগভ্রষ্ট সাধক (হ্রিয়তে) আকৃষ্ট হন, (যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি) পূর্ব্বজন্মে যোগমার্গে প্রবৃত্তমাত্র হইলেও (শব্দব্রহ্ম) বর্ত্তমান জন্মে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডজনিত ফল (অতিবর্ত্ততে) অতিক্রম করেন।

৪৪। তাঁহার পূর্ব্বজীবনের অভ্যাস তাঁহাকে বাধ্য করিয়া অবশভাবে অধ্যাত্মজ্ঞান ও সাধনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। পূর্ব্বজন্মে নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হওয়াতে অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়াতে বর্ত্তমান জন্মে আর তাঁহাদিগকে ঐগুলি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না এবং শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ফলসকলের প্রতি তাঁহাদের কিছুমাত্র স্পৃহা থাকে না।

যে সকল সাধক নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধিকরতঃ তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি জ্ঞানসাধনে অর্থাৎ বেদোক্ত সপ্ত জ্ঞানভূমিতে * অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি প্রথম চারি ভূমির কোন ভূমিতে যত্নের শিথিলতাপ্রযুক্ত, দেহনাশহেতু বা ভোগবাসনার লেশ থাকার জন্য যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে যোগফল মোক্ষলাভ না হওয়ায় এবং কাম্যকর্ম্মত্যাগনিবন্ধন স্বর্গাদিলাভে বঞ্চিত হওয়ায়

---

* বেদে সপ্তজ্ঞানভূমির উল্লেখ আছে। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগবিরাগ, শমাদি ষট্‌সম্পত্তি (শম, দম, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ও উপরতি) ও মুমুক্ষুত্ব, এই সাধনচতুষ্টয়ই শুভেচ্ছা নাম্নী প্রথমা জ্ঞানভূমি। তদনন্তর গুরুসমীপে গমন করিয়া শ্রবণমননাত্মক বেদান্তবিচারই বিচারণা নাম্নী দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমি। ইহার পর নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের অভ্যাসে মনের একাগ্রতার দ্বারা সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণের যোগ্যতাই তনুমানসা নাম্নী তৃতীয়া জ্ঞানভূমি। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা কি গতি প্রাপ্ত হইবেন? তাঁহারা কি দুই কূল হারাইয়া শেষে বায়ুতাড়িত ছিন্নমেঘবৎ কোন গতিই প্রাপ্ত হইবেন না? অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—শমদমাদিসাধনপরায়ণ, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী মুমুক্ষু সাধকের কখনও দুর্গতি হয় না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বসঞ্চিত ভোগবাসনার প্রাবল্যহেতু বিষয়স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহারা দেহাবসানে সকাম যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণের প্রাপ্য পিতৃযানমার্গে স্বর্গাদি ভোগ করেন। তথায় বহুকাল বাস করিয়া শুদ্ধাচারসম্পন্ন, ভগবৎপরায়ণ, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। আর যাঁহাদের বৈরাগ্যের প্রাবল্যহেতু ভোগস্পৃহা সম্পূর্ণ অপগত হইয়াছে, তাদৃশ যোগভ্রষ্ট মহাত্মগণ ব্রহ্মজ্ঞ যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত যোগভ্রষ্টগণের শুচি ও শ্রীমানের গৃহে জন্ম অনেক সুকৃতির ফল। শেষোক্ত যোগভ্রষ্টগণের যোগিকুলে জন্ম তদপেক্ষা দুর্লভ। কারণ ভোগবাসনা-শূন্যহেতু তাঁহারা সহজেই সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের দ্বারা কৈবল্যলাভে সমর্থ হন। এই উভয়বিধ জন্মেই উভয়বিধ যোগভ্রষ্টগণ পূর্ব্বসংস্কারবশে পূর্ব্বলব্ধ ভূমিকা হইতে পরবর্ত্তী ভূমিকায় আরূঢ় হইবার জন্য

পর বেদান্তবাক্য বিচারজনিত ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারই ফলরূপা সত্ত্বাপত্তি নাম্নী চতুর্থী জ্ঞানভূমি। ইহার পরবর্ত্তী অসংসক্তি, পদার্থাভাবনী ও তুরীয়া, এই তিন ভূমি জীবন্মুক্তের অবান্তর ভেদমাত্র; তন্মধ্যে অসংসক্তি নাম্নী পঞ্চমী ভূমিতে সবিকল্পসমাধির অভ্যাসে মন নিরুদ্ধ হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়; এই অবস্থায় যোগীর ব্যুত্থান আপনিই হয়। তৎপরে ষষ্ঠী জ্ঞানভূমি পদার্থাভাবনীতে যোগীর অভ্যাসের পরিপক্বতাহেতু বহুকালস্থায়ী সমাধির উদ্ভব হয়; সে সময়ে পরের প্রযত্ন ব্যতীত যোগীর ব্যুত্থান হয় না। ইহার পরবর্ত্তী তুরীয়া নাম্নী সপ্তমী জ্ঞানভূমিতে নিজের বা পরের প্রযত্নেও আর ব্যুত্থান হয় না; ইহাই পরিপূর্ণ আনন্দঘনরূপ বিদেহমুক্তাবস্থা। উল্লিখিত সপ্তভূমিকার মধ্যে প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ ভূমিকা হইতে যোগীর পতন হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহার পর জীবন্মুক্ত অবস্থা হইতে আর ভ্রষ্ট হইতে হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥৪৫॥

৪৫। অন্বয়ঃ। (প্রযত্নাৎ তু) অধিকতর যত্নসহকারে (যতমানঃ) যত্ন করিতে করিতে (সংশুদ্ধকিল্বিষঃ) অবিদ্যাদিক্লেশমুক্ত (যোগী) সাধক (অনেক-জন্মসংসিদ্ধঃ) অনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজাতমুপচিত্য তেন যোগেন সম্যগ্‌ জ্ঞানী—একাধিক জন্মে ক্রমশঃ যোগজ সংস্কার লাভ করিয়া (ততঃ) তদনন্তর (পরাং গতিং) পরমা গতি অর্থাৎ মুক্তি (যাতি) প্রাপ্ত হন।

যত্নবান্‌ হন। তন্মধ্যে শেষোক্ত যোগিগণের জীবনে বিষয়ভোগের প্রলোভন কখনই ব্যবধানরূপে অবস্থিত হয় না, তাঁহারা সহজেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের উদ্ভবহেতু শীঘ্রই তত্ত্বজ্ঞানের পথে অগ্রসর হন। প্রথমোক্ত যোগভ্রষ্টগণ বর্ত্তমান জন্মে বিবিধ অন্তরায় সত্ত্বেও প্রথমতঃ জ্ঞানসাধনে অনিচ্ছুক হইলেও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের প্রাবল্য অকস্মাৎ তাঁহাদের বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হন। এই উভয়বিধ সাধকেরই পূর্ব্বজন্মে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুমুক্ষুত্ব অর্জ্জনহেতু বর্ত্তমান জন্মে পুনরায় কর্ম্মদ্বারা ঐগুলি লাভ করার প্রয়োজন হয় না। এইরূপে জ্ঞানাধিকার প্রাপ্ত হইয়া তদনুষ্ঠানে নিরত হইলে উত্তরোত্তর ভূমিকায় আরূঢ় যোগী, কেহ এক জন্মে, কেহ দুই জন্মে, কেহ বা তিন জন্মে যোগসিদ্ধি অর্থাৎ জীবভাবকে পরমভাবে নিমগ্নকরণরূপ পরমা গতি লাভ করেন।

৪৫। ক্রমে ক্রমে, জন্মে জন্মে মালিন্যমুক্ত সাধক অধিকতর বিশুদ্ধ ও যত্নশীল হইয়া একাধিক জন্মের পর অর্থাৎ কেহ এক জন্মেই, কেহ দুই জন্মে এবং কেহ বা তিন জন্মে যোগসিদ্ধি অর্থাৎ জীবভাবকে পরমভাবে নিমগ্নকরণরূপ পরমা গতি লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোধিকঃ ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

৪৬। অন্বয়ঃ। (যোগী) চিত্তবৃত্তিনিরোধে যত্নবান্ যোগী (তপস্বিভ্যঃ) কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণশীল ব্যক্তিগণ হইতে (অধিকঃ) বিশিষ্ট, (জ্ঞানিভ্যঃ) কেবলমাত্র শাস্ত্রাভ্যাসশীল পণ্ডিত হইতে (অধিকঃ) বিশিষ্ট, (কর্ম্মিভ্যঃ চ) এবং সকামকর্ম্মিগণ হইতে (অধিকঃ) বিশিষ্ট, [ইতি মে] ইহাই আমার (মতঃ) অভিমত; (তস্মাৎ) অতএব (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (যোগী ভব) তুমি যোগী হও।

৪৭। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বেষাং) সকল (যোগিনাং অপি) যোগিগণের মধ্যেও (যঃ শ্রদ্ধাবান্) ভক্তিমান্ যিনি (মদ্‌গতেন অন্তরাত্মনা) মদ্‌গতচিত্ত হইয়া (মাং) আমাকে—পরমাত্মাকে (ভজতে) ভজনা করেন, (সঃ) তিনিই (যুক্ততমঃ) শ্রেষ্ঠ [ইতি] ইহা (মে) আমার (মতঃ) অভিপ্রেত।

৪৬। এই জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক, সকামকর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ, তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী অর্থাৎ ভক্তিহীন, সাধনহীন, মাত্র পরোক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভর করেন, এরূপ শুষ্কজ্ঞানী বা বাক্‌সর্ব্বস্ব কুজ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রায়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি ঐরূপ জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক হও।

৪৭। যোগিগণের মধ্যেও আবার যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা আমার অর্থাৎ পরমাত্মার ভাবে পূর্ণ এবং আমার প্রতি ভক্তিরসে যাঁহার হৃদয় প্লাবিত, তিনিই যোগিশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রেত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের উক্ত বাক্যে কেহ যেন ধারণা না করেন যে, ভগবান্ দ্বৈতভাবে সাধনের উপদেশ দিতেছেন। এ বাক্যের অর্থ তাহা নহে। এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানলাভকরতঃ যদিও বুঝিতে পারা গেল যে, আমার আত্মা অর্থাৎ আমার নিজস্বরূপ সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, আমার এ শরীরাভিমান রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ অবিদ্যাকল্পিত ভ্রান্তিমাত্র, আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান মিথ্যা, আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত ব্যাপারের সাক্ষিস্বরূপ অকর্ত্তা আত্মা এবং সাধনদ্বারাও সেই এক, অচঞ্চল আত্মভাব আমাতে প্রতিভাত হইল, তথাপি যেন এরূপ রাজস অভিমান আমাতে উপস্থিত না হয় যে, আমি স্বয়ংই যখন আত্মারূপী ব্রহ্ম এবং এই সাধনপ্রাপ্ত ভাব আমারই নিজস্ব, তখন আর ভক্তি করিব কাহাকে? ঐরূপ ভ্রান্ত অভিমান অধঃপতনেরই হেতু, কারণ এখনও তোমার অবস্থা এমন হয় নাই যে, দ্বৈতভাব অর্থাৎ তোমার আত্মস্বরূপ ব্যতীত জগতের কোন ভাবই তোমাতে প্রতিভাত হইতেছে না এবং বহিঃস্মৃতি তোমাতে আদৌ বিদ্যমান নাই, সুতরাং ভক্তি বা সাধনাদি তোমার আত্মগত মনের দ্বারা কি প্রকারেই বা হইতে পারে? এরূপ পূর্ণ মুক্ত অবস্থা এখনও তোমাতে উপস্থিত হয় নাই; অথচ তুমি মদান্ধ হইয়া সঙ্কল্প করিতেছ যে, "আমি যখন আত্মারূপী ব্রহ্ম, তখন আমার আবার সাধনাদি কি জন্য এবং ভক্তিই বা করিব কাহাকে?" পাছে ঐরূপ সর্ব্বনাশকর অভিমান আসিয়া সাধককে অধঃপাতিত করে, সেই আশঙ্কায় ভগবান্ সাবধান করিতেছেন যে, ভগবদ্ভক্তিকে জ্ঞানের সহিত সুমিশ্রিত রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হও, তাহা হইলে ভগবান্ স্বয়ং তোমার যোগরক্ষার রক্ষকস্বরূপ থাকিবেন। নতুবা যদি তুমি রাজসস্বভাব সাংখ্য-মতাবলম্বী কিংবা বেদান্তবাদিগণের মধ্যেও কতকগুলি ভ্রান্ত বাক্সর্ব্বস্ব জ্ঞানাভি-মানীর ন্যায় ভগবন্নির্ভরতা ও ভক্তিকে হেয়জ্ঞানকরতঃ নিজের ভক্তিহীন তুচ্ছ পুরুষকারকে অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে যাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মায়া-বিড়ম্বিত হইয়া পতিত হইবে সন্দেহ নাই। আরও দেখ, যখন সাধনভাবের ঘোর তোমাতে এমন লাগিয়াছে যে, অন্তঃকরণবৃত্তি সেই ব্রহ্মসত্তাতে মগ্ন হওয়া হেতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্তই একাকার ধারণ করিয়াছে, তখন তোমারই সে তদাকারাকারিত আত্মভাব কি ব্রহ্মেরই ভাব নহে? ভগবানের কৃপাতেই তোমাতে সেই অপূর্ব্ব ভাগবতী স্থিতি স্ফুরিত হইয়াছে। ঐরূপ পূর্ণ সাধনাবস্থাতেও ভক্তিমান্ সাধকের হৃদয়ে হঠাৎ এইরূপ স্মৃতি উদিত হয় যে, "অহো, এ কি অপূর্ব্ব আনন্দ! কি মহানন্দ-সাগরে আমার সর্ব্বস্ব অর্থাৎ আমাতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্ত মগ্ন হইয়া যাইতেছে! এ আনন্দ কোথা হইতে আসিল? এ শান্তিময়ী পীযূষধারার প্রস্রবণ কোথায়? এই কি আত্মানন্দ? এই কি ব্রহ্মানন্দ?" অমনি সাধকের হৃদয় নির্ম্মল ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে ও তাহারই উচ্ছ্বাসস্বরূপ প্রেমাশ্রুধারা দরদরধারে বিগলিত হইতে থাকে। তখনই সাধক অপরোক্ষভাবে বুঝিতে পারেন যে, 'আমি', 'তুমি' ইত্যাকার ভেদজ্ঞান, সেই অসীম অনন্ত ভগবৎ-সমুদ্রেরই মায়াতরঙ্গমাত্র। "আমিও" মিথ্যা, "তুমিও" মিথ্যা এবং সমস্ত জগতই মিথ্যা, মাত্র সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

বিজ্ঞানযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (পার্থ) হে পার্থ! (ময়ি) পরমেশ্বরে (আসক্তমনাঃ) নিবিষ্টচিত্ত [ও] (মদাশ্রয়ঃ) অনন্যশরণ [সন্] হইয়া (যোগং যুঞ্জন্) মনঃসমাধানরূপ যোগ করতঃ (সমগ্রং) সকলভাবের অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্মভূত সগুণ ও নির্গুণ মহিমায় বিমণ্ডিত (মাং) আমাকে (অসংশয়ং) নিঃসন্দিগ্ধভাবে (যথা জ্ঞাস্যসি) যে উপায়ে জানিবে (তৎ) তাহা (শৃণু) শ্রবণ কর।

২। অন্বয়ঃ। (অহং) আমি (তে) তোমাকে (সবিজ্ঞানং) অপরোক্ষানুভূতির সহিত (জ্ঞানং) বিচারগত পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান (অশেষতঃ) সম্পূর্ণরূপে (বক্ষ্যামি) বলিতেছি ; (যৎ) যাহা (জ্ঞাত্বা) জানিতে পারিলে (ইহ) সংসারে (ভূয়ঃ) পুনরায় (অন্যৎ) অন্য (জ্ঞাতব্যং) জানিবার কিছুই (ন অবশিষ্যতে) অবশিষ্ট থাকিবে না।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমাতেই অনুরক্ত হইয়া আমার আশ্রয়ে যোগসাধনকরতঃ বিভূতিসহ আমাকে পূর্ণভাবে যে প্রকারে জানিতে পারিবে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥

৩। অন্বয়ঃ। (মনুষ্যাণাং সহস্রেষু) অসংখ্য মনুষ্যের মধ্যে (কশ্চিৎ) একজন (সিদ্ধয়ে) আত্মজ্ঞান লাভের জন্য (যততি) প্রবৃত্ত হন; (যততামপি) আবার যাঁহারা যত্ন করেন তাঁহাদের মধ্যে (কশ্চিৎ) ক্বচিৎ কেহ (মাং) আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে (তত্ত্বতঃ) স্বরূপতঃ (বেত্তি) অবগত হইতে পারেন।

২। বিজ্ঞানসহ অর্থাৎ অপরোক্ষ সাধনভাবসহ সেই জ্ঞান অর্থাৎ বিচারগত পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান আমি তোমাকে উত্তমরূপে বলিতেছি, যাহা বুঝিতে পারিলে, আর কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

৩। দেখ, এই নিবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞানলাভকরতঃ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হাজারের মধ্যে একজনকে যত্নবান্ দেখা যায় কি না সন্দেহ। আবার যাঁহারা যত্ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্বচিৎ কোন ব্যক্তি আমার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন।

যত্নশীলদিগের মধ্যে কেহ বা ভগবত্তত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন, সকলে পারেন না কেন? কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিবার পক্ষে যত্নাভাবই তো প্রধান প্রতিবন্ধক। যত্নসত্ত্বেও কি অভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না? বৈরাগ্যের অভাবে। বৈরাগ্য ব্যতীত এ জ্ঞানবৃক্ষের ভগবত্তত্ত্বাবগতিরূপ ফলোৎপত্তি হয় না। এই সংসারভোগের প্রতি বিরক্তির নামই বৈরাগ্য। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভহেতু এই জীবনের কোন সময়ে একটা যাহা কিছু কারণকে অবলম্বন করিয়া এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন এই সংসারভোগটাকে আর ভাল লাগে না। সংসার এক জ্বালাময় অশান্তিপূর্ণ দুঃখক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়। সেই অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিলেই, প্রাণ "কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি" করিয়া আপনা হইতেই ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়। সেই সময়ে সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইলেই জ্ঞানার্জ্জন-সহ সাধনপথে প্রবেশলাভ ঘটে। সংসারের প্রতি বিরক্তি থাকাজন্য শান্তিময়ের দিকেই হৃদয়ের স্বাভাবিকী আনুরক্তি প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং ভগবৎসাধন, ভগবৎকথা ও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ অমৃতস্বরূপ জ্ঞান হইতে থাকে। যতক্ষণ না সাধকের হৃদয়ের অবস্থা এইরূপ হয় যে, ভগবদ্ভাব ও ভগবৎকথা যত ভাল লাগে, জগতের কিছুই (স্ত্রীপুত্রকন্যা বা ধনসম্পত্তি আদি) তত ভাল লাগে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চয় জানিবে হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ হয় নাই। যখন হইতে হৃদয়ের ভাব ঐরূপ হইয়া নির্ম্মল ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইবে, স্থির জানিবে, তখন হইতেই ভগবানেরও কৃপাদৃষ্টি সাধকের উপর পতিত হইবে নিশ্চয়। এই কৃপাদৃষ্টি হইতেই সাধকের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং সাধক মহা উৎসাহে সকল বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী আত্মারূপে তোমার হৃদয়ে বসিয়া তোমার হৃদয়ের ভাবতরঙ্গমালার প্রতি বীচিভঙ্গ পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে দেখিতেছেন। তোমার প্রকৃতভাব কি অর্থাৎ সংসারাসক্তি কি ভগবদানুরক্তি, কোন্‌টি তোমাতে প্রবলা, তুমি তাঁহাকে যথার্থই ভালবাসিতেছ, কি তাঁহার নিকট হইতে কোন ভোগলাভের জন্য মিথ্যা ভাল-বাসার অভিনয় দেখাইতেছ, তোমার সাধনাদির অনুষ্ঠান সখের কি প্রাণের —তাহার বিন্দুমাত্রও তাঁহার অবিদিত নাই। যদি তোমাতে যথার্থ বৈরাগ্যমূলা ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে, ভগবানেরও কৃপাদৃষ্টি তোমাতে পতিত হইবে নিশ্চয় এবং সেই কৃপালব্ধ শক্তিদ্বারা তুমি ক্রমে ক্রমে আপনাকে জীবাভিমান হইতে মুক্ত ও সেই পরমানন্দে যুক্ত করিয়া তোমার বিজ্ঞানবৃক্ষের অমৃতফল আস্বাদকরতঃ ধন্য হইবে। বৈরাগ্যের অভাব হইতে সাত্ত্বিকী ভক্তির অভাব, ভক্তির অভাব হইতে ভগবৎকৃপার অভাব, কৃপার অভাব হইতে শক্তির অভাব এবং শক্তির অভাব হইতেই উন্নতি প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং ঐ এক বৈরাগ্যের অভাবজন্যই সকলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥

৪-৫। অন্বয়ঃ। (ভূমিঃ) ক্ষিতি, (আপঃ) জল, (অনলঃ) তেজঃ, (বায়ুঃ) মরুৎ, (খং) ব্যোম, (মনঃ) মন, (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (এব চ) ও (অহঙ্কারঃ) অহঙ্কার, (ইতি ইয়ং) এই (মে) আমার (প্রকৃতিঃ) জড়রূপা প্রকৃতি (অষ্টধা) অষ্ট প্রকারে (ভিন্না) বিভক্তা, (ইয়ং অপরা) ইহা অপরা অর্থাৎ অধমা। (ইতঃ পরাং) আর এই অপরা হইতে পৃথক্ পরানামে (অন্যাং) অন্য (জীবভূতাং) জীবরূপা (মে) আমার (প্রকৃতিং) প্রকৃতি [আছে], (বিদ্ধি) জানিও। (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (যয়া) যে পরা প্রকৃতির দ্বারা (ইদং জগৎ) এই জগৎ (ধার্য্যতে) বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

৪-৫। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে বিভক্তা, জড়রূপা আমার যে প্রকৃতি, ইহা অপরা অর্থাৎ অধমা, আর এই অপরা হইতে পৃথক্ আমার যে জীবরূপা প্রকৃতি, তাহাই পরা অর্থাৎ প্রধানা। এই পরা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হে মহাবাহো! এই পরা ও অপরাকে উত্তমরূপে জান।

জীবত্বের মধ্যে তিনটী পৃথক্‌ভাব বিদ্যমান। একটী সাক্ষিস্বরূপ ভেদমুক্ত আত্মভাব, আর অন্য দুইটী ভেদযুক্ত, অর্থাৎ একটী অহংজ্ঞানরূপী জীবভাব, আর অন্যটি পঞ্চভূতসমষ্টি ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারযুক্ত এই শরীররূপী জড়ভাব। এই জীবভাবকে ভগবান্ আপনার পরা প্রকৃতিরূপে ও জড়ভাবকে আপনার অপরা প্রকৃতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন। তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সাক্ষী বোধস্বরূপ আত্মাই পুরুষ, আর জীব ও জড় এই দুই ভাব ঐ বোধস্বরূপ আত্মা বা পুরুষের দুই প্রকৃতি।

জীবভাব কি? "অহংজ্ঞান" অর্থাৎ "আমি-জ্ঞান"। 'আমি যে একটা কিছু' এই জ্ঞানই জীব। ধাতুপাষাণাদিতে এই 'আমি'-জ্ঞান নাই বলিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা অজীব বা জড়। আর যাহাতে এই 'আমি'-জ্ঞান বিদ্যমান তাহাই জীব। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট ও শম্বুকাদি সকল জীবেই এই 'আমি'-জ্ঞান জীবরূপে ক্রীড়া করিতেছে। এই 'আমি'-জ্ঞানরূপ জীবভাবকে ভগবান্ আপনার পরা প্রকৃতিরূপে ও ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম বা ইহাদের সূক্ষ্ম তন্মাত্রা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আটভাগে বিভক্তা প্রকৃতিকে অপরারূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন। পঞ্চমহাভূত বা ইহাদের সূক্ষ্ম তন্মাত্রা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই অষ্টই জগৎ। এই অষ্টের অতিরিক্ত জগতে আর কিছুই নাই অর্থাৎ জগতের যে ভাবটিকেই লও না, তাহা এই অষ্টধাবিভক্তা প্রকৃতির অন্তর্ভূত বটেই। এখন দেখা যাউক মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার কি ?

মন—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ। সঙ্কল্প অর্থে—বিষয়গ্রহণ ও বিকল্প অর্থে—বিষয়ত্যাগ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটিকে বিষয় বলে। জগতের মধ্যে ভোগ করিবার জিনিষ এই পাঁচটী ; এতদ্ব্যতীত ভোগের বিষয় আর কিছুই নাই। যে ভোগই কর না, তাহা এই পঞ্চের অন্তর্গত বটেই। এই পঞ্চকে বহন করিবার জন্য পাঁচটি যন্ত্র আমাদের শরীরে বসান আছে, উহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে ; যথা কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়, জিহ্বা রসনেন্দ্রিয় ও নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়পঞ্চকে বহন করে। বহন করিয়া কোথায় দেয় ? মনের নিকটে। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-বহনকর্ত্তা আর মন বিষয়গ্রহণকর্ত্তা। এইজন্যই মনকে ইন্দ্রিয়াধিপতি বলা হয়। মন গ্রহণ না করিলে, শব্দ স্পর্শাদি বিষয়সকলের অন্তঃপ্রবেশের অধিকারই নাই। যেমন, তুমি এক ব্যক্তির বাক্য নিবিষ্টমনে শ্রবণ করিতেছ, এই শ্রবণকালে আরও কত লোক কত প্রকার বাক্য বলিতে বলিতে পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত পশু কত পক্ষী শব্দ করিয়াছে, কিন্তু সে সকল কি তোমার হৃদমন্দিরে প্রবেশলাভ করিয়াছে ? না, করে নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় সে সকলকে বহন করিয়াছে নিশ্চয়, কিন্তু গ্রহণকর্ত্তা মন বাক্যান্তরে লিপ্ত থাকাহেতু তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই; সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়ের ঐ বহনকর্ম্ম বৃথা হইয়া গিয়াছে। মন গ্রহণ না করিলে ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম বৃথা হইয়া যায়, সেইজন্যই মন ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি। সঙ্কল্প ও বিকল্প অর্থাৎ বিষয়গ্রহণ ও বিষয়ত্যাগই ইহার স্বভাব। এই মন এক বিষয়ে অধিকক্ষণ কিছুতেই স্থির থাকিতে চাহে না, সর্ব্বদাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণই ইহার স্বভাবগত কর্ম্ম। এখনই মনে উঠিল কলিকাতা, তৎক্ষণাৎ কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরের কোন স্থান বা কোন ব্যক্তি উদিত হইল, আবার মুহূর্ত্তমধ্যেই মনে একেবারে এলাহাবাদের পুল আসিয়া উপস্থিত। এইরূপে আমরা যাহাকে বলি "হঠাৎ মনে পড়িল"—তাহার অর্থ এই যে, মনই উহাদিগকে পর পর দ্রুতগতিতে গ্রহণ করিয়াছে। এত দ্রুতগতি ও এমন চাঞ্চল্য আর কাহারও নাই, সর্ব্বদাই অস্থিরভাবে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

এখন একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, মন গ্রহণ না করিলে কোন বিষয়ই যখন অন্তরে স্থান পায় না এবং স্থান পাইয়াও যখন অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না, কারণ মন তখনই তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া অন্য বিষয়কে আনয়ন করে, তখন কোনও একটী বিষয়ে নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিতে পারা যায় কি প্রকারে? যেমন একটী জটিল হিসাবপরীক্ষা, কিংবা কোন গভীর বিষয়ে প্রবন্ধরচনা, ইহা অল্প সময়ের মধ্যে হইবার নহে, অনেক সময়ে মনকে ইহার সহিত থাকিতে হইবে। কিন্তু মন আপনার স্বভাবগত চঞ্চলভাব পরিত্যাগ করিয়া এত অধিক সময় এক বিষয় লইয়া থাকে কেন? কে তাহাকে ধরিয়া স্থির রাখে? স্থির রাখে—চিত্তবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তি কি? বুদ্ধিরূপা মহাশক্তির দুইটী 'করণ' আছে, একটীর নাম চিত্ত, অন্যটির নাম বিবেক। চিত্ত কি? চিত্ত সংশয়াত্মিকা বৃত্তি, ইহার কার্য্য বিষয়ের ভোগানুসন্ধান বা তত্ত্বানুসন্ধান। কোন একটী ভোগ্যবিষয় কি প্রকারে পাওয়া যাইবে, তাহার উপায়ানুসন্ধান যখন করে, তখনই উহার কর্ম্ম ভোগানুসন্ধান, আর যখন "জিনিসটা কি" "ইহাতে কি আছে" এই তত্ত্বের অনুসন্ধান করে, তখনই ইহার কর্ম্ম তত্ত্বানুসন্ধান। যখন ভোগানুসন্ধান করে, তখন ইহার গতি তামসী; আর যখন তত্ত্বানুসন্ধান করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন ইহার গতি রাজসী। চিত্তের এই রাজসগতি হইতেই লোকহিতকর নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের, যথা 'এঞ্জিন' 'টেলিগ্রাফ', ইত্যাদির আবিষ্কার হইয়াছে। এই চিত্তবৃত্তির আসন মনের উপরে অর্থাৎ মন যেন অশ্ব, আর চিত্ত তাহার আরোহী। যে স্থানে এই চিত্তের কার্য্য পড়িয়াছে অর্থাৎ কোন বিষয়ের ভোগানুসন্ধান বা কোন বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইতেছে, তখনই চিত্ত মনকে সেই স্থানেই টানিয়া রাখিতেছে ও আপনার ভোগানুসন্ধান ও তত্ত্বানুসন্ধানরূপ কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতেছে না। কিন্তু মন এমনই চঞ্চল ও বেগবান্ অশ্ব যে, মুহূর্ত্তের জন্য যদি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য পাইয়াছে, অমনি এক লম্ফে বোম্বাইয়ে হাজির। আবার চিত্ত উহাকে পুনরায় আকর্ষণদ্বারা আপনার প্রয়োজনস্থলে লইয়া আসিয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। মনকে না পাইলে, চিত্তের কর্ম্মই চলিতে পারে না, কারণ মন ব্যতীত বিষয়কে গ্রহণ করিবে কে? যেখানে ভোগানুসন্ধান বা তত্ত্বানুসন্ধানরূপ আপনার কর্ম্ম থাকে, সেই স্থানেই চিত্ত মনকে আকর্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান করে, নচেৎ মনকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দিয়া আপনিও উহার সহিত একত্রে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে। উহার কর্ম্ম অনুসন্ধান বলিয়া, উহাকে সংশয়াত্মিকা বৃত্তি বলে, কারণ—অনুসন্ধানের কারণ সংশয়। সংশয় ব্যতীত অনুসন্ধান কি জন্য হইবে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যাদি আসুরবৃত্তিগুলি এই চিত্ত ও মনের সহচর।

বুদ্ধিরূপা মহাশক্তির আর একটী করণ—বিবেক। বিবেক নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি; ইহার কার্য্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরীকরণ, মন ও চিত্তের অন্যায় সঙ্কল্পে বাধা প্রদান এবং উহাদের গতিকে ভগবন্মুখী করিবার চেষ্টা। ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া তোষ, সত্য ও ন্যায়—এই দেববৃত্তিগুলি বিবেকের সহচর। যে হৃদয়ে এই দেবতার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনিই মানবের মধ্যে দেবতা। এখন আর একটীর কথা বলিতে বাকী, সেটী অহঙ্কার। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত ও বিবেক—ইহারা যাহা কিছু করিতেছে, তাহাতেই "আমি করিতেছি" ইত্যাকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমান-সৃষ্টিই এই অহঙ্কারবৃত্তির কার্য্য। সে এই অভিমান কাহাকে করাইতেছে? "অহংজ্ঞানরূপী" জীবকে। এই অহংজ্ঞানরূপী জীব, বোধস্বরূপ আত্মারই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ছায়ামাত্র। পঞ্চমহাভূতগঠিত এই স্থূল শরীর, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারযুক্ত সূক্ষ্ম শরীর এবং অব্যক্ত বীজভূত কারণশরীর, এই তিন লইয়াই অবিদ্যাচ্ছন্ন ঘট বা জীবভাবের আধার। এই ঘটের মুখস্বরূপ বুদ্ধি একখানি অতি অতুলনীয় স্বচ্ছ পরকলার ন্যায়; ঐ পরকলাখানির গুণ এই যে, সূর্য্য-কান্তমণিনামক প্রস্তরকে অর্থাৎ অতসী কাচকে পাইলেই যেমন সূর্য্যরশ্মি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঐ প্রস্তরেরই আকার ধারণ করে এবং ঐ প্রস্তরও সূর্য্যবৎ প্রতিভাত হয়, এই বোধস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্যও ঐ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তেমনি ঘটাকারে আকারিত "অহংজ্ঞান"রূপ চিচ্ছায়া বা জীবে পরিণত হয়। পঞ্চভূতময় এই শরীর এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহাই হইল ঘট বা জীবাধার, আর এই ঘট বা আধারের আকারে আকারিত চিচ্ছায়া হইল "অহংজ্ঞান"-রূপী জীব। শরীরের আকারে আকারিত অবিদ্যামুগ্ধ অহংজ্ঞান দেখিতেছে, আমি শরীর, আমি মন, আমি বুদ্ধি ইত্যাদি। মনুষ্যঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে, "আমি মনুষ্য"; ব্যাঘ্রঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে, "আমি ব্যাঘ্র"; পক্ষীঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে "আমি পক্ষী"; মৎস্যঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে "আমি মৎস্য"; ইত্যাদি অসংখ্য ঘটাকারে আকারিত হইয়া ঐ এক অহংজ্ঞান "আমি এই," "আমি এই" ইত্যাকার অসংখ্য জীবরূপে ক্রীড়া করিতেছে। অবিদ্যার কি আশ্চর্য্য কুহক! বস্তুতঃ এক হইয়াও প্রত্যেক অহং, আপনাকে অন্য প্রত্যেক অহং হইতে পৃথক্ দেখিতেছে। অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া আপনার স্বরূপ অর্থাৎ 'আমি যে ব্রহ্মেরই ছায়া', সে দৃষ্টিকে হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং ঘটানুরূপ অভিমানে অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিজালে বদ্ধ হইয়া ভোগবাসনাহেতু পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে।

এখন দেখ, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই ছায়া এই অহংজ্ঞানকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ আপনার পরা অর্থাৎ প্রধানা প্রকৃতিরূপে, আর তদ্ব্যতীত অন্য যাহা কিছু ভাব, অর্থাৎ ভূতপঞ্চ, মন, চিত্ত ও বিবেকরূপ করণযুক্তা বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে আপনার অপরা অর্থাৎ অধমা প্রকৃতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন। আরও বলিতেছেন যে, ঐ জীবরূপা পরা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এখন এই স্থলে আর একটী সংশয় উঠিতে পারে যে, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতি বা ছায়া অহংজ্ঞানরূপ জীবভাব, ইহা স্বীকার করিলাম; কারণ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে ও জ্ঞান-স্বরূপ জীবভাবে তেমন মারাত্মক ভেদ নাই; কিন্তু জড়স্বভাব ক্ষিত্যাদি ভূতগণকে চিৎস্বরূপ ভগবানের প্রকৃতিরূপে কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারা যায়? কোথায় সেই চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম, আর কোথায় এই মাটি, জল, অগ্ন্যাদি জড়স্বভাব ভূতগণ! ইহারা কি প্রকারে ভগবানের প্রকৃতি হইতে পারে? এখন স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখ, ক্ষিত্যাদি ভূতভাব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই বিষয়পঞ্চের উপরে কি না? সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম ভূত 'আকাশে'র অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে, একমাত্র কর্ণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দের উপরে। আকাশাপেক্ষা স্থূল ভূত মরুতের অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে, কর্ণ ও ত্বক্ এই দুই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ ও স্পর্শের উপরে। মরুৎ অপেক্ষা স্থূল ভূত অগ্নির অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কর্ণ, ত্বক্ ও চক্ষু, এই তিন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ ও রূপের উপরে। অগ্ন্যপেক্ষা স্থূল ভূত জলের অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে, কর্ণ, ত্বক, চক্ষু ও জিহ্বা এই চারি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসের উপরে। জলাপেক্ষা স্থূল ভূত মাটির অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধের উপরে। এখন বিচার করিয়া দেখ, এই শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ কি? ইহারা এক এক প্রকার জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ কি? না—শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান। জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই এই পঞ্চ মূলজ্ঞানের অন্তর্গত এবং প্রত্যেকটীই এক এক প্রকার জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। একখানা প্রস্তরও জ্ঞানসমষ্টি মাত্র। প্রস্তরের কাঠিন্য, আকার ও বর্ণাদি যাহা কিছু তাহাতে আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সমস্তই এক এক প্রকার ভাব বা জ্ঞান নহে কি? নিশ্চয়ই তাহাই; অর্থাৎ প্রস্তরখানি কতকগুলি ভাব বা জ্ঞানের সমষ্টিমাত্র। তাহা হইলেই জানা যাইতেছে যে, জগতের সমস্ত পদার্থ ই জ্ঞানসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। জ্ঞান-রূপিণী মহাশক্তির দুই মূর্ত্তি; এক মূর্ত্তি জীবভাব আর অন্যটি জড়ভাব। এই মহাশক্তিই মায়ানাম্নী, জগৎপ্রসবিনী ব্রহ্মশক্তি বা চিৎস্বরূপ পুরুষের নানাশ্রয়া প্রকৃতি। এই মহামায়াশক্তিই দুই মূল মূর্ত্তিতে, চরাচর বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহার এক মূর্ত্তি ঐ সচেতন জীবভাব, আর অন্য মূর্ত্তি অচেতন জড়ভাব। এক মূর্ত্তিতে দেখাইতেছেন যেন চৈতন্য রহিয়াছে, আর অন্য মূর্ত্তিতে দেখাইতেছেন যেন চৈতন্য নাই। কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান।

ভগবান্ সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান কিরূপে? সর্ব্বত্র অর্থাৎ ঐ জ্ঞানময়ী মহাশক্তির সর্ব্বমূর্ত্তিতে, এক, অদ্বিতীয় সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছেন। জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই যখন জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তির মূর্ত্তি, তখন সর্ব্বত্র বলিতে, সেই জ্ঞানমূর্ত্তিরই সর্ব্বাংশে ব্যতীত আর কি বুঝাইবে? এখন একবার দেখা যাউক, সাক্ষিস্বরূপের অর্থ কি? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ মূলজ্ঞান লইয়াই জগৎ; কিন্তু এই পঞ্চের পঞ্চত্ব অর্থাৎ এই পঞ্চপ্রকারের ভেদজ্ঞান দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ বোধের উপরে। জ্ঞান যত প্রকারেরই হউক না কেন, তাহার বোধ এক। জ্ঞান অসংখ্য প্রকারের বটে, কিন্তু তাহার বোধ এক না হইলে জ্ঞানের নানাত্ব থাকিতেই পারে না। দ্রষ্টা এক না হইলে দৃশ্য পদার্থের ভেদ থাকিবে কি প্রকারে? সাক্ষ্য অনেক প্রকারের হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষী এক। এই জগৎ সমস্তই জ্ঞানময়, অর্থাৎ জ্ঞানেরই অসংখ্য প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। এই জগতের এবং এই সমস্ত জ্ঞানেরই সাক্ষী এক অদ্বিতীয় বোধস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য বা আত্মা। এই বোধস্বরূপ আত্মা সর্ব্বত্রই অর্থাৎ জ্ঞানের জীব ও জড় সকল মূর্ত্তিতেই বিরাজিত। ঐ জীব ও জড়রূপিণী জ্ঞানময়ী মহাশক্তিই এই জগন্মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিতেছেন এবং শ্রীভগবান্ ঐ সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ, এক অদ্বিতীয় বোধ বা আত্মারূপে ঐ সকলকে ধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া বিরাজ করিতেছেন। বোধস্বরূপ নির্ম্মল আত্মার উপরেই জ্ঞানরূপিণী মায়াশক্তির এই জগৎক্রীড়া।

এখন দেখা গেল, যাহাকে জড় বলা হয়, তাহা জ্ঞানেরই এক মূর্ত্তি; সুতরাং, বোধস্বরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃতিরূপে স্বীকার করিতে আর বাধা কি? জীবভাবকে ব্রহ্মের প্রকৃতিরূপে যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে জড়ভাবকেও ব্রহ্মেরই প্রকৃতিরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য; কারণ ঐ উভয়ই জ্ঞানেরই মূর্ত্তি। জ্ঞানেরই ঐ দুই মূর্ত্তির মধ্যে জীবমূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিতেছেন পরা অর্থাৎ প্রধানা এবং আরও বলিয়াছেন যে, ঐ পরাই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, অহংজ্ঞানরূপ জীবভাব স্ফুরিত না হইলে জড়ভাবের অস্তিত্ব কোথায়? সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মস্তকই অহংজ্ঞান, অর্থাৎ অগ্রে অহং পরে ত্বং বা তৎ। অহংজ্ঞান স্ফুরিত না হইলে, অন্য কোন ভাবেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; আমাদের সুষুপ্ত অবস্থায় অর্থাৎ যখন স্বপ্ন পর্য্যন্ত থাকে না; এমন প্রগাঢ় নিদ্রা হয় যে, অহংজ্ঞানও অব্যক্ত কারণশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অস্তিময় ব্যক্তি হইতে বিযুক্ত হয় ও নাস্তিকে আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে থাকে, তখন তাহার নিকটে কোন ভাবই বিদ্যমান নাই। কেবল সকল ভাবের নাস্তিত্ব অর্থাৎ অভাবমাত্র প্রকাশ পাইতেছে। যতক্ষণ আমার পৃথক্ ব্যক্তি আছে, ততক্ষণ আমার পৃথক্ 'এমন' আছে, অর্থাৎ 'এমন' না থাকিলে 'আমি' থাকিতেই পারি না; 'এমনে'র উপরেই 'আমি'র অস্তিত্ব। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ লইয়াই 'আমি'র 'এমনত্ব'। অহমের শরীরাভিমান অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিও ঐ শব্দস্পর্শাদিকে লইয়াই বিদ্যমান। উহাদিগের সহিত অহমের সম্বন্ধ বিযুক্ত হইলেই অহমের 'এমনত্ব' সরিয়া যায় এবং অহং নাস্তিকে প্রাপ্ত হয়। আমাদের যখন অপ্রগাঢ় নিদ্রাবস্থা অর্থাৎ অভাবপ্রত্যয়াবলম্বনা নিদ্রাবৃত্তি যখন অন্তঃশরীরে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, মাত্র ইন্দ্রিয়গুলিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, কিন্তু মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জাগ্রতভাবে কর্ম্ম করিতেছে, তখন স্বপ্নাবস্থা। পরক্ষণেই যখন নিদ্রাবৃত্তি আরও অগ্রসর বা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া চিত্তমনকে গ্রাস করিল, তখন আর স্বপ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যন্ত থাকিল না অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের পর্য্যন্ত কর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া সুষুপ্তি উপস্থিত হইল। স্বপ্নাবস্থাতেও অহঙ্কারবৃত্তি, 'অহংকে' কর্ত্তৃত্বাভিমান করাইতেছিল, কিন্তু সুষুপ্তি-অবস্থায় আর পারিল না ; তখন চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ সকলেই নিশ্চল, অর্থাৎ কাহারও ক্রিয়া নাই, সুতরাং অহঙ্কারবৃত্তি আর কাহার কর্ম্মকে লইয়া অহংকে কর্ত্তৃত্বাভিমান করাইবে? তখন শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চের অভাবহেতু অহমের নিকট হইতে অস্তিরূপ জগদ্ভাব সরিয়া গেল, কারণ বিষয়পঞ্চ লইয়াই জগৎ ; সুতরাং অহং আপনার 'এমনত্ব'রূপ ব্যক্তি হইতে বিযুক্ত হইয়া সর্ব্ববিষয়ের অভাবরূপ নাস্তিকে আলিঙ্গন করতঃ মৃতবৎ রহিল। এই সময়ে অহমের একটী বিশেষ লাভ ঘটে ; অর্থাৎ সুখদুঃখরূপ জ্বালাময় দ্বন্দ্ব হইতে পরিত্রাণ পায়, ও আপনার স্বরূপ অর্থাৎ আপনি যাহার ছায়া, সেই চিৎস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মের শান্তিপূর্ণ, সুধাময় আনন্দধারা পানকরতঃ পুষ্ট হইয়া, পুনঃ জাগরণকালে দ্বন্দ্বভোগে সমর্থ হইয়া উঠে। 'অস্তি' ও 'নাস্তি' এই উভয় ভাবই অহমের, সুতরাং জ্ঞানেরই ঐ দুই মূর্ত্তি। অস্তিকে লইয়া অহমের ব্যক্তি, আর নাস্তিকে লইয়া অহমের অব্যক্তি। বোধস্বরূপ আত্মা এই উভয় হইতেই মুক্ত ও ঐ উভয়েরই সাক্ষিস্বরূপ সমভাবে বিদ্যমান। আত্মা অস্তিরও সাক্ষী, নাস্তিরও সাক্ষী, অর্থাৎ অহমের ব্যক্তির সহিত জগতের ব্যক্তিকেও দেখিতেছেন, আবার অহমের অব্যক্তির সহিত জগতের অব্যক্তিকেও দেখিতেছেন। কিন্তু ব্যক্তি বা অব্যক্তি, কিছুরই সহিত তাঁহার লিপ্তি নাই, অর্থাৎ তিনি ব্যক্তও হন না, অব্যক্তও হন না। ব্যক্তি বা অব্যক্তি, কেবল অহংজ্ঞানরূপ জীবেরই ঘটে। এই জন্য আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী বোধস্বরূপ ভগবান্‌ই পুরুষ, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেরই মস্তকস্বরূপ, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত তাঁহারই ঘটাকারাকারিত ছায়া অহংজ্ঞানরূপ জীবভাব তাঁহার পরা প্রকৃতি এবং ঐ অহংজ্ঞান যাহাদিগকে লইয়া ব্যক্তিরূপে বিদ্যমান, সেই শব্দাদি বিষয়পঞ্চ ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার তাঁহার অপরা প্রকৃতি। আত্মারূপী ভগবান্ কোন প্রকৃতিরই অন্তর্গত নহেন ; অন্তর্য্যামিত্বহেতু জড় ও জীব, উভয় ভাবেরই সাক্ষিমাত্র। শব্দাদি বিষয়পঞ্চরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥

৬। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বাণি ভূতানি) স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ (এতৎ-যোনীনি) এই পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, (ইতি) ইহা (উপধারয়) জানিও ; (অহং) আমি (কৃৎস্নস্য) সমগ্র (জগতঃ) স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের (প্রভবঃ) উৎপত্তির স্থান (তথা) ও (প্রলয়ঃ) প্রলয়ের স্থান।

জড়জ্ঞান ও জীবরূপী অহংজ্ঞান, উভয়ই ভগবানের মায়াশক্তিপ্রসূত ভেদপূর্ণ পরিণামী ভাবমাত্র। এইজন্যই শ্রীভগবান্ উভয়কেই প্রকৃতি এবং উভয়েরই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়স্থান আপনি স্বয়ং বলিয়া উভয়কেই 'আপনার' প্রকৃতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। পরা অর্থাৎ অহংজ্ঞানরূপ জীব, চিৎস্বরূপ ভগবানের ছায়া হইয়াও ঐ অপরার সহিত জড়িত থাকাহেতু মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমানে বদ্ধ থাকিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতেছে মাত্র। অপরার সহিত জড়িত হইয়াই পরার শরীরাভিমান ও ঐ শরীরের দ্বারা অপরাকে ভোগ করিবার বাসনাই পরার বন্ধনশৃঙ্খল। সেইজন্যই ভগবান্ এই পরা ও অপরাকে উত্তমরূপে বুঝিবার আদেশ করিলেন। পরাকে বুঝিতে পারিলেই, আপনাকেও বুঝিতে পারিবে, এবং তখন ঐ বন্ধনস্বরূপিণী অপরাকে বুঝিতে পারিয়া উহার সঙ্গ পরিত্যাগকরতঃ অর্থাৎ আপনাকে অপরাকাররূপ মিথ্যা 'এমনত্ব' হইতে মুক্ত করিয়া আত্মারূপ চিদানন্দে যুক্তকরতঃ পরমানন্দে ভাসমান হইবে, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়।

৬। এই পরা ও অপরা হইতেই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের উৎপত্তি অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই এই পরা ও অপরার মধ্যে; আর আমি এই জগদ্ভাবের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ-স্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥

৭। অন্বয়ঃ। (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয়! (মত্তঃ) আমা হইতে (পরতরং) শ্রেষ্ঠতর (অন্যৎ) অন্য (কিঞ্চিৎ অপি) কিছুই (ন অস্তি) নাই অর্থাৎ আমিই সর্ব্বকারণকারণ। (ইদং সর্ব্বং) জগতের সমস্ত ভাবই (সূত্রে) সূত্রে (মণিগণাঃ ইব) মুক্তাসমূহের ন্যায় (ময়ি) আমাতেই (প্রোতং) গ্রথিত রহিয়াছে।

৮। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (অহং) আমি (অপ্সু) জলে (রসঃ) জলের সারভূত রসতন্মাত্রস্বরূপ, (শশি-সূর্য্যয়োঃ) চন্দ্র এবং সূর্য্যে (প্রভা) কিরণ, (সর্ব্ববেদেষু) সকলবেদে (প্রণবঃ) ওঙ্কার, (খে) আকাশে (শব্দঃ) সারভূত শব্দতন্মাত্র, (নৃষু) মনুষ্যে (পৌরুষং) উদ্যমরূপে (অস্মি) বিরাজ করি।

৭। হে অর্জ্জুন! আমা হইতে সূক্ষ্মতর বা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। (সকল প্রকার জ্ঞানেরই যখন সাক্ষী, তখন সর্ব্বসাক্ষী আত্মা অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম বা অধিক শ্রেষ্ঠ আর কি হইতে পারে? কল্পনাশক্তি যতদূর সূক্ষ্মত্বের দিকে অগ্রসর হউক না, অবশেষে সেই সাক্ষিস্বরূপ আত্মাতেই উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই)। জগতের সমস্ত ভাবই, সূত্রে যেমন মুক্তাবলী গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে।

মণিসমূহ যেমন সূত্রে অনুস্যূত থাকে এবং সূত্র যেমন অদৃশ্য থাকিয়া তাহাদিগকে ধারণ ও বন্ধন করিয়া রাখে, সূত্র না থাকিলে যেমন তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ অদৃশ্যভাবে অবস্থিত সূত্রস্থানীয় পরমাত্মস্বরূপ আমার দ্বারা এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। আমি ধারণ করিয়া না থাকিলে এই জগতের কোন শৃঙ্খলাই থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০॥
বলং বলবতাঞ্চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥

৯। অন্বয়ঃ। [অহং] আমি (পৃথিব্যাং চ) মৃত্তিকাতে (পুণ্যঃ) পবিত্র (গন্ধঃ) গন্ধতন্মাত্র, (বিভাবসৌ চ) অগ্নিতে (তেজঃ অস্মি) দাহিকা শক্তি, (সর্ব্বভূতেষু) প্রাণিগণে (জীবনং) জীবন অর্থাৎ আয়ুঃস্বরূপ, (তপস্বিষু চ) তপস্বিসমূহে (তপঃ অস্মি) তপঃস্বরূপ।

১০। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (মাং) আমাকে (সর্ব্বভূতানাং) সর্ব্বভূতের (সনাতনং) নিত্য (বীজং) আদি কারণ (বিদ্ধি) জানিও। (অহং) আমি (বুদ্ধিমতাং) বুদ্ধিমান্‌গণের (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি, (তেজস্বিনাং চ) এবং তেজস্বিগণের (তেজঃ অস্মি) তেজঃ অর্থাৎ অন্যকে অভিভূত করিবার সামর্থ্য।

১১। অন্বয়ঃ। (অহং) আমি (বলবতাং) বলবান্‌গণের অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থগণের (কামরাগবিবর্জ্জিতং) কামনা এবং আসক্তিরহিত (বলং চ) বল অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে সামর্থ্যস্বরূপ। (ভরতর্ষভ) হে অর্জ্জুন! (ভূতেষু) সর্ব্বপ্রাণীতে (ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ) ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিত (কামঃ অস্মি) বিষয়ভোগলিপ্সাও আমি।

৮। হে অর্জ্জুন! আমি জলে রস, সূর্য্য এবং চন্দ্রে কিরণ, বেদে প্রণব (ওঙ্কার), আকাশে শব্দ, মনুষ্যে পুরুষভাব বা উদ্যমরূপে বিরাজিত আছি।

৯। আমি মৃত্তিকাতে সুগন্ধ, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, প্রাণিগণে জীবন, এবং তপস্বিগণে তপস্যা।

১০। হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের আদি কারণ বলিয়া জান; আমি বুদ্ধিমান্‌গণের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥

১২। অন্বয়ঃ। (যে চ এব) যে সকল (সাত্ত্বিকাঃ) শমদম প্রভৃতি সত্ত্ব-প্রধান, (যে রাজসাঃ) হর্ষদর্পাদি রজঃপ্রধান, (তামসাঃ) শোকমোহাদি তমঃ-প্রধান (ভাবাঃ) চিত্তপরিণাম [সন্তি] আছে, (তান্ সর্ব্বান্) সেই সকল (মত্তঃ এব) আমা হইতেই [উৎপন্ন] (ইতি) ইহা (বিদ্ধি) জানিও। (তেষু) সেই সকল ভাবের (অহং) আমি (ন তু) অধীন নহি, [কিন্তু] (তে) সেই সকল ভাব (ময়ি) আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের অধীন।

১৩। অন্বয়ঃ। (এভিঃ) এই পূর্ব্বোক্ত (ত্রিভিঃ) তিন প্রকার (গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ) ত্রিগুণা মায়ার কার্য্য সাত্ত্বিকাদি ভাবের দ্বারা (ইদং) এই (সর্ব্বং) সর্ব্ব (জগৎ) বিশ্ববাসী জীবসমূহ (মোহিতং) বিড়ম্বিত অর্থাৎ বিবেকবিহীনতা-প্রাপ্ত [সৎ] হইয়া (এভ্যঃ) এই সকল গুণময় ভাব হইতে (পরম্) গুণাতীত (অব্যয়ং) জন্মাদি ষড়্ভাববিকারবর্জ্জিত (মাং) আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে (ন অভিজানাতি) জানিতে পারে না।

১১। আমি বলবান্‌গণের ভোগাসক্তিবর্জ্জিত ও কামনাবর্জ্জিত বল অর্থাৎ যে বলের কারণ, আসক্তি ও 'আরও হউক' 'আরও হউক' ইত্যাকার তুষ্টিশূন্য দুরাকাঙ্ক্ষা নহে, যে বল মাত্র কর্ত্তব্যসম্পাদনার্থ ব্যবহৃত, সেই সাত্ত্বিক বল; ভোগলালসা পূর্ণ করিবার জন্য, পরপীড়নে নিযুক্ত রাজস বল নহে। হে অর্জ্জুন! সমস্ত প্রাণীতে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিত বিষয়ভোগলিপ্সাও আমি।

১২। হে পার্থ! সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস, এই তিন প্রকার যে ভাব, আমা হইতেই তাহাদের উৎপত্তি এবং আমাতেই তাহাদের স্থিতি, কিন্তু আমি সে সকলে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫॥

১৪। অন্বয়ঃ। (এষা) এই (গুণময়ী) ত্রিগুণাত্মিকা (দৈবী) আত্মশক্তি-ভূতা (মম) আমার (মায়া) বৈষ্ণবী মায়া (হি) নিশ্চয়ই (দুরত্যয়া) দুরতিক্রমণীয়া ; (যে) যে সকল সাধক (মাম্ এব) সাক্ষাৎ আমারই অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরেরই (প্রপদ্যন্তে) শরণাপন্ন হন (তে) তাঁহারাই (এতাং) এই (মায়াং) মায়াসমুদ্র হইতে (তরন্তি) উত্তীর্ণ হন।

১৫। অন্বয়ঃ। (মায়য়া) ত্রিগুণা মায়ার দ্বারা (অপহৃতজ্ঞানাঃ) আচ্ছাদিত-বিবেকজ্ঞান-বিশিষ্ট (আসুরং ভাবম্) দম্ভদর্পাদিরূপ আসুরপ্রকৃতি (আশ্রিতাঃ) প্রাপ্ত (দুষ্কৃতিনঃ) দুরাচার (মূঢ়াঃ) মূঢ় (নরাধমাঃ) নরাধমগণ (মাং) আমাকে (ন প্রপদ্যন্তে) ভজনা করে না।

১৩। মায়াশক্তির প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহরূপ উক্ত তিন প্রকার গুণ-বিকারদ্বারা অর্থাৎ অবিদ্যাজন্য শরীরাভিমান ও মমতাভিমানরূপ ভ্রান্তিহেতু বিড়ম্বিত হইয়া সমস্ত লোকই এই সকল ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক যে আমি, আমার সেই ত্রিগুণাতীত ষড়্ভাববিকারবর্জ্জিত* সর্ব্বসাক্ষী অব্যয়ভাবকে গ্রহণ করিতে পারে না।

---

* জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, পরিণমতি, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি ইতি ষড়্-ভাববিকারাঃ। জন্ম, বিদ্যমান থাকা, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ, এই ছয় প্রকার ভাববিকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন ।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥

১৬। অন্বয়ঃ। (ভরতর্ষভ) হে অর্জ্জুন! (আর্ত্তঃ) আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপসন্তপ্ত, (জিজ্ঞাসুঃ) ভগবৎতত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু (অর্থার্থী) মুক্তিকামী (চ) এবং (জ্ঞানী) ভগবত্তত্ত্ববিৎ [এতে] এই (চতুর্ব্বিধাঃ) চারি প্রকার (সুকৃতিনঃ) সুপ্রারব্ধবান্ (জনাঃ) মনুষ্যগণ (মাং) আমাকে (ভজন্তে) ভজনা করেন।

১৪। আমার ঐ ত্রিগুণা, দুর্জ্জ্ঞেয়া, বৈষ্ণবী মায়াশক্তিকে অতিক্রম করা বড় কঠিন। যে সকল সাধক আমাকে অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ ভগবানের এক, অচঞ্চল সাক্ষিভাবকে পরোক্ষ বিচার ও অপরোক্ষ সাধনদ্বারা ঠিক বুঝিতে পারিয়া, সেই পরম আত্মস্বরূপকে হৃদয়স্থ রাখিতে পারেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন।

১৫। মায়ামোহিত, আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন যে সকল মূঢ় ন্যায়, সত্য ও সারল্যের মস্তকে পদার্পণ করিয়া ভোগলালসা পূরণার্থ যথেচ্ছ ব্যবহার করে, এমন দুরাচার, নরাধম পশুগণ কখনই আমার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।

১৬। হে অর্জ্জুন! সুপ্রারব্ধবান্ চারিশ্রেণীর লোকে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথমে, আর্ত্ত—যাঁহারা জন্মজন্মান্তরীন্ সুকৃতিবশে সংসারকে জ্বালাময় কারাগারস্বরূপ জ্ঞানকরতঃ কাতরহৃদয়ে শান্তিপিপাসু হইয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য সমুৎসুক। এই অবস্থাকেই বলে স্বাভাবিক বৈরাগ্য এবং এই বৈরাগ্যই ভাগবতী রতির কারণ। সাধকের হৃদয়ে প্রথমে এই আর্ত্তিরূপ বৈরাগ্যই উপস্থিত হয়। অতঃপর "জিজ্ঞাসু" অর্থাৎ ঐরূপ "আর্ত্ত" বা বৈরাগ্যবান্ লোকে ব্যাকুলান্তঃকরণে জানিতে চাহেন যে, এই জ্বালাময় সংসারকারাগার হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় কি। কাতরহৃদয়ে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার কৃপাদৃষ্টিহেতু সদ্গুরুলাভ করেন ও সেবাদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮॥

১৭। অন্বয়ঃ। (তেষাং) উক্ত চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে (নিত্যযুক্তঃ) ভগবানে সর্ব্বদা সমাহিতচিত্ত (একভক্তিঃ) অনন্যভক্তি-যুক্ত (জ্ঞানী) জ্ঞানী (বিশিষ্যতে) শ্রেষ্ঠ। (অহং) আমি (জ্ঞানিনঃ) জ্ঞানীর (অত্যর্থং) অত্যন্ত (প্রিয়ঃ) প্রেমাস্পদ; (সঃ চ) জ্ঞানীও (মম) আমার—পরমেশ্বরের (প্রিয়ঃ) প্রিয়।

১৮। অন্বয়ঃ। (এতে) উক্ত চারিপ্রকার ভক্তের (সর্ব্বে এব) সকলেই (উদারাঃ) উন্নত (তু) কিন্তু (জ্ঞানী) উক্ত জ্ঞানী (আত্মা এব) আমার আত্মস্বরূপই [ইতি] ইহা (মে) আমার (মতং) অভিপ্রায়; (হি) যেহেতু (যুক্তাত্মা সঃ) ভগবানে নিত্যযুক্ত ভক্তিমান্ সেই জ্ঞানী (অনুত্তমাং গতিং মাম্ এব আস্থিতঃ) আমাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয় জানিয়া আমাকে সর্ব্বতোভাবে ভালবাসেন।

ক্রমে প্রশ্নদ্বারা সংশয়চ্ছেদনকরতঃ অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে থাকেন। যদিও সদ্‌গুরুপ্রদত্ত বিচারজ্ঞানদ্বারা সংশয়চ্ছেদ হইল বটে, কিন্তু এখনও সেই পরমরসকে আস্বাদন না করা জন্য পরমার্থজ্ঞান আসে নাই। তাহার পর যখন সদ্‌গুরুদেব কৃপা করিয়া পরম সাধনদীক্ষা দানকরতঃ শিষ্যের আত্যন্তিক ভক্তির জন্য তাঁহাকে উত্তরোত্তর ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনের অধিকারী করিতে লাগিলেন, তখন "আরও আনন্দলাভ করি, আরও আনন্দলাভ করি" এইরূপ সাত্ত্বিকী আকাঙ্ক্ষাজন্য তিনি "অর্থার্থী" বলিয়া গণ্য হন। ক্রমে যখন সাধনের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মসংস্পর্শলাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দরসে হৃদয় তৃপ্ত, আপনার নির্ম্মল সত্তা স্মৃতিমধ্যে সতত জাগ্রত, রাগদ্বেষ-মুক্ত হৃদয়ে ন্যায় ও সত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভগবানে পরমা ভক্তির সহিত কর্ত্তব্য-মাত্র পালন করিয়া যাইতেছেন, তখন সেই সাধক "জ্ঞানী"পদবাচ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥১৯॥

১৯। অন্বয়ঃ। (বহূনাং) অনেক (জন্মনাম্) জন্মের (অন্তে) পরে (বাসুদেবঃ) সর্ব্বাধার এক অদ্বৈত ভগবান্‌ই (সর্ব্বং) এই সদসৎ সকলই হইয়া রহিয়াছেন, (ইতি জ্ঞানবান্) এই জ্ঞান লাভকরতঃ (মাং) আমাকে—পরাৎ-পর আত্মাকে (প্রপদ্যতে) ভজনা করেন ; (সঃ মহাত্মা) এরূপ উচ্চ সাধন-ভাবপূর্ণ জ্ঞানী (সুদুর্ল্লভঃ) অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

১৭। উক্ত চারিপ্রকার ভক্ত সাধকের মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। যথার্থ জ্ঞানী আমাকে বড়ই ভালবাসেন, এবং আমিও তাঁহাকে তদ্রূপ ভালবাসি।

১৮। উক্ত চারিশ্রেণীর নিষ্কাম সাধকগণ মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে জ্ঞানী এত শ্রেষ্ঠ যে, জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ। জ্ঞানীকে আমার আত্মস্বরূপ বলিবার কারণ এই যে, জ্ঞানীর হৃদয়ে আমার নির্ম্মলা স্মৃতি সর্ব্বদা জাগরূক ; সুতরাং তিনি সর্ব্বদা আমিময় হইয়া রহিয়াছেন।

১৯। বহুজন্মার্জ্জিত সাত্ত্বিক পুণ্যফলে জগতের যাবতীয় ভাবকে পরমাত্ম-স্বরূপে দর্শনরূপ জ্ঞান লাভকরতঃ আমার ভজনা করেন ; এরূপ উচ্চ সাধনভাব-পূর্ণ জ্ঞানী অতি দুর্ল্লভ।

'প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই কতকগুলি ভাবের সমষ্টিমাত্র এবং সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানপ্রপঞ্চের সাক্ষী এক, অদ্বিতীয়, বোধস্বরূপ আত্মা'—এ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের কথা এখানে ভগবান্ বলিতেছেন না। সাধনের উচ্চতম সীমায় উপস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মানন্দতৃপ্ত, ব্রহ্মময় সাধক যেরূপে বহির্দৃষ্টিযোগেও সর্ব্বত্র ভগবৎসত্তাকে প্রকাশিত দেখেন, যে ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, সেই স্বয়ংবেদ্য স্বতঃসিদ্ধ ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃততজ্জ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥

২০। অন্বয়ঃ। (তৈঃ তৈঃ) কেহ পুত্র, কেহ পত্নী, কেহ পতি, কেহ ধন, কেহ স্বর্গ ইত্যাদি (কামৈঃ) কামনার দ্বারা (হৃতজ্ঞানাঃ) মুগ্ধ হইয়া (তং তং) জপ, উপবাস, প্রদক্ষিণ, নমস্কারাদি তত্তৎ দেবতারাধনে প্রসিদ্ধ (নিয়মং) নিয়ম (আস্থায়) পালনকরতঃ (স্বয়া) পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারময়ী (প্রকৃত্যা নিয়তাঃ) প্রকৃতির বশীভূত হইয়া (অন্যদেবতাঃ) ভগবান্ই এই সমস্ত ইহা না জানিয়া নানাপ্রকার দেব-দেবীকে (প্রপদ্যন্তে) আমা হইতে পৃথক ভাবিয়া আরাধনা করে।

[এই স্থানে পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের হৃদয়োচ্ছ্বাসের বহিস্ফূরণরূপ একখানি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারা গেল না। তাহা এই, (ইতি প্রকাশক)।

বাহার। একতালা।

প্রাণ ভরে হেরি তোমায় একবার দাঁড়াও হে শ্রীহরি।
লুকায়োনা মায়ান্তরে—(ও নাথ, দাঁড়াও হে)
সদা সর্ব্বত্র রাজিত, বেদে এ মহিমা গীত,
তবে কেন পাই না দেখা সতত তোমারি॥
নহে মিথ্যা বেদবাণী, আমি না দেখিতে জানি,
কি দেখিতে কি দেখি নাথ, সে ত্রুটি আমারি॥
এ বিশ্ব তোমারি মায়া, সত্য-আবরণী ছায়া,
ছায়ামাঝে ঐ যে আমার মোহন মুরারি॥]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যা রাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥

২১। অন্বয়ঃ। (যঃ যঃ) যে যে (ভক্তঃ) সকাম ভক্ত (যাং যাং) যে যে (তনুম্) দেবমূর্ত্তির (শ্রদ্ধয়া) শ্রদ্ধাসহ (অর্চ্চিতুম) অর্চ্চনা করিতে (ইচ্ছতি) ইচ্ছা করেন, (তস্য তস্য) সেই সেই সকাম ভক্তের (তাম্ এব) সেই মূর্ত্তিতেই (অচলাং) দৃঢ় (শ্রদ্ধাম্) শ্রদ্ধা (অহং) আমি (বিদধামি) করিয়া দিই।

২২। অন্বয়ঃ। (সঃ) সেই সকাম কর্ম্মী (তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ) সেই দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত [সন্] হইয়া (তস্যাঃ) সেই দেবমূর্ত্তির (রাধনম্) পূজা (ঈহতে) করে; (ততঃ চ) এবং সেই দেবতার নিকট হইতে (ময়া এব) আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের দ্বারা (বিহিতান্) বিহিত [নিজ] (তান্) অভিলষিত (কামান্) ফল (হি) অবশ্য (লভতে) লাভ করে।

২০। যাহারা পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানী, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু বা অন্ততঃ আর্ত্ত ভক্ত হইতে না পারিয়াছে, সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন, ভোগকামী মূঢ়গণ, নিজ নিজ প্রকৃত্যনুযায়ী কামনামুগ্ধ হইয়া অর্থাৎ কেহ পুত্র, কেহ পত্নী, কেহ পতি, ধন ইত্যাদি ভোগ্যলাভের কামনায় সকাম কর্ম্মের যে সকল নিয়মাদি পালনের বিধি আছে, তাহা পালনকরতঃ নানাপ্রকার দেবদেবীর উপাসনাসহ বারব্রতাদি সকাম কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে।

২১। যে যে সকাম ব্যক্তি, নিজ নিজ কামনানুযায়ী যে যে দেবদেবীর অর্চ্চনা শ্রদ্ধাসহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সেই শ্রদ্ধাকে আমিই দৃঢ় করিয়া দিই।

২২। সেই সকামকর্ম্মিব্যক্তি দৃঢ় শ্রদ্ধাসহ দেবার্চ্চনাদি করিলে, তাহার কামনানুরূপ ফলপ্রাপ্তি, আমার ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥২৪॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥

২৩। অন্বয়ঃ। (তেষাম্) সেই (অল্পমেধসাম্) অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের (তৎ ফলম্) সেই প্রাপ্ত ফল (অন্তবৎ) অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল (ভবতি) হয়; [যেহেতু] (দেবযজঃ) দেবতোপাসকগণ (দেবান্) দেবভাব (যান্তি) প্রাপ্ত হয়; (তু) কিন্তু (মদ্‌ভক্তাঃ) আমার ভক্তগণ (মাং অপি) আমার ভাব অর্থাৎ অক্ষয় পরমানন্দকেই (যান্তি) প্রাপ্ত হন।

২৪। অন্বয়ঃ। (অবুদ্ধয়ঃ) অল্পবুদ্ধিগণ (মম) আমার (অব্যয়ং) নিত্য (অনুত্তমং) সর্ব্বোৎকৃষ্ট (পরং) পরম (ভাবম্) ব্রহ্মভাব (অজানন্তঃ) বুঝিতে না পারিয়া (অব্যক্তং) প্রপঞ্চাতীত (মাম্) আমাকে (ব্যক্তিম্) লীলাবিগ্রহ-পরিগ্রহ-অবস্থায় মৎস্য, কূর্ম্ম বা মনুষ্যের সীমাবদ্ধ ভাব (আপন্নং) প্রাপ্ত হইয়াছি (মন্যন্তে) মনে করে।

২৫। অন্বয়ঃ। (অহং) আমার লীলা-বিগ্রহ-পরিগ্রহ অবস্থায় আমি (যোগমায়াসমাবৃতঃ) যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকি বলিয়া (সর্ব্বস্য) সকলের নিকট (প্রকাশঃ) প্রকাশিত (ন) নহি, [এইজন্য] (মূঢ়ঃ) জ্ঞানহীন (অয়ং) পূর্ব্বোক্ত ভোগকামী (লোকঃ) মানবগণ (অজং) জন্মরহিত (অব্যয়ম্) নিত্য (মাং) আমাকে (ন অভিজানাতি) চিনিতে পারে না।

২৩। সেই অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্রাশয়গণ ঐরূপ সকাম কর্ম্মসকল করিয়া অতি সামান্য, অনিত্য ভোগসুখ লাভ করে। কিছুদিন দেবতারূপে দেবলোকে বাসই তাহাদের সর্ব্বোচ্চ ফললাভ। কিন্তু আমার ভক্তসাধকগণ আমাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ অক্ষয় পরমানন্দ ভোগ করেন।

২৪। অল্পবুদ্ধিগণ লীলাবিগ্রহগ্রহণে মনুষ্যাদি মূর্ত্তিতে প্রকাশিত আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭॥

২৬। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (অহং) আমি (সমতীতানি) অতীত, (বর্ত্তমানানি) বর্ত্তমান (চ) ও (ভবিষ্যাণি) ভবিষ্যৎ (ভূতানি) স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বপদার্থ (বেদ) অবগত আছি; (তু) কিন্তু (কশ্চন) কেহই (মাং) আমাকে—পরমেশ্বরকে (ন বেদ) বুঝিতে পারে না।

২৭। অন্বয়ঃ। (পরন্তপ) হে শত্রুনিপাতকারী (ভারত) অর্জ্জুন! (ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন) ভোগের অনুকূল বিষয়ে আনুরক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তি হইতে জাত (দ্বন্দ্বমোহেন) শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে উৎপন্ন মোহের দ্বারা (সর্ব্বভূতানি) জীবগণ (সর্গে) উৎপত্তিকালে (সম্মোহং যান্তি) সম্যক্ হতজ্ঞান হয়।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পরম, অব্যক্ত অর্থাৎ এই মায়াময় জগৎপ্রপঞ্চের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন-ভাবে স্থিত এক, অদ্বিতীয়, সমরূপী ব্রহ্মভাবকে বুঝিতে না পারিয়া আমার জীববৎ আচরণ দেখিয়া কোন বিশিষ্ট জীব বলিয়া মনে করে।

২৫। অবতারগ্রহণকালে আমি যোগমায়ার অন্তরালে অর্থাৎ আমার জ্ঞানরূপিণী মায়াশক্তির অন্তরালে থা'ক বলিয়া সকলের নিকটে প্রকাশিত নহি। জন্মমৃত্যুর অতীত, আমার সেই পরম, নিত্যস্বরূপকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভোগকামিগণ কখনই বুঝিতে পারে না।

২৬। হে অর্জ্জুন! আমি এই জগতের সকলেরই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবগত আছি; কিন্তু আমার সকল বিষয় কেহই বুঝিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯॥

২৮। অন্বয়ঃ। (যেষাং তু) যে সকল (পুণ্যকর্ম্মণাম্) পবিত্রকর্ম্মা (জনানাং) ব্যক্তির (পাপং) অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত চিত্তমালিন্য (অন্তগতং) নষ্ট হইয়াছে, (দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ) আসক্তি ও বিরক্তিরূপ দ্বন্দ্বনিমিত্ত-মোহমুক্ত হইয়া, (তে) তাঁহারাই (দৃঢ়ব্রতাঃ) দৃঢ় অধ্যবসায়সহ (মাং) আমাকে (ভজন্তে) ভজনা করেন।

২৯। অন্বয়ঃ। (যে) যে সকল বৈরাগ্যবান্ সাধক (জরামরণমোক্ষায়) জরা ও মৃত্যুরূপ অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক পরিণাম হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য (মাম্ আশ্রিত্য) আমাকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি রাখিয়া (যতন্তি) দৃঢ়তাসহ অধ্যাত্মসাধনে রত হন, (তে) তাঁহারাই (তৎ ব্রহ্ম) পরব্রহ্মকে, (কৃৎস্নম্) সমগ্র (অধ্যাত্মং) অধ্যাত্মভাবকে (চ) এবং (অখিলং কর্ম্ম) সমস্ত কর্ম্ম (বিদুঃ) বুঝিতে পারেন।

২৭। হে শত্রুন্তপ অর্জ্জুন! ভোগের অনুকূল বিষয়ে আনুরক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তি হইতে যে দ্বন্দ্বভাবের উৎপত্তি হয়, তাহাই জীবের শরীরাদির উৎপত্তিকালে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন রাখিয়া ভগবানের দিকে ফিরিতে দেয় না; শরীরাভিমানগ্রস্ত থাকাহেতু সংসারের মোহেই আবদ্ধ হইয়া অধোগতি লাভ করে।

২৮। যে সকল পবিত্রকর্ম্মা পুণ্যান্তঃকরণ ব্যক্তি ন্যায়, সত্য, দয়া ও সারল্য--সহ অবশ্যকর্ত্তব্য বিহিত কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন এবং পুণ্যাচরণদ্বারা আপন আপন প্রকৃতিকে মালিন্যরহিত করিয়াছেন, তাঁহারাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিজ্ঞানযোগোনাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

৩০। অন্বয়ঃ। (যে চ) যাঁহারা (মাং) আমাকে (সাধিভূতাধিদৈবং) অধিভূত ও অধিদৈবসহ (সাধিযজ্ঞং চ) এবং অধিযজ্ঞেরও সহিত (বিদুঃ) জানেন, (প্রয়াণকালে অপি) শরীর ত্যাগকালেও (তে যুক্তচেতসঃ) আমার ভাবযুক্ত সেই সাধকগণ (মাং) আমাকে (বিদুঃ) বিস্মৃত হন না অর্থাৎ আমাতেই স্থির থাকেন।

আসক্তি ও বিরক্তিরূপ দ্বন্দ্বনিমিত্ত-মোহ হইতে পৃথক্ থাকিয়া দৃঢ় অধ্যবসায়সহ আমার সাধনে নিযুক্ত হন। অন্য পক্ষে যাহারা নানা প্রকার বারব্রতাদির তামসিক অনুষ্ঠান করিতেছে বটে, কিন্তু স্বার্থসাধনস্থলে ন্যায়, সত্য ও সারল্যের দিকে ফিরিয়াও চাহে না, অনায়াসে উহাদিগকে পদদলিত করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে রত হয়, এরূপ পশুগণ আমাকে ভজনা করিতে পারে না।

২৯। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণকরতঃ পুনঃ পুনঃ জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্তিরূপ অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক পরিণাম হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য, যে সকল বৈরাগ্যবান্ সাধক, আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি রাখিয়া দৃঢ়তাসহ আধ্যাত্মসাধনে রত হন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, পরব্রহ্ম কি, তাঁহার সমস্ত অধ্যাত্মভাব কি প্রকার এবং তাঁহার সমগ্র কর্ম্মই বা কি প্রকার।

৩০। যাঁহারা আমাকে অধিভূতসহ, অধিদৈবসহ, অধিযজ্ঞসহ জানেন, সর্ব্বদাই আমার ভাবযুক্ত সেই সাধকগণ শরীরত্যাগকালেও আমাকে বিস্মৃত হন না অর্থাৎ আমাতেই স্থির থাকেন।

অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ কি, তাহা পরেই; অষ্টমাধ্যায়ের প্রথমেই, অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

তারকব্রহ্মযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

১-২। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন বলিলেন, (পুরুষোত্তম) হে পুরুষোত্তম! (তৎ ব্রহ্ম) সেই ব্রহ্ম (কিং) কি? (অধ্যাত্মং) অধ্যাত্ম (কিং) কি? (কর্ম্ম) কর্ম্ম (কিং) কি? (অধিভূতং চ) এবং অধিভূত (কিং) কাহাকে (প্রোক্তং) বলে? (অধিদৈবং চ; অধিদৈবই বা (কিং) কাহাকে (উচ্যতে) বলে? (মধুসূদন) হে মধুসূদন! (অত্র দেহে) এই শরীরে (অধিযজ্ঞ) অধিযজ্ঞ (কঃ) কে? [তিনি] (অস্মিন্) এই দেহে (কথং) কিরূপে অবস্থিত (চ) এবং (প্রয়াণকালে) শরীরত্যাগকালে (নিয়তাত্মভিঃ) যোগযুক্ত সাধকগণ (কথং) কিরূপে এবং কি ভাবে (জ্ঞেয়ঃ অসি) তোমাকে অবগত হন?

১-২। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কি, অধিদৈবই বা কাহাকে বলে এবং হে মধুসূদন! এই শরীরে অধিযজ্ঞরূপে কে কি প্রকারে বিদ্যমান? আর একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, যোগযুক্ত সাধকগণ শরীরত্যাগকালে তোমাকে কিরূপে এবং কি ভাবে গ্রহণ করেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩॥

৩। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ ব'ললেন, (পরমং অক্ষরং) চিন্মাত্রস্বরূপ পরম অক্ষর পুরুষই (ব্রহ্ম) ব্রহ্ম (স্বভাবঃ) ব্রহ্মের সহিত অভেদে বিরাজিতা বিষয়ভাববর্জ্জিত-পরমানন্দস্বরূপা মূলা অব্যক্তা প্রকৃতি তাঁহার স্বভাব, তাঁহাকেই (অধ্যাত্মং) অধ্যাত্ম (উচ্যতে) বলে, (ভূতভাবোদ্ভবকরঃ) জীব ও ভূতভাবের উৎপত্তির কারণস্বরূপ (বিসর্গঃ) সঙ্কল্প অর্থাৎ আমি বহু হইব এইরূপ স্বরূপাবিচ্যুতিরূপা ভাগবতী ইচ্ছাই (কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ) কর্ম্মনামে অভিহিত।

৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন (১) পরম অক্ষর পুরুষই ব্রহ্ম অর্থাৎ জগদ্ভাব বিদ্যমান থাকুক, বা না থাকুক, সেই এক, অদ্বিতীয়, নামরূপবর্জ্জিত, চিৎস্বরূপ পুরুষ, যিনি সকল অবস্থাতেই সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান, তিনিই ব্রহ্মপদবাচ্য; ইঁহাতে 'আত্মা' এই উপাধি প্রযুক্ত হয় না; কারণ ভেদপূর্ণ জগদ্ভাব যতক্ষণ, ততক্ষণই সাক্ষীস্বরূপ "আত্মা" উপাধি প্রযুক্ত হইতে পারে; আর জগদ্ভাব অর্থাৎ বিষয়পূর্ণ জ্ঞানভাব বিদ্যমান না থাকিলে, তাঁহাতে "আত্মা" উপাধিও প্রযুক্ত হইতে পারে না; কারণ তখন আর তিনি কিসের সাক্ষী হইবেন? এইজন্য যিনি 'আত্মা' উপাধিরও অতীত, তিনিই পরব্রহ্ম। (২) নিজভাবই অর্থাৎ বিষয়-মুক্ত, পরমানন্দ বা ব্রহ্মের সহিত অভেদে বিরাজিতা মূলা অব্যক্তা প্রকৃতিই 'অধ্যাত্ম'। (৩) আর ভূতভাবের অর্থাৎ জীব ও জড়ভাবের উৎপত্তির কারণস্বরূপ যে বিসর্গ বা সঙ্কল্প অর্থাৎ 'আমি বহু হইব', ইত্যাকার স্বরূপবিচ্যুতি-রূপা যে ভগবদিচ্ছা, তাহাই 'কর্ম্ম'। জীবভাবেও সঙ্কল্পই যথার্থ কর্ম্ম; ইন্দ্রিয়দ্বারা পরে প্রকাশিত বা সম্পাদিত হয় মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥৪॥
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥

৪। অন্বয়ঃ। (দেহভৃতাংবর) হে মানবশ্রেষ্ঠ! (অত্র দেহে) এই শরীরে (ক্ষরঃ ভাবঃ) অপরা প্রকৃতি নামক পরিণামী ভাবতরঙ্গই (অধিভূতং) আমার অধিভূত মূর্ত্তি, (পুরুষঃ চ) পুরুষই অর্থাৎ কারণ-শরীরে বিদ্যমান সাক্ষিস্বরূপ অপরিণামী আত্মাই (অধিদৈবতং) আমার অধিদৈবত মূর্ত্তি; (অহং এব) অহংজ্ঞানরূপ জীব বা পরা প্রকৃতিই (অধিযজ্ঞঃ) আমার অধিযজ্ঞ মূর্ত্তি।

৫। অন্বয়ঃ। (অন্তকালে চ) প্রয়াণকালেও (মাম্ এব) পুরুষোত্তম আমাকেই (স্মরন্) স্মরণ করিতে করিতে (কলেবরং) শরীর (মুক্ত্বা) ত্যাগ করিয়া (যঃ) যে যোগী (প্রয়াতি) বাহির হইতে পারেন, (সঃ) তিনি (মৎ ভাবং) ব্রহ্মভাব (যাতি) প্রাপ্ত হন; (অত্র) ইহাতে (সংশয়ঃ) সন্দেহ (ন অস্তি) নাই।

৪। হে মানবশ্রেষ্ঠ। (৪) এই শরীরে, ক্ষরভাব অর্থাৎ ভূতপঞ্চদ্বারা গঠিত ইন্দ্রিয়গণযুক্ত স্থূলশরীর এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপী সূক্ষ্মশরীর, যাহাদের পরিণামস্রোতঃ অবিরামগতিতে বহিতেছে, মুহূর্ত্তের জন্যও যাহারা এক ভাবে স্থির নহে, সেই অপরাপ্রকৃতিনামক পরিণামী ভাবতরঙ্গই আমার "অধিভূত" মূর্ত্তি। (৫) পুরুষই অর্থাৎ কারণশরীরে বিদ্যমান সাক্ষিস্বরূপ অপরিণামী আত্মাই আমার 'অধিদৈব' মূর্ত্তি। (৬) আর 'অহমই' অর্থাৎ উক্ত স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের কৃতকর্ম্মসকলে 'আমিই করিতেছি', ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত শরীরাভিমানী অহং-জ্ঞানরূপ জীব বা পরা প্রকৃতিই আমার 'অধিযজ্ঞ' মূর্ত্তি। উক্ত তিন মূর্ত্তিতেই যিনি ভগবান্‌কে সতত দর্শন করেন, তিনি সদাযুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥

৬। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! [জীব] (অন্তে) প্রয়াণকালে (যং যং বা অপি) যে যে (ভাবং) ভাব (স্মরন্) চিন্তা করিয়া (কলেবরং) দেহ (ত্যজতি) ত্যাগ করেন, (সদা) জীবদবস্থায় সর্ব্বদা (তদ্ভাবভাবিতঃ) সেই ভাবে অনুপ্রাণিত (তং তং এব) সেই সেই ভাবকেই (এতি) প্রাপ্ত হন।

৫। যে সাধক জীবদবস্থায় আমার পুরুষোত্তম ভাব হৃদয়স্থ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং মৃত্যুকালেও সেই ভাবকে হৃদয়ে রাখিয়া বাহির হইতে পারেন, তিনি শরীর ত্যাগান্তে আমাকে প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সগুণ ব্রহ্ম-ভাবের ভাবী, প্রাণোৎক্রমণসময়ে অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় সম্যক্ জ্ঞান লাভকরতঃ ব্রহ্মার সহিত মহাপ্রলয়ে নির্গুণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মভাবের ভাবী, দেহান্তকালে তাঁহাদের প্রাণোৎক্রমণ হয় না, তৎক্ষণাৎ বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

৬। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বদা যিনি যে ভাবের ভাবী, অর্থাৎ সতত যাঁহার হৃদয়ে যে ভাব বিদ্যমান, মৃত্যুকালেও সেই ভাবই তাঁহাতে স্ফুরিত থাকে এবং যিনি যে ভাব লইয়া শরীর ত্যাগ করেন, তাঁহার ভাবী পরিণামও তাহাই।

অধিকাংশ সময় যাহাতে যে ভাব স্ফুরিত থাকে, সেই ভাবই তাহার স্বতঃসিদ্ধ অভ্যস্ত ভাব। যেমন, একজন সাধারণ মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ ভাব এই যে, 'আমি এই শরীর, এই আমার স্ত্রী, এই আমার পুত্র, এই আমার গৃহাদি ধনসম্পত্তি'। মৃত্যু-কালেও তাহাতে এই অজ্ঞানভাবই স্থির থাকিল, সুতরাং "আমি এই শরীর" ইত্যাকার ভ্রান্তি এবং "আমার এই সমস্ত পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি" ইত্যাকার আসক্তি, এই উভয় ভাবদ্বারা তাহার সূক্ষ্মশরীর ভাবিত থাকিল এবং ইহারই পরি-ণামস্বরূপ তাহাকে পুনরায় ঐ ভাবেই গঠিত হইতে হইল। 'আমি শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিজন্য স্থূলশরীর গ্রহণ করিতে এবং 'আমার এই সমস্ত' ইত্যাকার আসক্তিজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বজীবনের কর্ম্মানুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হইতে হইল। পক্ষান্তরে একজন উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন সাধক, অর্থাৎ জ্ঞান ও সাধনদ্বারা যাঁহার শরীরাভিমান বিদূরিত, আত্মভাব ব্রহ্মাকারাকারিত, হৃদয়ে 'আমার আমার' ইত্যাকার ভ্রান্তিজন্য আসক্তি আদৌ নাই, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিবেকানু-মোদিত কর্ত্তব্যসকল করিয়া যাইতেছেন, এবং ভগবান্‌কে 'সাধিদৈব', 'সাধিভূত' ও 'সাধিযজ্ঞ এই তিন মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা বিদ্যমান দেখিয়া নির্ম্মল ভক্তিপ্রবাহে যাঁহার হৃদয় সতত প্লাবিত রহিয়াছে, এমন যুক্ত সাধকের স্বতঃসিদ্ধ ভাব পূর্ণ ভগবন্ময় অর্থাৎ ভগবদ্ভাবসাগরে তাঁহার নিজ ভাবপ্রবাহ প্রবিষ্ট হইয়া একাকার লাভ করিয়াছে। এরূপ উচ্চ সাধকের ভগবন্ময়ত্ব মৃত্যুকালেও স্থির থাকে ও ভগবৎপ্রাপ্তিই তাঁহার সুধাময় পরিণাম। এরূপ উচ্চ সাধকের বহিরাচরণ দেখিয়া হঠাৎ তাঁহাকে বুঝিতে পারা কঠিন, কারণ তাঁহার বাহিরের কর্ম্ম সকল অভিনয়মাত্র; তাহার সহিত তাঁহার অন্তর্ভাব সম্পূর্ণ পৃথক্।

উক্তপ্রকার উচ্চ সাধককে যদি কোন কারণবশতঃ শবদাহকারী বা বিষ্ঠাভার-বাহী চণ্ডালের গৃহে শরীর ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতিই হইবে না; তিনি নির্ব্বিকারহৃদয়ে ব্রাহ্মী স্থিতিতে শরীর ত্যাগকরতঃ মুক্ত পুরুষ-দিগের গতিকে প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, একজন সংসারাসক্ত, শরীরাভিমানী, অজ্ঞান লোকের মহাতীর্থে মৃত্যু হইলেও তাহার পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী সুখদুঃখরূপ ফলভোগ করিতে হইবে নিশ্চয়। তবে মৃত্যুকালে একজন অজ্ঞানাচ্ছন্ন শরীরাভিমানী ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়বর্গ গঙ্গা-তীরে আনিয়াছে, চতুর্দ্দিকে ভগবন্নামকীর্ত্তন হইতেছে, এরূপ অবস্থায় আসন্নকালে তাহার হৃদয়ে যদি কিছু উদাসবৈরাগ্যভাবের ও ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে পরজীবনে তাহার হৃদয়ের গতি ভগবানের দিকে কতকটা ফিরিতে পারে, এইরূপ সাধু উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মনীষিগণ কর্ত্তৃক মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে বা অন্য কোন পবিত্র ক্ষেত্রে আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিকে লইয়া আসিবার প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর শেষজীবনে কাশ্যাদি ক্ষেত্রে বাস করিবার প্রথার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥৭॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮॥

৭। অন্বয়ঃ। [যিনি যে ভাব লইয়া শরীর ত্যাগ করেন, তাঁহার ভাবী পরিণামও তাহাই] (তস্মাৎ) সেইহেতু (সর্ব্বেষু কালেষু) সর্ব্বদাই (মাম্) আমাকে (অনুস্মর) স্মৃতির মধ্যে রাখ, (যুধ্য চ) এবং নিজ কর্ত্তব্য পালন কর, (ময়ি) আমাতে (অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ) মন ও বুদ্ধি অর্পিত থাকিলে (মাম্ এব) আমাকেই (অসংশয়ং) নিশ্চয়ই (এষ্যসি) প্রাপ্ত হইবে।

৮। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (অভ্যাসযোগযুক্তেন) ভগবানে সর্ব্বদা মন ও বুদ্ধি অর্পণকরারূপ অভ্যাসযুক্ত (নান্যগামিনা) অনন্যগামী বা মাত্র ধ্যেয়নিষ্ঠ (চেতসা) চিত্তদ্বারা (দিব্যং) স্বপ্রকাশ (পরমং পুরুষং) আমার অধিদৈবত মূর্ত্তিকে (অনুচিন্তয়ন্) সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে [তম্ এব] সেই পরমভাবই (যাতি) প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মূল অর্থাৎ গুপ্ত উদ্দেশ্য সৎসঙ্গলাভ ও তজ্জন্য নিজ প্রকৃতির তদনুসরণ এবং মোহের সাক্ষাৎ কারণসমূহ, অর্থাৎ আত্মীয়বর্গ ও ধনসম্পত্ত্যাদি হইতে দূরে অবস্থিতিজন্য সংসারাসক্তির হ্রস্বতাসাধন। তবে যাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদিসহ তীর্থে বাস করেন, অধ্যাত্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের লাভ অতি সামান্য।

৭। অতএব হে অর্জ্জুন! আমাকে সর্ব্বদা স্মৃতির মধ্যে রাখিয়া যুদ্ধ কর অর্থাৎ নিজ কর্ত্তব্য পালন কর। মন, বুদ্ধি যদি আমাতেই পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

৮। হে অর্জ্জুন! যদি অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ ঐরূপ অভ্যাসযোগযুক্ত থাকে, তাহা হইলে শরীরত্যাগকালেও তাহা সেই অভ্যাস হইতে বিমুখ হইবে না; আত্মরূপী পরমপুরুষেই অর্থাৎ আমার অধিদৈব মূর্ত্তিতেই সংযুক্ত থাকিবে ও দেহত্যাগান্তে দিব্যগতিই লাভ করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিং পুরাণমনুশাসিতার মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্॥১০॥

৯ ১০। অন্বয়ঃ। (প্রয়াণকালে) শরীর ত্যাগকালে, (অচলেন মনসা) স্থিরান্তঃকরণে (ভক্ত্যা) নির্ম্মলা অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তি (যোগবলেন চ এব) এবং অভ্যস্ত সাধনগুণের দ্বারা যুক্তঃ) যুক্ত হইয়া (ভ্রুবোঃ মধ্যে) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে (প্রাণঃ) প্রাণবায়ুকে (সম্যক্ আবেশ্য) উন্নয়ন করিয়া (যঃ) যে যোগী (তমসঃ পরস্তাৎ) প্রকৃতির অতীত (কবিং) অধিদৈবতরূপে সর্ব্বান্তর্যামী, (পুরাণম্) অনাদি, (অনুশাসিতারং) পরিণামী জড় ও জীবভাবের নিয়ন্তা, (অণোঃ অণীয়াংসম্) নিরতিশয় সূক্ষ্ম, (অচিন্ত্যরূপম্) পরিণামী কার্য্যকারণদ্বারা অনির্দ্দেশ্য, (আদিত্যবর্ণং) জ্যোতির্ম্ময় (সর্ব্বস্য ধাতারম্) অধিদৈবতরূপে সর্ব্বস্রষ্টাকে (অনুস্মরেৎ) চিন্তা করেন, (সঃ) তিনি (তং) সেই (দিব্যং) দিব্য (পরমং পুরুষম্) পরমপুরুষকে (উপৈতি) প্রাপ্ত হন।

৯-১০। যিনি কবি অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী, পুরাণ অর্থাৎ অনাদি, সর্ব্বনিয়ন্তা অর্থাৎ যাঁহার শাসনে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহগণ ও জীবসকল স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া পরিণতিচক্রে যথানিয়মে ঘুরিতেছে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম সর্ব্বস্রষ্টা যাঁহাকে স্পর্শ করিতে যাইলে মন আপনাকে হারাইয়া ফেলে এবং যিনি প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষরূপী স্বপ্রকাশ আত্মা, শরীর ত্যাগকালে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণবায়ুকে উন্নয়নকরতঃ স্থিরান্তঃকরণে নির্ম্মলা ভক্তির সহিত অভ্যস্ত সাধনগুণে তাঁহাতে আপনাকে যুক্ত করিয়া যিনি শরীর ত্যাগ করেন, তিনি সেই পরম-পুরুষকেই প্রাপ্ত হন।

(এসকল অপরোক্ষ সাধনতত্ত্ব, সদ্গুরুর নিকট হইতে জানিয়া ক্রমে ক্রমে ইহাতে উঠিতে হয়। ইহা আপনা আপনি হইবার নহে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥

১১। অন্বয়ঃ। (বেদবিদঃ) বেদবেত্তৃগণ (যৎ) যাঁহাকে (অক্ষরং) অক্ষর-পুরুষরূপে (বদন্তি) বর্ণনা করেন, (বীতরাগাঃ) ভোগাসক্তিবর্জ্জিত (যতয়ঃ) উচ্চ সাধকগণ (যৎ) যাঁহাতে (বিশন্তি) প্রবেশ করেন, (যৎ) যাঁহাকে (ইচ্ছন্তঃ) প্রাপ্তির ইচ্ছায় (ব্রহ্মচর্য্যং) ব্রহ্মচর্য্য (চরন্তি) আচরণ করেন, (তৎ পদং) সেই পরম পুরুষের স্বরূপ (তে) তোমাকে (সংগ্রহেণ) সংক্ষেপে (প্রবক্ষ্যে) বলিব।

১২ ১৩। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বদ্বারাণি) সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারকে (সংযম্য) রুদ্ধ করিয়া (মনঃ) মনকে (হৃদি) হৃদয়পুণ্ডরীকে (নিরুধ্য) অবরুদ্ধকরতঃ (মূর্দ্ধ্নি) ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে (প্রাণম্ আধায়) প্রাণবায়ুকে স্থাপনকরতঃ (আত্মনঃ যোগধারণাম্) আত্মসমাধি (আস্থিতঃ) অবলম্বন করিয়া (ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম) ওঁ এই একাক্ষর প্রণবাত্মক ব্রহ্ম (ব্যাহরন্) উচ্চারণ করিতে করিতে (মাম্) আমাকে (অনুস্মরন্) স্মরণ করিতে করিতে, (দেহং) দেহ (ত্যজন্) ত্যাগ করিয়া (যঃ) যিনি (প্রয়াতি) উৎক্রমণ করেন (সঃ) তিনি (পরমাং গতিং) দেবযানপথে ক্রমে পরমা গতি (যাতি) লাভ করেন।

১১। বেদবেত্তৃগণ যাঁহাকে অক্ষর আত্মারূপে বর্ণন করেন, ভোগাসক্তিবর্জ্জিত উচ্চ সাধকগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মসাগরে আপনার জীবাভিমানকে ডুবাইয়া দেন এবং যে প্রবেশলাভরূপ মহাসিদ্ধিকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন অর্থাৎ ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যের সহিত আহারবিহারাদির নিয়মরক্ষারূপ বহির্ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মযোগসাধনরূপ অন্তর্ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, সেই পরম পুরুষের স্বরূপ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥

১৪। অন্বয়ঃ। (যঃ) যিনি (অনন্যচেতাঃ) অনন্যচিত্ত হইয়া (সততং) সর্ব্বদা (নিত্যশঃ) চিরকাল (মাং) আমাকে (স্মরতি) চিন্তা করেন, (পার্থ) হে পার্থ। (তস্য) সেই (নিত্যযুক্তস্য) আমাকে আশ্রয় করিয়া নিত্যযুক্ত (যোগিনঃ) যোগীর পক্ষে (অহং) আমি (সুলভঃ) সুলভ।

১৫। অন্বয়ঃ। (মাং) আমাকে (উপেত্য) প্রাপ্ত হইয়া (পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ) পরমানন্দময়ী মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া (মহাত্মানঃ) নিত্যযুক্ত ভক্ত যোগিগণ (দুঃখালয়ং) দুঃখের আগারস্বরূপ (অশাশ্বতং) অনিত্য (পুনর্জন্ম) পুনর্জন্ম (ন আপ্নুবন্তি) প্রাপ্ত হন না।

১২-১৩ মনকে হৃদয়ে অর্থাৎ আত্মসাধন ভাবে অবরুদ্ধকরতঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারকেও রুদ্ধ করিয়া (কারণ মনের বহির্গতি রুদ্ধ হইলেই ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম বিফল হইয়া পড়ে) অভ্যস্ত সাধনভাব, অর্থাৎ ব্রাহ্মী গতি অবলম্বন করিলেই, প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগত হইবে। সেই অবস্থায়, 'ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি' এই স্মৃতির সহিত আমাকে স্মরণ করিতে করিতে একাক্ষর প্রণব উচ্চারণকরতঃ শরীর ত্যাগ করিলেই সাধক দেবযানপথে ক্রমে পরমা গতি লাভ করেন।

১৪। যে সাধকের চিত্ত সর্ব্বদা আমাকে অবলম্বন করিয়া থাকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মের সহিত যাঁহার ভাগবতী স্মৃতি মিলিত থাকে, তিনি সর্ব্বদাই যুক্তভাবাপন্ন। ঐরূপ যোগীর পক্ষে আমি সুলভ অর্থাৎ তিনি শরীরত্যাগকালে বিনাক্লেশেই আমার স্বরূপ হৃদয়স্থ রাখিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

১৬। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (আব্রহ্মভুবনাৎ) ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া (লোকাঃ) সমস্ত ভুবনবাসী লোক (পুনঃ আবর্ত্তিনঃ) পুনরাবৃত্ত হয়, (তু) কিন্তু (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (মাম্) আমাকে (উপেত্য) লাভ করিলে (পুনঃ জন্ম) পুনর্জন্ম (ন বিদ্যতে) হয় না।

১৭। অন্বয়ঃ। (সহস্রযুগপর্য্যন্তং) চতুর্যুগসহস্রব্যাপী (ব্রহ্মণঃ) ব্রহ্মার (যৎ অহঃ) যে দিবাভাগ, (যুগসহস্রান্তাং) ঐরূপ চতুর্যুগসহস্র পরিমিত (রাত্রিং) ব্রহ্মার রাত্রি, [যে] যাঁহারা (বিদুঃ) জানেন, (তেঃ জনাঃ) তাঁহারাই (অহোরাত্রবিদঃ) দিবারাত্রের তত্ত্বজ্ঞ।

১৫। যে মহাত্মগণ পরমা সিদ্ধির সহিত অর্থাৎ অভ্যস্ত সাধনগুণে, পূর্ণস্বরূপ, এক, অচঞ্চল ব্রহ্মসত্তাতে, আপনার জীবাভিমানরূপ মিথ্যা সত্ত্বকে মগ্ন করিয়া শরীর ত্যাগ করেন, তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের আগারস্বরূপ অনিত্য পুনর্জন্মগ্রহণ হইতে পরিত্রাণ পান।

১৬। সকাম-কর্ম্মিগণ অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার সাধকগণ ব্রহ্মার স্থিতিস্থান পর্য্যন্ত সকল লোক প্রাপ্ত হইলেও, ভোগকালান্তে পুনরায় এই লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য। কেবল যে জ্ঞানযোগিগণ দহরবিদ্যার দ্বারা যোগফলস্বরূপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন; তাঁহাদিগকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

১৭। সহস্র চতুর্যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার এক দিবাভাগ এবং পুনঃ সহস্র চতুর্যুগ পর্য্যন্ত এক রাত্রি ভাগ। এই দিবা ও রাত্রিকে যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারাই দিবারাত্রের তত্ত্বজ্ঞ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥

১৮। অন্বয়ঃ। (অহরাগমে) ব্রহ্মার দিবা উপস্থিত হইলে (অব্যক্তাৎ) তাঁহার বিরাট্ সুষুপ্তিময়ী কারণ অবস্থা অর্থাৎ অব্যক্তা ত্রিগুণা প্রকৃতি হইতে (সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ) স্থাবরজঙ্গমরূপ সমস্ত বিশ্বভাব (প্রভবন্তি) প্রাদুর্ভূত হয়। (রাত্র্যাগমে) ব্রহ্মার রাত্রি আসিলে (তত্র অব্যক্তসংজ্ঞকে এব) সেই অব্যক্ত তমোগুণেই (প্রলীয়ন্তে) তিরোহিত হয়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে এক পূর্ণযুগ বা চতুর্যুগ। এইরূপ সহস্র পূর্ণযুগে ব্রহ্মার এক দিবা বা এক কল্প ও অন্য সহস্র পূর্ণযুগে এক রাত্রি। এই দিবাই যথার্থ দিবা; কারণ এই দিবাভাগেই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রাদিপূর্ণ এই বিশ্বভাবের প্রকাশ। আর ব্রহ্মার ঐ রাত্রিই যথার্থ রাত্রি; কারণ ঐ ব্রাহ্মী রাত্রিকালে, সমস্ত বিশ্বভাবই অব্যক্ত কারণসমুদ্রে ডুবিয়া যায় ও কিছুরই প্রকাশ থাকে না। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে সূর্য্যরশ্মির প্রাপ্তিকেই দিবা ও তাহার অপ্রাপ্তিকেই রাত্রি বলি; কিন্তু ইহা যথার্থ দিবা বা রাত্রি নহে। কারণ আমাদের যখন রাত্রি, তখন এই পৃথিবীরই অন্যত্র, যেমন আমেরিকাতে দিবা; অন্যান্য লোকের ত কথাই নাই। আবার দেখ, এই রাত্রিকালে যদিও অন্ধকার হয় বটে, কিন্তু কিছুরই অপ্রকাশ থাকে না; চন্দ্রাদি গ্রহনক্ষত্র এবং আমি তুমি ইত্যাদি সমস্ত জগদ্ভাবই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এ রাত্রি রাত্রিই নহে। আর ব্রহ্মার যে রাত্রি, তাহাই যথার্থ রাত্রি; কারণ তখন কিছুরই প্রকাশ থাকে না। আমাদের সুষুপ্তিকালে যেমন কিছুরই প্রকাশ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মার সুষুপ্তিকালে সমস্ত বিশ্বভাবই অব্যক্ত তমঃসাগরে ডুবিয়া যায়। প্রভেদ এই যে, আমাদের সুষুপ্তি অল্পকালস্থায়ী এবং ব্রহ্মার সুষুপ্তি অধিককালস্থায়ী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥

১৯। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (সঃ এব অয়ং) সেই ব্যক্তি এই (ভূতগ্রামঃ) প্রাণিসমূহ (ভূত্বা ভূত্বা) পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া (রাত্র্যাগমে) ব্রহ্মার রাত্রি আসিলে (প্রলীয়তে) তিরোহিত হয়, [পুনরায়] (অহরাগমে) ব্রহ্মার জাগরণকালে (অবশঃ) অদৃষ্টাধীন হইয়া (প্রভবতি) প্রাদুর্ভূত হয়।

২০। অন্বয়ঃ। (তস্মাৎ তু অব্যক্তাৎ) পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত তমোগুণ হইতেও (পরঃ) অধিক (অন্যঃ) অন্য, (অব্যক্তঃ) ভাবরূপী গুণাতীত, (সনাতনঃ) চিরকাল সমভাবে বিদ্যমান (যঃ ভাবঃ) যে অস্তিভাবগম্য সনাতন পরমভাব, (সঃ) তাহা (সর্ব্বভূতেষু) সমস্ত জীব ও জড়ভাবের (নশ্যৎসু) বিনাশেও (ন বিনশ্যতি) নাশপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যাহা তাহাই থাকে।

১৮। ব্রহ্মার দিবা উপস্থিত হইলেই বিরাট্ সুষুপ্তিময়ী কারণাবস্থা হইতে সমস্ত বিশ্বভাব প্রকাশ পায় এবং রাত্রি আসিলেই সমস্ত অব্যক্তে অর্থাৎ কারণ-সাগরে ডুবিয়া যায়।

আমাদের সুষুপ্তিকালে যেমন ব্যষ্টি অহংজ্ঞান সমস্ত জগদ্ভাবকে লইয়া কারণে প্রবেশকরতঃ "নাস্তি"কে প্রাপ্ত হয়, সমষ্টি অহংজ্ঞানরূপী বিরাট্ বা ব্রহ্মাও তাঁহার সুষুপ্তিকালে তদ্রূপ সমস্ত বিশ্বভাবকে লইয়া কারণাভ্যন্তরে অর্থাৎ অব্যক্তা ত্রিগুণা প্রকৃতিতে প্রবেশকরতঃ "নাস্তি"কে লইয়া থাকেন।

১৯। হে পার্থ! সেই সমস্ত ভূতভাবই অর্থাৎ জ্ঞানেরই দুই মূর্ত্তি জড়-ভাব ও জীবভাব কর্ম্মের অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার দিবাভাগে প্রকাশ পায় ও রাত্রিভাগে কারণে প্রবেশ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২২॥

২১। অন্বয়ঃ। [যে ভাবকে] (অব্যক্তঃ) অব্যক্ত (অক্ষরঃ) অক্ষর (ইতি উক্তঃ) বলা হয়, (তং) তাহাকে (পরমাং গতিম্) গুণাতীতা মুক্তি (আহুঃ) বলিয়া থাকে, (যং) যে পরমভাবকে (প্রাপ্য) প্রাপ্ত হইলে (ন নিবর্ত্তন্তে) আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না, (তৎ) তাহা (মম) আমার (পরমং ধাম) পরম স্বরূপ ।

২২। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ। (ভূতানি) স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত (যস্য) যাঁহার (অন্তঃস্থানি) অভ্যন্তরে অবস্থিত, (যেন) যাঁহার দ্বারা (ইদং সর্ব্বং) এই সমস্ত (ততং) পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, (সঃ) সেই (পরঃ পুরুষঃ) পরমপুরুষ (অনন্যয়া ভক্ত্যা তু) আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারাই (লভ্যঃ) লভ্য ।

২০। ঐ অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত যে এক সনাতন পরমভাব সমভাবে বিদ্যমান তাহা সমস্ত ভূতভাবের (জীব ও জড়ভাবের) বিনাশেও নাশপ্রাপ্ত হয় না। তিনি অহমের অস্তিময় ব্যক্তি ও নাস্তিময় অব্যক্তি, জ্ঞানের এই দুই মূর্ত্তিকেই অবিচ্ছেদে দেখিতেছেন। তিনি ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন, কিন্তু ঐ উভয় ভাবের সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। এইজন্যই আত্মারূপী পরমপুরুষ অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত।

২১। সেই অব্যক্ত অক্ষর ভাবকেই সকলের গতি বলা হইয়া থাকে। ঐ পরমভাবকে আশ্রয় করিতে পারিলে অর্থাৎ ঐ উচ্চতম ভাবকে প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর ফিরিতে হয় না ; কারণ উহাই আমার স্বরূপ ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥
অগ্নির্জ্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

২৩। অন্বয়ঃ। (ভরতর্ষভ) হে অর্জ্জুন! (যত্রকালে তু) যে পথে (প্রয়াতাঃ) উৎক্রান্ত হইয়া (যোগিনঃ) কোন কোন যোগী (অনাবৃত্তিম্ যান্তি) সংসারে ফিরিয়া আসেন না (চ) এবং [কোন কোন যোগী] (আবৃত্তিং এব) [যান্তি] আবার সংসারে ফিরিয়া আসেন, (তং কালং) সেই পথ দুইটীর কথা (বক্ষ্যামি) বলিতেছি।

২৪। অন্বয়ঃ। [যত্র] যাহাতে অর্থাৎ যে পথে (অগ্নিঃ) অগ্নি (জ্যোতিঃ) জ্যোতিঃ, (অহঃ) দিবা, (শুক্লঃ) শুক্লপক্ষ, (ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্) উত্তরায়ণরূপা ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতা, (তত্র) এই কয়জন কালাভিমানিনী দেবতার পথে (প্রয়াতাঃ) গমন করিয়া (ব্রহ্মবিদঃ) ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ (ব্রহ্ম) ব্রহ্মলোকে (গচ্ছন্তি) উপস্থিত হন।

২২। হে অর্জ্জুন! এই পরমপুরুষ সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং সমস্ত ভূতভাবই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। ঐকান্তিকী ভক্তিসহ সাধন করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২৩। হে অর্জ্জুন! এইবার আমি দুইটী পন্থার কথা বলিতেছি, কোন যোগী যাহার একটীকে আশ্রয় করিয়া পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন, আর কোন যোগী অন্যটীকে আশ্রয় করিয়া আর পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন না অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

২৪। যাহাতে অর্থাৎ যে পথে অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ, ছয়মাস উত্তরায়ণ বর্ত্তমান, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ শরীরত্যাগান্তে তাহাতে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

২৫। অন্বয়ঃ। [যাহাতে] (ধূমঃ) ধূম, (রাত্রিঃ) রাত্রি (তথা) এবং (কৃষ্ণঃ) কৃষ্ণপক্ষ, (ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্) দক্ষিণায়নরূপা ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতা [আছেন], (তত্র) সে পথে (যোগী) সকাম কর্ম্মী (চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য) চন্দ্রলোকে গমন করিয়া (নিবর্ত্ততে) পুণ্যক্ষয়ে তথা হইতে ফিরিয়া আসেন।

২৬। অন্বয়ঃ। (এতে) এই (শুক্লকৃষ্ণে গতী হি) শুক্লা গতি ও কৃষ্ণা গতি (জগতঃ) সকল শাস্ত্রজ্ঞের নিকট (শাশ্বতে) নিত্য বলিয়া (মতে) অভিপ্রেত, [উভয়ের মধ্যে] (একয়া) শুক্লা গতির দ্বারা (অনাবৃত্তিং) অপুনরাগতি (যাতি) প্রাপ্ত হওয়া যায়, (অন্যয়া) কৃষ্ণা গতির দ্বারা (পুনঃ আবর্ত্ততে) সংসারে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়।

২৫। যাহাতে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ছয়মাস দক্ষিণায়ন, তাহাতে চান্দ্র-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া যোগী পুনরায় এই লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এ যোগী কোন্ যোগী ? পূর্ব্বেই তো জ্ঞানকর্ম্মযোগীর শুক্লা গতিলাভের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ; তাহা হইলে ত এ যোগী জ্ঞানকর্ম্মযোগী নহেন, সকাম কর্ম্মযোগী। যাঁহারা ভোগফললাভের কামনায়, কূপতড়াগাদিখনন, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়াদি-প্রতিষ্ঠা, আতুরাশ্রমাদিস্থাপনরূপ লোকহিতকর নানাপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান ও ক্ষমা, সত্য, সারল্য, দয়া ও ন্যায়ের সহিত সংসারকর্ম্ম সম্পাদনকরতঃ সকাম ভক্তিসহ ভগবানের পূজার্চ্চনাদি করেন, তাঁহারাই এই কর্ম্মযোগী এবং তাঁহারাই শরীর-ত্যাগান্তে এই কৃষ্ণা গতি লাভ করেন। এই কৃষ্ণা গতি তমোময়ী, অর্থাৎ ইহাতে জ্ঞানসূর্য্যের বিকাশ নাই এবং ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতভোগও নাই। ইহাতে ভোগসু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাচুর্য্য আছে বটে, কিন্তু সে ভোগ ইন্দ্রিয়ের ভোগ। ইহারা শরীরযুক্ত, কিন্তু সে শরীর তাপযুক্ত শরীর নহে, তাপমুক্ত দেবশরীর, অর্থাৎ তাহাতে রোগ-শোকাদি দুঃখভোগের উৎপাত নাই, কেবল বহুবিধ ভোগসুখে পুষ্ট। তাঁহাদের এই প্রকাশ চান্দ্রজ্যোতিবৎ ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আবার ক্রমে হ্রস্বতার দিকে নামিয়া আইসে, অর্থাৎ অধোগতি লাভ করে। আর শুক্লা গতিতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে।

২৬। এই শুক্লা ও কৃষ্ণা গতি জগতের আদি হইতেই বিদ্যমান আছে, একটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, আর অন্যটীতে হয় না। অর্থাৎ কৃষ্ণা গতিতে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ পুনরায় এই মনুষ্যশরীর ধারণ করিতে হয়, আর শুক্লা গতিতে ক্রমে ব্রহ্মানন্দময়ী মুক্তি।

২৩ হইতে ২৬ শ্লোকে শ্রীভগবান্ যোগিগণের দেহান্তে শুক্লা ও কৃষ্ণা এই দ্বিবিধা গতির উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল যোগী পঞ্চাগ্নিবিদ্যার* তত্ত্ব অবগত হইয়া দহরবিদ্যার সাধক অর্থাৎ যাঁহারা হৃদয়পুণ্ডরীকে বা ললাটে ব্রহ্মের কোন প্রতীকের ধ্যান করেন এবং যাঁহারা প্রাণোৎক্রমণকালে ব্রহ্মাকারাকারিত অহং-রূপে এই শরীরকারাগার হইতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা প্রথমোক্ত শুক্লা গতি —দেবযান—অর্চ্চিরাদিমার্গ বা উত্তরায়ণগতিতে ক্রমমুক্তির পথে গমন করেন। মৃত্যুকালে ইহাদের প্রাণ সুষুম্নাপথে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া সূর্য্যরশ্মি ধরিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। প্রথমে ইহারা অর্চ্চিরাভিমানিনী অর্থাৎ তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তথা হইতে দিবসাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। দিবসাভিমানিনী দেবতা হইতে শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে, তথা হইতে উত্তরায়ণ-ছয়মাসের

---

* চন্দ্রমণ্ডলে নির্দ্দিষ্টকাল সুখভোগ করিয়া কর্ম্মী যখন প্রচ্যুত হন, তখন যথাক্রমে আকাশ, মেঘ ও বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ধান্য, যবাদি শস্যাকারে পরিণত হন। সেই ধান্য যবাদি, রেতঃসেকসমর্থ পুরুষের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া শুক্রাকারে পরে যোষিতের গর্ভাশয়ে উক্ত রেতঃসেকসমর্থ পুরুষেরই আকৃতির অনুরূপ দেহ লাভ করে। উক্ত পঞ্চবিধ অবস্থাকে আহুতি ও তাহাদের আধারস্বরূপ দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎকে পঞ্চাগ্নি বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, তথা হইতে সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে, ক্রমে সূর্য্যকে, সূর্য্য হইতে চন্দ্রকে এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুদভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। সেই স্থানে ব্রহ্মলোক হইতে কোন অমানব পুরুষ আসিয়া উক্ত যোগিগণকে সত্য-লোকস্থ ব্রহ্মসন্নিধানে লইয়া যান। সেখানে তাঁহাদের সেই অবস্থাকেই শুক্লাবস্থা বলা হয়। সে অবস্থা তমোময়ী নহে, পূর্ণজ্ঞানময়ী। আবার সে জ্ঞানও শরীরী জীবের মত সীমাবদ্ধ জ্ঞান নহে, সে জ্ঞান বহুবিস্তৃত, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যাবতীয় লোকের ব্যাপার, যথা তাহাদের আকৃতি, স্থিতি, গতি ও যে সকল পদার্থ তাহাদের মধ্যে আছে, সমস্তই সে জ্ঞানের অন্তর্গত। আমাদের সৌর জগতের মত অগণ্য সৌর জগৎ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোলে এক এক পৃথক্ চক্ররূপে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং সেই সমস্ত সৌর জগতের সমস্ত ব্যাপার তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে দর্শন করেন। এখনই বৃহস্পতিলোকে আছেন, হঠাৎ ইচ্ছা হইল "শুক্রলোকে যাই" ; যেমন ইচ্ছার উদয়, অমনি তাহার পূরণ, অর্থাৎ তৎক্ষণেই শুক্রলোকে উপস্থিত। আবার তথা হইতে ইচ্ছা করিলেন, অরুন্ধতী বা হরিতালীক্ষেত্রে যাই, অমনি তন্মুহূর্ত্তেই তথায় উপস্থিত ; এইরূপে এই অনন্ত বিশ্বব্যাপার দর্শনের বহিরানন্দও তাঁহারা যথেচ্ছ উপভোগ করেন। ইহাই তাঁহাদের পুরস্কার। এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য, যথা—"স বা এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ; য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মান-মুপাসতে, তস্মাৎ তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি"। ছান্দো-গ্যোপনিষৎ প্রঃ ৮।খঃ১২।মঃ৫,৬।

উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে "মুক্ত জীব বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রদ্বারা এবং বিশুদ্ধ মনদ্বারা যাহা ইচ্ছা দর্শন করেন ও যাহা ইচ্ছা ভোগ করেন। তথায় ব্রহ্মলোকস্থ সেই দেবপুরুষগণ পরমাত্মারই সেবা করেন এবং সেই পরমাত্মার কৃপায় সমস্ত লোকই তাঁহাদের আয়ত্ত ও সর্ব্বপ্রকার ভোগেচ্ছাই তাঁহাদের পূর্ণ। ঐ অবস্থায় পরমাত্মার অতি সূক্ষ্মতম তত্ত্বসকল তাঁহদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিও দেবযানপথের মুক্তিপথিকগণের উক্তপ্রকার মহা পুরস্কারের ঘোষণা করিতেছেন। এই সকল মুক্ত পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মাকারাকারিত শরীরমুক্ত অহংজ্ঞানের অবস্থা কিরূপ? জ্ঞানাগ্নিপিণ্ডবৎ। সে অপূর্ব্ব জ্ঞানাগ্নির দীপ্তি অতি ভাস্কর এবং সৌরকরবৎ প্রকাশময়। সে জ্ঞানজ্যোতিঃ কখনও কোন প্রতিবন্ধের দ্বারা আবরিত হইবার নহে, তাহা দিবালোকবৎ সতত সর্ব্বপ্রকাশী। এইজন্য সে জ্ঞানের নিকটে, রাত্রিবৎ অজ্ঞানতমোভাবের আবরণী শক্তি আদৌ স্থান পায় না। সেই ব্রহ্মানন্দময় জ্ঞানাগ্নিপিণ্ডসকল অনন্ত ব্রহ্মসাগরে ভাসমান থাকিয়া অনন্ত বিশ্বব্যাপার দর্শন করেন। তাঁহাদের এই অবস্থা সগুণ মুক্তাবস্থা, কারণ তখনও অহংরূপ বিশেষত্ব আছে; যদিও সে অহং ব্রহ্মানন্দময়, তথাপি জলে ভাসমান বুদ্বুদের ন্যায় তাহাতে এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব আছে। ব্রহ্মলোকে সাধনদ্বারা উক্ত বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইয়া তাঁহারা সম্যগ্‌দর্শনের ফলে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন।

এই শরীর ধারণ করিয়া, এই উত্তরায়ণগতিকে বুঝিবার চেষ্টা করা নিরর্থক, কারণ তাহা শরীরান্তে মুক্ত মহাপুরুষগণের ভোগ্যাবস্থা। সে রাজ্যে কি আছে, বৃথা কল্পনাদ্বারা তাহার মূর্ত্তিরচনাপেক্ষা, যাহাতে যত শীঘ্র সে রাজ্যে উপস্থিত হইয়া সে আনন্দ গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করাই বিবেকবান্ পুরুষের একান্ত কর্ত্তব্য।

যে সকল সাধক পঞ্চাগ্নিবিদ্যার দ্বারা আপনাদিগকে অগ্নিময় ভাবনা করিয়া দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, ভোগকালান্তে তাঁহারা পুনরায় এই লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

আর যে সকল সকামকর্ম্মিগৃহস্থ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার দ্বারা আপনাদিগকে অগ্নিময় ভাবনা করিতে পারেন না কিন্তু নিত্যকর্ম্ম, জলাশয়াদি উৎসর্গ, অন্নসত্রাদি লোক-হিতকর কর্ম্ম এবং যথাসাধ্য উপযুক্ত পাত্রে দ্রব্য প্রদানাদিরূপ ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধূমাদিমার্গ—পিতৃযান—কৃষ্ণা গতি বা দক্ষিণায়ন-গতি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা প্রাণোৎক্রমণের পর ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। সেই ধূম হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, তথা হইতে কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা, তথা হইতে দক্ষিণায়নরূপ ছয়মাসের অভিমানিনী দেবতা, তথা হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। অন্তরীক্ষে দৃশ্যমান এই চন্দ্রমা ব্রাহ্মণগণের রাজা, তিনি দেবতাদিগের অন্ন। দেবতারা তাঁহাকে ভক্ষণ করেন। কর্ম্মিগণ ধূমাদিমার্গদ্বারা চন্দ্রের স্বরূপ প্রাপ্ত হন; তখন তাঁহারা দেবতাদিগের ভোগ্য হন অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন স্ত্রী, ভৃত্য, পুত্র, পশু প্রভৃতি তাহাদের স্বামী, প্রভু, পিতা প্রভৃতির উপভোগ্য হইলেও আনন্দে বিচরণ করিতে পারে, সেইরূপ চন্দ্রলোকেও তাঁহাদের সুখের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না, তাঁহারা দেবতাদিগের সহিত সুখে ক্রীড়া করেন। চন্দ্রলোকে তাঁহাদিগের জলময় শরীর হয়। উক্ত কর্ম্মিগণ চন্দ্রলোকের উপভোগনিমিত্ত কর্ম্মসমূহ ক্ষয় হইবামাত্র এক মুহূর্ত্তও তথায় বিলম্ব না করিয়া যে পথ দিয়া চন্দ্রমণ্ডলে গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। সেখানে তাঁহাদের শরীরের উপাদান যে জল ছিল, কর্ম্মক্ষয় হইলেই তাহা তথায় বিলীন হয়। তাঁহার পর তাহারা সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া আকাশের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধুম হইতে অভ্র বা বাষ্প, অভ্র হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হন। পৃথিবীতে পতিত হইয়া ধান্য যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষকলাই ইত্যাদিরূপে সঞ্জাত হন। এইরূপে কর্ম্মিজীব নানাস্থানে প্রবেশ করিতে এবং তথা হইতে বাহির হইতে কত দুঃখ পায়। যতদিন না সৌভাগ্যক্রমে কোন রেতঃসেকসমর্থ পুরুষের দ্বারা ভক্ষিত হয়, ততদিন বাহির হইবার কোন উপায়ই নাই। তখন পুরুষের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রেতঃরূপে পরিণত হইয়া কামিনীর গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয়। সেই রেতঃ রেতঃসেককারী পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট হয়। চন্দ্রমণ্ডলগত কর্ম্মীর চন্দ্রমণ্ডলে গমনোপযোগী কর্ম্মব্যতীত অন্য কর্ম্ম তথায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

সেই সেই কর্ম্মফলে "রমণীয়চরণ" কর্ম্মিগণ অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ব্বে পৃথিবীতে শুভ আচরণ অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা মনুষ্যের মধ্যে উচ্চ যোনি প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥২৭॥

২৭। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (এতে সৃতী) এই মার্গদ্বয় (জানন্) সম্যক্‌রূপে অবগত হইলে (কশ্চন) কোন (যোগী) যোগীই (ন মুহ্যতি) মোহ প্রাপ্ত হন না; অতএব তাঁহারা সুষুম্নারূপ প্রাণময় রশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ করিতে ইচ্ছা করেন। (তস্মাৎ) অতএব (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (সর্ব্বেষু কালেষু) সকল সময়েই (যোগযুক্তঃ) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগযুক্ত (ভব) হও।

যাহারা "কপূয়চরণ" অর্থাৎ যাহারা পূর্ব্বে অশুভ আচরণ অভ্যাস করিয়াছিল, তাহারা মনুষ্যের মধ্যে অতি নীচ শ্রেণী বা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে; এইরূপে এই সমস্ত কর্ম্মী বহুজন্মান্তে কোনরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও দহরবিদ্যা লাভকরতঃ অর্চিরাদি মার্গদ্বারা গমন করিতে পারিলে তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না।

যাহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার সেবা করে না বা লোকহিতকর কোন কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করে না, শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হয়, তাহারা দংশ মশক কীটপতঙ্গাদিজন্ম প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারী হয়, তাহারা কীটপতঙ্গাদি হইয়া অনবরত ক্লেশ অনুভব করে; যাঁহারা সংসারে নানারূপ লোকহিতকর কর্ম্ম সকামভাবে করেন, তাঁহারা পিতৃযানপথে চন্দ্রলোকে গমন করিলেও তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ এই সংসারে জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয়; যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন কিন্তু দহরবিদ্যায় অধিকারী হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিলেও সংসারে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন; যাঁহারা দহরবিদ্যার অধিকারী হন, তাঁহারা ক্রমমুক্তির পথে গমন করেন, আর যাঁহারা তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্য বিচারে সমর্থ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে তারকব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

২৮। অন্বয়ঃ। (বেদেষু) বেদাধ্যয়নে, (যজ্ঞেষু) যজ্ঞানুষ্ঠানে, (তপঃসু) তপস্যাচরণে (দানেষু চ এব) এবং দানাদি কর্ম্মে (যৎপুণ্যফলং) যে সকল পুণ্যফল (প্রদিষ্টং) পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, (ইদং) মৎকথিত এই ধ্যানযোগতত্ত্ব (বিদিত্বা) জানিয়া (যোগী) পূর্ব্বোক্ত যোগী (তৎ সর্ব্বং) সেই সমস্ত ফল (অত্যেতি) অতিক্রম করেন (চ) এবং (আদ্যং) আদ্য (পরং স্থানং) পরমপুরুষরূপ পরমেশ্বরকে (উপৈতি) প্রাপ্ত হন।

যাঁহারা নিজের সচ্চিদানন্দস্বরূপ অপরোক্ষভাবে অনুভূতি করিতে পারেন, তাঁহাদিগের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, জীবদবস্থাতেই তাঁহাদের প্রাণ ব্রহ্মে লগ্ন হয়। তাঁহারা প্রারব্ধবশে যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন জীবন্মুক্ত এবং দেহত্যাগের পর বিদেহমুক্ত হন।

২৭। হে পার্থ! ঐ উভয় প্রকার গতিরহস্য বুঝিয়া জ্ঞানযোগী ভ্রান্ত হন না অর্থাৎ সকামা ভক্তি ও সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, নিষ্কামভক্তি বা বৈরাগ্যপূর্ণ ভালবাসাসহ জ্ঞানকর্ম্মযোগাশ্রয়ে অধ্যাত্মসাধনপথে আপনাকে উন্নীত করেন। অতএব হে অর্জ্জুন! সকল সময়েই যোগযুক্ত থাকিবার অর্থাৎ ভগবল্লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হইবার অভ্যাস কর।

২৮। বেদপাঠে, যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে যে সমস্ত পুণ্যফল নির্দ্দিষ্ট আছে, জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক এই ধ্যানযোগের রহস্য বুঝিয়া সে সকল কর্ম্মফলকে অতিক্রমকরতঃ সেই পরমানন্দময় আদিস্থান প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবমোঽধ্যায়ঃ

রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (ইদং) সপ্তম অধ্যায়ে আরব্ধ সবিজ্ঞান জ্ঞানযোগই, যাহা অষ্টমাধ্যায়কথিত তারকব্রহ্মযোগ হইতে অন্য, (তু) সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তিসাধন (গুহ্যতমং) এবং অতি গোপনীয়, (বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানং) [সেই] অপরোক্ষ সাধনতত্ত্বপূর্ণ পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় (অনসূয়বে) ঈর্ষাদ্বেষশূন্য (তে) তোমাকে (প্রবক্ষ্যামি) বিশেষ করিয়া বলিব, (যৎ) যাহা (জ্ঞাত্বা) জানিলে (অশুভাৎ) দুঃখময় সংসার হইতে (মোক্ষ্যসে) পরিত্রাণ পাইবে।

২। অন্বয়ঃ (ইদং) এই সবিজ্ঞান জ্ঞানযোগ (রাজবিদ্যা) বিদ্যানিচয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবিদ্যা, (রাজগুহ্যং) অতি গোপনীয়, (উত্তমং) উৎকৃষ্ট, (পবিত্রং) অতি পবিত্র, (প্রত্যক্ষাবগমং) প্রত্যক্ষ অনুভবস্বরূপ, (ধর্ম্ম্যং) সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত, (কর্ত্তুং সুসুখং) সুখসাধ্য [এবং] (অব্যয়ং) অক্ষয়ফলপ্রদ।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার বাক্যে তুমি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্, সেইজন্য তোমাকে অতি গুপ্ত বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানোপদেশ দান করিতেছি, অর্থাৎ অপরোক্ষ সাধনতত্ত্বপূর্ণ পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলিতেছি; এই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে পারিলে এই দুঃখময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩॥

৩। অন্বয়ঃ। (পরন্তপ) হে অরিন্দম! (অস্য ধর্ম্মস্য) এই রাজযোগ-রূপ পরম ধর্ম্মে (অশ্রদ্দধানাঃ) শ্রদ্ধাহীন (পুরুষাঃ) ব্যক্তিগণ (মাম্) আমাকে —পরমাত্মভূত আমাকে (অপ্রাপ্য) না পাইয়া (মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি) মৃত্যুযুক্ত সংসারপথে (নিবর্ত্তন্তে) যাতায়াত করে।

অষ্টমাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযম করিয়া হৃদয়পুণ্ডরীকে অথবা ললাটে সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে সুষুম্নাপথে যোগীর প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও তথায় কালসহকারে সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হইলে মহাপ্রলয়ের সময় মুক্তিলাভ ঘটে। এই ক্রমমুক্তি বহুকাল-সাপেক্ষ ও অতি কষ্টসাধ্য। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ জ্ঞেয়ব্রহ্ম-নিরূপণদ্বারা সাক্ষাৎ বা সদ্যোমুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। ধ্যানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না, কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের উপায়ভূত চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। অষ্টমাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি", "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া," "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা অনন্যা ভক্তিকে ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞানের অসাধারণ হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জ্ঞান অতিশয় গোপনীয়, যেহেতু ইহাতে অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মানুভূতি হয়।

২। এই জ্ঞান সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ; রাজযোগিগণের অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মযোগি-গণের হৃদয়ের গুপ্তধন; ইহা অতি উচ্চ, অতি পবিত্র এবং আমার সাক্ষাৎ অনুভবস্বরূপ। ইহার সাধনে কোন কষ্ট নাই; ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচার-বিশিষ্ট নহে এবং ইহার ফল সদ্যোমুক্তি।

৩। হে শত্রুনাশন্! এই রাজযোগরূপ পরম ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে না পাইয়া এই জন্মমৃত্যুপূর্ণ সংসারপথে নিরন্তর ভ্রমণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥

৪। অন্বয়ঃ। (অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া) বুদ্ধির অগম্য চৈতন্যমূর্ত্তি আমার দ্বারা (ইদং সর্ব্বং জগৎ) এই সমস্ত জগৎ (ততং) ব্যাপ্ত রহিয়াছে, (সর্ব্বভূতানি) স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতভাবনিচয় (মৎস্থানি) ঐ অব্যক্ত মূর্ত্তিধারী আমাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে (চ) কিন্তু (অহং) আমি (তেষু) সেই সকল ভূতভাবকে (ন অবস্থিতঃ) আশ্রয় করিয়া অবস্থিত নহি অর্থাৎ আমি সমস্ত ভূতভাব হইতে অন্য হইয়াই রহিয়াছি।

৫। অন্বয়ঃ। (চ) অপিচ (ভূতানি মৎস্থানি ন) আমার নির্গুণ পরমেশ্বরস্বরূপে ভূতভাবের নামরূপের গন্ধমাত্রও নাই; (মে) পরম ঈশ্বর আমার (ঐশ্বরং) ঐশ্বরিক অর্থাৎ অব্যক্ত অক্ষরমূর্ত্তির (যোগং) কৌশল বা প্রভাব (পশ্য) দর্শন কর। (মম) আমার (আত্মা) অব্যক্ত অক্ষর চৈতন্যময় আত্মভাব (ভূতভাবনঃ) ভূতভাবের উৎপাদক [এবং] (ভূতভৃৎ) ভূতভাবের পালক, (চ) কিন্তু (ন ভূতস্থঃ) কোন ভূতভাবেই লিপ্ত নহে।

৪। আমার অব্যক্তমূর্ত্তিদ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। সমস্ত ভূতভাব ঐ অব্যক্তমূর্ত্তিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু আমি সে সকলে নাই। (৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)।

৫। কোন ভূতভাবই আমাতে নাই। আমার আশ্চর্য্য ঐশ্বরিক প্রভাব দর্শন কর, আমি ভূতভাবের উৎপাদক ও পালক, অথচ আমি কোন ভূতভাবেই লিপ্ত নহি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬॥
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৭॥

৬। অন্বয়ঃ। (যথা) যেমন (সর্ব্বত্রগঃ) সর্ব্বত্র গতিশীল (মহান্) মহান্ (বায়ুঃ) বায়ু (নিত্যম্) সর্ব্বদাই (আকাশস্থিতঃ) আকাশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে [অথচ আকাশ বায়ুর দ্বারা লিপ্ত নহে], (তথা) সেইরূপ (সর্ব্বাণি ভূতানি) ভূতসমূহও (মৎস্থানি) আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে [কিন্তু আমি ভূতভাবদ্বারা লিপ্ত নহি], (ইতি) ইহা (উপধারয়) জানিও।

৭। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কুন্তীনন্দন! (কল্পক্ষয়ে) প্রলয়কালে (সর্ব্বভূতানি) সমস্ত ভূতভাবই (মামিকাং) আমার (প্রকৃতিং) অব্যক্তা প্রকৃতিতে (যান্তি) প্রবেশ করে; (কল্পাদৌ) সৃষ্টিকালে (পুনঃ) পুনরায় (অহং) আমি (তানি) তাহাদিগকে (বিসৃজামি) পূর্ব্বের মত করিয়া সৃষ্টি করি।

সাক্ষিস্বরূপ আত্মভাব জাগতিক কোন ভাবের সহিত লিপ্ত নহে; অথচ আত্মভাব না থাকিলে জাগতিক কোন ভাবেরই প্রকাশ থাকিতে পারে না। ভাবমাত্রেরই অস্তিত্ব 'অহং' জ্ঞানের উপরে এবং অহমের অস্তিত্ব বোধস্বরূপ আত্মার উপরে। অহমের প্রকাশ না থাকিলে অন্য কিছুরই প্রকাশ থাকে না এবং বোধস্বরূপ আত্মা ব্যতীত অহমেরও প্রকাশ নাই। অতএব আত্মভাবই সকল ভাবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও পালন করিতেছে। কিন্তু আত্মা কিছুরই সহিত লিপ্ত নহেন, কারণ জাগতিক কোন ভাবের অস্তিত্বের সহিত তাঁহার অস্তিত্ব, বা নাস্তিত্বের সহিত তাঁহার নাস্তিত্ব ঘটে না। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, উভয় ভাবেরই অতীত, কিন্তু উদাসীন সাক্ষিভাবে উভয়ের ভাবকেই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৮॥

৮। অন্বয়ঃ। (স্বাং) নিজ (প্রকৃতিম্) অব্যক্তা প্রকৃতিকে (অবষ্টভ্য) আশ্রয় করিয়া (প্রকৃতের্বশাৎ) অবিদ্যা অর্থাৎ অভিমানপ্রসূত সংস্কারদ্বারা (অবশং) অবশ (ইমং) এই (কৃৎস্নম্) সমগ্র (ভূতগ্রামং) ভূতসকলকে (পুনঃ পুনঃ) পুনঃপুনঃ (বিসৃজামি) সৃষ্টি করি।

৬। সর্ব্বত্র গতিশীল মহান্ বায়ু যেমন আকাশকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে অথচ আকাশ বায়ুদ্বারা লিপ্ত নহে, তদ্রূপ সমস্ত ভূতভাবই আমাতে বিদ্যমান থাকিলেও আমি নির্লিপ্ত। এইরূপে আমার স্থিতিকে বুঝ।

৭। হে কুন্তীনন্দন! কল্পান্তে সমস্ত ভূতভাবই আমার অব্যক্তা প্রকৃতিতে প্রবেশ করে (যেমন মানুষের সুষুপ্তিকালে ঘটে), আবার কল্পারম্ভে (সৃষ্টিকালে) আমি তাহাদিগকে পূর্ব্বেরই মত করিয়া সৃষ্টি করি।

৮। আমি নিজ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া পুনঃ পুনঃ অবিদ্যাজাত সংস্কারদ্বারা অবশ এই ভূতভাবসকলকে সৃষ্টি করি।

চিদানন্দই ভগবানের স্বরূপ; তন্মধ্যে চিৎস্বরূপই পুরুষ, আর আনন্দই তাঁহার প্রকৃতি। এই প্রকৃতিপুরুষে কোন ভেদ নাই, নির্ব্বিশেষে একাকারে বিরাজিত। এ আনন্দ শব্দস্পর্শাদি বিষয়জনিত নহে, সুতরাং ইহাতে ভেদ নাই। এ আনন্দ পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অনুভূত হইবার নহে; অপরোক্ষ সাধনের উচ্চতম সীমায় এই পরমানন্দের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় মাত্র। এই পরমানন্দই চিৎস্বরূপ পুরুষের অব্যক্তা প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি হইতেই ভূতভাবের উৎপত্তি, অর্থাৎ এই আনন্দরূপা অব্যক্তা প্রকৃতিই বহির্ম্মুখী হইয়া অহংজ্ঞানরূপ জীবে পরিণত হয়। প্রকৃতির এই বহির্ম্মুখী গতি ত্রিগুণা, অর্থাৎ রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ বা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়বিশিষ্টা। চিৎস্বরূপ পুরুষের আনন্দরূপিণী প্রকৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥১০॥

৯। অন্বয়ঃ। (ধনঞ্জয়) হে অর্জ্জুন! (তেষু কর্ম্মসু) সেই সকল কর্ম্মে (অসক্তম্ চ) আসক্তিরহিত, স্বতন্ত্র [এবং] (উদাসীনবৎ আসীনঃ) উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত (মাং) আমাকে (তানি কর্ম্মাণি) তাহারা (ন নিবধ্নন্তি) বদ্ধ অর্থাৎ লিপ্ত করিতে পারে না।

১০। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (অধ্যক্ষেণ ময়া) সর্ব্বনিয়ামক-রূপী আমাকে আশ্রয় করিয়া (প্রকৃতিঃ) অবিদ্যারূপিণী মায়াশক্তি (সচরাচরং) স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্ব (সূয়তে) স্বয়মেব সূয়তে—স্বয়ংই প্রসব করিতেছে, (অনেন হেতুনা) এই কারণে [প্রকৃতিপ্রসূত] (জগৎ) জগৎ (বিপরিবর্ত্ততে) বিচিত্ররূপে পরিণাম লাভ করিতেছে।

জ্ঞানমূর্ত্তিতে বহিঃস্ফুরণই মায়া এবং এই জগৎ অর্থাৎ জড় ও জীবভাব এই মায়াশক্তিরই মূর্ত্তি। যাহা আদিতে ছিল না, পরেও থাকিবে না, এবং এখনও পরিণামিত্ব হেতু যাহাকে নাই বলিলেই হয়, এমন যে ভূতভাব তাহাকে মায়া বা মিথ্যা ব্যতীত আর কি বলা যাইবে?

৯। হে ধনঞ্জয়! এই সকল কর্ম্মে আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। প্রকৃতির এই সকল কর্ম্মে আমি নির্লিপ্ত, কেবল উদাসীনের ন্যায় সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছি মাত্র। কোন কর্ম্মেই আমার আসক্তি নাই।

১০। আমার সাক্ষিত্বের উপরে প্রকৃতি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বভাবকে প্রসব করে। হে অর্জ্জুন! এই বিশ্বভাবের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও লয়ের ইহাই কারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১॥

১১। অন্বয়ঃ। (মম) পরম অব্যক্ত পরম অক্ষর আমার (ভূতমহেশ্বরম্) সর্ব্বভূতনিয়ামক এক মহান্ ঈশ্বররূপী (পরং ভাবম্) পরব্রহ্মভাবকে (অজানন্তঃ) না জানিয়া (মূঢ়াঃ) অবিদ্যামুগ্ধ লোকসকল (মানুষীং তনুং আশ্রিতং) মায়ার দ্বারা মনুষ্যশরীরধারী (মাং) আমাকে (অবজানন্তি) সাধারণ মনুষ্যেরই মত জানিয়া অবজ্ঞা করে।

স্বর্ণকার যেমন একটি লৌহপিণ্ডের (ইহাকে কূট বা সাধারণ কথায় নেহাই বলে) উপরে রাখিয়া স্বর্ণের নানাপ্রকার মূর্ত্তি অর্থাৎ অলঙ্কার সকল প্রস্তুত করে, কিন্তু লৌহপিণ্ডটি যেমন ছিল তেমনই থাকে, তাহার কোন পরিবর্ত্তনই হয় না, তদ্রূপ মায়ানাম্নী প্রকৃতি সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের উপরেই জ্ঞানের অসংখ্যপ্রকার মূর্ত্তি—এই ভেদপূর্ণ জগদ্ভাবের রচনা করে। ইহাতে সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের কোন পরিণামই হয় না। এইজন্যই আত্মাকে কূটস্থচৈতন্য বা অপরিণামী পুরুষ বলে। বোধস্বরূপ পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত এই জগদ্ভাবরূপ জ্ঞানের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানেরই অসংখ্যপ্রকার মূর্ত্তি, এই জগদ্ভাব, দাঁড়াইয়া আছে বোধস্বরূপ আত্মার উপরে। এইজন্যই ভগবান্ বলিতেছেন, 'আমার সাক্ষিত্বের উপরেই প্রকৃতি এই বিশ্বভাবকে প্রসব করে' এবং এই বিশ্বভাব মায়ারূপিণী প্রকৃতি কর্ত্তৃক রচিত বলিয়াই ইহা পরিণামী ও পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়।

১১। আমার সর্ব্বভূতেশ্বর পরমভাবকে অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বভাবের একমাত্র আশ্রয়, আমার সাক্ষিস্বরূপ আত্মভাবকে বুঝিতে না পারিয়াই অজ্ঞান লোকে মনুষ্যশরীরধারী আমাকে সাধারণ মনুষ্য মনে করিয়া অবজ্ঞা করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪॥

১২। অন্বয়ঃ। [মূঢ়াঃ] অবিদ্যামুগ্ধ লোকসকল (রাক্ষসীং) হিংসাদিবহুল তামসিক, (আসুরীং) কামদর্পাদিবহুল রাজসিক (চ মোহিনীং) এবং বুদ্ধিভ্রংশ-কারী (প্রকৃতিং এব) স্বভাব (শ্রিতাঃ) আশ্রয় করিয়া (মোঘাশাঃ) নিষ্ফল-কাম; (মোঘকর্ম্মাণঃ) নিষ্ফলকর্ম্মা, (মোঘজ্ঞানাঃ) বিফলজ্ঞান, (বিচেতসঃ) বিক্ষিপ্তচিত্ত [চ ভবন্তি] হইয়া থাকে।

১৩। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে অর্জ্জুন। (মহাত্মানঃ তু) মহাত্মগণ কিন্তু (দৈবীং) সাত্ত্বিক (প্রকৃতিং) স্বভাব (আশ্রিতাঃ) আশ্রয় করিয়া (অনন্য-মনসঃ) একান্ত ভক্তিসহকারে (মাং) আমাকে (ভূতাদিম্) সর্ব্বভূতের কারণ, (অব্যয়ম্) অবিনাশী (জ্ঞাত্বা) জানিয়া (ভজন্তি) ভজনা করেন।

১৪। অন্বয়ঃ। [উক্ত মহাত্মগণ] (সততং) সর্ব্বদা (মাং) আমার (কীর্ত্তয়ন্তঃ) গুণকীর্ত্তনপরায়ণ, (যতন্তঃ চ) আমাকে পাইবার জন্য যত্নশীল, (দৃঢ়ব্রতাঃ চ) এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া (মাং) আমাকে (নমস্যন্তঃ) প্রণাম-করতঃ (ভক্ত্যা) একান্ত ভক্তির দ্বারা (নিত্যযুক্তাঃ) নিত্যই যুক্ত থাকিয়া (উপাসতে) উপাসনা করেন।

১২। আমার অন্তর্য্যামী পরমভাবকে বুঝিতে না পারাজন্যই অজ্ঞানলোকে মোহকরী, রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া বৃথা ভোগাশা তৃপ্ত করিবার জন্য হত্যাদিপূর্ণ বৃথাকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের সমস্তই বৃথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫॥

১৫। অন্বয়ঃ। (অপি চ) এবং (অন্যে) জ্ঞানযোগিগণ (জ্ঞানযজ্ঞেন) জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা (যজন্তঃ) অর্চ্চনা করিয়া (মাম্) আমার (উপাসতে) উপাসনা করেন, [তেষাম্ কেচন] তাহাদের মধ্যে কেহ (একত্বেন) একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনেন—পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ এক, এইরূপ অভেদদৃষ্টিরূপ পরমার্থভাবনাদ্বারা, [কেচন] কেহ (পৃথক্ত্বেন) উপাস্যোপাসকয়োঃ ভেদেন—আদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন স এব ভগবান্ বিষ্ণুরিত্যাদিরূপেণ অবস্থিতং ইতি—উপাস্য উপাসকের প্রভেদজ্ঞানে প্রতীক উপাসনা দ্বারা, [কেচিৎ] কেহ বা (বিশ্বতোমুখং) বিশ্বরূপ সর্ব্বাত্মা (মাম্) আমাকে (বহুধা) বহুপ্রকারেণ—বহু প্রকারে (উপাসতে) উপাসনা করেন, অর্থাৎ বিশ্বরূপস্বরূপ আমাকে নানাভাবে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন।

১৩। হে অর্জ্জুন! দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষ ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, এমন মহাত্মগণ আমার পরম সনাতন অপরিণামী আত্মভাবকে বুঝিয়া একান্ত ভক্তিসহ আমারই সাধন করেন।

১৪। উক্ত প্রকার দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন সাধকগণ সর্ব্বদাই আমার কথা বলিতে ভালবাসেন, ব্রহ্মচর্য্যসহ শমদমাদি যোগাঙ্গসকলের রক্ষণে যত্নশীল হন, প্রাণের ভক্তির সহিত আমাকে প্রণাম করেন ও সর্ব্বদাই আমার ভাবকে হৃদয়ে রাখিয়া বৈরাগ্যপূর্ণহৃদয়ে জীবিতকাল অতিবাহিত করেন।

১৫। উক্ত প্রকার ভক্তিমার্গের সাধনদ্বারা চিত্তশুদ্ধিকরতঃ জ্ঞানযোগের অধিকার লাভ করিয়া কেহ কেহ একভাবে, কেহ পৃথক্ভাবে এবং কেহ বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ বিশ্বরূপ আমাকে বহুভাবে হৃদয়ে রাখিয়া সতত যোগযুক্ত থাকেন। যখন সাধক যোগাসন গ্রহণকরতঃ নিবিষ্ট সাধনে নিযুক্ত হইয়া সেই 'একম্ অদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মসত্তাতে আপনার আমিত্বকে ডুবাইয়া দিয়া তদাকারাকারিত্ব লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্‌ ॥১৬॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌ সাম যজুরেব চ ॥১৭॥

১৬। অন্বয়ঃ। [যদি বহুভিঃ প্রকারৈঃ উপাসতে কথং ত্বামেব উপাসতে? —বহু প্রকারে উপাসনা করিলে তোমারই উপাসনা হয় কিরূপে? তদুত্তরে] (অহং) আমি (ক্রতুঃ) শ্রুতিবিহিত যজ্ঞ, (অহং) আমি (যজ্ঞঃ) স্মৃতিবিহিত যজ্ঞ, (অহং) আমি (স্বধা) পিত্রর্থে শ্রাদ্ধাদি, (অহং) আমি (ঔষধম্‌) ব্রীহি-যবাদি বা ঔষধ, (অহং) আমি (মন্ত্রঃ) স্বাহাস্বধাদি মন্ত্র, (অহম্‌ এব) আমিই (আজ্যম্‌) হোমার্থ ঘৃত, (অহং) আমি (অগ্নিঃ) অগ্নি, (অহং) আমি (হুতম্‌) হোম।

১৭। অন্বয়ঃ। (অহম্‌) আমি (অস্য জগতঃ) এই জগতের (পিতা) চেতনভাবরূপ বীজনিষেককর্ত্তা, (মাতা) ঐ বীজরূপগর্ভধারিণী প্রকৃতি (ধাতা) জগতের নিয়মরূপ শৃঙ্খলাস্থাপক, (পিতামহঃ) পিতামহ, (বেদ্যং) অবশ্য-জ্ঞাতব্য (পবিত্রম্‌) পাপনাশন (ওঙ্কারঃ) প্রণব (ঋক্‌ সাম যজুঃ এব) এবং ঋক, সাম ও যজুঃ (চ) এবং অথর্ব্ব বেদও।

করেন এবং যখন জাগতিক সমস্ত ভাবই সেই অখণ্ড ব্রহ্মসাগরে বিলীন হইয়া তাঁহার হৃদয়ে এক পরমানন্দপূর্ণ অচঞ্চল সত্তামাত্র বিদ্যমান থাকে, তখনই সাধকের একত্বসাধন। আপনি পৃথক্‌ থাকিয়া উপাস্য-উপাসকের প্রভেদজ্ঞানে ব্রহ্মরূপদর্শনই "পৃথক্‌ত্বেন" সাধন, এবং এই বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থেই ভগবানের বিকাশদর্শনই "বহুধা" সাধন। এই সাধনরহস্য সদ্‌গুরুর কৃপা লাভকরতঃ অধ্যাত্ম সাধনপথে প্রবেশলাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে জানিতে পারা যায়; নতুবা ইহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥১৯॥

১৮। অন্বয়ঃ। [অহং] আমি (গতিঃ) কর্ম্মফল, (ভর্ত্তা) পালক, (প্রভুঃ) স্বামী, (সাক্ষী) সাক্ষিস্বরূপ আত্মা, (নিবাসঃ) নিবাসস্থান, (শরণং) প্রপন্নগণের আশ্রয়, (সুহৃৎ) প্রত্যুপকার অপেক্ষা না করিয়া উপকারী, (প্রভবঃ) উৎপত্তিস্থান, (প্রলয়ঃ) লয়স্থান, (স্থানং) স্থিতিস্থান, (নিধানং) কর্ম্মফলের সঞ্চয়স্থান, (অব্যয়ম্) অপরিণামী চৈতন্যময় সনাতন (বীজম্) নিমিত্তকারণ।

১৯। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন ! (অহং) আমি [আদিত্যরূপে থাকিয়া] (তপামি) তাপদান করি, (অহং) আমি [আদিত্যরূপে থাকিয়া] (বর্ষং) গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিরূপ রস (নিগৃহ্ণামি) আকর্ষণ করি (উৎসৃজামি চ) এবং বর্ষাকালে বর্ষণ করি, (অহম্ এব) আমিই (অমৃতম্ চ) জীবন, (মৃত্যুঃ চ) মৃত্যু, (সৎ) মূর্ত্তিমান্—স্থূল (অসৎ চ) এবং অমূর্ত্ত—সূক্ষ্ম।

১৬। আমিই ক্রতু (শ্রৌত অগ্নিষ্টোমাদি,), আমিই যজ্ঞ (বৈশ্বদেবাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ), আমিই স্বধা (পিত্রর্থে শ্রাদ্ধাদি), আমিই ঔষধ (ব্রীহিযবাদি) আমিই মন্ত্র, আমিই আজ্য (হোমাদির সাধন ঘৃতাদি), আমিই অগ্নি, আমিই হুত (হোম)।

১৭। আমিই এই জগতের পিতা (চেতনভাবরূপ বীজনিষেককর্ত্তা), আমিই মাতা (ঐ বীজরূপগর্ভধারিণী প্রকৃতি), আমিই বিধাতা (জগতের নিয়মরূপ শৃঙ্খলাস্থাপক), আমিই পিতামহ, আমিই বেদ্য (জানিবার বিষয়), আমিই পাপনাশন প্রণব (ওঙ্কার) এবং আমিই চতুর্ব্বেদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥২০॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥

২০। অন্বয়ঃ। (ত্রৈবিদ্যাঃ) ত্রিবেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তি-গণ (সোমপাঃ) যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া (পূতপাপাঃ) [সন্তঃ] সকাম পুণ্যসঞ্চয়করতঃ (যজ্ঞৈঃ) অগ্নিষ্টোমাদি সকাম যজ্ঞের দ্বারা (মাম্) ইন্দ্রাদিরূপী আমাকে (ইষ্ট্বা) আরাধনা করিয়া (স্বর্গতিম্) স্বর্গগমন (প্রার্থয়ন্তে) প্রার্থনা করে, (তে) সেই সকাম সাধকগণ (পুণ্যম্) পুণ্যফলস্বরূপ (সুরেন্দ্রলোকং) ইন্দ্রলোক (আসাদ্য) প্রাপ্ত হইয়া (দিবি) স্বর্গে (দিব্যান্) মনুষ্যদুর্ল্লভ (দেব-ভোগান্) দেবভোগ্য সুখ (অশ্নন্তি) ভোগ করেন।

১৮। আমিই গতি (কর্ম্মফল), আমিই পালক, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষিস্বরূপ আত্মা, আমিই আধার, আমিই আশ্রয়, আমিই সুহৃদ্, আমিই উৎপত্তিস্থান, আমিই লয়স্থান, আমিই স্থিতিস্থান, আমিই কর্ম্মফলের সঞ্চয়স্থান, আমিই অপরিণামী মহাকারণ।

১৯। হে অর্জ্জুন! আমিই তাপদান করি, আমিই জল আকর্ষণ করি ও পুনরায় বর্ষণ করি; আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু, আমিই সৎ এবং আমিই অসৎ।

২০। যে সকল ভোগকামী অজ্ঞানলোকে ভোগকামনা চরিতার্থ করিবার জন্য, ত্রিবেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি অবলম্বনকরতঃ যজ্ঞশেষ সোমরস পানে পবিত্র হইয়া সকাম যজ্ঞদ্বারা স্বর্গভোগ প্রার্থনা করে, তাহারা সকাম পুণ্যসঞ্চয়-দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া দেবভোগ্য বহুপ্রকার সুখভোগ করে।

২১। তাহারা তাহাদের পুণ্যকর্ম্মানুরূপ নিয়মিতকাল বিশাল স্বর্গলোকে সুখভোগকরতঃ পুনরায় পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে আসিতে বাধ্য হয়। ভোগকামী সকামকর্ম্মিগণ এইরূপে ঊর্দ্ধগমন ও অধঃপতন লাভ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥

২১। অন্বয়ঃ। (তে) সেই সকাম সাধকগণ (তং) সেই কাম্যপুণ্যের দ্বারা প্রাপ্ত (বিশালং) বিশাল (স্বর্গলোকং) স্বর্গলোক (ভুক্ত্বা) ভোগকরতঃ (পুণ্যে ক্ষীণে) পুণ্যক্ষয়ে (মর্ত্ত্যলোকং) মর্ত্ত্যলোকে (বিশন্তি) প্রত্যাগত হয়, (এবং) এরূপে (ত্রয়ীধর্ম্মম্) ত্রিবেদোক্ত কাম্যকর্ম্ম (অনুপ্রপন্নাঃ) অনুষ্ঠানকারী (কামকামাঃ) ভোগকামিগণ (গতাগতং) ঊর্দ্ধগমন ও অধঃ-পতন (লভন্তে) লাভ করে।

২২। অন্বয়ঃ। (যে জনাঃ) যে সকল নিষ্কাম জ্ঞানিগণ (অনন্যাঃ) একমাত্র আমাতেই অন্তর্লক্ষ্য স্থির রাখিয়া (চিন্তয়ন্তঃ) ভাবনা করিতে করিতে (মাম্) পরমাত্মারূপী আমাকে (পর্য্যুপাসতে) পরিতঃ সর্ব্বতো ন বিচ্ছিন্নতয়া পশ্যতি—সর্ব্বত্র অখণ্ডভাবে দর্শন করেন, (নিত্যাভিযুক্তানাং) সতত আদরের সহিত মদীয় ধ্যানে নিরত (তেষাম্) সেই তত্ত্বদর্শিগণের (যোগক্ষেমং) অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর পরিরক্ষণের ভার (অহম্) আমি নিজেই (বহামি) বহন করি।

যদি কেহ মনে করেন যে, কিছুকাল ইন্দ্রিয়সুখের চরমত্ব ভোগ করাই বা মন্দ কি? তাহার উত্তরে তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করি যে, ইহাও একবার বিবেকসাহায্যে বিচার করিয়া দেখিবেন যে, অবিরত ইন্দ্রিয়সুখভোগ কত দিন ভাল লাগিতে পারে? কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহাতে বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে ও সে সুখভোগকে আর সুখ বলিয়াই জ্ঞান হইবে না। তাহার পরে পুণ্যক্ষয়ে ক্রমে ক্রমে যখন অধোগতি লাভ করিয়া এই ত্রিতাপতপ্ত মর্ত্ত্য সংসারে পুনঃ প্রবেশ করিতে হইবে, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে কি ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে, তাহাও অনায়াসেই অনুমান করিতে পারা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥

২৩। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কুন্তীনন্দন! (যে অপি ভক্তাঃ) আর যে ভক্তগণ (অন্যদেবতাঃ) ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণকে (শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ) শ্রদ্ধার সহিত (যজন্তে) পূজা করে, (তে অপি) তাহারাও (অবিধিপূর্ব্বকং) পরম্পরায় অর্থাৎ অসাক্ষাৎভাবে (মাম্ এব) আমারই (যজন্তি) উপাসনা করে।

২৪। অন্বয়ঃ। (অহং হি) আমিই (সর্ব্বযজ্ঞানাং) শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত সমস্ত যজ্ঞের (ভোক্তা চ) দেবতারূপে ভোগকর্ত্তা (প্রভুঃ এব চ) এবং ফলদাতা, (তু) কিন্তু (তে) উক্তপ্রকার ভক্তগণ (মাম্) আমাকে (তত্ত্বেন) স্বরূপতঃ (ন অভিজানন্তি) জানে না, (অতঃ) এই কারণেই (চ্যবন্তি) শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়।

২২। সতত আমাতেই অন্তর্লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যে নিষ্কাম জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণ প্রাণের ভক্তির সহিত আমার সাধনে নিযুক্ত থাকেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্তগণের যোগক্ষেম আমিই বহন করি অর্থাৎ তাঁহাদের অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণের ভার আমিই গ্রহণ করি।

২৩। হে কুন্তীনন্দন! যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাসহ অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারা আমারই পূজা করে। তবে সে পূজা বিধিপূর্ব্বক হয় না, কারণ তাহা অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎভাবে আমাতে প্রযুক্ত না হইয়া পরোক্ষ বা অসাক্ষাৎভাবে আমাতেই প্রযুক্ত হয়।

২৪। সমস্ত যজ্ঞেরই ভোক্তা ও প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা আমি। আমার যথার্থ তত্ত্ব না জানা হেতুই, অজ্ঞান লোকে, সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এই সংসারেই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে বাধ্য হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭॥

২৫। অন্বয়ঃ। (দেবব্রতাঃ) দেবতাভক্তগণ (দেবান্) দেবভাব (যান্তি) প্রাপ্ত হয়, (পিতৃব্রতাঃ) শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণগণ (পিতৄন্) পিতৃলোকের ভাব (যান্তি) প্রাপ্ত হয়, (ভূতেজ্যাঃ) ভূতপূজকগণ (ভূতানি) ভূতভাব (যান্তি) প্রাপ্ত হয়, (মদ্‌যাজিনঃ অপি) এবং আমার পূজাপরায়ণ ভক্তেরা (মাম্ যান্তি) আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়।

২৬। অন্বয়ঃ। (যঃ) যিনি (মে) আমাকে (ভক্ত্যা) ভক্তিসহকারে (পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং) পত্র, পুষ্প, ফল বা জল (প্রযচ্ছতি) প্রদান করেন, (অহম্) আমি (প্রযতাত্মনঃ) সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির (ভক্ত্যুপহৃতম্) ভক্তি-পূর্ব্বক নিবেদিত (তৎ) সেই সমস্ত (অশ্নামি) গ্রহণ করি।

২৭। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে অর্জ্জুন! (যৎ) যাহা কিছু (করোষি) কর্ম্ম কর, (যৎ) যাহা কিছু (অশ্নাসি) ভোজন কর, (যৎ) যাহা কিছু (জুহোষি) হোম কর, (যৎ) যাহা কিছু (দদাসি) দান কর, (যৎ) যাহা কিছু (তপস্যসি) ব্রহ্মচর্য্য কর, (তৎ) সে সমস্ত (মদর্পণং) ময়ি অর্পিতং যথা স্যাৎ তথা—আমাতেই নিবেদন (কুরুষ্ব) কর।

২৫। দেবযাজিগণ, দেবভাব, পিতৃযাজিগণ পিতৃভাব, ভূতযাজিগণ ভূতভাব, এবং আমার সাধকগণ আমারই ভাব প্রাপ্ত হন।

২৬। কোন নির্ম্মলান্তঃকরণ, নিষ্কাম, ভক্তিমান্ সাধক ভক্তির সহিত আমার উদ্দেশ্যে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল নিবেদন করিলে, সেই ভক্তিপূর্ণ নিবেদন আমি গ্রহণ করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

২৮। অন্বয়ঃ। (এবং) এইরূপে (শুভাশুভফলৈঃ) শুভাশুভফলরূপ (কর্ম্মবন্ধনৈঃ) কর্ম্মবন্ধন হইতে (মোক্ষ্যসে) মুক্ত হইবে; (সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা) কর্ম্মফলসমর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত [সুতরাং] (বিমুক্তঃ) জীবন্মুক্ত হইয়া [এই শরীরে এবং দেহান্তেও] (মাম্) আমাকে (উপৈষ্যসি) লাভ করিবে।

২৯। অন্বয়ঃ। (অহং) আমি (সর্ব্বভূতেষু) সর্ব্বভূতে (সমঃ) সমদর্শী [অতএব] (মে) আমার (দ্বেষ্যঃ) অপ্রিয় (প্রিয়ঃ) [কিংবা] প্রিয় (ন অস্তি) নাই; (যে তু) কিন্তু যাঁহারা (মাম্) আমাকে (ভক্ত্যা) ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে (ভজন্তি) ভালবাসেন, (তে) সেই ভক্তগণ (ময়ি) আমাতেই [থাকেন অর্থাৎ আমাকেই সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করেন], (অহং অপি চ) আমিও (তেষু) সেই সকল ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাই।

২৭। হে অর্জ্জুন! তুমি ও যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু ভোজন করিবে, যাহা কিছু দান করিবে, যাহা কিছু হোম করিবে, যাহা কিছু ব্রহ্মচর্য্য করিবে, সমস্তই আমাতে ঐরূপে নিবেদন করিবে।

এই নিবেদন বড় কঠিন ব্যাপার। মাত্র বাক্যে "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" ব'লিলেই এ নিবেদন সাধিত হয় না। ইহা তো একটা অভিনয়মাত্র। যে নির্ম্মলান্তঃকরণ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধক সর্ব্বত্রই ব্রহ্মসত্তাকে দেদীপ্যমান দেখিতেছেন, যাঁহার নিকটে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সেই ভগবানেরই মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছে, যিনি একটী প্রস্ফুটিত কুসুমে ভগবন্মূর্ত্তির বিকাশ দেখিয়া আনন্দাশ্রুগলিতনয়নে উন্মত্তভাবে তাহাকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করেন এবং ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া অনন্ত ব্রহ্মসাগরে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, এইরূপ উচ্চ সাধকই স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরকৃত সমস্ত কর্ম্মরূপ তরঙ্গোৎক্ষেপকে ভগবানে অর্পণ বা প্রশান্ত ভগবৎসমুদ্রে নিমজ্জিতকরণে সক্ষম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥

৩০। অন্বয়ঃ। (চেৎ) যদি (সুদুরাচারঃ অপি) অতি দুরাচার ব্যক্তিও (অনন্যভাক্) অন্যাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক (মাং) আমাকেই (ভজতে) ভজনা করে, [তাহা হইলে] (সঃ) সেই ব্যক্তিকেও (সাধুরেব) সাধুই (মন্তব্যঃ) বলিয়া জানিবে, (হি) যেহেতু (সঃ) সেই ব্যক্তি (সম্যক্ ব্যবসিতঃ) শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়বান্ অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠাসম্বন্ধে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন।

৩১। অন্বয়ঃ। (ক্ষিপ্রং) [অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও আমার ভজনের মহিমাদ্বারা] শীঘ্র (ধর্ম্মাত্মা) পবিত্রান্তঃকরণ (ভবতি) হয়, [ততঃ চ] সাধনদ্বারা পরে (শশ্বৎ) নিত্য (শান্তিং) বিষয়ভোগ-স্পৃহা-নিবৃত্তিরূপা পরমা শান্তি (নিগচ্ছতি) প্রাপ্ত হয়; (কৌন্তেয়) হে অর্জ্জুন! (মে) আমার (ভক্তঃ) ভক্ত (ন প্রণশ্যতি) বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হয় না, [ইতি] ইহা (প্রতিজানীহি) নিশ্চিত জানিও।

২৮। সন্ন্যাসযোগযুক্ত অর্থাৎ অধ্যাত্মসাধনবলে যিনি ব্রাহ্মী স্থিতিতে আপনাকে স্থাপিত করিয়া সঙ্কল্পরহিতহৃদয়ে, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখাবৎ অচঞ্চলা প্রজ্ঞারূপে জ্বলিতে সক্ষম, এমন নির্ম্মলহৃদয় সাধক শরীরের কৃত সমস্ত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমাকে লাভ করেন। এইরূপ সাধকই ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিতে পারেন।

২৯। আমি সর্ব্বভূতেই অভিন্নদর্শী; সুতরাং আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই। যে নির্ম্মলহৃদয় সাধকগণ ভক্তিপূর্ণ অন্তরে আমাকে সতত হৃদয়ে রাখেন, তাঁহারা আমাকেই সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং আমিও তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥

৩২। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (স্ত্রিয়ঃ) বেদাধ্যয়নাদি-শূন্যতয়া নিকৃষ্টাঃ—বেদাধ্যয়নাদি না থাকায় অনধিকারী স্ত্রীগণ, (বৈশ্যাঃ) কৃষ্যাদিমাত্ররতাঃ —কেবল কৃষিকর্ম্মাদিনিরত বৈশ্যগণ, (তথা শূদ্রাঃ) অধ্যয়নাদ্যভাবেন পরমগত্য-যোগ্যাঃ—অধ্যয়নাদি না থাকায় পরমগতির অযোগ্য শূদ্রগণ, (অপি যে) এমন কি যাহারা (পাপযোনয়ঃ স্যুঃ) বর্ণসঙ্কর, (তে অপি) তাহারাও (মাং) আমাকে (ব্যাপাশ্রিত্য) শরণম্ আগত্য—আমার শরণগ্রহণ করিলে (পরাং গতিম্) পরমা গতি (যান্তি) প্রাপ্ত হয়।

৩৩। অন্বয়ঃ। (পুণ্যাঃ) পবিত্রান্তঃকরণ (ব্রাহ্মণাঃ) যথার্থ ব্রাহ্মণগণ (ভক্তাঃ) ভক্ত (রাজর্ষয়ঃ) ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ [পরমা গতি প্রাপ্ত হন], [ইতি] ইহা (কিং) কি (পুনঃ) পুনরায় [বাচ্যং] বলিতে হইবে? [অতঃ] অতএব (অনিত্যং) ক্ষণভঙ্গুর (অসুখং) দুঃখময় (ইমং লোকং) মানবজীবন (প্রাপ্য) পাইয়া (মাম্) আমাকে (ভজস্ব) ভজন কর।

৩০। অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্যাসক্তি পরিত্যাগকরতঃ আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া আমার সাধনে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সৎসঙ্কল্পজন্য, সে ব্যক্তি তখন হইতে সাধুরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য অর্থাৎ অন্যে না স্বীকার করিলেও, আমি তাহাকে সাধুরূপে গ্রহণ করি।

৩১। সে ব্যক্তি শীঘ্রই পবিত্রান্তঃকরণ হয় এবং সাধনদ্বারা শেষে পরমা শান্তি লাভ করে। হে অর্জ্জুন! নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত সাধক কখনও বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ অধোগতি লাভ করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ

৩৪। অন্বয়ঃ। (মন্মনাঃ ভব) তোমার মনকে আমাতেই রাখ; (মৎ ভক্তঃ) [ভব] ভালবাসা আমাতেই অর্পণ কর, (মদ্‌যাজী) [ভব] আমার পূজাপরায়ণ হও, (মাং) আমাকে (নমস্কুরু) নমস্কার কর। (মৎপরায়ণঃ) ভগবৎপরায়ণ হইয়া (আত্মানং) আপনাকে অর্থাৎ অন্তঃকরণকে [ময়ি] আমোতে (এবম্) এই প্রকারে (যুক্ত্বা) যুক্ত রাখিতে পারিলে (মাম্ এব) আমাকেই (এষ্যসি) প্রাপ্ত হইবে।

৩২। হে অর্জ্জুন! অনন্যাসক্তহৃদয়ে আমাকে আশ্রয় করিতে পারিলে অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে আমার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া বৈরাগ্য ও ভক্তিসহ আমার সাধনে নিযুক্ত হইলে বর্ণসঙ্কর, স্ত্রী বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলেই পরমা গতি লাভ করিতে পারে।

৩৩। পবিত্রান্তঃকরণ (ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরতঃ মোহমুক্তহৃদয়, যথার্থ) ব্রাহ্মণগণ ও ভক্ত ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণের কথা আর কি বলিব? অর্থাৎ যখন বর্ণসঙ্কর, স্ত্রী ও শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেই আমার সাধানদ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারে, তখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যে হইবে, তাহা কি আর বলিতে হয়? অতএব তুমি এই ক্ষণভঙ্গুর দুঃখময় মানবজীবন আমার সাধনেই অতিবাহিত কর।

৩৪। তোমার মনকে আমাতেই রাখ, ভালবাসা আমাতেই অর্পণ কর, তোমার কর্ম্ম সকল আমিময় হউক, এবং তোমার মস্তক আমার প্রণামে অবনত থাকুক। এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে আমাতেই যুক্ত রাখিতে পারিলে, আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমোহধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (মহাবাহো) হে মহাবীর! (ভূয়ঃ এব) উক্তমপি দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ—পূর্ব্বে ইহা কথিত হইলেও দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া আমার ধ্যানসুগমার্থ বিস্তারিতভাবে পুনরায় (মে) আমার (পরমং) প্রকৃষ্ট (বচঃ) বাক্য (শৃণু) শ্রবণ কর, (প্রীয়মাণায়) আমার বাক্যে তৃপ্তিলাভ করিতেছ বলিয়া (যৎ) যাহা (তে) তোমাকে (অহম্) আমি (হিতকাম্যয়া) তোমার মঙ্গলার্থ (বক্ষ্যামি) বলিতেছি।

২। অন্বয়ঃ। (সুরগণাঃ) দেবতাগণ (মহর্ষয়ঃ চ) এবং মহর্ষিগণও (মে) আমার (প্রভবং) প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং ইতি নানা বিভূতিতে আবির্ভাব যে কি প্রকার তাহা (ন বিদুঃ) জানেন না (হি) যেহেতু (অহং) আমি (দেবানাং) দেবতাগণের (মহর্ষীণাঞ্চ) এবং মহর্ষিদিগেরও (সর্ব্বশঃ) সর্ব্বপ্রকারে অর্থাৎ উৎপাদকরূপে, বুদ্ধ্যাদির প্রবর্ত্তকরূপে এবং নিমিত্ত ও উপাদানকারণরূপে (আদিঃ) আদিকারণ।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবীর! পুনরায় সোপাধিক-ব্রহ্মজ্ঞানের পরম উপায়স্বরূপ বিভূতিবিষয়ক বিস্তারিত জ্ঞানসম্বন্ধে আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুমি আমার বাক্যে তৃপ্তিলাভ করিতেছ, সেই জন্যই তোমার মঙ্গলার্থ বলিতেছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫॥

৩। অন্বয়ঃ। (যঃ) যিনি (মাম্) আমাকে (অজং) জন্মরহিত (অনাদিং) অনাদি (লোকমহেশ্বরম্ চ) এবং সমস্ত বিশ্বেরই ঈশ্বররূপে (বেত্তি) জানেন, (সঃ) তিনি (মর্ত্ত্যেষু) জীবগণের মধ্যে (অসংমূঢ়ঃ) অভ্রান্তজ্ঞান (সর্ব্বপাপৈঃ) এবং সর্ব্বপাপ হইতে (প্রমুচ্যতে) পরিত্রাণ লাভ করেন।

৪-৫। অন্বয়ঃ (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি, (জ্ঞানম্) জ্ঞান, (অসংমোহঃ) বিবেক-পূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি (ক্ষমা) অন্যকর্ত্তৃক পীড়নে বা তিরস্কারে ক্ষমতা সত্ত্বেও দণ্ডদান না করা, (সত্যং) যথার্থভাষণ, (দমঃ) বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহ, (শমঃ) অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, (সুখং) আহ্লাদ, (দুঃখং) সন্তাপ, (ভবঃ) উৎপত্তি, (অভাবঃ) লয়, (ভয়ম্) ভয়, (অভয়ং এব চ) অভয়, (অহিংসা) পরপীড়নাভাব, (সমতা) সর্ব্বভূতেই সমদৃষ্টি রক্ষা বা ইষ্টানিষ্ট-রাগদ্বেষাদিরহিত অবস্থা, (তুষ্টিঃ) সন্তোষ, (তপঃ) ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক শরীরপীড়ন, (দানং) ন্যায়ার্জ্জিত অর্থের সৎপাত্রে সমর্পণ, (যশঃ) সৎকীর্ত্তি, (অযশঃ) অপযশ, [এতে] এই (ভূতানাং) প্রাণি-গণের (পৃথগ্ বিধাঃ) পৃথক্ পৃথক্ (ভাবাঃ) ভাবতরঙ্গসকল (মত্তঃ এব) আমা হইতেই (ভবন্তি) স্ফুরিত হয়।

২। আমার বিকাশ যে কি প্রকার, তাহা ঋষিগণ ও দেবতাগণের মধ্যেও কেহই জানেন না; সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণের আমিই আদিকারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

৬। অন্বয়ঃ। (সপ্ত মহর্ষয়ঃ) মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, (পূর্ব্বে চত্বারঃ) সনকাদি চারি জন মহামহর্ষি (তথা) এবং (মনবঃ) স্বায়ম্ভূবাদি চতুর্দ্দশ মনু, [এতে] ইহারা (মদ্ভাবাঃ) আমার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া (মানসাঃ জাতাঃ) আমার সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; (লোকে) এই লোকে (ইমাঃ) স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীবগণ (যেষাং) যাঁহাদের (প্রজাঃ) প্রজা অর্থাৎ সন্তানসন্ততি এবং শিষ্যপ্রশিষ্যাদি।

৭। অন্বয়ঃ। (যঃ) যিনি (মম) আমার (এতাং) পূর্ব্বোক্ত (বিভূতিং) ঐশী শক্তির বিস্তার, (যোগম্ চ) যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ যোগঃ—যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্য এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব (তত্ত্বতঃ) যথার্থরূপে (বেত্তি) জানেন, (সঃ) তিনি (অবিকম্পেন) অচঞ্চল (যোগেন) সমাধিদ্বারা (যুজ্যতে) যুক্ত হন; (অত্র) ইহাতে (সংশয়ঃ) সংশয় (ন) নাই।

৩। যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত ও সমস্ত বিশ্বেরই ঈশ্বররূপে জানেন, তিনি জীবগণের মধ্যে অভ্রান্তজ্ঞানী এবং সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

৪-৫। বুদ্ধি (সূক্ষ্মাদি, অর্থবোধের জন্য অন্তঃকরণের সামর্থ্য,) জ্ঞান (চিত্ত ও বিবেকের দ্বারা অর্জ্জিত ধারণাসমষ্টি), অসংমোহঃ (অব্যাকুলভাব), ক্ষমা, সত্য, দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), শম (মনোনিগ্রহ), সুখ, দুঃখ, ভব (উৎপত্তি), অভাব (লয়), ভয়, অভয়, অহিংসা (ইত্যাদি পরপীড়নাভাব), সমতা (সর্ব্বভূতেই সমদৃষ্টিরক্ষা), তুষ্টি (যে অবস্থাই আসুক তাহাতেই আনন্দ), তপঃ (সংযম ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥

৮। অন্বয়ঃ। (অহং) আমিই (সর্ব্বস্য) সকলের (প্রভবঃ) উৎপত্তিস্থান, (মত্তঃ) আমাহইতেই (সর্ব্বং) সমস্ত জগৎ (প্রবর্ত্ততে) প্রবর্ত্তিত হয়, (ইতি) ইহা (মত্বা) জানিয়া (বুধাঃ) বিবেকিগণ (ভাবসমন্বিতাঃ) প্রীতিযুক্ত [সন্তঃ] হইয়া (মাং) আমাকে (ভজন্তে) ভজনা করেন।

৯। অন্বয়ঃ। (মচ্চিত্তাঃ) মদেকনিষ্ঠ, (মদ্গতপ্রাণাঃ) মদর্পিতজীবন ভক্ত সাধকগণ (মাং) আমার তত্ত্ব (পরস্পরং) পরস্পর পরস্পরকে (বোধয়ন্তঃ) বুঝাইয়া (চ) এবং (নিত্যং) সর্ব্বদা (কথয়ন্তঃ) আমার কথায় নিযুক্ত থাকিয়া (তুষ্যন্তি চ) তৃপ্তিলাভ করেন, (রমন্তি চ) এবং পরমানন্দ লাভ করেন।

নিয়মাদি পালনসহ ব্রহ্মযোগসাধনরূপ ব্রহ্মচর্য্য কিংবা রাজস সকাম কষ্টগ্রহণ, যেমন গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তন্মধ্যে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকা কিংবা দারুণ শীতকালে জলমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া জপাদি করা, ইত্যাদি অজ্ঞানকৃত আসুরাচরণ), দান, যশ, অপযশ প্রভৃতি যে সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবতরঙ্গ প্রাণিগণের মধ্যে লক্ষিত হয়, সে সমস্ত আমাহইতেই স্ফুরিত।

৬। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, এই সপ্তমহর্ষি এবং তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনৎকুমার, এই চারিজন মহামহর্ষি, স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি, এই চতুর্দ্দশ মনু ইঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজঃ তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

১০। অন্বয়ঃ। (সততযুক্তানাং) নিত্যযুক্ত, (প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং) সানন্দে আমার সাধনে রত (তেষাম্) সেই ভক্ত সাধকগণকে (তং) সেই (বুদ্ধিযোগং) নির্ম্মল জ্ঞানযোগ (দদামি) দান করি, (যেন) যাহার প্রভাবে (তে) তাঁহারা (মাম্) আমাকে (উপযান্তি) লাভ করিয়া থাকেন।

১১। অন্বয়ঃ। (তেষাম্) সেই ভক্ত সাধকগণের প্রতি (অনুকম্পার্থম্ এব) অনুগ্রহার্থই (অহম্) আমি (আত্মভাবস্থঃ) বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত [সন্] থাকিয়া (ভাস্বতা) দীপ্তিশীল (জ্ঞানদীপেন) জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা (অজ্ঞানজং) অজ্ঞানজনিত (তমঃ) অন্ধকার (নাশয়ামি) বিনষ্ট করি।

সকলেই আমার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া আমার সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং এই লোকসকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

৭। আমার এই সকল বিভূতি, অর্থাৎ কোন্ কোন্ জীবভাবের ব্যক্তিতে আমার ঐশী শক্তির বিস্তার এবং আমার যোগরহস্য, অর্থাৎ সমস্ত জীবভাবের সহিত আত্মারূপী আমার সম্বন্ধ কি প্রকার, সেই জীবাত্মসংযোগ যিনি তত্ত্বের সহিত অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারায় বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই জ্ঞানযোগীই পরম অচঞ্চল যোগে যুক্ত হইতে অর্থাৎ দেহাভিমানমুক্ত ও ব্রহ্মাকারাকারিত অচঞ্চল প্রজ্ঞাস্বরূপে জ্বলিতে সক্ষম; ইহাতে কোন সংশয় নাই।

৮। আমিই সকলের উৎপত্তিস্থান এবং সমস্ত বিশ্বভাবপ্রবাহ আমা হইতেই উঠিয়া অনন্ত মূর্ত্তিতে ছুটিতেছে। বিবেকী ও ভক্তিমান্ সাধকগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥

১২-১৩। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (ভবান্) আপনি (পরং ব্রহ্ম) পরব্রহ্ম, (পরং) পরম (ধাম) আশ্রয় (পরমং পবিত্রং) [এবং] পরম পবিত্র; (সর্ব্বে ঋষয়ঃ) সকল ঋষি, (দেবর্ষিঃ নারদঃ) দেবর্ষি নারদ (তথা অসিতঃ) এবং অসিত, (দেবলঃ) দেবল (ব্যাসঃ) [চ] এবং ব্যাসদেব (ত্বাং) আপনাকে (শাশ্বতং) নিত্য (পুরুষং) পুরুষ, (দিব্যম্) স্বপ্রকাশ (আদিদেবম্) আদি দেব, (অজং) জন্মরহিত, (বিভুম্) সর্ব্বব্যাপক (আহুঃ) বলিয়া থাকেন (চ) এবং (স্বয়ং এব) আপনিও (মে) আমাকে (ব্রবীষি) [ঐরূপই] বলিতেছেন।

এই রহস্যকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সর্ব্বাধার ও সর্ব্বকারণস্বরূপ আমাতেই একান্ত অনুরক্ত হন।

৯। আমিগতপ্রাণ ও আমিগতজ্ঞান ভক্ত সাধকগণ পরস্পর পরস্পরকে আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন ও পরস্পরে আমার কথাতেই নিযুক্ত থাকিয়া পরমা তৃপ্তি লাভকরতঃ আমার ভাবেই মিলিত থাকেন।

১০। সানন্দে আমার সাধনে রত ও সর্ব্বদাই আমার ভাবযুক্ত সেই ভক্ত সাধকগণকে আমিই নির্ম্মল জ্ঞানযোগ দান করি, যাহার প্রভাবে তাঁহাদিগের হৃদয়ে আমার নির্ম্মল সত্তা উদ্ভাসিত হয়।

১১। সেই ভক্ত সাধকগণের প্রতি কৃপাবশ হইয়া, আমি তাঁহাদের সাধনরত অন্তঃকরণবৃত্তিতে জ্ঞানদীপরূপে প্রজ্বলিত হই ও অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া আমার নির্ম্মল সত্তাকে প্রস্ফুরিত করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৰ্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫॥
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥

১৪। অন্বয়ঃ। (কেশব) হে কেশব! (মাং) আমাকে (যৎ) যাহা (বদসি) বলিলেন (এতৎ সর্ব্বং) এই সমস্ত (ঋতং) সত্য বলিয়া (মন্যে) স্বীকার করিতেছি, (হি) যেহেতু (ভগবন্) হে ভগবন্! (তে) আপনার (ব্যক্তিং) প্রভাব (দেবাঃ) দেবগণ [চ] ও (দানবাঃ) দানবগণ (ন বিদুঃ) জানেন না।

১৫। অন্বয়ঃ। (পুরুষোত্তম) হে পুরুষোত্তম! (ভূতভাবন) হে প্রাণিগণের জন্মদাতা! (ভুতেশ) হে সর্ব্বজীবের নিয়ামক! (দেবদেব) হে দেবাদিদেব! (জগৎপতে) হে বিশ্বপতে! (ত্বং) আপনি (স্বয়ম্ এব) নিজেই (আত্মনা) আত্মানুভূতিদ্বারা (আত্মানং) আপনাকে (বেত্থ) জানেন।

১২-১৩। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আপনি পরব্রহ্ম, পরম আশ্রয় এবং পরম পবিত্র। সমস্ত ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব আপনাকে অপরিণামী, স্বপ্রকাশ, আদিদেব, জন্মরহিত, সর্ব্বব্যাপক পুরুষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আপনিও নিজতত্ত্ব আমাকে ঐরূপেই বুঝাইতেছেন।

১৪। হে কেশব! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য। আপনার প্রভাব দেবতা ও দানবগণের মধ্যে কেহই জানেন না।

১৫। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ্বর! হে বিশ্বপতে! হে দেবাদিদেব। একমাত্র আপনিই আত্মানুভূতিদ্বারা আপনাকে জানেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥১৭॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন ।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥১৮॥

১৬। অন্বয়ঃ। (ত্বং) আপনি (যাভিঃ) যে সকল (বিভূতিভিঃ) বিভূতিদ্বারা (ইমান্ লোকান্) এই সমস্ত লোক (ব্যাপ্য) ব্যাপিয়া (তিষ্ঠসি) বিরাজ করিতেছেন, (দিব্যাঃ হি) [সেই] অত্যদ্ভুত (আত্মবিভূতয়ঃ) নিজ বিভূতিসকল (অশেষেণ) সম্যক্‌রূপে (বক্তুম্ অর্হসি) বলুন।

১৭। অন্বয়ঃ। (যোগিন্) হে মহাযোগেশ্বর! (সদা পরিচিন্তয়ন্) সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া (ত্বাম্) আপনাকে (অহম্) আমি (কথম্) কি প্রকারে (বিদ্যাং) জানিব? (ভগবন্) হে ভগবন্! (ময়া) আমি (কেষু কেষু) কোন্ কোন্ (ভাবেষু) পদার্থরূপে (চিন্ত্যঃ অসি) আপনাকে চিন্তা করিব?

১৮। অন্বয়ঃ। (জনার্দ্দন) হে জনার্দ্দন! (আত্মনঃ) আপনার নিজ (যোগং) যোগ (বিভূতিম্ চ) এবং বিভূতি (বিস্তরেণ) সবিস্তারে (ভূয়ঃ) সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে উক্ত হইলেও পুনরায় (কথয়) বলুন; (হি) যেহেতু (অমৃতং) আপনার বাক্যসুধা (শৃণ্বতঃ) শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করিয়া (মে) আমার (তৃপ্তিঃ) আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি (ন অস্তি) হইতেছে না।

১৬। আপনার যে বিভূতিদ্বারা আপনি এই সমস্ত লোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই বিভূতি সকল আমাকে বলুন।

১৭। হে মহাযোগেশ্বর! সতত আপনাকে কি প্রকারে কোন্ কোন্ রূপে, এবং কি কি ভাবে দেখিব, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥

১৯। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (হন্ত) ইদানীং (কুরুশ্রেষ্ঠ) হে অর্জ্জুন! (দিব্যাঃ) অলৌকিক (আত্মবিভূতয়ঃ) আমার বিভূতি (প্রাধান্যতঃ) সংক্ষেপে (তে) তোমাকে (কথয়িষ্যামি) বলিতেছি; (হি) কারণ (মে) আমার (বিস্তরস্য) বিভূতিসমূহের (অন্তঃ) শেষ (ন অস্তি) নাই।

২০। অন্বয়ঃ। (গুড়াকেশ) হে জিতনিদ্র! (অহং) আমি (সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ) সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত (আত্মা) প্রত্যক্‌চৈতন্য; (অহং) আমি (ভূতানাম্) সর্ব্বভূতের (আদিঃ চ) উৎপত্তি, (মধ্যং চ) স্থিতি (অন্তঃ এব চ) এবং লয়।

১৮। হে জনার্দ্দন! আপনার নিজযোগ ও বিভূতির তত্ত্বসকল সবিস্তারে আমাকে পুনরায় বলুন। আপনার বাক্যসুধা পান করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না অর্থাৎ শ্রবণেচ্ছা আরও প্রবল হইতেছে।

১৯। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! আমার অনন্ত বিভূতির সংখ্যা নাই; তবে এক্ষণে তোমাকে কয়েকটী প্রধান প্রধান বিভূতির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

২০। হে জিতনিদ্র! আমি সর্ব্বভূতেই আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত আমি অর্থাৎ আমা হইতেই সমস্ত ভূতভাবের উৎপত্তি, আমাতেই স্থিতি ও আমাতেই লয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩॥

২১। অন্বয়ঃ। (অহং) আমি (আদিত্যানাম্) দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে (বিষ্ণুঃ) বিষ্ণুনামা আদিত্য; (জ্যোতিষাম্) জ্যোতিষ্মান্ পদার্থগণের মধ্যে (অংশুমান্) কিরণমালী (রবিঃ) সূর্য্য, (মরুতাম্) মরুৎগণের মধ্যে (মরীচিঃ) মরীচিনামক বায়ু; (নক্ষত্রাণাম্) নক্ষত্রগণের অধিপতি (অহং) আমি (শশী) চন্দ্র।

২২। অন্বয়ঃ। [অহং] আমি (বেদানাং) বেদসকলের মধ্যে (সামবেদঃ অস্মি) সামবেদ, (দেবানাম্) দেবতাগণের মধ্যে (বাসবঃ অস্মি) আমি ইন্দ্র, (ইন্দ্রিয়াণাং) ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে (মনঃ চ অস্মি) আমি মন, (ভূতানাম্) ভূতগণের অন্তরে (চেতনা অস্মি) চেতনা নাম্নী বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানশক্তিই আমি।

২৩। অন্বয়ঃ। (রুদ্রাণাং) রুদ্রগণের মধ্যে (শঙ্করঃ অস্মি) আমি শঙ্কর; (যক্ষরক্ষসাং চ) যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে (বিত্তেশঃ) ধনাধিপতি কুবের, (বসূনাং) অষ্টবসুর মধ্যে (পাবকঃ চ অস্মি) আমি অগ্নি, (শিখরিনাম্) পর্ব্বতগণের মধ্যে (অহং মেরুঃ) আমি সুমেরু।

২১। বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম বা বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণুনামা আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কিরণমালী সূর্য্য, মরুদ্‌গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণের অধিপতি শশী আমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫॥

২৪। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (মাম্) আমাকে (পুরোধসাং চ) পুরোহিতগণের মধ্যে (মুখ্যং) শ্রেষ্ঠ (বৃহস্পতিং) বৃহস্পতি বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও, (অহং) আমি (সেনানীনাং) সেনাপতিগণের মধ্যে (স্কন্দঃ) কার্ত্তিকেয়, (সরসাং) জলাশয়গণের মধ্যে (সাগরঃ অস্মি) আমি সমুদ্র।

২৫। অন্বয়ঃ। (অহং) আমি (মহর্ষীণাং) মহর্ষিগণের মধ্যে (ভৃগুঃ) ভৃগু, (গিরাম্) বাক্য ও পদসকলের মধ্যে (একম্ অক্ষরম্ অস্মি) আমি একাক্ষর ওঙ্কার, (যজ্ঞানাং) যজ্ঞসকলের মধ্যে (জপযজ্ঞঃ) আমি জপযজ্ঞ, (স্থাবরাণাং) স্থাবরগণের মধ্যে (হিমালয়ঃ অস্মি) আমি হিমালয়।

২২। বেদসকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি ইন্দ্রিয়াধিপতি মন এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনভাব।

২৩। অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর বা শঙ্কর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর এবং ঈশ্বর, এই একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্করনামক রুদ্র, যক্ষরাক্ষসগণের মধ্যে আমি ধনাধিপতি কুবের; ধর, ধ্রুব, সোম, সাবিত্র, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাসনামক অষ্ট বসুর মধ্যে আমি অগ্নি, পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু।

২৪। পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয় এবং জলাশয়গণের মধ্যে আমি সমুদ্র।

২৫। মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, পদ ও বাক্যসকলের মধ্যে আমি একাক্ষর প্রণব, যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥২৮॥

২৬। অন্বয়ঃ। [অহং] আমি (সর্ব্ববৃক্ষাণাম্) বৃক্ষসকলের মধ্যে (অশ্বত্থঃ) অশ্বত্থ, (দেবর্ষীণাং চ) এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে (নারদঃ) [অস্মি] আমি নারদ, (গন্ধর্ব্বাণাং) গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে (চিত্ররথঃ) চিত্ররথ, (সিদ্ধানাং) আজন্মসিদ্ধগণের মধ্যে (কপিলঃ মুনিঃ) আমি কপিল মুনি।

২৭। অন্বয়ঃ। (অশ্বানাং) অশ্বগণের মধ্যে (মাং) আমাকে (অমৃতোদ্ভবম্) সমুদ্রমন্থনকালে উৎপন্ন (উচ্চৈঃশ্রবসম্) উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব (বিদ্ধি) বলিয়া জানিও, (গজেন্দ্রাণাং) গজেন্দ্রগণের মধ্যে (ঐরাবতং) আমি ঐরাবত, (নরাণাং চ) মানবগণের মধ্যে (নরাধিপং) [আমি] রাজা।

২৮। অন্বয়ঃ। (অহং) আমি (আয়ুধানাম্) অস্ত্রসকলের মধ্যে (বজ্রং) বজ্র, (ধেনূনাম্) ধেনুগণের মধ্যে (কামধুক্ অস্মি) আমি কামধেনু, (প্রজনঃ চ) উৎপত্তিকারণসকলের মধ্যে (কন্দর্পঃ অস্মি) আমি কাম, (সর্পাণাম্) সর্পগণের মধ্যে (বাসুকিঃ অস্মি) আমি বাসুকি।

২৬। বৃক্ষসকলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ বৃক্ষ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি।

২৭। অশ্বগণের মধ্যে আমি সমুদ্রমন্থনকালে উৎপন্ন (ইন্দ্রবাহন) উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মানবগণের মধ্যে সম্রাট্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০॥

২৯। অন্বয়ঃ। (নাগানাম্) অনেক মস্তকধারী ভুজঙ্গগণের মধ্যে (অনন্তঃ চ অস্মি) আমি অনন্ত, (যাদসাম্) জলচরগণের মধ্যে (বরুণঃ অহম্) আমি বরুণ, (পিতৄণাম্) পিতৃগণের মধ্যে (অর্য্যমা চ অস্মি) আমি অর্য্যমা নামক পিতৃরাজ (সংযমতাম্) সংযমকারিগণের মধ্যে (অহম্) আমি (যমঃ) যম।

৩০। অন্বয়ঃ। (দৈত্যানাং চ) দৈত্যগণের মধ্যে (প্রহ্লাদঃ অস্মি) আমি প্রহ্লাদ, (কলয়তাং চ) সংখ্যাকারিগণের মধ্যে (অহং) আমি (কালঃ) কাল, (মৃগাণাং চ) পশুগণের মধ্যে (অহং মৃগেন্দ্রঃ) আমি মৃগেন্দ্র, (পক্ষিণাং চ) এবং পক্ষিগণের মধ্যে (বৈনতেয়ঃ) গরুড়।

২৮। অস্ত্রসকলের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু (কপিলা), উৎপত্তির কারণসকলের মধ্যে আমি কাম (আসঙ্গলিপ্সা) এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি।

২৯। নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা এবং সংযমিগণের মধ্যে আমি যম * (শম অর্থাৎ মনোনিগ্রহ ও দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই উভয় নিগ্রহ ঘটিলেই অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হইয়া একাকার লাভ করিলেই, তাহাকে যমাবস্থা বলা যায়। মৃত্যুও মহাযমাবস্থা)।

---

* সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ। অপরোক্ষানুভূতিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২॥

৩১। অন্বয়ঃ। (পবতাং) বেগবান্‌গণের মধ্যে (পবনঃ অস্মি) আমি পবন, (শস্ত্রভৃতাম্) অস্ত্রধারিগণের মধ্যে (অহং রামঃ) আমি দাশরথি রাম, (ঝষাণাং চ) মৎস্যগণের মধ্যে (মকরঃ অস্মি) আমি মকর, (স্রোতসাম্) স্রোতস্বতীগণের মধ্যে (জাহ্নবী অস্মি) আমি গঙ্গা।

৩২। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (সর্গাণাম্) সৃষ্টবস্তুগণের (আদিঃ) আদিও আমি, (অন্তঃ) অন্তও আমি, (মধ্যং চ অহং) মধ্যও আমি; (অহং এব) আমিই (বিদ্যানাং) বিদ্যা সকলের মধ্যে (অধ্যাত্মবিদ্যা) আত্মজ্ঞান, (প্রবদতাম্) বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা, এই ত্রিবিধ তর্কের মধ্যে (বাদঃ অহম্) তত্ত্বনিরূপণফলাত্মক বিচার।

৩০। দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, হ্রাসবৃদ্ধিকারিগণের বা গণনাকারিগণের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি বিনতানন্দন (গরুড়)।

৩১। বেগবান্‌গণের মধ্যে আমি পবন, অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে আমি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর, এবং স্রোতস্বতীগণের মধ্যে আমি গঙ্গা।

৩২। হে অর্জ্জুন! এই সংসারের অর্থাৎ জগদ্ভাবের আদিও আমি, মধ্যও আমি এবং অন্তও আমি। বিদ্যাসকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং তার্কিকগণের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডানামক ত্রিবিধ কথাভেদের মধ্যে আমি বাদ বা তত্ত্বনিরূপণফলাত্মক বিচার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥

৩৩। অন্বয়ঃ। (অক্ষরাণাং) বর্ণসমূহের মধ্যে (অকারঃ অস্মি) আমি অকার, (সামাসিকস্য চ) সমাসসকলের মধ্যে (দ্বন্দ্বঃ) আমি দ্বন্দ্বসমাস, (অহম্ এব) আমিই (অক্ষয়ঃ কালঃ) অক্ষয় কাল, (অহং) আমি (বিশ্বতোমুখঃ) সর্ব্বতোমুখ (ধাতা) বিধাতা।

৩৩। অক্ষরসকলের মধ্যে আমি 'অ'কার, সমাস সকলের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব-সমাস। অন্যান্য সমাসে কোন একটী পদের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু এই দ্বন্দ্বসমাসে উভয়পদেরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া আমি দ্বন্দ্বসমাস, বা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক আলোচনার নিমিত্ত একত্র অবস্থানের নাম সমাস, তাহাতে বিদিত অর্থসমূহের নাম সামাসিক, তন্মধ্যে দ্বন্দ্ব অর্থাৎ অতি গোপনীয় পরমার্থ ই আমি। আমি সর্ব্বকর্ম্ম-ফলবিধাতা অর্থাৎ শৃঙ্খলাসহ জগদ্ভাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি অক্ষয় কাল।

৩০ শ্লোকে শ্রীভগবান্ কালকে আপনার বিভূতিই বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকে আয়ুর্গণনাত্মক মাস, সংবৎসর ইত্যাদি কাল উক্ত হইয়াছে; ঐ কাল আয়ুঃক্ষয়ে ক্ষীণ হয়, কিন্তু এখানে প্রবাহরূপে অখণ্ডভাবে দণ্ডায়মান অক্ষয় কালের কথাই বলিতেছেন।

ভগবান্ কালকে 'অক্ষয়' বলিলেন কেন? কাল অক্ষয় কিরূপে? কাল ত সততই পরিণামী; কারণ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপ পরিণামদ্বারাই ত বুঝা যাইতেছে যে, ইহা ক্ষরণীল। তাহা হইলে ভগবান্ কালকে অক্ষয় বলিলেন কিরূপে? ইহার উত্তরে বলি; একটু নিবিষ্টচিত্তে তত্ত্বদৃষ্টিদ্বারা দেখ দেখি, কাল বা সময়ের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই ভূতভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশরূপ পরিণামস্রোতকে অবলম্বন করিয়াই এই 'কাল'-সংজ্ঞা কল্পিত হইয়াছে কি না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥

৩৪। অন্বয়ঃ। (অহম্) আমি (সর্ব্বহরঃ) সর্ব্বসংহারক (মৃত্যুঃ) মৃত্যু, (ভবিষ্যতাম্ চ) ভবিষ্যৎ কল্পসকলের (উদ্ভবঃ) উৎপত্তির বীজ, (নারীণাং) নারীগণের অর্থাৎ কমনীয় বৃত্তিগণের মধ্যে (কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ) আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা নাম্নী ধর্ম্মের সপ্ত পত্নী বা ধর্ম্মাচরণের সাহায্যকারিণী বৃত্তিসমূহ।

দিন, মাস, বৎসর ও যুগাদি যাহা কিছু বিভাগ আমরা কল্পনা করি, তাহা কি এই ভূতভাবের পরিণাম ধরিয়াই করি না? কোন একটী ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, 'ইহা অতীত কালের ঘটনা' কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিযোগে দেখ দেখি এই 'অতীতি', কালের কি ঘটনার, কাহার হইয়াছে? এই অনন্ত ভেদপূর্ণ বিশ্বভাবের পরিণাম স্রোত মুহূর্ত্তের জন্যও রুদ্ধ নহে; অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে। এই পরিণামস্রোতকে অবলম্বন করিয়াই আমরা দিন, মাস, বৎসর ও যুগাদিবিভাগ-সম্বলিত কাল বা সময়ের কল্পনা করি মাত্র। এই জগদ্ভাবকে, অর্থাৎ জড় ও জীবভাবকে উঠাইয়া লইলে কালের অস্তিত্ব কোথায়? তখন কাল, ব্রহ্মেরই সহিত এক হইয়া যায় কি না? ব্রহ্মেরও পরিণাম নাই, কালেরও পরিণাম নাই; সেই জন্যই ভগবান্ বলিলেন 'আমিই অক্ষয় কাল', অর্থাৎ যাহাকে কালরূপে কল্পনা করা হয়, তাহা আমি, এবং আমারও পরিণাম নাই, সুতরাং কালেরও পরিণাম নাই।

৩৪। আমি সর্ব্বহর মৃত্যু অর্থাৎ এই শরীরপরিবর্ত্তনরূপ মিথ্যা মৃত্যু নহে; প্রলয়কালে যখন সমস্ত বিশ্বভাবই ডুবিয়া যায়, কিছুরই প্রকাশ থাকে না, সেই সর্ব্বগ্রাসী, অব্যক্ত ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, আমি সর্ব্বহর মৃত্যু;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬॥

৩৫। অন্বয়ঃ। (অহম্) আমি (সাম্নাং) সামবেদোক্ত মন্ত্রসমূহের মধ্যে (বৃহৎসাম) বৃহৎসামনামক মন্ত্র, (ছন্দসাম্) ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্ সমূহের মধ্যে (অহং) আমি (গায়ত্রী) গায়ত্রীনামক মন্ত্র (অহং) আমি (মাসানাং) মাস-সকলের মধ্যে (মার্গশীর্ষঃ) অগ্রহায়ণ মাস, [অহং] আমি (ঋতূনাং) ঋতু-সকলের মধ্যে (কুসুমাকরঃ) বসন্তঋতু।

৩৬। অন্বয়ঃ। (ছলয়তাম্) প্রবঞ্চকগণের মধ্যে (দ্যূতং অস্মি) আমি পাশক্রীড়া, (তেজস্বিনাম্) তেজস্বিগণের (তেজঃ) তেজ (অহম্) আমিই, [জেতৃণাম্] বিজয়িগণের (জয়ঃ অস্মি) আমিই জয়, [ব্যবসায়িনাম্] উদ্যম-কারিগণের (ব্যবসায়ঃ অস্মি) আমি উদ্যম, (অহম্) আমি (সত্ত্ববতাম্) সাত্ত্বিকগণের (সত্ত্বং) সত্ত্বগুণ।

ভবিষ্যৎ সকলের অর্থাৎ কল্পারম্ভে উৎপন্ন জীবগণের আমি উৎপত্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি; নারীগণের অর্থাৎ কমনীয় বৃত্তিগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি (অর্থাৎ সৎকর্ম্ম—যেমন জলাশয় দান ও রথ্যাদি নির্ম্মাণ), সৌন্দর্য্য, সুমিষ্টবাক্য, স্মরণশক্তি ধারণাশক্তি, ধৈর্য্য ও ক্ষমা।

৩৫। সামগণের মধ্যে আমি বৃহৎসাম; ছন্দোবদ্ধ ঋক্‌সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী মন্ত্র; মাস সকলের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ, এবং ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্তঋতু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥৩৭॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥

৩৭। অন্বয়ঃ। (বৃষ্ণীনাং) যদুবংশীয়গণের মধ্যে (বাসুদেবঃ অস্মি) আমি বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, (পাণ্ডবানাম্) পাণ্ডবগণের মধ্যে [অহং] আমি (ধনঞ্জয়ঃ) অর্জ্জুন, (মুনীনাম্ অপি) মুনিগণের মধ্যে (অহং) আমি (ব্যাসঃ) ব্যাস, (কবীনাম্) জ্ঞানিগণের মধ্যে (উশনা কবিঃ) শুক্রাচার্য্য।

৩৮। অন্বয়ঃ। (দময়তাম্) দমনকারিগণের (দণ্ডঃ অস্মি) আমি দণ্ড, (জিগীষতাম্) জয়েচ্ছুগণের (নীতি অস্মি) সামদানাদিরূপ নীতি, (গুহ্যানাম্ চ) গোপনীয় বিষয়সকলের মধ্যে (মৌনং এব অস্মি) শ্রবণমননাদিদ্বারা পরিপক্ক সমাধিজাত সম্যক্ জ্ঞান, যাহা বাক্যদ্বারা অপ্রকাশ্য, (জ্ঞানবতাম্) জ্ঞানিগণের (অহম্) আমি (জ্ঞানম্) জ্ঞান।

৩৯। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (যৎ অপি চ) যাহাই (সর্ব্বভূতানাং) সমস্ত ভূতের (বীজম্) আদিকারণ, (তৎ) তাহা (অহং) আমি; (ময়া বিনা) আমা বিনা (যৎ স্যাৎ) যাহা হয়, (তৎ) সেই (চরাচরম্ ভূতম্) স্থাবরজঙ্গমাদি কোন বস্তুই (ন অস্তি) নাই।

৩৬। প্রবঞ্চকগণের মধ্যে আমি পাশক্রীড়া; তেজস্বিগণের আমিই তেজ; বিজয়িগণের আমিই জয়, উদ্যমকারিগণের আমিই ব্যবসায় (উদ্যম); সাত্ত্বিকগণের সত্ত্বগুণ আমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥
যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১॥

৪০। অন্বয়ঃ। (পরন্তপ) হে পরন্তপ! (মম) আমার (দিব্যানাম্) অলৌকিক (বিভূতীনাম্) বিভূতিসকলের (অন্তঃ) ইয়ত্তা (ন অস্তি) নাই, (এষঃ তু) এই (বিভূতেঃ বিস্তরঃ) আমার অনন্ত বিভূতির বিষয় (ময়া) আমাদ্বারা (উদ্দেশতঃ) সংক্ষেপে (প্রোক্তঃ) বর্ণিত হইল।

৪১। অন্বয়ঃ। (বিভূতিমৎ) ঐশ্বর্য্যযুক্ত, (শ্রীমৎ) শ্রীমান্ (বা) কিংবা (উর্জ্জিতম্ এব) গুণবান্ (যৎ যৎ এব সত্ত্বং) যে যে পদার্থ [দেখিতে পাইবে] (তৎতৎ এব) সেই সেই [পদার্থই] (মম) আমার (তেজোঽংশসম্ভবম্) তেজের অংশসম্ভূত; [ইহা] [ত্বম্] তুমি (অবগচ্ছ) নিশ্চয় জানিবে।

৩৭। যদুবংশীয়গণের মধ্যে আমি বসুদেবপুত্র কৃষ্ণ; পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি অর্জ্জুন; মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস; জ্ঞানিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য।

৩৮। দমনকারিগণের আমি দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের আমি সাম-দান-ভেদ-দণ্ডরূপ নীতি বা সুযুক্তি, গোপনীয় বিষয়সকলের মধ্যে আমি মৌন অর্থাৎ শ্রবণমননাদিদ্বারা পরিপক্ক সমাধিজাত সম্যক্ জ্ঞান, যাহা বাক্যদ্বারা অপ্রকাশ্য, এবং জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞান।

৩৯। হে অর্জ্জুন! আমি এই সমস্ত ভূতভাবের আদিকারণ। আমার আশ্রয় ব্যতীত হইতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই।

৪০। হে পরন্তপ! আমার অলৌকিক বিভূতির সীমা নাই; আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, ইহা কিন্তু আমার অনন্ত বিভূতির অতি সামান্য অংশমাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ।

৪২। অন্বয়ঃ। (অথবা) অথবা (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (এতেন বহুনা জ্ঞাতেন) এইরূপ বহুজ্ঞানদ্বারা (তব কিম্) তোমার কি [প্রয়োজন]? (অহম্) আমি (ইদম্ কৃৎস্নং) এই সমগ্র (জগৎ) জগৎকে (একাংশেন) একচতুর্থাংশদ্বারা (বিষ্টভ্য) ব্যাপিয়া (স্থিতঃ) অবস্থান করিতেছি।

৪১। শ্রীমান্, শক্তিমান্ ও গুণবান্ ইত্যাদির মধ্যে যে স্থানে অসাধারণত্ব দেখিবে, সেই স্থানেই আমার কিছু বিভূতি আছে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

৪২। অথবা, হে অর্জ্জুন! অধিক জানিবার প্রয়োজন কি; এই তত্ত্ব জানিয়া রাখ যে, আমার একচতুর্থাংশে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (মদনুগ্রহায়) আমার প্রতি কৃপা করিয়া (পরমং গুহ্যং) পরম গুপ্ত (অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং) আত্মানাত্মবিবেক-বিষয় (যৎ বচঃ) যে সমস্ত বাক্য (ত্বয়া উক্তম্) আপনি বলিলেন (তেন) তাহাদ্বারা (মম) আমার (অয়ং মোহঃ) 'আমি ইহাদের হন্তা, ইহারা আমার দ্বারা হত হইবেন,' এই বিপরীত বুদ্ধি (বিগতঃ) বিনষ্ট হইয়াছে।

২। অন্বয়ঃ। (কমলপত্রাক্ষ) হে পদ্মপলাশলোচন! (ত্বত্তঃ) আপনার নিকট হইতে (হি ভূতানাং) প্রাণিগণের (ভবাপ্যয়ৌ) উৎপত্তি এবং লয় (ময়া) আমি (বিস্তরশঃ) বিস্তৃতভাবে (শ্রুতৌ শুনিলাম, [আপনার] (অব্যয়ম্) অক্ষয় (মাহাত্ম্যম্ অপি চ) মহিমাও [শুনিলাম]।

১। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! আমার প্রতি কৃপা করিয়া যে সকল পরম গুপ্ত অধ্যাত্ম যোগরহস্য উপদেশ করিলেন, তাহার দ্বারা আমার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

৩। অন্বয়ঃ। (পরমেশ্বর) হে পরমেশ্বর! (ত্বং) আপনি (আত্মানম্) নিজতত্ত্ব (যথা) যেরূপভাবে (আত্থ) বলিয়াছেন, (এতৎ এবং) তাহাই সত্য; (পুরুষোত্তম) হে পরম পুরুষ! (তে) আপনার (ঐশ্বরং রূপং) ঈশ্বর মূর্ত্তি (দ্রষ্টুং) বহিশ্চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে (ইচ্ছামি) ইচ্ছা করি।

৪। অন্বয়ঃ। (প্রভো) হে প্রভো! (যদি) যদি (তৎ) সেই রূপ (ময়া দ্রষ্টুং শক্যং) আমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবার যোগ্য, (ইতি মন্যসে) ইহা বিবেচনা করেন, (ততঃ) তাহা হইলে (যোগেশ্বর) হে যোগেশ্বর! (ত্বং) আপনি (মে) আমাকে (অব্যয়ং) সেই অব্যয় (আত্মানম্) ঐশ্বরিক রূপ (দর্শয়) দেখান।

৫। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ কহিলেন, (পার্থ) হে পার্থ! (মে) আমার (দিব্যানি) অলৌকিক, (নানাবিধানি) নানাপ্রকার, (নানাবর্ণাকৃতীনি চ) এবং বহুবিধ বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট, (শতশঃ অথ সহস্রশঃ) শতসহস্র ভাবপূর্ণ (রূপাণি) রূপ (পশ্য) দর্শন কর।

২। হে কমললোচন কৃষ্ণ! আপনা হইতেই যে এই চরাচর ভূতভাবের উৎপত্তি ও আপনাতেই লয়, এই তত্ত্ব এবং আপনার আরও অনেক অপূর্ব্ব অক্ষয় মহিমার বিষয় পুনঃ পুনঃ বিস্তৃতভাবে শুনিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭॥

৬। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে অর্জ্জুন! [আমার এই রূপরাশি মধ্যে] (আদিত্যান্) আদিত্যগণকে, (বসূন্) বসুগণকে, (রুদ্রান্) রুদ্রগণকে (অশ্বিনৌ) অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, (তথা মরুতঃ) এবং মরুদ্গণকে (পশ্য) দর্শন কর, [আরও] (বহূনি) বহু প্রকার (অদৃষ্টপূর্ব্বাণি) অদৃষ্টপূর্ব্ব (আশ্চর্য্যাণি) আশ্চর্য্য দৃশ্য (পশ্য) দর্শন কর।

৭। অন্বয়ঃ। (গুড়াকেশ) হে গুড়াকেশ! (ইহ) এই (মম দেহে) আমার বিশ্বরূপ শরীরে (একস্থং) একত্র অবস্থিত (কৃৎস্নং) সমস্ত (সচরাচরম্) স্থাবরজঙ্গমাত্মক (জগৎ) জগৎ (অন্যৎ চ যৎ) এবং অন্য যাহা (দ্রষ্টুম্) দেখিতে (ইচ্ছসি) ইচ্ছা কর, [তাহা] (অদ্য) এখন (পশ্য) দর্শন কর।

৩। হে পরমেশ্বর! আপনি নিজতত্ত্ব আমাকে যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাই সত্য। হে পরম পুরুষ! অধুনা আমার এই ইচ্ছাটী অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে যে, আমি একবার আপনার ঈশ্বরমূর্ত্তিকে এই বহিশ্চক্ষুদ্বারা দর্শন করি।

৪। প্রভো! যদি আমাকে সেই রূপ দর্শনে সক্ষম বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর! আমাকে সেই অব্যয় অপূর্ব্ব রূপে দর্শন দিন।

৫। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে অর্জ্জুন! শতসহস্র ভাবপূর্ণ নানাপ্রকার বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট, আমার অদ্ভুত রূপ দর্শন কর।

৬। হে ভারত! আমার এই অত্যদ্ভুত রূপরাশিমধ্যে আদিত্যগণকে, বসুগণকে, রুদ্রগণকে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ও মরুদ্গণকে দর্শন কর এবং আরও অদৃষ্টপূর্ব্ব বহুপ্রকার আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥

৮। অন্বয়ঃ। (অনেন স্বচক্ষুষা এব) তোমার ঐ প্রাকৃত চক্ষুর দৃষ্টিদ্বারা (তু) কিন্তু (মাং) আমার বিশ্বরূপ (দ্রষ্টুম্) দর্শন করিতে (ন শক্যসে) সমর্থ হইবে না, (তে) তোমাকে (দিব্যং চক্ষুঃ) দিব্য চক্ষু (দদামি) দান করিতেছি, [তদ্দ্বারা] (মে) আমার (ঐশ্বরং যোগং) অঘটনঘটনসমর্থা ঐশ্বরিক শক্তি (পশ্য) দর্শন কর।

৯। অন্বয়ঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় বলিলেন, (রাজন্) হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! (মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ) মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি (এবম্ উক্ত্বা) এই কথা বলিয়া (ততঃ) তদনন্তর (পার্থায়) অর্জ্জুনকে (পরমম্ ঐশ্বরং রূপম্) দিব্য বিশ্বরূপ (দর্শয়ামাস) দর্শন করাইলেন।

৭। হে গুড়াকেশ! সমস্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ এবং আরও যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তৎসমস্তই অদ্য আমার এই শরীরে একত্র দর্শন কর।

৮। কিন্তু তোমার ঐ প্রাকৃত চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা এইরূপ দর্শন করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার অলৌকিক ঐশ্বর বিভূতি দর্শন কর।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যে দিব্য চক্ষু দান করিলেন, তাহা কি? অর্জ্জুনের কি আর একটী চক্ষু ললাটে প্রকাশ পাইল? তিনি কি ত্রিনেত্র হইলেন? না,—তাহা নহে; এই চক্ষুতেই দিব্য দর্শনশক্তি লাভ করিলেন। এই দিব্য-দৃষ্টিটী কি? ইহাই কি যোগদৃষ্টি? তাহাই বা বলি কি প্রকারে? যোগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥

১০। অন্বয়ঃ। [সেই বিশ্বরূপ] (অনেকবক্ত্রনয়নম্) বহুমুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট, (অনেকাদ্ভুতদর্শনং) বহুপ্রকার অপূর্ব্ব দৃশ্যবিশিষ্ট, (অনেকদিব্যাভরণম্) অনেক প্রকার দিব্য অলঙ্কারবিশিষ্ট, (দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্) বহুবিধ অলৌকিক উদ্যত-প্রহরণশোভিত।

দৃষ্টির অর্থ ত অন্তর্দৃষ্টি ; অর্থাৎ যোগিগণ যে দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের সেই নির্ম্মল স্বরূপ, অর্থাৎ জগদ্রূপ আবর্জ্জনামুক্ত প্রশান্ত, এক, অব্যয়, পরমভাবকে হৃদয়স্থ করেন, তাহাই তো অন্তর্দৃষ্টি। তাহাতে নানাপ্রকার ভাব কোথায়? তাহা হইলে ইহা যোগদৃষ্টি নহে। অর্জ্জুন এই চক্ষুদ্বারাই সে মহান্ রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যোগদৃষ্টির সাহায্য লইতে হয় নাই। তাঁহার এই চক্ষুতেই দিব্য দর্শনশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি মানুষী দৃষ্টির অতীত দেবদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের সাধারণ চক্ষুর যে দৃষ্টি, তাহা লৌকিক দৃষ্টি ; অর্থাৎ স্থূল ব্যতীত, সূক্ষ্ম কিছুই ইহাদ্বারা লক্ষিত হয় না। যেমন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদি তৈজস বা বায়বীয় শরীরধারী কোন জীবকেই আমরা দেখিতে পাই না। আমাদের সম্মুখে থাকিয়াও, তাঁহারা আমাদের এই দৃষ্টির গোচর হন না। আমাদের চক্ষুর মানুষী দৃষ্টি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু দেবতারা সমস্তই দর্শন করেন ; তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে কিছুই বাদ পড়ে না। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সেই দেবদৃষ্টি দান করিলেন এবং সেই দৃষ্টির প্রভাবেই অর্জ্জুন, দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদি তৈজস ও বায়বীয় শরীরধারী জীবগণকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন। সে দৃষ্টি বহুদূরবিস্তৃত এবং তাহার চক্রবাল এক সৌরজগতের সীমার শেষ পর্য্যন্ত।

৯। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি এই কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বর রূপ দর্শন করাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২॥

১১। অন্বয়ঃ। [ভগবানের সেই বিশ্বরূপ] (দিব্যমাল্যাম্বরধরং) দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্রপরিহিত, (দিব্যগন্ধানুলেপনম্) দিব্যগন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত, (সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং) অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়, (দেবং) জ্যোতির্ম্ময়, (অনন্তম্) অনন্ত (বিশ্বতোমুখম্) এবং সকল দিকই সেই রূপের সম্মুখবর্ত্তী।

১২। অন্বয়ঃ। (দিবি) আকাশে (সূর্য্যসহস্রস্য) সহস্র সূর্য্যের (ভাঃ) প্রভা (যুগপৎ) একেবারে (উত্থিতা ভবেৎ) প্রকাশ পাইলে, (সা) সেই প্রভা (তস্য মহাত্মনঃ) তেজোময় মহারূপরাশির (ভাসঃ) দীপ্তির (যদি সদৃশী স্যাৎ) কথঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে।

১০। সেই ঐশ্বরিক রূপ, বহুমুখ, বহুনেত্র এবং বহু প্রকার অপূর্ব্ব দৃশ্যবিশিষ্ট। তাহাতে অনেক প্রকার দিব্য অলঙ্কার ও অলৌকিক উদ্যত প্রহরণ সকল শোভা পাইতেছে।

১১। সেই বিরাট্ শরীরে দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্র শোভা পাইতেছে; দিব্য গন্ধদ্রব্যসকল অনুলিপ্ত রহিয়াছে। সকল দিকই যে রূপের সম্মুখবর্ত্তী, সেই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় রূপরাশির মধ্যে আশ্চর্য্য যাহা কিছু হইতে পারে, তৎসমস্তই প্রকাশ পাইতেছে।

১২। যদি আকাশে একবারে সহস্র সূর্য্য প্রকাশ পায়, তাহা হইলে যেরূপ দীপ্তির বিকাশ হইতে পারে, তাহা সেই তেজোময় মহারূপরাশির দীপ্তির কথঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥

১৩। অন্বয়ঃ। (তদা) তখন (পাণ্ডবঃ) অর্জ্জুন (তত্র) সেই (দেবদেবস্য শরীরে) দেবাদিদেবের শরীরে (অনেকধা প্রবিভক্তং) বহু প্রকারে বিভক্ত (কৃৎস্নং জগৎ) সমগ্র জগৎকে (একস্থং অপশ্যৎ) একত্র অবস্থিত দেখিয়াছিলেন।

১৪। অন্বয়ঃ। (ততঃ) তদনন্তর (সঃ ধনঞ্জয়ঃ) সেই অর্জ্জুন (বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা) বিস্ময়ান্বিত ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া (দেবং) দেবাদিদেবকে (শিরসা প্রণম্য) অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া (কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত) করযোড়ে কহিতে লাগিলেন।

১৩। তখন অর্জ্জুন অসংখ্যপ্রকার ভেদপূর্ণ জগদ্ভাবকে এই দেবাদিদেবের শরীরে একত্র বিদ্যমান দেখিলেন।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে মহাভয়ঙ্কর বিরাট্ রূপ দর্শন করাইলেন, অর্থাৎ যাহাতে সহস্রসূর্য্যপ্রভ, কালানলময়, বিশাল মুখবিবর প্রকাশ পাইতেছে, যে মুখবিবরে সমস্ত বিশ্বই প্রবেশ করিতেছে, যে মুখের বিকট দংষ্ট্রাসকলে হস্তী, অশ্ব ও নরমস্তকসকল গ্রথিত রহিয়াছে, যে মুখের উভয় পার্শ্ব দিয়া শোণিতস্রোত প্রবলবেগে বহিতেছে, যে বদনমণ্ডলে চক্ষুর্দ্বয় চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছে, এবং যে অনন্ত রূপরাশিমধ্যে অসংখ্যপ্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে, তাহাই কি ভগবানের স্বরূপ? না—কখনই নহে। একম্ অদ্বিতীয়ং চিদানন্দই তাঁহার স্বরূপ। ইহা ভগবানের মায়ামূর্ত্তি। অর্জ্জুনের হৃদয়ে, তাঁহার ঐশী শক্তির অনন্ত মাহাত্ম্য প্রকটিত করিবার, এবং 'আমি মারিতেছি,' 'অমুক মরিতেছে,'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥

১৫। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (দেব) হে দেবাদিদেব! (তব দেহে) আপনার দেহে (সর্ব্বান্ দেবান্) ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ (তথা) ও (ভূতবিশেষসংঘান্) সমস্ত জড় ও জীবরূপ ভূতভাব, (দিব্যান্ ঋষীন্) দেবর্ষিগণ, (সর্ব্বান্ উরগান্ চ) মহাসর্পগণ এবং (কমলাসনস্থং ঈশং ব্রহ্মাণম্ চ) পদ্মাসনস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকেও (পশ্যামি) দেখিতেছি।

১৬। অন্বয়ঃ। (বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর) হে বিশ্বমূর্ত্তিধারিন্ বিশ্বেশ্বর! (অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং) বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট, (অনন্তরূপং) অশেষরূপধারী (ত্বাম্) আপনাকে (সর্ব্বতঃ পশ্যামি) সর্ব্বদিকেই দেখিতেছি, (পুনঃ তব) এবং আপনার (ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি) আদি, মধ্য বা অন্ত দেখিতেছি না।

ইত্যাকার ভ্রান্তি বিনষ্ট করিবার জন্যই এই মায়াময়ী মহাবিভূতি দর্শন করাইলেন; ইহা ভগবানের স্বরূপ নহে। মহাযোগিগণই তাঁহার সেই মায়াতীত, পরমানন্দময়, প্রশান্ত স্বরূপকে যোগদৃষ্টিদ্বারা হৃদয়স্থ করিতে পারেন।

১৪। ইহাতে অর্জ্জুন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে, আভূমিনতমস্তকে, সেই দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্‌ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্‌ ॥১৭॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে ॥১৮॥

১৭। অন্বয়ঃ। (কিরীটিনং) মুকুটধারী, (গদিনং) গদাধারী, (চক্রিণং) চক্রধারী (চ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং) এবং চতুর্দ্দিকে দীপ্তিবিশিষ্ট (তেজোরাশিং) তেজোরাশিস্বরূপ, (দুর্নিরীক্ষ্যং) দুর্নিরীক্ষ্য, (দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্‌) প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী, (অপ্রমেয়ং) অতুলনীয় (ত্বাম্‌) আপনাকে (সমন্তাৎ) চতুর্দ্দিকেই (পশ্যামি) দেখিতেছি ।

১৮। অন্বয়ঃ। (ত্বম্‌) আপনি (পরমং অক্ষরং) [স্বরূপতঃ] পরম অক্ষর পুরুষ, (বেদিতব্যম্‌) একমাত্র জ্ঞাতব্য, (ত্বম্‌) আপনি (অস্য বিশ্বস্য) এই বিশ্বের (পরং নিধানম্‌) একমাত্র পরম কারণ, (ত্বম্‌) আপনি (অব্যয়ঃ) অচ্যুত, (শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা) সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, (ত্বম্‌) [এবং] আপনি (সনাতনঃ পুরুষঃ) অনাদি পরম পুরুষ, (মে মতঃ) তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই ।

১৫। অর্জ্জুন কহিলেন, হে দেবাদিদেব ! আপনার এই অনন্ত রূপরাশি-মধ্যে দেবগণকে, সমস্ত জড় ও জীবরূপ ভূতভাবকে, দেবর্ষিগণকে, মহাসর্পসকলকে এবং পদ্মাসনস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকেও বিদ্যমান দেখিতেছি ।

১৬। হে বিশ্বমূর্ত্তিধারিন্‌ বিশ্বেশ্বর ! বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট আপনার অনন্ত বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছি, এবং আপনার আদি, মধ্য বা অন্ত কিছুই দেখিতেছি না ।

১৭। কিরীট, গদা ও চক্রযুক্ত, সর্ব্বত্র প্রকাশমান, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, তেজোরাশিস্বরূপ আপনার অতুলনীয় রূপরাশি চতুর্দ্দিকেই দেখিতেছি ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥২০॥

১৯। অন্বয়ঃ। (অনাদিমধ্যান্তম্) আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই নাই অর্থাৎ আপনি উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়বর্জ্জিত, (অনন্তবীর্য্যম্) আপনি অপরিমিত শক্তিশালী, (অনন্তবাহুং) আপনার বাহু অসংখ্য, (শশিসূর্য্যনেত্রং) চন্দ্র সূর্য্য আপনার চক্ষুর্দ্বয়, (দীপ্তহুতাশবক্ত্রং) প্রজ্বলিত অগ্নিই আপনার মুখ, (স্বতেজসা) আপনার নিজ তেজোদ্বারা (ইদং বিশ্বং) এই বিশ্ব (তপন্তং) সন্তপ্ত করিতেছেন, [এইরূপ] (ত্বাম্) আপনাকে (পশ্যামি) দেখিতেছি।

২০। অন্বয়ঃ। (মহাত্মন্) হে মহাত্মন্। (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) স্বর্গ এবং ভূমণ্ডলের (ইদং অন্তরং) মধ্যবর্ত্তী এই আকাশ বা অন্তরীক্ষ (সর্ব্বাঃ দিশঃ চ) এবং সমস্ত দিঙ্মণ্ডল (একেন ত্বয়া হি) একমাত্র আপনার দ্বারাই (ব্যাপ্তং) ব্যাপ্ত রহিয়াছে ; (তব) আপনার (ইদং) এই (অদ্ভুতং) অদ্ভুত (উগ্রং) ঘোর (রূপং) রূপ (দ্রষ্ট্বা) দেখিয়া (লোকত্রয়ং) ত্রিলোক (প্রব্যথিতম্) ভীত হইয়াছে।

১৮। হে বিভো ! আপনিই পরম অক্ষর পুরুষ, আপনিই একমাত্র জানিবার বিষয় এবং আপনিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। আপনিই একমাত্র অপরিণামী এবং সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। আপনিই যে অনাদি পরম পুরুষ, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

১৯। আপনার আদি, মধ্য বা অন্ত, কিছুই নাই। আপনার শক্তি অনন্ত, আপনার বাহু অসংখ্য, আপনার চক্ষুতে চন্দ্রসূর্য্য জ্বলিতেছে, আপনার মুখমণ্ডল প্রজ্বলিত অগ্নিময় এবং আপনার নিজ তেজের দ্বারা সমস্ত বিশ্ব সন্তপ্ত করিতেছেন, এইরূপ আপনাকে দেখিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২॥

২১। অন্বয়ঃ। (অমী হি) ঐ (সুরসঙ্ঘাঃ) দেবগণ (ত্বাং বিশন্তি) আপনাতে প্রবেশ করিতেছেন, (কেচিৎ) কেহ (ভীতাঃ) শঙ্কিতচিত্তে (প্রাঞ্জলয়ঃ) কৃতাঞ্জলিপুটে (গৃণন্তি) স্তব করিতেছেন, (মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ) মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ (স্বস্তি ইতি উক্ত্বা) 'মঙ্গলই করিতেছেন' এই কথা বলিয়া (পুষ্কলাভিঃ) বিবিধ (স্তুতিভিঃ) পুরুষসূক্ত প্রভৃতি স্তুতিবাক্যদ্বারা (ত্বাং) আপনাকে (স্তুবন্তি) স্তব করিতেছেন।

২২। অন্বয়ঃ। (রুদ্রাদিত্যাঃ) একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, (বসবঃ) অষ্ট বসু, (যে চ সাধ্যাঃ) সাধ্যগণ, (বিশ্বে) বিশ্বদেবগণ, (অশ্বিনৌ) অশ্বিনীকুমারদ্বয়, (মরুতঃ চ) মরুদ্গণ, (উষ্মপাঃ চ) উষ্মপ প্রভৃতি পিতৃগণ, (গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ) গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ এবং সিদ্ধগণ (সর্ব্বে এব) সকলেই (বিস্মিতাঃ) বিস্মিত হইয়া (ত্বাং) আপনাকে (বীক্ষন্তে) দেখিতেছে।

২০। হে মহাত্মন্! স্বর্লোক ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত এই অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া একমাত্র আপনিই বিদ্যমান রহিয়াছেন। আপনার এই অদ্ভুত ঘোর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিলোক ভীত হইয়াছে।

২১। ঐ দেবতাগণ আপনার রূপরাশিমধ্যে অন্তর্হিত হইতেছেন; কেহ কেহ শঙ্কিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার স্তব করিতেছেন; মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ "মঙ্গল হউক" এই বাক্য বলিয়া উৎকৃষ্ট স্তুতিবাক্যদ্বারা আপনার স্তব করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪॥

২৩। অন্বয়ঃ। (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (বহুবক্ত্রনেত্রং) অসংখ্য মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট, (বহুবাহূরুপাদং) বহু হস্ত, উরু ও পাদযুক্ত, (বহূদরং) বহু উদরসংযুক্ত, (বহুদংষ্ট্রাকরালং) বহু দন্তদ্বারা ভয়ানক (তে) আপনার (মহৎ রূপং) বিশাল রূপ (দৃষ্ট্বা) দেখিয়া (লোকাঃ) সমস্ত লোকই (প্রব্যথিতাঃ) সন্ত্রস্ত হইতেছে (তথা) এবং (অহম্) আমিও [প্রব্যথিতঃ] অতিশয় ভীত হইতেছি।

২৪। অন্বয়ঃ। (বিষ্ণো) হে সর্ব্বব্যাপিন্! (নভঃস্পৃশং) গগনব্যাপী (দীপ্তম্) তেজোময়, (অনেকবর্ণং) নানাপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট, (ব্যাত্তাননম্) বিবৃতমুখ, (দীপ্তবিশালনেত্রম্) প্রজ্বলিত বিশাল নেত্রযুক্ত (ত্বাং) আপনাকে (দৃষ্ট্বা হি) দেখিয়া (প্রব্যথিতান্তরাত্মা) ব্যথিতমনা (অহম্) আমি (ধৃতিং) দেহেন্দ্রিয়াদির স্থিরতা (শমং চ) এবং শান্তি (ন বিন্দামি) লাভ করিতে পারিতেছি না।

২২। রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, ঋভুগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ এবং সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া আপনাকে অর্থাৎ আপনার এই বিরাট্মূর্ত্তিকে দর্শন করিতেছেন।

২৩। হে মহাশক্তিমান্ বিভো! আপনার এই বহু মুখ, বহু নেত্র, বহু হস্ত, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর, বহু দন্তদ্বারা অতি ভীষণদর্শন অত্যদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সমস্ত লোকই সন্ত্রস্ত হইতেছে এবং আমিও মহাভীত হইতেছি।

২৪। হে বিশ্বব্যাপিন্! আপনার গগনব্যাপী, তেজোময়, নানাপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট, প্রজ্বলিত বিশাল নেত্রযুক্ত, মহাদীপ্তিময় ব্যাদিত মুখমণ্ডল দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭॥

২৫। অন্বয়ঃ। (দংষ্ট্রাকরালানি) দন্তসকলের দ্বারা ভয়ানক (কালানল-সন্নিভানি চ) এবং প্রলয়াগ্নিতুল্য (তে) ভবদীয় (মুখানি) মুখসকল (দৃষ্ট্বা এব) দেখিয়াই (দিশঃ ন জানে) আমার দিগ্‌ভ্রম হইতেছে, (শর্ম্ম চ) এবং সুখও (ন লভে) পাইতেছি না; (দেবেশ) হে দেবাদিদেব! (জগন্নিবাস) জগদাশ্রয়! (প্রসীদ) প্রসন্ন হউন।

২৬-২৭। অন্বয়ঃ। (অবনিপালসংঘৈঃ সহ) রাজগণসহ (অমী চ) ঐ (ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসমূহ (তথা) এবং (ভীষ্মঃ) ভীষ্ম, (দ্রোণঃ) দ্রোণ, (অসৌ) ঐ (সূতপুত্রঃ) কর্ণ, (অস্মদীয়ৈঃ অপি) আমাদের পক্ষেরও (যোধমুখ্যৈঃ সহ) প্রধান যোদ্ধৃগণের সহিত (ত্বরমাণাঃ) দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া (তে) আপনার (দংষ্ট্রাকরালানি) দন্তসকলদ্বারা বিকৃত

করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিভ্রান্ত হওয়াতে, আমি অস্থিরহৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।

২৫। ভীষণ দন্তসকলদ্বারা ভয়ানক মুখসকল যেন বিশ্বগ্রাসী অনলের মত জ্বলিতেছে। তাহা দেখিয়াই এমন অস্থির হইয়াছি যে, আমি আদৌ দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না এবং শান্তিও পাইতেছি না। হে জগদাশ্রয় দেবাদিদেব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভি বিজ্বলন্তি ॥২৮॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

(ভয়ানকানি) ভয়ঙ্কর (বক্ত্রাণি) মুখগহ্বরে (বিশন্তি) প্রবেশ করিতেছে; [তত্র চ] তাহাদের মধ্যে (কেচিৎ) কেহ কেহ (চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ) চূর্ণিত-মস্তকে (দশনান্তরেষু) দন্তসমূহের অন্তরালে (বিলগ্নাঃ) সংলগ্ন (সংদৃশ্যন্তে) দৃষ্ট হইতেছে।

২৮। অন্বয়ঃ। (যথা) যেমন (নদীনাং) নদীসকলের (বহবঃ) অসংখ্য (অম্বুবেগাঃ) জলপ্রবাহ (অভিমুখাঃ) সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইয়া (সমুদ্রং এব) সমুদ্রে (দ্রবন্তে) প্রবিষ্ট হয়, (তথা) তদ্রূপ (অমী) ঐ (নরলোকবীরাঃ) নরবীরগণ (তব) আপনার (বিজ্বলন্তি) প্রজ্বলিত (বক্ত্রাণি অভি) মুখ সকলের অভিমুখে (বিশন্তি) বেগে প্রবেশ করিতেছে।

২৯। অন্বয়ঃ। (যথা) যেমন (পতঙ্গাঃ) পতঙ্গসকল (সমৃদ্ধবেগাঃ) অতিবেগে (প্রদীপ্তং) প্রজ্বলিত (জ্বলনং) অগ্নিতে (নাশায়) মরিবার জন্য (বিশন্তি) প্রবেশ করে, (তথা) তদ্রূপ (লোকাঃ অপি) সমস্ত লোকই (সমৃদ্ধবেগাঃ) অতি বেগে (তব) আপনার (বক্ত্রাণি) মুখে (নাশায় এব) মরিবার জন্যই (বিশন্তি) প্রবেশ করিতেছে।

২৬-২৭। রাজগণসহ ঐ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এই মহাবীরত্রয়, এবং আমাদের পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ, ভীষণ দন্তসকলদ্বারা অতি ভয়ানক আপনার মুখবিবরে বেগে প্রবেশ করিতেছে, কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তকে আপনার ভীষণ দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥৩০॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

৩০। অন্বয়ঃ। (জ্বলদ্ভিঃ) প্রজ্বলিত (বদনৈঃ) বদনসমূহদ্বারা (সমগ্রান্ লোকান্) সমস্ত লোককে (গ্রসমানঃ) গ্রাস করিয়া [আপনি] (সমন্তাৎ) চারিদিকে (লেলিহ্যসে) লেহন অর্থাৎ স্বাদ গ্রহণ করিতেছেন; (বিষ্ণো) হে বিষ্ণো! (তব) আপনার (উগ্রাঃ) প্রচণ্ড (ভাসঃ) দীপ্তিসমূহ (তেজোভিঃ) তেজোরাশির দ্বারা (সমগ্রং জগৎ) সমগ্র জগৎ (আপূর্য্য) ব্যাপিয়া (প্রতপন্তি) সন্তাপিত করিতেছে।

৩১। অন্বয়ঃ। (উগ্ররূপঃ) উগ্রমূর্ত্তি (ভবান্ কঃ) আপনি কে [ইতি] ইহা (মে) আমাকে (আখ্যাহি) বলুন; (দেববর) হে দেবাদিদেব! (তে) আপনাকে (নমঃ অস্তু) প্রণাম করি, (প্রসীদ) আপনি প্রসন্ন হউন। (আদ্যং) সর্ব্বকারণস্বরূপ (ভবন্তং) আপনাকে (বিজ্ঞাতুম্) বিশেষরূপে জানিতে (ইচ্ছামি) ইচ্ছা করিতেছি; (হি) যেহেতু (তব প্রবৃত্তিং) আপনার চেষ্টা অর্থাৎ কি জন্য এইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন (ন প্রজানামি) বুঝিতে পারিতেছি না।

২৮। যেমন নদীসকলের অসংখ্য জলস্রোত সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত বীর, প্রজ্বলিত অগ্নিসমুদ্রবৎ আপনার মুখবিবরে বেগে প্রবেশ করিতেছে।

২৯। যেমন পতঙ্গগণ মৃত্যুর জন্য সবেগে ধাবমান হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সমস্ত লোকই মৃত্যুর জন্য আপনার ঐ করাল মুখবিবরসকলে অতি বেগে প্রবেশ করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

৩২। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (লোকক্ষয়কৃৎ) লোকসংহারক, (প্রবৃদ্ধঃ) অত্যুৎকট (কালঃ অস্মি) কাল আমি (লোকান্) লোকসকলকে (সমাহর্ত্তুম্) সংহার করিবার নিমিত্ত (ইহ) এখন (প্রবৃত্তঃ) প্রবৃত্ত হইয়াছি। (ত্বাং ঋতে অপি) তুমি ব্যতীত অর্থাৎ তুমি না মারিলেও (প্রত্যনীকেষু) তোমার বিপক্ষ পক্ষে (যে যোধাঃ) যে ভীষ্ম প্রভৃতি যোদ্ধগণ (অবস্থিতাঃ) অবস্থান করিতেছে, [তে] তাহারা (সর্ব্বে অপি) কেহই (ন ভবিষ্যন্তি) জীবিত থাকিবে না।

৩০। হে বিষ্ণো! আপনিও প্রজ্বলিত বদনে চতুর্দ্দিক হইতে সমস্ত লোককে আকর্ষণকরতঃ গ্রাস করিতেছেন। আপনার অসীম তেজে জগৎ আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং সেই তীব্র তেজোরাশির ভীষণ তাপে সমস্তই যেন সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

৩১। হে উগ্রমূর্ত্তে! "আপনি কে?" আমাকে বলুন। হে দেবাদিদেব! আপনার চরণে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হউন। সর্ব্বকারণস্বরূপ আপনার অদ্ভুত তত্ত্ব জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু আমি যে আপনার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

অর্জ্জুনের বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সংশয়ের কারণ এই যে, পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ আপনার নির্ম্মল তত্ত্ব, অর্থাৎ পরমানন্দময় অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥

৩৩। অন্বয়ঃ। (তস্মাৎ) অতএব (ত্বম্) তুমি (উত্তিষ্ঠ) উত্থিত হও, অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, (যশঃ লভস্ব) যশোলাভ কর, (শত্রূন্ জিত্বা) শত্রুগণকে জয় করিয়া (সমৃদ্ধং) সমৃদ্ধিশালী অর্থাৎ নিষ্কণ্টক (রাজ্যং) রাজ্য (ভুঙ্‌ক্ষ্ব) ভোগ কর, (ময়া এব) আমাদ্বারাই (এতে) ইহারা (পূর্ব্বম্ এব) পূর্ব্ব হইতেই (নিহতাঃ) বিনষ্ট হইয়াছে, (সব্যসাচিন্) হে অর্জ্জুন। [তুমি] (নিমিত্তমাত্রং) উপলক্ষ্য মাত্র (ভব) হও।

অমৃতপূর্ণ জ্ঞানোপদেশ অর্জ্জুনকে দান করিয়াছেন; আবার এখানে এই ভয়ঙ্করী সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। তাহা হইলে কোন্‌টি তাঁহার স্বরূপ, ইহাই অর্জ্জুন স্থির করিতে পারিতেছেন না। সেইজন্যই সভয়বিস্ময়ে কহিতেছেন, "আমি যে আপনার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বে আপনার যে নির্ম্মল তত্ত্ব আমাকে বুঝাইয়াছেন, তাহাই আপনার সত্যস্বরূপ, না, ইহাই আপনার সত্যস্বরূপ? পূর্ব্বে আপনার যে অপরিণামী চিদানন্দ-স্বরূপ আমাকে বুঝাইয়াছেন, তাহাই যে আপনার সত্য তত্ত্ব, তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু তাহা হইলে, এ কি দেখিতেছি? ইহা আপনার কোন্ মূর্ত্তি?" ইহাই অর্জ্জুনের সংশয়।

৩২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি বিশ্বগ্রাসী মহাশক্তিমান্ কালমূর্ত্তিতে সমস্ত সংহার করিতেছি। ঐ দেখ, তুমি না মারিলেও তোমার বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণ কেহই থাকিবে না।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন, "এই যে মূর্ত্তি দর্শন করিতেছ, ইহা আমার স্বরূপ নহে, ইহা মায়াময় করাল কালমূর্ত্তি। আমার যে অব্যক্তা মায়াময়ী মহাশক্তি অলক্ষ্যে এই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশসাধন করিতেছে, তাহারই একাংশ অর্থাৎ সেই মহাশক্তির সর্ব্বসংহারক ভাবকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

৩৪। অন্বয়ঃ। (ত্বম্) তুমি (ময়া হতান্) মৎকর্ত্তৃক নিহত (দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং) দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ (তথা) এবং (অন্যান্ অপি) অন্যান্য (যোধবীরান্) বীর যোদ্ধৃগণকে (জহি) নিহত কর, (মা ব্যথিষ্ঠাঃ) তুমি কাতর হইও না, (যুধ্যস্ব) যুদ্ধ কর, (রণে সপত্নান্ জেতাসি) এই যুদ্ধে তুমি শত্রুগণকে নিশ্চয় পরাজিত করিবে।

তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, সকলকেই সেই শক্তির কবলগ্রস্ত হইতে হইবে। তুমি প্রিয় শিষ্য, সেইজন্যই আমি এই মায়াময়ী ছবিটী অঙ্কিত করিয়া, তোমার হৃদয়ে এই ভাবটী প্রতিফলিত করিতেছি যে, এই জগৎরূপ মায়াময় ভাবসমুদ্রে যত অসংখ্যপ্রকার ভেদরূপ তরঙ্গোৎক্ষেপ লক্ষিত হইতেছে, সে সমস্তই উঠিতেছে, পড়িতেছে ও বিলীন হইতেছে; আবার ভিন্ন আকারে উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে, আবার বিলীন হইতেছে। ইহাই এই মায়াময় ভাবসমুদ্রের স্বভাবসিদ্ধ গতি। তুমিও মারিতেছ না এবং উহারাও মরিতেছে না। 'আমি মারিতেছি', 'অমুক মরিতেছে', এ সমস্তই অবিদ্যাকল্পিত ভ্রমমাত্র।"

৩৩। অতএব হে অর্জ্জুন! উত্থিত হও, যশোলাভ কর, শত্রুগণকে জয় করিয়া এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য উপভোগ কর। এই তো দেখিলে, তোমার পূর্ব্বেই আমি এই সকলকে বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। হে অর্জ্জুন! এক্ষণে তুমি উপলক্ষ্যমাত্র হও।

৩৪। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও জয়দ্রথাদি বীরগণ, সকলেই আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে তুমি সেই মদ্বিনষ্ট বীরগণকে জয় কর। অবসন্ন হইও না, যুদ্ধ কর। তোমার শত্রুগণকে অনায়াসেই জয় করিতে পারিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥৩৬॥

৩৫। অন্বয়ঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় বলিলেন, (কেশবস্য) শ্রীভগবানের (এতৎ বচনং) এই বাক্য (শ্রুত্বা) শ্রবণ করিয়া (বেপমানঃ) কম্পিতকলেবর (কিরীটি) অর্জ্জুন (কৃতাঞ্জলিঃ) করযোড়ে (নমস্কৃত্য) নমস্কার করিয়া, (ভীতভীতঃ) অতিশয় ভীতচিত্তে (কৃষ্ণং) কৃষ্ণকে (প্রণম্য) প্রণাম করিয়া (ভূয়ঃ এব) পুনরায় (সগদ্গদং) গদ্গদকণ্ঠে (আহ) বলিলেন।

৩৬। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন বলিলেন, (হৃষীকেশ) হে হৃষীকেশ! (তব) আপনার (প্রকীর্ত্ত্যা) মহিমাকীর্ত্তনে (জগৎ) জগৎ (প্রহৃষ্যতি) হর্ষলাভ করে (অনুরজ্যতে চ) এবং অনুরক্ত হয়, (রক্ষাংসি) রাক্ষসগণ (ভীতানি) ভয় পাইয়া (দিশঃ) নানাদিকে (দ্রবন্তি) পলায়ন করে (সর্ব্বে সিদ্ধসংঘাঃ চ) এবং সিদ্ধগণ (নমস্যন্তি) প্রণাম করে [তৎ] তাহা (স্থানে) সঙ্গত।

৩৫। সঞ্জয় কহিলেন—শ্রীভগবানের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরীট-ধারী অর্জ্জুন, কম্পিতকলেবরে ভগবান্‌কে প্রণামকরতঃ মহাভীতচিত্তে করযোড়ে পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

৩৬। অর্জ্জুন বলিলেন, হে হৃষীকেশ! আপনার মহিমা কীর্ত্তিত হইলে জগৎ কল্যাণপ্রাপ্ত হইয়া আঁপনাতেই ভক্তি লাভ করে। রাক্ষসগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥৩৭॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮॥

৩৭। অন্বয়ঃ। (মহাত্মন্) হে মহাত্মন্ ! (অনন্ত) হে অনন্ত ! (দেবেশ) হে দেবাধিপতে ! (জগন্নিবাস) হে জগদাধার ! (ব্রহ্মণঃ অপি) হিরণ্যগর্ভেরও (গরীয়সে আদিকর্ত্রে) পূজনীয় জনক, (তে) আপনাকে (কস্মাৎ চ) কি নিমিত্ত বা (ন নমেরন্) [দেবগণ] প্রণাম করিবেন না ? (সৎ) ব্যক্ত ক্ষরপুরুষ, (অসৎ) অব্যক্ত কূটস্থ অক্ষরপুরুষ, (পরং যৎ অক্ষরং) পরমাক্ষর বা উত্তম পুরুষ, (তৎ চ) তাহা (ত্বং) আপনিই ।

৩৮। অন্বয়ঃ। (অনন্তরূপ) হে অনন্তমূর্ত্তিধারিন্ ! (ত্বম্) আপনি (পুরাণঃ) অনাদি, (আদিদেবঃ পুরুষঃ) পরমাক্ষর পুরুষ বা উত্তম পুরুষ, (ত্বম্) আপনি (অস্য বিশ্বস্য) এই জগতের (পরং নিধানম্) একমাত্র আধার, (বেত্তা অসি) আপনিই জ্ঞাতা, (বেদ্যং চ) [আপনিই] জ্ঞেয়, (পরং ধাম চ) এবং [আপনিই] ঐ জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়ভাবের পরম আশ্রয়, (ত্বয়া) অব্যক্ত কূটস্থ চৈতন্য-মূর্ত্তিদ্বারা আপনি (বিশ্বং) বিশ্বকে (ততং) ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিবিহীন, হিংসাপরায়ণ আসুরপ্রকৃতির লোকগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে এবং ভক্তিপরায়ণ সিদ্ধগণ আপনার চরণে প্রণত হন, ইহা সঙ্গতই বটে ।

৩৭। হে মহাত্মন্ ! হে অনন্ত ! হে দেবাধিপতে ! হে জগদাধার ! আপনি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারও পূজ্য ও আদিকারণস্বরূপ। আপনাকে দেবগণ প্রণাম করিবেন, ইহাতে আবার কথা কি ? আপনিই পরিণামী ক্ষরপুরুষ, আপনিই অপরিণামী বা কূটস্থ অক্ষরপুরুষ এবং আপনিই পরমাক্ষর পুরুষ বা উত্তম পুরুষ ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০॥

৩৯। অন্বয়ঃ। (ত্বম্ বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিঃ) আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কশ্যপাদি প্রজাপতি (চ) এবং (প্রপিতামহঃ) [আপনি] সর্ব্ব পিতামহস্থানীয় ব্রহ্মারও পিতা ; (তে) আপনাকে (সহস্রকৃত্বঃ) সহস্রবার (নমঃ নমঃ অস্তু) প্রণাম করি, (পুনঃ চ নমঃ) পুনর্ব্বার আপনাকে প্রণাম করি, (ভূয়ঃ অপি তে নমঃ নমঃ) আবার আপনাকে প্রণাম করি।

৪০। অন্বয়ঃ। (সর্ব্ব) হে বিশ্বমূর্ত্তে! (তে) আপনাকে (পুরস্তাৎ) সম্মুখে (অথ) এবং (পৃষ্ঠতঃ) পশ্চাতে (নমঃ) প্রণাম করি, (তে) আপনাকে (সর্ব্বতঃ এব) চতুর্দ্দিকে (নমঃ অস্তু) প্রণাম করি, (অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ) অনন্তবীর্য্য এবং অপরিমিত শক্তিশালী (ত্বম্) আপনি (সর্ব্বং) বিশ্ব (সমাপ্নোষি) ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, (ততঃ) সেই হেতু (সর্ব্বঃ অসি) আপনিই সব অর্থাৎ আপনি ব্যতীত কিছুই নাই।

৩৮। হে অনন্তমূর্ত্তে! আপনিই আদিদেব পুরাণ পুরুষ, আপনিই এই জগতের একমাত্র আধার, আপনিই সর্ব্ববিৎ, আপনিই জানিবার বিষয়, আপনিই বেত্তা ও বেদ্যভাবের পরমাশ্রয় এবং এই জগতের সমস্ত পদার্থেরই অন্তরে ও বাহিরে একমাত্র আপনিই অব্যক্ত কূটস্থ অক্ষর-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

৩৯। আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কশ্যপাদি প্রজাপতি, আবার আপনিই পিতামহ ব্রহ্মারও জনক ; অতএব আপনাকে সহস্রবার প্রণাম করি, আবার প্রণাম করি, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

৪১-৪২। অন্বয়ঃ। (তব) আপনার (ইদং মহিমানং) এই অপূর্ব্ব মহিমা (অজানতা) না জানিয়া (ময়া) আমি (প্রমাদাৎ) অনবধানতাপ্রযুক্ত (প্রণয়েন বা অপি) বা প্রণয়বশতঃ (সখা ইতি মত্বা) সখা ভাবিয়া (হে কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (হে যাদব) হে যাদব! (হে সখে) হে সখে! (ইতি) এইরূপ (প্রসভং) হঠকারিতাবশতঃ (যৎ উক্তম্) যাহা কিছু বলিয়াছি, (বিহারশয্যাসনভোজনেষু) ক্রীড়াকালে, শয়নকালে, উপবেশনকালে ও ভোজনকালে, (একঃ) একাকী অবস্থান-কালে (অথবা) অথবা (তৎসমক্ষং) বন্ধুগণের সমক্ষে (অবহাসার্থং) পরিহাস-চ্ছলে (যৎ) যাহা কিছু (অসৎকৃতঃ অসি) আপনাকে অসম্মান করিয়াছি, (অচ্যুত) হে অব্যয়! (অহম্) আমি (অপ্রমেয়ং ত্বাম্) অচিন্ত্যপ্রভাব আপনার নিকট (তৎ) সেই সমস্ত অপরাধের (ক্ষাময়ে) ক্ষমা চাহিতেছি।

৪০। হে সর্ব্বমূর্ত্তে! আপনাকে সম্মুখে পশ্চাতে এবং চতুর্দ্দিকেই প্রণাম করি, কারণ আপনি চরাচর-বিশ্বব্যাপী। আপনার তেজ অনন্ত, শক্তিও অনন্ত, এবং যেহেতু আপনি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই হেতু সে সমস্তই আপনি।

৪১-৪২। আপনার এই অপূর্ব্ব মহিমা না জানা হেতুই আমি অজ্ঞানতা-বশতঃ মিত্রভাবে আপনাকে "হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে!" এইরূপ কত অনুপযুক্ত সম্বোধন করিয়াছি। হে অচ্যুত! ক্রীড়াকালে, শয়নকালে, উপবেশন-কালে ও ভোজনকালে, আপনার একাকী অবস্থিতিসময়ে বা বন্ধুগণের সম্মুখে আমি পরিহাসচ্ছলে কত অন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া আপনার অসম্মান করিয়াছি। হে বিভো! আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যোলোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥৪৩॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥৪৪॥

৪৩। অন্বয়ঃ। (অপ্রতিমপ্রভাব) হে অতুলনীয় প্রভাবশালিন্! (ত্বম্) আপনি (চরাচরস্য লোকস্য) স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রিলোকের (পিতা অসি) পালনকর্ত্তা, (অস্য) এই ত্রিলোকের (পূজ্যঃ) পূজনীয় (গুরুঃ) গুরু, (গরীয়ান্ চ অসি) এবং গুরুরও গুরু। (লোকত্রয়ে) ত্রিভুবনে (ত্বৎসমঃ অপি) আপনার সমানই (ন অস্তি) নাই, (অভ্যধিকঃ) আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (অন্যঃ) অন্য (কুতঃ) কোথায়?

৪৪। অন্বয়ঃ। (দেব) হে দেব! (তস্মাৎ) অতএব (অহম্) আমি (কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া (ঈশং ঈড্যং ত্বাম্) বন্দনীয় সর্ব্বনিয়ন্তা আপনার (প্রসাদয়ে) প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। (পিতা ইব পুত্রস্য) পিতা যেমন পুত্রের, (সখা ইব সখ্যুঃ) মিত্র যেমন মিত্রের, (প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ) [ইব] পতি যেমন পত্নীর [অপরাধ গ্রহণ করেন না সেইরূপ আমার অপরাধ] (সোঢ়ুং অর্হসি) ক্ষমা করিবেন।

৪৩। হে অসীমশক্তে! আপনি এই চরাচর বিশ্বের জনক; আপনি সকল লোকেরই পরম পূজ্য গুরু এবং গুরুরও গুরু। এই ত্রিজগতে আপনার সমান কিছুই নাই, সুতরাং আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আবার কি হইবে?

৪৪। অতএব হে দেব! আপনাকে পরম বন্দনীয় ঈশ্বররূপে পরিজ্ঞাত হইয়া আপনার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, মিত্র যেমন মিত্রের, পতি যেমন পত্নীর অপরাধ গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ আমার কৃত অন্যায় ব্যবহার গ্রহণ করিবেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪৭॥

৪৫। অন্বয়ঃ। (দেব) হে দেব! (অদৃষ্টপূর্ব্বম্) অদৃষ্টপূর্ব্ব [তোমার রূপ] (দৃষ্ট্বা) দেখিয়া (হৃষিতঃ অস্মি) আনন্দিত হইয়াছি। (ভয়েন চ) [কিন্তু] ভয়েও (মে মনঃ) আমার মন (প্রব্যথিতং) অস্থির হইয়াছে; (দেবেশ) হে পরমদেবতা! (জগন্নিবাস) হে জগদাধার! (তৎ এব রূপং) আমার ইষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি (মে) আমাকে (দর্শয়) দেখান; (প্রসীদ) আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

৪৬। অন্বয়ঃ। (অহম্) আমি (ত্বাম্) আপনাকে (তথা এব) সেইরূপ (কিরীটিনং) কিরীটধারী, (গদিনং) গদাধারী, (চক্রহস্তং) চক্রধারীরূপে (দ্রষ্টুম্) দেখিতে (ইচ্ছামি) ইচ্ছা করি, (সহস্রবাহো) হে অসংখ্যবাহো! (বিশ্বমূর্ত্তে) হে বিশ্বরূপ! (তেন এব) সেই (চতুর্ভুজেন রূপেণ) চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে (ভব) প্রকটিত হউন।

৪৫। হে পরম দেবতা! আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে আনন্দ ও ভয়, এই উভয় বিরুদ্ধ ভাবেরই যুগপৎ উদয় হইতেছে। অতএব হে জগদাধার! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার ইষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তিতে দর্শন দিন।

৪৬। আমি সেই কিরীটমস্তক, গদাচক্রধারিরূপে আপনাকে দেখিতে চাহিতেছি; হে অসংখ্যবাহো বিশ্বমূর্ত্তে! আমাকে সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে দর্শন দিন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্নচক্রিয়াভির্নতপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

৪৭। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (প্রসন্নেন ময়া) আমি প্রসন্ন হইয়া (আত্মযোগাৎ) যোগমায়া আশ্রয়ে (তব) তোমাকে (ইদং) এই (তেজোময়ং) তেজোময়, (অনন্তং) অনন্ত, (আদ্যং) আদিভূত (মে) আমার (পরং) শ্রেষ্ঠ (বিশ্বং রূপং) বিশ্বরূপ (দর্শিতং) দেখাইলাম, (যৎ) যে রূপ (ত্বদন্যেন) তুমি ভিন্ন অন্য কেহ (ন দৃষ্টপূর্ব্বম্) পূর্ব্বে দেখে নাই।

৪৮। অন্বয়ঃ। (কুরুপ্রবীর) হে কুরুবীর অর্জ্জুন! (ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ) না বেদাধ্যয়নদ্বারা, না যজ্ঞবিদ্যাধ্যয়নদ্বারা, (ন দানৈঃ) না দানের দ্বারা, (ন ক্রিয়াভিঃ) না অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌতকর্ম্মদ্বারা (ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ চ) কিংবা না উগ্র তপস্যাদিদ্বারা (এবংরূপঃ অহং) আমার এই বিশ্বরূপটী (ত্বদন্যেন) তোমা ব্যতীত (নৃলোকে) পৃথিবীতে [কেহ] (দ্রষ্টুং) দেখিতে (শক্যঃ) সমর্থ হয়, অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা কেহ বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।

৪৭। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার যোগমায়াকে আশ্রয় করতঃ এই মহাতেজোময়, আদিভূত, অনন্ত বিশ্বরূপ তোমাকে দেখাইলাম। আমার এই রূপ একমাত্র তুমিই দেখিলে; আর কেহ কখনও দেখেন নাই।

ভগবানের বিশ্বরূপ মার্কণ্ডেয়, যশোদা, অক্রুর, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রভৃতি অনেকেই দেখিয়াছেন; তবে এই করাল কালমূর্ত্তি আর কেহ দেখেন নাই বটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥৫০॥

৪৯। অন্বয়ঃ। (মম) আমার (ঈদৃক্) এইরূপ (ঘোরং) ভয়ঙ্কর (ইদং রূপং) এই বিশ্বরূপ (দৃষ্ট্বা) দেখিয়া (তে) তোমার (ব্যথা) ভয় (মা) না হউক (বিমূঢ়ভাবঃ চ) এবং মোহ (মা) না হউক; (ব্যপেতভীঃ) নিঃশঙ্কচিত্তে (প্রীতমনাঃ) প্রসন্নহৃদয়ে (পুনঃ) পুনর্ব্বার (ত্বং) তুমি (মে) আমার (ইদং) এই (তৎ এব) সেই চতুর্ভুজ (রূপং) মূর্ত্তি (প্রপশ্য) দর্শন কর।

৫০। অন্বয়ঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় বলিলেন, (বাসুদেবঃ) শ্রীভগবান্ (অর্জ্জুনং) অর্জ্জুনকে (ইতি উক্ত্বা) এই বলিয়া (ভূয়ঃ) পুনরায় (তথা) পূর্ব্বোক্ত (স্বকং) স্বীয় (রূপং) চতুর্ভুজমূর্ত্তি (দর্শয়ামাস) দেখাইলেন; (মহাত্মা) পরম কারুণিক সর্ব্বেশ্বর (সৌম্যবপুঃ) শান্তদেহ অর্থাৎ দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি (ভূত্বা) হইয়া (ভীতম্) ভীত (এনম্) অর্জ্জুনকে (পুনঃ) পুনরায় (আশ্বাসয়ামাস) আশ্বাস প্রদান করিলেন।

৪৮। হে কুরুবীর অর্জ্জুন! মানবগণের মধ্যে বেদাধ্যয়ন, মীমাংসাকল্প-সূত্রাদি শাস্ত্রের অর্থবিচার, দানক্রিয়া, অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্ম্ম বা পরোপকার-রূপ সৎকর্ম্ম, কিংবা উগ্র তপস্যাদিদ্বারা আমার এই প্রকার বিশ্বরূপের দর্শনলাভ ঘটে না। ইহা মাত্র তোমার ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

৪৯। আমার এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া তোমাতে যে ভয় ও অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দূর হউক্। নিঃশঙ্কচিত্তে, প্রসন্নহৃদয়ে সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন কর।

৫০। সঞ্জয় কহিলেন, শ্রীভগবান্ এই বলিয়া, (অর্জ্জুনের দৃষ্টি হইতে এই বিশ্বরূপকে অন্তর্হিতকরতঃ) সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন এবং পুনরায় দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সান্ত্বনাবাক্যদ্বারা তাঁহার ভয়ব্যাকুল হৃদয়ে শান্তি দান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২॥

৫১। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন বলিলেন, (জনার্দ্দন) হে জনার্দ্দন! (তব) আপনার (ইদং) এই (সৌম্যং) সুন্দর (মানুষং রূপং) মানুষী মূর্ত্তি (দৃষ্ট্বা) দেখিয়া (ইদানীং) এক্ষণে (অহম্) আমি (সচেতাঃ) স্থিরচিত্ত (সংবৃত্তঃ) হইলাম (প্রকৃতিং গতঃ অস্মি) [এবং] প্রকৃতিস্থ হইলাম।

৫২। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (মম) আমার (ইদং) এই (সুদুর্দ্দর্শং) অত্যন্ত দুর্লভদর্শন (যং রূপম্) যে বিরাট্ রূপ (দৃষ্টবান্ অসি) দেখিলে, (দেবাঃ অপি) দেবগণও (অস্য রূপস্য) এই বিশ্বরূপ (নিত্যং) সর্ব্বদা (দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ) দর্শন করিবার জন্য লালসা করেন।

৫১। অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আপনার এই সৌম্য মানুষী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি স্থিরচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম অর্থাৎ আমি যে অর্জ্জুন, আপনি যে আমাদের সেই শ্রীকৃষ্ণ, এটা যে যুদ্ধক্ষেত্র এবং এই আমাদের সৈন্য, ঐ উঁহাদের সৈন্য, ইত্যাদি পূর্ব্বস্মৃতি আমাতে উপস্থিত হইল। এতক্ষণ এই সকলের স্মৃতি আমাতে বিদ্যমান ছিল না।

৫২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, তুমি আমার এই যে বিরাট রূপ দর্শন করিলে, এ রূপ দর্শন করা অতিশয় দুর্লভ এবং কোন কোন সাধকের পক্ষে প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইলেও পরে অতি প্রিয় হইয়া থাকে। দেবতাগণও এই রূপ দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাহং বেদৈর্ন তপসা নদানেন ন চেজ্যয়া ।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৫৪॥

৫৩। অন্বয়ঃ। (মাং) আমাকে (যথা) যেরূপে (দৃষ্টবান্ অসি) দর্শন করিলে, (এবংবিধঃ অহং) আমার এই রূপ (ন বেদৈঃ) না বেদাধ্যয়ন দ্বারা, (ন তপসা) না তপস্যাদ্বারা, (ন দানেন) না দানদ্বারা, (ন চ ইজ্যয়া) না যজ্ঞের দ্বারা [কেহ] (দ্রষ্টুম্ শক্যঃ) দেখিতে সমর্থ হয়।

৫৪। অন্বয়ঃ। (পরন্তপ) হে শত্রুতাপন ! (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন ! (অনন্যয়া ভক্ত্যা তু) একমাত্র ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারাই [সাধক] (এবংবিধঃ) এতাদৃশ রূপধারী (অহং) আমাকে (তত্ত্বেন) যথাযথরূপে [যথাক্রমে] (জ্ঞাতুং) জানিতে, (দ্রষ্টুং) দেখিতে (প্রবেষ্টুং চ) এবং আমাতে প্রবেশ করিতে (শক্যঃ) সমর্থ হয়।

৫৩। তুমি আমার যে মূর্ত্তি দর্শন করিলে, ইহা বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দানকর্ম্ম কিংবা তপশ্চরণ, কিছুরই দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৫৪। হে অর্জ্জুন! অনন্যভক্তির দ্বারাই আমার যথার্থ তত্ত্ব জানিতে, আমাকে দর্শন করিতে ও আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।

অনন্যভক্তি কি ? অনন্যভক্তি তাহাকেই বলা যায়, যখন পূর্ব্বজীবনের শুভহেতু, আপনা হইতেই হৃদয়ের অবস্থা এইরূপ হয় যে, ভগবদ্ভাব, ভগবৎকথা, ভক্তসঙ্গ যত ভাল লাগে, সংসারের কোন বস্তু, অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র বা ধনসম্পত্তি, কিছুই তত ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই ভগবানের দিকে হৃদয়ের স্বাভাবিকী গতি প্রবাহিত হইতে থাকে ; তখনই হৃদয়ে অনন্যা ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে নিশ্চিত ; ঐ ভক্তি, জ্ঞান ও সাধনযোগে ক্রমেই প্রবলা হইতে থাকে ও সাধককে সমস্ত ভুলাইয়া দিয়া, একমাত্র ভগবান্‌কেই সাধকের হৃদ্‌সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহারই নাম অনন্যা ভক্তি ; নতুবা সকামা বা কর্ত্তব্যান্তর্গতা কিংবা সখের ভক্তি কখনই অনন্যা ভক্তি হইতে পারে না। অনন্যা ভক্তিই সাত্ত্বিকী ভক্তি, সকামা বা কর্ত্তব্যান্তর্গতা ভক্তি রাজসী ভক্তি, আর লোককে দেখাইবার জন্য কপট বা সখের ভক্তি তামসী ভক্তি। রাজসী ও তামসী ভক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবদ্দর্শনাদি কিছুই সফল হইতে পারে না। ভক্তি বৈরাগ্যমূলা না হইলে, তাহাকে ভক্তিই বলা যায় না। বৈরাগ্যমূলা ভক্তিই সাত্ত্বিকী ভক্তি। ভক্তসাধক ভগবানের নিকট হইতে কোন ভোগফলপ্রাপ্তিরই কামনা রাখেন না; মাত্র ভগবান্‌কে চাহেন। ভাগবতী শান্তি লাভের ইচ্ছাই হৃদয়ের সাত্ত্বিকী পিপাসা এবং সেই পরম প্রাণনাথের সঙ্গই পরমানন্দময় পরিণাম। সেই প্রেম উপস্থিত হইলে সাধকের সর্ব্বস্ব সুধাময় হইয়া যায়। নারদ বলিয়াছেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে", ভগবানের দিকে হৃদয়ের স্বাভাবিকী নিষ্কামা আনুরক্তিই ভক্তি। এই সাত্ত্বিকী ভক্তিলাভই জ্ঞানার্জ্জনের শুভ ফল; নতুবা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বা সাধনাদি সমস্তই বিফল হইয়া যায়। এই জন্যই মাত্র শাস্ত্রপণ্ডিতগণের সকাম শুষ্কজ্ঞানার্জ্জন বা বৈরাগ্যহীন সাধকের অধ্যাত্মসাধনাদি মরুক্ষেত্রে বপিত বীজবৎ নিষ্ফল। সাত্ত্বিকী অনন্যা ভক্তি ব্যতীত, ভগবানের শুভদৃষ্টি সাধকের উপরে পতিত হয় না এবং ভগবৎকৃপার অভাবে ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিত হয় না।

ভগবান্ এই শ্লোকে বলিলেন যে, 'অনন্যা ভক্তিসহ আমাকে তত্ত্বের সহিত জানিতে, আমাকে দর্শন করিতে ও আমাতে প্রবেশ করিতে হইবে।' ইহাদ্বারাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, 'আমার এই লীলার বিষয় জানিলেই বা আমার এই মায়াময় লীলামূর্ত্তি দর্শন করিলেই হইবে না; আমার যথার্থ তত্ত্ব সদ্‌গুরুর নিকটে বুঝিতে হইবে।' 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা সেই নির্ম্মল তত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করাকেই বলিতেছেন, "জ্ঞাতুম্"। তাহার পর সদ্‌গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া যখন 'তৎপদং' দেখাইয়া দিবেন, তখন সাধকের ভগবদ্দর্শনলাভ ঘটিবে; ইহাকেই বলিতেছেন, "দ্রষ্টুম্"। তাহার পর গুরুসেবাপরায়ণ ভক্তিমান্ সাধক যখন গুরুকৃপায় ক্রমে ক্রমে সাধনের উচ্চতম সোপানে উন্নীত হইয়া জগদ্রূপ আবর্জ্জনামুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগোনাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

৫৫। অন্বয়ঃ। (পাণ্ডব) হে অর্জ্জুন! (যঃ) যে সাধকের (মৎকর্ম্মকৃৎ) সমস্ত কর্ম্ম আমিভাবময়, (মৎপরমঃ) যাঁহার আমিই একমাত্র অবলম্বন, (মদ্ভক্তঃ) আমার প্রতি ভক্তিরসেই যাঁহার হৃদয় প্লাবিত রহিয়াছে, (সঙ্গবর্জ্জিতঃ) বিষয়াসক্তি যাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত [এবং] (সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ) যিনি সর্ব্বভূতহিতে রত, (সঃ) তিনি (মাং) আমাকে (এতি) প্রাপ্ত হন।

শান্তিসুধাময় ভগবৎসমুদ্রে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, সেই পরমানন্দময় পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন, "প্রবেষ্টুম্"। এই তিন প্রকার ফললাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞানার্জ্জন, ভগবদ্দর্শনলাভ ও ভগবানে প্রবেশ করিতে হইলে সেই পরমসঙ্গিনী অনন্যা ভক্তিকে চাই। তিনি সঙ্গে না থাকিলে পরিশ্রমই সার, কিছুই ফললাভ ঘটিবে না; সেইজন্যই প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

হে বিভো! যাহারা পরমগতিস্বরূপা ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া পরম জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, তুষাবঘাতবৎ (তণ্ডুলশূন্য তুষে পাদ্ দেওয়ার ন্যায়) তাহাদের সে চেষ্টা বৃথা হয়।

৫৫। হে অর্জ্জুন! যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম আমিময়, যাঁহার আমিই একমাত্র অবলম্বন, আমার ভক্তিরসেই যাঁহার হৃদয় প্লাবিত রহিয়াছে, সংসারাসক্তি যাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত এবং কোন প্রাণীতেই যাঁহার শত্রুভাব নাই, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১॥

১। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (এবং) বিশ্বকর্ত্তৃ-বিশ্বভর্ত্তৃ-বিশ্বেশ্বরেশ্বরভূত সগুণব্রহ্মত্বেন—বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বভর্ত্তা ও বিশ্বেশ্বরেশ্বর ঈশ্বরভূত সগুণব্রহ্মরূপে (সততযুক্তাঃ) অনন্যশরণ হইয়া নিরন্তর ভগবৎকর্ম্মে সমাহিতচিত্ত (যে ভক্তাঃ) যে ভক্তগণ (ত্বাম্) সগুণ ও নির্গুণ মহিমায় বিমণ্ডিত আপনাকে (পর্য্যুপাসতে) সগুণভাবে উপাসনা করেন, (যে চ অপি) এবং যাঁহারা—যে জ্ঞানিগণ (অব্যক্তং) সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর নিরাকার (অক্ষরং) কূটস্থ চিন্মাত্র নির্গুণ পরব্রহ্মভাবে [পর্য্যুপাসতে] আপনাকে উপাসনা করেন, (তেষাম্) তাঁহাদের অর্থাৎ উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে (কে যোগবিত্তমাঃ) কাঁহারা অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীর সাধকগণ অধিকতর যুক্ত বা যোগজ্ঞ?

১। দ্বিতীয় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত সর্ব্ববিশেষণশূন্য অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা এবং সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্য, সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা, এই দ্বিবিধ উপাসনা প্রদর্শিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে সগুণভাবে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সকল জগতের আত্মস্বরূপ আদ্য ঐশ্বরীয় রূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিয়াছেন, "মৎকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদিভাবেই বিশ্বরূপের উপাসকগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই দুই অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার মধ্যে অর্জ্জুনের পক্ষে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর তাহা জানিবার জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪॥

২। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (ময়ি) সগুণ ও নির্গুণ মহিমায় বিমণ্ডিত আমার সগুণ মূর্ত্তিতে (মনঃ আবেশ্য) মন একাগ্র করিয়া (নিত্যযুক্তাঃ) 'মৎকর্ম্মকৃৎ' ইত্যাদিরূপে মন্নিষ্ঠ হইয়া (পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ) পরমা ভক্তির সহিত (যে) যাঁহারা (মাম্) আমাকে [উপাসতে] উপাসনা করেন, (তে) তাঁহারা (যুক্ততমাঃ) অধিকতর যুক্ত বা যোগজ্ঞ, [ইহাই] (মে) আমার (মতাঃ) অভিপ্রায়।

৩-৪। অন্বয়ঃ। (যে তু) পূর্ব্বোক্ত নিত্যযুক্ত উপাসকগণ হইতে অন্য যাঁহারা (সর্ব্বত্র) সর্ব্বকালে, সর্ব্ববস্তুতে ও সর্ব্বভূতে (সমবুদ্ধয়ঃ) সমদর্শী [এবং] (সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ) সর্ব্বজীবের মঙ্গলাভিলাষী [সন্তঃ] হইয়া (ইন্দ্রিয়গ্রামং) ইন্দ্রিয়সমূহকে (সংনিয়ম্য) নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অর্থাৎ

যে সকল ভক্ত সাধক সর্ব্বদাই আপনাতে যুক্ত থাকিয়া সাধন করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর ভাবের সাধন করেন, এই উভয় শ্রেণীর সাধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমার বিশ্বরূপে মনকে একাগ্রকরতঃ যে ভক্তগণ যোগেশ্বরগণের অধীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ আমাকে পরমা ভক্তির সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া উপাসনা করেন, তাঁহারাই যুক্ততম, ইহাই আমার অভিপ্রায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫॥

অন্তর্মুখী করিয়া (সর্ব্বত্রগম্) আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, (অচিন্ত্যং) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অগোচর, (অচলং) ভৌতিক পরমাণু ও মনবুদ্ধি-অহঙ্কারাদির ন্যায় যিনি চঞ্চল বা অনিয়তস্বরূপ নহেন অর্থাৎ অচঞ্চল, (কূটস্থং) অবিকারী, (ধ্রুবং) নিত্য, (অনির্দ্দেশ্যং) কর্ত্তা, অকর্ত্তা, ভোক্তা, অভোক্তা ইত্যাদি ভাবদ্বারা নির্দ্দেশ করিবার অযোগ্য বা অবিজ্ঞেয়, (অব্যক্তং) সর্ব্ববিধ প্রমাণ ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বা অজ্ঞাত, (অক্ষরং) [এরূপ] নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপের (পর্য্যুপাসতে) সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন, (তে) তাঁহারা অর্থাৎ জ্ঞানিগণ (মাম্ এব) আমাকেই (প্রাপ্নুবন্তি) প্রাপ্ত হন।

৫। অন্বয়ঃ। (তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্) পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপে আসক্তিপরায়ণ ঐ জ্ঞানিগণের (অধিকতরঃ ক্লেশঃ) [নাস্তিভাবময় সাধনপথ] প্রথমোক্ত ভক্তগণের সাধনপথ অপেক্ষা অধিক কষ্টজনক। (হি) যেহেতু (দেহবদ্ভিঃ (দেহাভিমানদ্বারা যুক্ত থাকায় সাধক জীব, দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক (অব্যক্তা গতিঃ) নিরালম্বন পদবীতে আরোহণ করিতে (দুঃখং অবাপ্যতে) মহাদুঃখ পান।

৩৪। তাহা হইলে অক্ষর-উপাসকগণ কি যুক্ততম নহেন? এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যে সকল সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী, সর্ব্বভূতহিতে রত, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ-স্বরূপ, সমস্ত ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অতীত, মায়াধীশ, অচঞ্চল সুতরাং ধ্রুব অর্থাৎ স্থির ও নিত্য, অব্যক্ত অর্থাৎ উপাধিবর্জ্জিত অক্ষর ভাবের সাধনে নিযুক্ত, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। জ্ঞানীই আমার আত্মা, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঈদৃশ জ্ঞানিগণ অবিচলিতা নির্ম্মলা পরা ভক্তি ও পূর্ণ নির্ভরতাসহ সাধন করিতে করিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তাতে সমস্ত জগদ্ভাবকে ডুবাইয়া দিয়া একমাত্র তাঁহাকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭॥

৬-৭। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (যে তু) যে সকল নিত্যযুক্ত ভক্তসাধক (সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি) নিত্য, নৈমিত্তিক, স্বাভাবিক সমস্ত কর্ম্ম (ময়ি) সগুণে বাসুদেবে—সগুণব্রহ্ম আমাতে (সংন্যস্য) অর্পণকরতঃ (মৎপরাঃ) আমাতেই একনিষ্ঠ হইয়া (অনন্যেন এব যোগেন) ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা (মাং ধ্যায়ন্তঃ) আমার ধ্যানে যুক্ত থাকিয়া (উপাসতে) উপাসনা করেন, (ময়ি আবেশিতচেতসাম্) মদ্গতচিত্ত (তেষাম্) সেই ভক্তগণকে (অহং) আমি (মৃত্যুসংসারসাগরাৎ) জন্মমৃত্যুরূপ সংসারসমুদ্র হইতে (ন চিরাৎ) শীঘ্রই (সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি) উদ্ধার করি।

বিদ্যমান দেখেন ও আপনার নির্ম্মলা সত্তাকেও সেই পরমানন্দরসস্বরূপ ব্রহ্মে নিমগ্ন করিয়া ভেদমুক্ত আনন্দস্বরূপ সদ্যোমুক্তি লাভ করেন। পরম সাধনভাবের এই যে আভাস প্রকাশ করা হইল, ইহার দ্বারা সেই সাধনানন্দের কিছুই প্রকাশ পাইল না। সে অপূর্ব্ব আনন্দ বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইবার নহে, তাহা স্বয়ংবেদ্য।
শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন—"স্বয়ং বেদ্যঞ্চ তদ্ব্রহ্ম কুমারী মৈথুনং যথা"। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—

"সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
স্বয়ন্তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥"

অর্থাৎ নির্ম্মলান্তর (জীবাভিমানমুক্ত) সাধক পরম অদ্বয় অধ্যাত্মভাবে নিমগ্ন হইয়া যে মহানন্দ ভোগ করেন, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইবার নহে, তিনি স্বয়ংই অন্তরে অন্তরে তাহা গ্রহণ করেন মাত্র।

৫। যাঁহারা মৎকর্ম্মাদিপরায়ণ হইয়া বিশ্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে একান্তভাবে মদ্ভক্তি, মৎসেবন, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যাহার ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯॥

৮। অন্বয়ঃ। (ময়ি এব) আমাতেই (মনঃ আধৎস্ব) মনকে স্থাপিত কর [এবং] (ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়) সমাহিত বুদ্ধিদ্বারা আমাকেই চিন্তা কর, (অতঃ ঊর্দ্ধং) দেহত্যাগান্তে (ময়ি এব) আমাকেই আশ্রয় করিয়া (নিবসিষ্যসি) বাস করিবে অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, (সংশয়ঃ ন) সন্দেহ নাই।

৯। অন্বয়ঃ। (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয়! (অথ) যদি (ময়ি) আমাতে (চিত্তং স্থিরং) চিত্তকে অচঞ্চলভাবে (সমাধাতুং) স্থাপন করিতে (ন শক্নোষি) সমর্থ না হও, (ততঃ) তাহা হইলে (অভ্যাসযোগেন) অভ্যাসযোগদ্বারা অর্থাৎ আমার সাকারমূর্ত্তি অবলম্বনে চিত্তের একাগ্রতারূপ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা (মাম্) আমাকে (আপ্তুম্) পাইবার জন্য (ইচ্ছ) প্রার্থনা কর।

ক্লেশ সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু পরমার্থদর্শী অক্ষর-উপাসকগণের দেহাভিমান পরিত্যাগনিমিত্ত যে ক্লেশ, তাহা অত্যন্ত অধিক। যাঁহাদের দেহাভিমান কিঞ্চিন্মাত্র বিদ্যমান আছে, ঐ অব্যক্ত অক্ষরাত্মিকা গতিলাভ তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর।

৬-৭। আমাতেই একান্ত নির্ভরশীল যে সকল ভক্ত সাধক সমস্ত কর্ম্ম আমাতেই অর্পণকরতঃ সর্ব্বদা আমাকে হৃদয়স্থ রাখিয়া আমার ধ্যানে যুক্ত থাকেন, মদ্‌গতপ্রাণ সেই সকল ভক্ত সাধককে, জন্মমৃত্যুরূপ তরঙ্গসমাকুল সংসারসমুদ্র হইতে আমিই শীঘ্র উদ্ধার করি। (পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর সাধকগণকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিলেন)।

৮। আমার ভাবেই মন ও বুদ্ধিকে সর্ব্বদা ফেলিয়া রাখিবার চেষ্টা কর; যদি তাহা পার, তাহা হইলে দেহত্যাগান্তে সামীপ্যাদি মুক্তিদ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১॥

১০। অন্বয়ঃ। [যদি] (অভ্যাসে অপি) অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিতেও (অসমর্থঃ অসি) অক্ষম হও, [তাহা হইলে] (মৎকর্ম্মপরমঃ ভব) শ্রবণ হইতে আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির কর্ম্মগুলি করিতে থাক; (মদর্থং) আমার ভক্তির উৎপাদক (কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি) কর্ম্ম করিলেও (সিদ্ধিং অবাপ্স্যসি) ক্রমোন্নতিক্রমে পরিণামে সিদ্ধি লাভ করিবে।

১১। অন্বয়ঃ। (অথ) যদি (এতৎ অপি কর্ত্তুম্) শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির কর্ম্মগুলি করিতেও (অশক্তঃ অসি) অক্ষম হও, (ততঃ) তাহা হইলে (মদ্‌-যোগং আশ্রিতঃ) আমার শরণাপন্ন হইয়া (যতাত্মবান্) সংযতচিত্তে (সর্ব্বকর্ম্মফল-ত্যাগং কুরু) সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম তোমাকে করিতে হইবে, সেই সকল কর্ম্মের ফল আমাকে সমর্পণ করিতে চেষ্টা কর।

৯। হে অর্জ্জুন! যদি একান্ত আমাতে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মে চিত্তকে সমাহিত করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে অভ্যাসযোগের দ্বারা অর্থাৎ ভগবানের দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অবলম্বনে তাহাতেই মন ও বুদ্ধিকে স্থাপন করিবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা চিত্তমনের স্থৈর্য্য সাধিতকরতঃ, ক্রমোন্নতিক্রমে সাধনের উচ্চতম সীমায় উপস্থিত হইয়া আমাকে পাইবার জন্য যত্ন কর।

১০। যদি উক্তপ্রকার অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিতেও অক্ষম হও, তাহা হইলে আমার কর্ম্মে নিযুক্ত হও; অর্থাৎ একাদশ্যাদি ব্রতাচরণ এবং নামসংকীর্ত্তন ও জপাদি কর্ম্ম নিষ্কামভাবে সম্পন্ন কর। সকামভাবে করিলে, কর্ম্ম ভগবানের হইবে না, তোমারই হইবে, এবং তাহার দ্বারা ভগবৎসাধনে শক্তিলাভকরতঃ ক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২॥

১২। অন্বয়ঃ। (অভ্যাসাৎ) অবিবেকসহকৃত সাকার ধ্যানাভ্যাস হইতে (জ্ঞানং) পরোক্ষজ্ঞান (হি) নিশ্চয় (শ্রেয়ঃ) উৎকৃষ্ট, (জ্ঞানাৎ) পরোক্ষজ্ঞান হইতে (ধ্যানং) বিবেকসংকৃত ধ্যানযোগ (বিশিষ্যতে) উৎকৃষ্ট; (ধ্যানাৎ) ধ্যান হইতে (কর্ম্মফলত্যাগঃ) শুভাশুভ কর্ম্মফলত্যাগ [শ্রেষ্ঠ, যেহেতু] (ত্যাগাৎ অনন্তরং) ত্যাগের পর (শান্তিঃ) পরমা শান্তি [লাভ হয়]।

ক্রমে সাধনের উচ্চতম সীমায় আপনাকে উন্নীত করিতে পারিবে না। বৈরাগ্যের সহিত অর্থাৎ 'কি প্রকারে সেই শান্তিময় পরম নাথকে প্রাপ্ত হইব', 'কতদিনে এই অশান্তিপূর্ণ তাপদগ্ধ সংসার-কারাগার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব,' ইত্যাকার সাত্ত্বিকী আনুরক্তির সহিত ঐ সকল কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় সাধনশক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও তোমার অধ্যাত্মোন্নতির যাবতীয় সুযোগই তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে; আমার জন্য (মাত্র আমাকে পাইবার জন্য, কোন প্রকার ভোগলাভার্থ নহে) কর্ম্ম করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ সাধনমার্গে উন্নতিলাভ করিবে।

১১। যদি আমার প্রীতির জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির* কর্ম্মগুলি করিতেও অক্ষম হও, তাহা হইলে সংযতচিত্তে আমার শরণাপন্ন হইয়া সমস্ত কর্ম্মেরই ফলকে পরিত্যাগ কর।

সাধনের উচ্চ অবস্থায়, জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণ যেরূপ আচরণ করিতে সক্ষম হন, তাহাই অসমর্থ পক্ষে ভগবান্ উপদেশ করিলেন কেন? ইহা কর্ম্মফলত্যাগের প্রশংসামাত্র।

---

* শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥

১৩-১৪। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা) যাঁহার কাহারও প্রতি, এমন কি শত্রুরও প্রতি বিদ্বেষভাব নাই, (মৈত্রঃ) যিনি সকল প্রাণীরই মিত্র, (করুণঃ এব চ) এবং যিনি দুঃখী জনগণের প্রতি দয়াবান্ (নির্ম্মমঃ) যাঁহার মমতা অর্থাৎ 'আমার আমার' জ্ঞান নাই, (নিরহঙ্কারঃ) যিনি 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা' ইত্যাকার অভিমানশূন্য, (সমদুঃখসুখঃ) সুখদুঃখে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, (ক্ষমী) ক্ষমাশীল, (সততং সন্তুষ্টঃ যোগী) নিত্যতৃপ্ত ও সতত ধ্যানযোগপরায়ণ, (যতাত্মা) সংযতেন্দ্রিয়, (দৃঢ়নিশ্চয়) দৃঢ় অধ্যবসায়বিশিষ্ট, (ময়ি) আমাতেই (অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ) যাঁহার মনবুদ্ধি পড়িয়া আছে, (যঃ) যিনি (মে ভক্তঃ) আমার এরূপ নিত্যযুক্ত ভক্ত, (সঃ) তিনি (মে প্রিয়ঃ) আমার প্রিয়।

১৫। অন্বয়ঃ। (যস্মাৎ) যাঁহা হইতে (লোকঃ) কোন লোকই (ন উদ্বিজতে) পীড়াপ্রাপ্ত হয় না (লোকাৎ চ) এবং কোন লোককর্ত্তৃক (যঃ) যিনি (ন উদ্বিজতে) উৎপীড়িত হইলেও উদ্বিগ্ন হন না (যঃ চ) এবং যিনি (হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ) সুখ, ক্রোধ, ভয় ও চিত্তচাঞ্চল্যরহিত, (সঃ) সেই অর্থাৎ তাদৃশ সমদর্শী সাধকই (মে) আমার (প্রিয়ঃ) প্রিয়।

১২। সাকার ধ্যানাভ্যাস অপেক্ষা পরোক্ষজ্ঞানার্জ্জন শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানাপেক্ষা ধ্যানযোগ শ্রেষ্ঠ, এই ধ্যানযোগ অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ত্যাগের পরই পরমা শান্তি উপস্থিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥

১৬। অন্বয়ঃ। (যঃ) যিনি (অনপেক্ষঃ) সুখপ্রাপ্তিতে অথবা দুঃখপরিত্যাগে স্পৃহা বা যত্নশূন্য, (শুচিঃ) দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতাসম্পন্ন, (দক্ষঃ) উপস্থিত কর্ত্তব্যে তৎপর, (উদাসীনঃ) পক্ষপাতরহিত, [সুতরাং] (গতব্যথঃ) নির্ভয়, (সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী) সর্ব্বকর্ম্মসংকল্পত্যাগী (মদ্ভক্তঃ সঃ) আমার সেই ভক্ত (মে প্রিয়ঃ) আমার প্রিয়।

১৭। অন্বয়ঃ। [অপিচ] (যঃ) যিনি (ন হৃষ্যতি) ইষ্টলাভে হৃষ্ট হন না, (ন দ্বেষ্টি) অনিষ্টলাভে বিদ্বেষরহিত, (ন শোচতি) প্রিয়বিরহে শোক করেন না, (ন কাঙ্ক্ষতি) প্রিয়বস্তুপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, (শুভাশুভপরিত্যাগী) শুভাশুভকর্ম্মপরিত্যাগী [এবং] (যঃ ভক্তিমান্) যিনি মদ্ভক্তিপরায়ণ, (সঃ মে প্রিয়ঃ) তিনি আমার প্রিয়।

১৩-১৪। যাঁহার কাহারও প্রতি দ্বেষভাব নাই, যিনি সকলের সহিত মিত্রভাবাপন্ন, সদয়হৃদয়, ক্ষমাশীল, সুখদুঃখে অবিচলিতলক্ষ্য, যে অবস্থাই ভোগ করুন তাহাতেই সন্তুষ্ট, সংযতেন্দ্রিয়, দৃঢ় অধ্যবসায়বিশিষ্ট, 'আমি করিতেছি' এবং 'আমার এই সমস্ত' ইত্যাকার ভ্রান্তিমুক্ত এবং যাঁহার মনবুদ্ধি আমাতেই পড়িয়া রহিয়াছে, এমন যোগযুক্ত ভক্তিমান্ সাধকই আমার প্রিয় ভক্ত।

১৫। যাঁহা হইতে কেহই পীড়াপ্রাপ্ত হয় না এবং যিনি অন্যকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলেও উদ্বিগ্ন হন না, আনন্দ, ক্রোধ বা মাৎসর্য্য, চিন্তা ও ভয়মুক্ত সেই সাধকই আমার প্রিয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১৮॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥১৯॥

১৮-১৯। অন্বয়ঃ। (শত্রৌ চ মিত্রে চ) শত্রু ও মিত্রে (তথা মানাপমানয়োঃ) এবং মান ও অপমানে (সমঃ) সমবুদ্ধিসম্পন্ন, (শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু) শীত, গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখে (সমঃ) সমবুদ্ধিসম্পন্ন (সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ) আসক্তিরহিত, (তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ) নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, (মৌনী) বাক্যসংযমী, (যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ) যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট, (অনিকেতঃ) যাঁহার নিয়ত বাসের কোন স্থান নাই, (স্থিরমতিঃ) অবিচলিতান্তর্লক্ষ্য অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ, (ভক্তিমান্ নরঃ) ভক্তিমান্ সাধক (মে প্রিয়ঃ) আমার প্রিয়।

১৬। যিনি নিস্পৃহ অর্থাৎ যাঁহার কোন ভোগ্য বিষয়ে স্পৃহা নাই, যিনি পবিত্রস্বভাব, কর্ত্তব্যনির্ব্বাহতৎপর, পক্ষাপক্ষভেদবুদ্ধিমুক্ত, সুতরাং নির্ভয় অর্থাৎ সাংসারিক কোন কারণেই যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প-বর্জ্জিত সেই সাধকই আমার প্রিয় ভক্ত।

১৭। যিনি ইষ্টসমাগমে আনন্দিত বা অনিষ্টাগমে বিষাদিত হন না, যাঁহার অলাভে শোচনা ও লাভের কামনা নাই, জাগতিক মঙ্গলামঙ্গল যাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না এবং যিনি ভক্তিমান্, সেই সাধকই আমার প্রিয়।

১৮-১৯। যাঁহার শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, শীত-গ্রীষ্মে এবং সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান, প্রশংসা বা নিন্দা উভয়কেই যিনি সমান দেখেন, যিনি সর্ব্বদা অনাসক্ত-হৃদয়ে প্রসন্নচিত্তে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যান মাত্র, 'ইহা আমার গৃহ,' এরূপ ভ্রান্ত ধারণাও যাঁহার নাই, যিনি যথালব্ধবস্তুতে সন্তুষ্ট এবং যাঁহার বাক্য সংযত, সেই অবিচলিতান্তর্লক্ষ্য ভক্তিমান্ সাধকই আমার প্রিয়ভক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

২০। অন্বয়ঃ। (যে তু) যাঁহারা (যথোক্তং) পূর্ব্বোক্ত প্রকার (ইদং ধর্ম্ম্যামৃতং) এই ধর্ম্মসঙ্গত ও মোক্ষের সাধনভূত উপদেশ (পর্য্যুপাসতে) যত্ন-সহকারে পালন করেন, (শ্রদ্দধানাঃ) শ্রদ্ধাবান্ [ও] (মৎপরমাঃ) আমাতে অনন্যশরণ (তে ভক্তাঃ) সেই সকল জ্ঞানভক্তিমান্ সাধক (মে) আমার (অতীব) অত্যন্ত (প্রিয়াঃ) প্রিয়।

২০। যে সকল সাধকের আমিই মাত্র অবলম্বন এবং যাঁহারা আমার পূর্ব্বপ্রদত্ত ধর্ম্মসঙ্গত এবং মোক্ষের সাধনভূত উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত পালন করেন, তাঁহারাই আমার অতি প্রিয়ভক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥*

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥১॥

অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (কেশব) হে কেশব! (প্রকৃতিং) প্রকৃতি কি (পুরুষং চ এব) এবং পুরুষই বা কে? (ক্ষেত্রং) ক্ষেত্র কি (ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব) এবং ক্ষেত্রজ্ঞই বা কে? (জ্ঞানং) জ্ঞান কি (জ্ঞেয়ং চ) এবং জ্ঞেয়ই বা কে? (এতৎ) ইহা (বেদিতুম্) জানিতে (ইচ্ছামি) ইচ্ছা করি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! প্রকৃতি কি এবং পুরুষই বা কে, ক্ষেত্র কি এবং ক্ষেত্রজ্ঞই বা কে, জ্ঞান কি এবং জ্ঞেয়ই বা কে, জানিতে ইচ্ছা করি।

---

* দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নের প্রথম বিষয়ের উত্তর ঐ অধ্যায়ে প্রদান করিয়া ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিষয়ের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুন ঐ বিষয়েই পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন। এই প্রশ্নের অবতারণার অবকাশ এখানে না থাকিতেও পারে। ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের অনেকেই প্রশ্নসূচক এই শ্লোকের উল্লেখ আদৌ করেন নাই। এই জন্য এই শ্লোকটী সংখ্যাচিহ্নিত হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (কৌন্তেয়) হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন! (ইদং শরীরং) এই ভোগায়তন দেহ (ক্ষেত্রং ইতি) ক্ষেত্র এই নামে (অভিধীয়তে) কথিত হয়, (যঃ) যিনি (এতৎ) এই ক্ষেত্রকে (বেত্তি) জানেন, (তং) সেই পুরুষকে (তদ্বিদঃ) ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ববিদ্গণ (ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি) ক্ষেত্রজ্ঞ এই আখ্যায় (প্রাহুঃ) অভিহিত করেন।

২। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে অর্জ্জুন! (সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি) ব্রহ্মাদি সকল ক্ষেত্রেই (মাং চ) আমাকেই (ক্ষেত্রজ্ঞং) একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া (বিদ্ধি) জানিবে, (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ) ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে (যৎ জ্ঞানম্) যে জ্ঞান, (তৎ জ্ঞানম্) সেই জ্ঞান (মম) আমার (মতম্) অভিপ্রেত।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই শরীরকেই ক্ষেত্র এবং এই শরীরের সমস্ত ব্যাপার যিনি অবিচ্ছেদে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করেন।

২। সকল ক্ষেত্রেরই একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আমি; হে অর্জ্জুন! এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, উভয়ের মধ্যে ভেদ কি এবং সম্বন্ধই বা কি, এই তত্ত্বকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান।

ভগবান্ শরীরকে ক্ষেত্র এবং শরীরের যাবতীয় ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ আত্মা বা আপনাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করিলেন। কেহ যেন মনে না করেন যে, চর্ম্ম, রক্ত, বসা, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সপ্তধাতুনির্ম্মিত স্থূল শরীরকে মাত্র লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ 'শরীর' উল্লেখ করিলেন। শরীর একটী নয়, তিনটী। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীর লইয়াই আমাদের শরীর এবং এই তিনকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ 'শরীর' উল্লেখ করিয়াছেন। চর্ম্মরক্তাদি সপ্তধাতুদ্বারা গঠিত এই যে দৃশ্যমান ভৌতিক দেহ, ইহাকেই স্থূল শরীর বলা হয়। এই স্থূল শরীর ব্যতীত আর একটী শরীর আছে, তাহাই সূক্ষ্ম শরীর। পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি লইয়াই এই সূক্ষ্ম শরীর। এই শরীরের দ্বারা বিষয়ের সূক্ষ্মত্ব-ভোগ সাধিত হয়। যেমন স্বপ্নকালে তোমার স্থূল শরীর নিশ্চেষ্টভাবে কলিকাতায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তুমি বাটীতে যাইয়া তোমার পত্নীর পার্শ্বে উপবেশন করতঃ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলে, তাঁহার প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিলে এবং পরে তাঁহাকে আলিঙ্গনকরতঃ উপভোগ করিয়া স্পর্শসুখ ভোগ করিলে। তোমার স্থূল শরীর তো এখানে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিয়া রূপভোগ, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া শব্দভোগ, তাঁহার প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া রসভোগ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনাদিদ্বারা স্পর্শসুখ-ভোগ হইল কোন্ শরীরের দ্বারা? ঐ সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারাই ঐ সকল ভোগ সাধিত হইয়াছে। যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই কর্ম্ম করে, তখন আমাদের জাগ্রৎ অবস্থা; যখন স্থূল শরীর কর্ম্ম করে না, কেবল ঐ সূক্ষ্ম শরীর কর্ম্ম করে তখন আমা-দের স্বপ্নাবস্থা; আর যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই কর্ম্ম করে না, তখনই আমা-দের সুষুপ্তি অবস্থা। ঐ সুষুপ্তি অবস্থাই আমাদের কারণ-শরীর নামক অব্যক্ত বীজভূত শরীরকে দেখাইয়া দিতেছে। 'আমি আছি' ইত্যাকার জ্ঞানই অহংরূপী জীব (৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। ঐ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরের দ্বারাই ভোগাভিমান করে, কিন্তু সুষুপ্তিকালে উক্ত প্রকার ভোগাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অহংজ্ঞানরূপী জীব অব্যক্ত কারণ-শরীরে প্রবেশ করে; তখন যাবতীয় অস্তিভাবই নাস্তিময় তমঃসাগরে ডুবিয়া যায়। তখন আমিও নাই, সুতরাং জগৎও নাই এবং সুখ বা দুঃখ, কোন প্রকার ভোগাভিমানও আমাতে নাই। যতক্ষণ অহমের অস্তিত্ব, ততক্ষণ জগতেরও অস্তিত্ব, আবার যতক্ষণ অহমের নাস্তিত্ব, ততক্ষণ জগতেরও নাস্তিত্ব। অগ্রে অহং, পরে ত্বং ও তৎ। জাগ্রৎকালে অহমের স্থিরা ব্যক্তি, স্বপ্নকালে অহমের অস্থিরা ব্যক্তি এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৩॥

৩। অন্বয়ঃ। ((তৎ ক্ষেত্রং) সেই ক্ষেত্র (যৎ চ) স্বরূপতঃ যাহা, (যাদৃক্ চ) যে প্রকার, (যৎ-বিকারি) যো বিকারো যস্য তদ্—যদ্বিকারি, যৈরিন্দ্রিয়াদি-বিকারৈর্যুক্তং—যেরূপে পরিণামপ্রাপ্ত, (যতঃ চ যৎ) যে কারণ হইতে যে কার্য্য [উৎপন্ন হয়], (সঃ চ যঃ) এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা, (যৎ প্রভাবঃ চ) যেরূপ প্রভাবান্বিত, (তৎ) তাহা অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয় তত্ত্বই (সমাসেন) সংক্ষেপে (মে) আমার নিকট হইতে (শৃণু) শ্রবণ কর।

সুষুপ্তিকালে অহমের অব্যক্তি। সুষুপ্তিকালে যেখানে থাকিয়া অহং শোকতাপের গ্রাস হইতে কিছুক্ষণ পরিত্রাণ পাইয়াছিল এবং ব্রহ্মানন্দের শান্তিধারা পান করিতেছিল, তাহাই অহমের অব্যক্ত কারণ-শরীর। অশ্বত্থবৃক্ষের অতি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে অত বড় আর একটী অশ্বত্থবৃক্ষ আছে নিশ্চয়, কিন্তু তাহার কারণ-শরীররূপী ঐ বীজের মধ্যে অবস্থিতিকালে তাহার ব্যক্তি যেমন অব্যক্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তেমনি অহমের ব্যক্তিও সুষুপ্তিকালে কারণ-শরীরে অব্যক্তের মধ্যে গুপ্ত থাকে। এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, তিন লইয়াই আমাদের শরীর এবং এই তিন শরীরের যাবতীয় ব্যাপারই 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত হইতেছে। এই ক্ষেত্রকে যিনি সম্যক্‌রূপে জানেন, অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালের সমুদয় ভাবকেই যিনি অবিচ্ছেদে দেখিতেছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা। এইজন্যই ভগবান্ বলিতেছেন, "সমস্ত ক্ষেত্রেই একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আমি।" ভগবান্‌ই সর্ব্ব-প্রকার ভাবের বা জ্ঞানের এবং অভাবের বা অজ্ঞানের একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। তিনি ঐ আত্মারূপে সর্ব্বক্ষেত্রেই বা অহংরূপী যাবতীয় পৃথক্ পৃথক্ ঘটেই বিরাজ করিতেছেন, অথচ কিছুরই সহিত তাঁহার লিপ্তি নাই এবং কোন প্রকার বিকারই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৪॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৬॥

৪। অন্বয়ঃ। [তৎ] পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বটী (ঋষিভিঃ) বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ (বহুধা) বহুপ্রকারে (গীতম্) বলিয়াছেন, (বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ) বহু-শাখাবিশিষ্ট ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি বেদসমূহদ্বারা (পৃথক্) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে [গীতম্] বর্ণিত হইয়াছে, (হেতুমদ্ভিঃ) হেতুযুক্ত (বিনিশ্চিতৈঃ) সংশয়রহিত, (ব্রহ্মসূত্র-পদৈঃ চ এব) জগৎকারণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক পদসমূহের দ্বারাও (গীতম্) বিশেষ-ভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

৫-৬। অন্বয়ঃ। (মহাভূতানি) পঞ্চ মহাভূত, (অহঙ্কারঃ) জীবাভিমান, (বুদ্ধিঃ) নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, (অব্যক্তম্ এব চ) সৌষুপ্ত কারণ-শরীর, (দশৈকং চ ইন্দ্রিয়াণি) মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (চ) এবং (পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোচর শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, (ইচ্ছা) প্রবৃত্তি, (দ্বেষঃ) অপ্রবৃত্তি, (সুখং দুঃখং) সুখদুঃখরূপ আন্তর বিষয় (সংঘাতঃ) দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত জীবের সম্বন্ধ, (চেতনা ধৃতিঃ) বোধাকারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণাশক্তি, (এতৎ) এই সকল (সবিকারং) বিকারিভাবসমূহকেই (ক্ষেত্রং) ক্ষেত্র বলিয়া (সমাসেন) সংক্ষেপে (উদাহৃতম্) বলিলাম।

৩। এই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ যাহা, যে প্রকার, যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, যেরূপে উৎপন্ন এবং যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রের যাবতীয় ব্যাপারকে জানিতেছেন, তিনি কিরূপ প্রভাববান্, সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, মনো-যোগসহ শ্রবণ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৭॥

৭। অন্বয়ঃ। (অমানিত্বম্) আত্মশ্লাঘারাহিত্য, (অদম্ভিত্বম্) 'আমি বড় ধার্ম্মিক,' ইত্যাকার আত্মপ্রশংসা প্রচারিত না করা, (অহিংসা) কায়মনোবাক্যে প্রাণিমাত্রেরই অপীড়ন, (ক্ষান্তিঃ) ক্ষমা, (আর্জ্জবম্) সরলতা, (আচার্য্যোপাসনম্) গুরুসেবা, (শৌচং) বাহ্য ও আন্তর পবিত্রতা, (স্থৈর্য্যং) মোক্ষমার্গে চিত্তের স্থিরতা, (আত্মবিনিগ্রহঃ) মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম,—

৪। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব বহুপ্রকার শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্রপদ-সকলের দ্বারা অর্থাৎ বেদান্তবিচারদ্বারা যুক্তিযুক্তরূপে সকল তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে।

৫-৬। পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার অর্থাৎ জীবাভিমান, বুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত ও বিবেকাত্মিকা মহাশক্তি, অব্যক্ত অর্থাৎ কারণ শরীর, দশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এক অর্থাৎ উক্ত ইন্দ্রিয়দশের পর যে এক, বা ইন্দ্রিয়াধিপতি একাদশ ইন্দ্রিয় মন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বা বিষয়পঞ্চ, প্রবৃত্তি, অপ্রবৃত্তি, সুখ ও দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ জীবাভিমানের সহিত দেহেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, চেতনা অর্থাৎ বোধাকারা বুদ্ধিবৃত্তি * ও ধারণাশক্তি, এই বিকারী ভাবসমষ্টিকেই ক্ষেত্র বলা হয়। এই তোমাকে সংক্ষেপে ক্ষেত্রের পরিচয় দিলাম।

(সপ্তম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঐ সকল তত্ত্ব সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে, ইতি প্রকাশক)।

---

* তং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা—বোধাকারা বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ চৈতন্যের আকারে আকারিত বুদ্ধিবৃত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব শ্লোকগুলিতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এইবার শ্রীভগবান্ জ্ঞান কি, অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইলে সাধনপুষ্ট জ্ঞানী সাধকের অবস্থা কিরূপ হয়, সেই লক্ষণগুলি বলিতেছেন। যথার্থ সাত্ত্বিকী জ্ঞান স্ফুরিত হইলে নিশ্চয়ই এই লক্ষণগুলি সাধকের অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশ পাইবে, সন্দেহ নাই। লক্ষণগুলি পর পর বলিতেছেন; যথা—

৭। (১) অমানিত্ব অর্থাৎ যে মান লইয়া বিষয়ান্ধ লোক বিব্রত, যে মানের জন্য কত বিবাদ, কত দলাদলি সংঘটিত হইয়া ভয়ঙ্কর অশান্তি উৎপাদন করিতেছে, যে মানের জন্য কত যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়া কত দেশ, কত রাজ্যকে উৎসন্নপ্রায় করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, সেই মানরক্ষাবিষয়ে ঔদাসীন্য। এই ঔদাসীন্য বৈরাগ্যবান্ জ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে আপনা হইতেই উপস্থিত হয় এবং তাঁহার ব্রহ্মানন্দপূর্ণ প্রশান্ত হৃদয় হইতে মানকে তিরোহিত করিয়া দেয়। (২) অদম্ভিত্ব অর্থাৎ "আমি বড় ধার্ম্মিক" ইত্যাকার আত্মপ্রশংসাপ্রচার জ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে স্থান পায় না। যথার্থ জ্ঞানের ফল কখনই উগ্রভাবাপন্ন হয় না; সুধাময় দীনভাবই যথার্থ জ্ঞানের ফল। (৩) অহিংসা অর্থাৎ পরপীড়নবর্জ্জন; জ্ঞানী সাধকের হৃদয় সর্ব্বপ্রকার পীড়নভাবকেই পরিত্যাগ করে এবং পরপীড়নে বড়ই কাতর হয়। (৪) ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা। ক্রোধরূপ প্রচণ্ড অসুর কোন বিষয়ে প্রতিহিংসাসাধনের জন্য উত্তেজিত করিলেও এবং প্রতিফল দিবার শক্তি থাকিলেও জ্ঞানী সাধকের হৃদয় তাহা করিতে চাহে না। কারণ, ক্ষমাদেবী তাঁহার হৃদয়ে সতত বিরাজমানা; এবং তিনি প্রচণ্ড ক্রোধাসুর কর্তৃক উত্তোলিত অগ্নিময় তরঙ্গসকলকে আপনার বক্ষ হইতে নিঃসৃত সুধাধারা ঢালিয়া নির্ব্বাণ করিয়া দেন। (৫) আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা। জ্ঞানসম্পন্ন সাধকের হৃদয়ে কৌটিল্য-পিশাচের লীলা কখনই চলিতে পারে না। যদি কৌটিল্যই থাকিল, তাহা হইলে জ্ঞানার্জ্জন ও সাধনের ফল কি হইল? যে সাধকের জ্ঞান সাত্ত্বিক, অর্থাৎ বৈরাগ্যসহ ভগবন্মুখীন, সে সাধকের নিকটে কৌটিল্য-পিশাচের স্থান নাই। তাঁহার জ্ঞান সদা সারল্যময়, শান্তিময় ও আনন্দময়। (৬) আচার্য্যোপাসনা বা গুরুসেবা। জ্ঞানী সাধকের প্রধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তব্য সদ্‌গুরুদেবের প্রয়োজনসম্পাদন; অর্থাৎ গুরুদেবের কখন কি অভাব হইতেছে, কি প্রয়োজন পড়িতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ হওয়া ও তাঁহার অশান্তি নিবারণ করাই জ্ঞানী ও ভক্তিমান্ শিষ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে সৎশিষ্য সদ্‌গুরুদেবের কৃপালাভ করিয়াছেন ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সাধনবিষয়ক উপদেশরূপ সুধাময় গুরুপ্রসাদ পাইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছেন, তাঁহার গুরুভক্তি ও গুরুসেবা স্বতঃসিদ্ধভাবে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে; ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যেখানে গুরুভক্তি ও গুরুসেবার যতটুকু অভাব লক্ষিত হইবে, সেখানে সাত্ত্বিক জ্ঞানলাভেরও ততটুকু অভাব আছে, ইহা নিশ্চিত। (৭) শৌচ বা পবিত্রতা অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরকেই নির্ম্মল রাখা। কোন কোন অজ্ঞান লোকে মনে করে যে, বিষ্ঠাদিমর্দ্দন ও অখাদ্যভক্ষণ যে করিতে পারে, সেই পশ্বাচারী ব্যক্তিই নির্ব্বিকার ও জ্ঞানসম্পন্ন সাধক। কিন্তু যথার্থতঃ তাহা নহে; সে ব্যক্তি অজ্ঞান পশুমাত্র। নির্ম্মল জ্ঞানযোগী সাধক কখনই শূকর বা কুক্কুর নহেন; তিনি দেবতা। তাঁহার দেবশরীর সর্ব্বদা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং দেবভোগ্য পবিত্র সামগ্রীই তাঁহার ভোজ্য। তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই একটি পবিত্র ও প্রসন্নভাব হৃদয়ে উদিত হয় এবং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এক অপূর্ব্ব ভাগবতী শ্রী তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। (৮) স্থৈর্য্য বা স্থিরভাব অর্থাৎ জ্ঞানযোগী সাধকের ভাব সর্ব্বদাই অচঞ্চল। তিনি সাংসারিক কোন কারণেই চঞ্চল হন না, যে কারণই আসিয়া উপস্থিত হউক না, তিনি তাহাতে "কি করি, কোথায় যাই", ইত্যাকার ব্যস্তভাবে চালিত হইয়া অস্থির হন না এবং তাঁহার স্থিতি, গতি, সমস্তই ধীরভাবের পরিচায়ক। (৯) আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম। আপনার বহির্ম্মুখী স্থিতিকে নিগৃহীতকরতঃ, সর্ব্বদাই অন্তর্ম্মুখিভাবে আপনাকে সংস্থিত রাখিবার চেষ্টাই, জ্ঞানযোগী সাধকের মহাসাধন। এই অন্তর্ম্মুখী স্থিতিই আত্মবিনিগ্রহ এবং এই সাধনের শুভ ফল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৮॥

৮। অন্বয়ঃ। (ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্) ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে বিতৃষ্ণা (অনহঙ্কারঃ এব চ) 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা', ইত্যাকার অভিমানরাহিত্য, (জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্) জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখে দোষদর্শন,—

৮। (১০) বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা। জ্ঞানযোগী সাধকের হৃদয়ে শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগের প্রতি একটা স্বাভাবিকী অনাস্থা বা অনাসক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই শান্তিময়, পরমানন্দের নির্ম্মল অমৃতধারা পানজন্য অপূর্ব্ব তৃপ্তিই উক্তপ্রকার বিরক্তিকে আনয়ন করে। (১১) অনহঙ্কার অর্থাৎ কর্ণত্বগাদি বহিরিন্দ্রিয়গণের ও মনশ্চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয় সকলের কৃতকর্ম্মে 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার ভ্রান্তি তাঁহাদের থাকে না। ঐরূপ ভ্রান্তি না থাকাই অহঙ্কার-রাহিত্য। (১২) জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শন অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই প্রায় এইরূপ ভাব বিদ্যমান থাকে যে, এই ভূতশরীর ধারণকরতঃ সংসার-কারাগারে বাস করা কি কষ্টকর! অহো! ইহাতে সুখ কোথায়! ইহা তো দুঃখের আগারস্বরূপ! এই শরীর ধারণকরতঃ কোনপ্রকারেই জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই! কতশত বার জন্মিয়াছি ও মরিয়াছি এবং কত শত বার কর্ম্মফলজন্য কত প্রকার জীবরূপে এই মায়ারঙ্গাঙ্গনে অভিনয় করিয়াছি! এই শরীরে কত প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইয়া কি ভয়ানক যন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকে! জরা আসিয়া আক্রমণ করিলে অকর্ম্মণ্য শরীর লইয়া কিরূপ বিব্রত হইতে হয়, ভোগলালসা সত্ত্বেও, অক্ষমতা জন্য ভোগ করিতে না পারিয়া, কি দারুণ মনঃকষ্টই ভোগ করিতে হয়! ত্রিতাপ যন্ত্রণা, জন্মকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥৯॥

৯। অন্বয়ঃ। (পুত্রদারগৃহাদিষু) পুত্র, স্ত্রী ও গৃহ প্রভৃতিতে (অসক্তিঃ) প্রীতিত্যাগ, (অনভিষ্বঙ্গঃ) ও পুত্রাদির সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ইত্যাকার অভেদভাবনা বর্জ্জন, (ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু) অভিপ্রেত ও অনভিপ্রেত বস্তুর উপস্থিতিতে (নিত্যং চ) সততই (সমচিত্তত্বম্) চিত্তের সাম্যরক্ষা,—

হইতে সঙ্গের সাথী হইয়া, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে; কোন উপায়েই ত্রিতাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। কামক্রোধাদি বৃত্তিদংশন-জনিত মানসিক তাপ এবং স্থূল শরীরের যাবতীয় ব্যাধিজনিত শারীরিক তাপ, এই উভয়বিধ তাপই আধ্যাত্মিক তাপ। এই আধ্যাত্মিক তাপ, মানুষ পশু, পক্ষী সরীসৃপাদি হইতে জাত আধিভৌতিক তাপ এবং বজ্র, অগ্নি ও ভূত-প্রেতাদি হইতে জাত আধিদৈবিক তাপ কোনপ্রকারেই নিবারিত হইবার নহে। এ তাপভোগ, রাজা-প্রজা, ধনী দরিদ্র, নীচ-উচ্চ, দুর্ব্বল-বলবান্, সকলেরই সমান। 'কি প্রকারে এ বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইব, কতদিনে এ যন্ত্রণা নিবারিত হইবে,' ইত্যাকার বিরক্তিভাব তাঁহাদের হৃদয়ে সতত বিদ্যমান থাকে।

৯। (১৩) স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়বর্গ ও গৃহাদি সম্পত্তিসকলের ভোগে অনিচ্ছা, এবং (১৪) উহাদিগের সহিত নির্লিপ্তি অর্থাৎ পত্নীর সামান্য উদরাময় হইলে আপনাকে বিসূচিকাগ্রস্তবৎ, বা পুত্রের সামান্য জ্বরাক্রান্তিজন্য আপনাকে বিকার গ্রস্তবৎ হইতে না দেওয়া, এবং তাহাদিগকে সুখী দেখিলে আপনাকে স্বর্গগত মনে না করা। (১৫) শুভ বা অশুভ যাহাই আসুক, তাহাতেই সর্ব্বদা হৃদয়ের সাম্যরক্ষা অর্থাৎ কোনপ্রকার সাংসারিক শুভ উপস্থিত হইলে আনন্দে কিংবা কোনপ্রকার অশুভ উপস্থিত হইলে দুঃখে চঞ্চল হইয়া আপনার পরম লক্ষ্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট না হওয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥১০॥

১০। অন্বয়ঃ। (ময়ি চ) এবং আমাতে, (অনন্যযোগেন) বাসুদেবই সব, তদ্ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বলিতে কিছুই নাই, ইত্যাকার অনন্য ভাবদ্বারা (অব্যভিচারিণী) অহৈতুকী (ভক্তিঃ) ভালবাসা, (বিবিক্তদেশসেবিত্বম্) নিরুপদ্রবস্থানপ্রিয়তা, (জনসংসদি) সাধারণ জনসভায় (অরতিঃ) অনিচ্ছা,—

---

১০ (১৬) আমাতে অনন্যযোগা অব্যভিচারিণী ভক্তি অর্থাৎ সেই পরম প্রাণনাথের প্রতি প্রাণের ভালবাসা। সে ভালবাসাতে আপনার ভোগেচ্ছা, স্বার্থ বা কোনপ্রকার কামনা নাই; সে ভালবাসা কোনপ্রকার সাংসারিক কারণজন্য নহে; কোনপ্রকার স্বার্থসংযোগ বা কিছুরই প্রার্থনা তাহাতে নাই। সে ভালবাসা স্বভাবসিদ্ধ ও অহেতুক এবং কোন সঙ্কল্পিত কারণ ব্যতীতই সেই পরম প্রাণনাথের দিকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। সাধক সাধনদ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই প্রাণনাথের যত নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, অর্থাৎ সেই পরম পুরুষের পরমা স্থিতির ক্রম-সূক্ষ্ম পরমানন্দময় রহস্য, গভীর সাধনগুণে যত হৃদয়ে স্ফুরিত হইতেছে, ততই সাধক আরও সেই নির্ম্মল সুধাধারা পান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন ও জগদ্ভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সেই পরমভাবের স্মৃতিকেই আপনার সহচরী করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন। তখন ভগবৎকথা ও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গই তাঁহার প্রাণের সামগ্রী এবং ভগবৎ-সম্বন্ধীয় যাহা কিছু, তাহাতেই তাঁহার প্রাণের আনন্দ। সাধকের এইরূপ স্বার্থসংযোগমুক্তা নির্ম্মলা ভগবদানুরক্তি বা প্রাণের টানই, অনন্যযোগা অব্যভিচারিণী ভক্তি। নতুবা 'আমার পুত্রটি ভাল হউক, পাঁচ টাকার পূজা দিব', কিংবা 'আমার মামলাটীতে জয়লাভ হউক, জোড়া পাঁঠা বলি দিব', অথবা 'দুর্গোৎসবের ফলে, ধন, মান ও যশোলাভ করিব', ইত্যাকার অজ্ঞানপ্রসূত উন্মাদোচিত নীচ সঙ্কল্পকে ভক্তি বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১১॥
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষামি যজ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥১২॥

১১। অন্বয়ঃ। (অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং) আত্মজ্ঞানের নিত্য অনুশীলন [এবং] তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্) পরমানন্দরূপ মোক্ষের আস্বাদ গ্রহণ, (এতৎ জ্ঞানম্) এই সকলকে তত্ত্বজ্ঞানের উপকারক বা সাধন (ইতি প্রোক্তম্) বলিয়া থাকে, (অতঃ) এই সকল হইতে (অন্যথা) বিপরীত (যৎ) যাহা কিছু, [তৎ] সেই সমস্তই (অজ্ঞানম্) অবিদ্যা।

১২। অন্বয়ঃ। (যৎ জ্ঞেয়ম্) পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা যাহা জ্ঞাতব্য (তৎ প্রবক্ষ্যামি) তাহাই তোমাকে বলিব, (যৎ জ্ঞাত্বা) যাহাকে জানিলে (অমৃতং) পরমানন্দরূপ মোক্ষ (অশ্নুতে) লাভ করিতে পারা যায়, (তৎ) সেই (অনাদিমৎ) অজন্মা (পরং ব্রহ্ম) পরম পুরুষ (ন সৎ) [স্বরূপতঃ] না অপরিণামী (ন অসৎ) না পরিণামী (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হন।

না; উহাই ব্যভিচারিণী ভক্তি বা ভক্তির ঘৃণিত তামস অভিনয় মাত্র। (১৭) বিবিক্ত-দেশসেবিত্ব, বা নিরুপদ্রবস্থানপ্রিয়তা। জ্ঞান-বৈরাগ্যবান্ সাধকের হৃদয় সেই স্থানই ভালবাসে, যে স্থানে প্রকৃতির শান্তিময় ভাব প্রতিষ্ঠিত আছে ও স্থানগুণে আপনা হইতেই হৃদয়ে একটী শান্তভাবের উদয় হয়। (১৮) জনসংসদে অরতি বা লোকসংসর্গে বিরক্তি। সেই শান্তিপ্রিয় জ্ঞানবৈরাগ্যবান্ সাধক সংসারাসক্তচিত্ত, মোহান্ধ, ভক্তিহীন, বিষয়কীটগণের সংসর্গে অত্যন্ত কাতর হন। ঐ মোহান্ধ সংসার-কীট ব্যক্তি, যত বড় পদস্থই হউন না, তাঁহার বাক্‌পাণ্ডিত্য যত প্রসারই লাভ করুক না, তাঁহার সঙ্গ ঐ সাধকের পক্ষে বিষবৎ জ্বালাময়। ইহার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তির প্রকৃতি, তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩॥

১৩। অন্বয়ঃ। (তৎ) সেই অজন্মা পরমপুরুষ (সর্ব্বতঃ) সর্ব্বত্র অর্থাৎ সর্ব্বদেহে (পাণিপাদং) সকল হস্ত ও পদযুক্ত, (সর্ব্বতঃ) সর্ব্বদেহে (অক্ষিশিরোমুখং) সকল চক্ষু, মস্তক ও মুখযুক্ত, (সর্ব্বতঃ) সর্ব্বদেহে (শ্রুতিমৎ) সকল শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত শ্রোতা, [এবং] (লোকে) সমস্ত বিশ্বে (সর্ব্বং আবৃত্য) অন্যান্য সমস্ত বস্তুকেও ব্যাপিয়া (তিষ্ঠতি) অবস্থিতি করিতেছেন।

১১। (১৯) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব বা আত্মজ্ঞানের অচঞ্চলা স্থিতি। সদ্গুরুদেবের নিকট হইতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান—আমি কি, জগৎ কি এবং ভগবান্ই বা কি, এই বিষয়ের নির্ম্মল, পরোক্ষ তত্ত্ব অবগত হইয়া, আপনার বিবেকানুমোদিত বিচারদ্বারা, তাহাই যে সত্য তত্ত্ব, ইহা অসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারা এবং অটলভাবে হৃদয়ে সেই অধ্যাত্ম জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাই অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব। (২০) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন বা যে জন্য তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জন, সেই পরমবস্তুর দর্শনলাভ। যাঁহার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা, যাঁহার জন্য বিচার, প্রমাণ ও মীমাংসা, সেই পরমরসকে সদ্গুরুপ্রদর্শিত সাধনদ্বারা আস্বাদন করা। ইহাকে বাক্যের দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই। যেমন কোন ব্যক্তি যদি আদৌ মিষ্টরস আস্বাদান না করিয়া থাকে, তাহাকে বাক্যের দ্বারা মিষ্ট যে কি, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যে প্রকার অসম্ভব, ইহাও তদ্রূপ। রসনার সাহায্যে যেমন সেই মিষ্টরসকে অপরোক্ষভাবে বুঝিতে পারা যায়, সেই পরম রসকেও তদ্রূপে সাধনরূপ রসনাদ্বারা ক্রমে ক্রমে অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতে পারা যায়। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন। এই যে জ্ঞানের লক্ষণসকল বলা হইল, ইহাই প্রকৃত জ্ঞান অর্থাৎ এই সকল লক্ষণ যাঁহাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। এই সকলের সহিত যাহার কিছুই সঙ্গতি নাই, অর্থাৎ বিপরীত ভাবাক্রান্ত, তাহাই অজ্ঞান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২। হে অর্জ্জুন! এইবার আমি তোমাকে সেই পরম জ্ঞেয় বস্তু যে কি, যাঁহাকে বুঝিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করা যায়, সেই পরমপুরুষের বিষয় বলিতেছি। তিনি আদ্যন্ত-রহিত পরব্রহ্ম এবং তাঁহাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না। সৎ অর্থে অপরিণামী অর্থাৎ কখনও কোন বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর অসৎ অর্থে পরিণামী, অর্থাৎ যাহা বিকারী বা যাহাতে ভাবান্তর সংঘটিত হয়। এখন কথা হইতেছে যে, ভগবান্ বিকারগ্রস্ত বা পরিণামী নহেন, ইহা ধ্রুব সত্য এবং সেইজন্য অসৎ উপাধি তাঁহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না বটে, কিন্তু সৎ অর্থাৎ অপরিণামী, এ উপাধি তাঁহাতে প্রযুক্ত না হইবে কেন? ইহাতে দোষ কি? ইহাতে অতি সূক্ষ্ম দোষ এই যে, অপরিণামী বা সৎ, এই বাক্যদ্বারা যে ভাবটী বিশেষিত হইতেছে, তাহা কি এই অসৎ বা পরিণামী ভাবের উপরেই দাঁড়াইয়া নাই? পরিণামী বা অসৎ আছে বলিয়াই এই সৎ বা অপরিণামী বিশেষণ প্রযুক্ত হইতেছে। পরিণামী ব্যতীত অপরিণামীর অস্তিত্ব কোথায়? দুঃখ ব্যতীত সুখের অস্তিত্ব কই। এই সৎ ও অসৎ, দুইটী উপাধিই পরস্পরাশ্রয়ী। সেই-জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন যে, এই জগদ্ভাব থাকুক বা না থাকুক, এক অদ্বিতীয় সমরূপে চিরকালই তিনি বিদ্যমান, তাঁহাতে সৎ বা অসৎ কোন উপাধিই প্রযুক্ত হয় না। আজ অহংজ্ঞানরূপী অসৎ আমি আছি বলিয়াই ভগবান্‌কে সৎ উপাধিতে বিশেষিত করিতেছি। আমি না থাকিলে সদসৎরূপ ভেদজ্ঞানকে কে উত্থিত করে?

১৩। সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্রই তাঁহার মস্তক, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ণ বিদ্যমান; অধিক কথা কি, তিনি সর্ব্বব্যাপী।

সর্ব্বত্রই হস্ত, সর্ব্বত্রই পদ, সর্ব্বত্রই মস্তক ইত্যাদি বাক্যদ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার হস্ত-পদাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা কোন আকারই নাই; কারণ যে-স্থানে পদ সেই স্থানেই মস্তক, ইহা অসম্ভব। তবে, তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৪॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫॥

১৪। অন্বয়ঃ। [তৎ] সেই অজন্মা পরমপুরুষ (সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতং) সর্ব্বেন্দ্রিয়রহিত হইয়াও (সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং) জীবরূপা ছায়ামূর্ত্তিতে সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়নিচয়ের অনুভবের জনক বা হেতু ; (অসক্তং) দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধশূন্য হইয়াও (সর্ব্বভৃৎ চ এব) সর্ব্বধারক সর্ব্বাধার ; [এবং] (নির্গুণং চ) গুণাতীত অর্থাৎ গুণলেপশূন্য হইয়াও (গুণভোক্তৃ) গুণসমূহ অনুভব করেন ।

১৫। অন্বয়ঃ। (তৎ) সেই অজন্মা পরম পুরুষ (ভূতানাম্) জড় ও জীব সমূহের (বহিঃ অন্তঃ চ) বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান, (অচরং) [তিনি] স্থাবর (চরং এব চ) ও জঙ্গম ; সূক্ষ্মত্বাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া (তৎ) তিনি (অবিজ্ঞেয়ং) দুর্জ্ঞেয় ; (দূরস্থং) অজ্ঞানগণের অতিদূরে অবস্থিত (অন্তিকে চ) এবং জ্ঞানিগণের অতি নিকটে অবস্থিতি করেন ।

এবং চক্ষু না থাকিলেও তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, কর্ণ না থাকিলেও সর্ব্বশ্রোতা, ইত্যাদি-রূপ সর্ব্বশক্তিই তাঁহাতে বিরাজ করিতেছে, ইহাই উক্ত বাক্যের গূঢ় মর্ম্ম ।

১৪। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ মনশ্চিত্তাদি অন্তঃকরণের এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ বহিষ্করণের গুণাভাসস্বরূপ অর্থাৎ চিত্তের অনুসন্ধান, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্বাভিমান, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শ্রবণ-স্পর্শনাদি ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কথন-গ্রহণাদি যাবতীয় কর্ম্মপ্রবাহের বা জ্ঞান-চাঞ্চল্যের একমাত্র আধার-স্বরূপ । অন্তঃকরণ ও বহিষ্করণ সকলের ক্রিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে অহংজ্ঞানরূপ জীব বা চিদাভাসের উপর । অহংজ্ঞান না থাকিলে ঐ অন্তঃকরণ ও বহিষ্করণ-সকলের অস্তিত্ব কোথায় ? অহংজ্ঞানরূপী জীব, সেই চিৎস্বরূপ পুরুষেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥১৬॥

১৬। অন্বয়ঃ। (তৎ জ্ঞেয়ম্) সেই জ্ঞেয় পরম পুরুষ (ভূতেষু) সর্ব্বভূতে (অবিভক্তং চ) আকাশের ন্যায় অখণ্ড এক হইলেও (বিভক্তং ইব চ স্থিতং) প্রতিদেহে জলচন্দ্রের ন্যায় বহু পুরুষ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন (ভূতভর্ত্তৃ চ) এবং স্থিতিকালে ভূতভাবসমূহকে ধারণ করেন, (গ্রসিষ্ণু) প্রলয়কালে গ্রাস করেন (প্রভবিষ্ণু চ) এবং উৎপত্তিকালে উৎপাদন করেন, অর্থাৎ তিনি ত্রিগুণা অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া ভূতভাবনিচয়ের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতুমাত্রই বা সাক্ষিমাত্রই হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

ঘটাকারাকারিত ছায়ামাত্র। সুতরাং সেই চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মই, জীবরূপ ছায়ামূর্ত্তিতে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুণের অর্থাৎ চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ারই প্রত্যয়ের কারণস্বরূপ; কিন্তু তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ই নাই। তিনি সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের অতীত, অথচ সমস্ত জগদ্ভাবেরই আধার অর্থাৎ জগদ্রূপ সমস্ত জ্ঞানমূর্ত্তিরই একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ। তিনি গুণাতীত, অথচ সমস্ত গুণেরই অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রূপ পরিণামসাধনী প্রকৃতিরূপা তরঙ্গময়ী মহাশক্তির আশ্রয়স্থান।

১৫। সর্ব্বভূতেরই অন্তরে ও বাহিরে তিনিই বিদ্যমান, এই স্থাবর ও জঙ্গম অর্থাৎ জড় ও জীবভাব তাঁহারই মূর্ত্তি। অত্যন্ত সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত জ্ঞানাতীত, কারণ তত্ত্বজ্ঞানী, স্থিরবুদ্ধি সাধক ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহাকে ঠিক বুঝিতে পারে না; তিনি অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, কারণ অজ্ঞান, মোহান্ধ লোকে জানে যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষাতীত ভগবান্‌কে লাভ করা অসাধ্য, সেইজন্য তাহাদের পক্ষে অতি দূরবর্ত্তী; আবার (জ্ঞানভক্তিমান্ সাধকের পক্ষে) অতি নিকটবর্ত্তী, কারণ জ্ঞানবান্ সাধক তাঁহাকে আপনার হৃদয়াভ্যন্তরেই আত্মারূপে গ্রহণ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥১৭॥

১৭। অন্বয়ঃ। (তৎ) তিনি (জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ) জগৎপ্রকাশক সূর্য্যাদিরও প্রকাশক জ্যোতিঃ অর্থাৎ জ্ঞান [এবং] (তমসঃ পরম্) ত্রিগুণা অবিদ্যারও পরপারে অবস্থিত বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হন ; [তিনি] (সর্ব্বস্য) সর্ব্বভূতের (হৃদি) বুদ্ধিতে (বিষ্ঠিতম্) সাক্ষিচৈতন্যরূপে অবস্থিত (জ্ঞানং) চিন্মাত্রস্বরূপ জ্ঞানই, (জ্ঞানগম্যং) পূর্ব্বোক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞানদ্বারা লভ্য, (জ্ঞেয়ং) জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার বিষয় অনাদিমৎ পরব্রহ্ম।

পারেন। আমার আত্মা ও আমি কত নিকটস্থ, তাহা বাক্যে আর কি প্রকাশ পাইবে ?

১৬। তিনি অবিভক্ত অর্থাৎ কোনপ্রকার ভেদই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তিনি অবিচ্ছিন্ন একম্ অদ্বিতীয়ং, কিন্তু সর্ব্ব প্রাণীতেই যেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইতেছেন, অর্থাৎ "আমি", "তুমি", "তিনি", ইত্যাকার অসংখ্য ঘটাকারাকারিত অহংরূপ জীবভাবেই যেন পৃথক্ পৃথক্ আত্মারূপে গৃহীত হইতেছেন। অবিদ্যামুগ্ধ হইয়া, প্রত্যেক অহমই, 'আমার আত্মা পৃথক্', 'আমার আত্মা পৃথক্', এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাদ্বারা তাঁহাকে বিভক্তবৎ ভাবিতেছে ও 'পুরুষবহুত্বের' কল্পনা করিতেছে। কিন্তু আত্মা বা ভগবান্ 'একম্ অদ্বিতীয়ং'। (৭ম অঃ ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। তিনিই এই ভূতভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়স্থান অর্থাৎ ভেদপূর্ণ জগদ্ভাব তাঁহা হইতেই উঠিতেছে, তাঁহাতেই থাকিতেছে এবং তাঁহাতেই লয় পাইতেছে।

১৭। সূর্য্যচন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতি তাঁহা হইতেই স্ফুরিত অর্থাৎ ভগবদিচ্ছা হইতেই এই আলোক ও অন্ধকারময় জগদ্ভাবের উৎপত্তি ; কোন প্রকার আবরণ বা মায়াকুহকই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিই জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৮॥
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥১৯॥

১৮। অন্বয়ঃ। (ইতি) এইরূপে (ক্ষেত্রং) পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র (তথা জ্ঞানং) এবং জ্ঞান (জ্ঞেয়ং চ) ও জ্ঞেয় বস্তু (সমাসতঃ) সংক্ষেপে (উক্তং) কথিত হইল; (মদ্ভক্তঃ) আমাতে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি (এতৎ) পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রাদি (বিজ্ঞায়) সম্যগ্রূপে জানিয়া (মদ্ভাবায় উপপদ্যতে) আমাকে লাভ করিতে যোগ্য হন।

১৯। অন্বয়ঃ। (প্রকৃতিং) ক্ষেত্রলক্ষণা ত্রিগুণা প্রকৃতি (পুরুষং চ এব) এবং প্রকৃতিস্থ ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ অক্ষর পুরুষ (উভৌ অপি) এতদুভয়কেই (অনাদী) পুরাতন অর্থাৎ এই চরাচর জগতের উৎপত্তির পূর্ব্ব—উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও; (বিকারান্ চ) ষোড়শ বিকার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত (গুণান্ চ এব) এবং সুখদুঃখমোহময় অন্তঃকরণবৃত্তি সকলকে (প্রকৃতি-সম্ভবান্) এই প্রকৃতিপ্রসূত বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও।

তিনিই জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার বিষয় এবং তিনিই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে তাঁহাকে বুঝিতেও পারা যায়। তিনি সর্ব্ব হৃদয়েই অন্তর্য্যামী সাক্ষী আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

১৮। তোমাকে ক্ষেত্র কি, জ্ঞান কি এবং জ্ঞেয়ই বা কে, এই তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝাইলাম। যদি আমাতে ভক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্যমূলা প্রাণের আনুরক্তি থাকে, তাহা হইলে সাধক এই সকল রহস্যও বুঝিতে সমর্থ হয় ও সাধনগুণে আমার ভাবে ভাবিত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মকারাকারিত আত্মস্থিতিদ্বারা আমাতেই প্রবেশ করে।

১৯। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জান। বিকারসমস্ত ও গুণসকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২০॥

২০। অন্বয়ঃ। (প্রকৃতিঃ) প্রকৃতি, (কার্য্যকরণকর্তৃত্বে) কার্য্য অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত ও তদ্দ্বারা নির্ম্মিত শরীর, করণ অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রভৃতির কর্তৃত্বে অর্থাৎ নির্ম্মাণের (হেতুঃ) কারণ অর্থাৎ নির্ম্মাণকর্ত্রী (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হয়; (পুরুষঃ) ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ (সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে) সুখ দুঃখ উপলব্ধির (হেতুঃ) নিমিত্ত মাত্র (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হন।

বোধস্বরূপ আত্মাই পুরুষ এবং জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তিই প্রকৃতি। ঐ মহাশক্তিরই দুই মূর্ত্তি—ত্রিগুণা পরা ও অষ্ট অপরা, গুণবিশিষ্টা ও পরিণামী। (৭ম অঃ ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)।

২০। কার্য্য অর্থাৎ করণীয়, করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া ও কর্তৃত্ব অর্থাৎ 'আমি এই সকল করিতেছি' ইত্যাকার অভিমান, এই তিনের কারণ প্রকৃতি এবং সুখ ও দুঃখভোগের কারণ পুরুষ।

কার্য্য অর্থাৎ করণীয়ের উৎপত্তি সঙ্কল্প হইতে এবং সঙ্কল্পের উৎপত্তি মন ও চিত্ত হইতে। 'ইহা করিতে হইবে' ইত্যাকার সঙ্কল্প মন ও চিত্তেরই ধর্ম্ম এবং এই সঙ্কল্পই কার্য্য বা করণীয়! (মন ও চিত্ত কি, ৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে)। তাহার পর, সেই সঙ্কল্পিত করণীয়ের বা কার্য্যের অনুষ্ঠান বা সম্পাদন হইবে কাহার দ্বারা? হইবে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা। ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াই সেই সঙ্কল্পকে অর্থাৎ অন্তঃস্ফুট ভাবকে কর্ম্মে অর্থাৎ বহিস্ফুটভাবে বা আকারে পরিণত করিবে। এই ইন্দ্রিয়ক্রিয়াই হইল 'করণ', আর এই ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াতে 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার অভিমানই হইল কর্তৃত্ব। এই কর্তৃত্বাভিমান উঠিতেছে 'অহঙ্কার' বৃত্তি হইতে। মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণ, ইহারাই অপরা প্রকৃতিরূপে ৭ম অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেই দেখ কার্য্য, করণ ও কর্ত্তৃত্ব, এই তিনই প্রকৃতি হইতে উঠিতেছে; সুতরাং ঐ তিনের কারণ প্রকৃতি।

এখন দেখা যাউক, সুখদুঃখভোগের কারণ পুরুষ কিরূপে? উক্ত কার্য্য-করণ-কর্ত্তৃত্বরূপ প্রকৃতির দ্বারা যে সুখ বা দুঃখরূপ ভোগ উপস্থিত হইল, তাহার ভোক্তা বা ভোগকর্ত্তা কে? যেমন কামনাচালিত মনোবৃত্তি সঙ্কল্প করিল মিষ্টান্ন ভোজন; অমনি বুদ্ধিরূপা মহাশক্তির করণ চিত্তবৃত্তি সেই মিষ্টান্ন ভোজনের উপায় উদ্ভাবন করিল, এবং হস্ত পদ ও জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ সেই মিষ্টান্ন ভোজনরূপ কার্য্য বা অন্তঃস্ফুট সঙ্কল্পকে কর্ম্মে বা বহিঃস্ফুটভাবে পরিণত করিল। ঐ মন চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াতে, 'আমিই মনন করিলাম, উপায় আবিষ্কার করিলাম, গমন করিলাম, ভোজন করিলাম', ইত্যাদি অভিমান অহঙ্কারবৃত্তিদ্বারা সৃজিত হইল। এই যে সমস্ত ব্যাপার হইয়া গেল, ইহাদের কারণ প্রকৃতি, অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম-সাধনী গতিদ্বারাই এই সকল পরিণাম সাধিত হইল। কিন্তু উক্ত মিষ্টান্ন ভোজনের দ্বারা যে রসাস্বাদনসুখের অনুভূতি আমাতে স্ফুরিত হইল, তাহা আসিল কোথা হইতে? জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তি যাহা কিছু করিলেন, সে সমস্তই প্রকৃতির ক্রিয়া। তিনিই সঙ্কল্প করিলেন, তিনিই সম্পাদন করিলেন এবং তিনিই কর্ত্তৃত্বাভিমান করিলেন; কিন্তু সুখ বা দুঃখ ভোগ করিল কে? ভোগ করিল অহংজ্ঞানরূপী জীব। এই অহংজ্ঞানরূপী জীবভাবকে সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে পরা প্রকৃতি-রূপে ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে ক্ষরপুরুষরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। একবার বলিতেছেন এই জীবভাব পরা প্রকৃতি, আবার বলিতেছেন ইহা ক্ষর পুরুষ। ক্ষর পুরুষ বা পরিণামী অহংজ্ঞানরূপ জীব, আর পরা প্রকৃতি একই। কারণ পরিণামই যখন রহিল, তখন ইহা আর পুরুষ কিরূপে? যাঁহাকে কোনপ্রকার পরিণামই স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই পুরুষ বা আত্মা। তথাপি ভগবান্ জীবভাবকে ক্ষর পুরুষরূপে ব্যক্ত করিলেন কেন? ইহার কারণ এই যে, যখন এই অহংজ্ঞান ভূতভাবের সহিত মিলিত হইয়া ঘটাকারাকারিতরূপে, অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিবশে শরীরের কৃত সমস্ত কর্ম্মেই 'আমি করিতেছি'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥২১॥

২১। অন্বয়ঃ। (হি) যেহেতু (পুরুষঃ) অব্যক্ত চেতনপুরুষ (প্রকৃতিস্থঃ) ত্রিগুণা প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া (প্রকৃতিজান্ গুণান্) প্রাকৃতিক সুখদুঃখাদি বিকার (ভুঙ্‌ক্তে) উপভোগ করেন, [অতএব] (গুণসঙ্গঃ) গুণাসক্তিই (অস্য) উক্ত পুরুষের (সদসদ্‌যোনিজন্মসু) সদসদ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণের (কারণং) কারণ।

ইত্যাকার অভিমান করে এবং শরীরের পরিণামানুসারে আপনাকে যুবা বা বৃদ্ধ, রুগ্ন বা সুস্থ, কৃশ বা স্থূল, ইত্যাদি প্রকার অভিমান করে, তখন এই জীবভাব পরা প্রকৃতি; আবার যখন সুখদুঃখভোগের অভিমান করে, তখন ইহা ক্ষর বা অধম পুরুষ। সুখ-দুঃখভোগরূপ জ্ঞান আমাতেই অর্থাৎ অহমেই স্ফুরিত হইতেছে এবং অহম্ অভিমান করিতেছে যে, 'আমিই ভোগ করিতেছি'। কিন্তু এই ভোগপ্রতীতির কারণ কে? অহমে এই ভোগপ্রতীতি বা অনুভূতি উপস্থিত হইতেছে কোথা হইতে? বোধস্বরূপ আত্মা হইতে। জ্ঞান অসংখ্য আকারে ক্রীড়া করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষী বা বোধ এক। বোধ এক না হইলে, জ্ঞানের নানাত্ব থাকিতেই পারে না (৭ম অঃ ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। ঐ সুখ বা দুঃখরূপ ভোগজ্ঞানের কর্ত্তা অহংরূপী জীব এবং ভোগজ্ঞানের প্রতীতির কারণ বোধস্বরূপ আত্মা। আত্মার সাক্ষীত্ব ব্যতীত জ্ঞানের অস্তিত্ব কোথায়? কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির এবং ভোক্তৃত্ব অহমের। এই অহংজ্ঞানরূপী জীব বোধস্বরূপ আত্মারই ছায়ামাত্র। এই ছায়া যখন ভূতভাবের সহিত এক হইয়া শরীরাকারে ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্মসকলে 'আমিই এই সমস্ত করিতেছি' ইত্যাকার অভিমান করে, তখন ইহা পরা প্রকৃতি এবং আবার যখন আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ আত্মারই আকারে অর্থাৎ জ্ঞানই যেন বোধ, বোধই যেন জ্ঞান, এইরূপ অভিন্নভাবে সমস্ত ভোগের অনুভূতিসহ ভোগাভিমান করে, তখন ইহা ক্ষর বা পরিণামী অধম পুরুষ। প্রকৃতির পরাত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব, এবং পুরুষের ক্ষরত্ব বা অধমত্ব প্রায় একই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২২॥

২২। অন্বয়ঃ। (পরঃ পুরুষঃ) প্রকৃতি হইতে অন্য ও অধিক অব্যক্ত চেতন পুরুষ (অস্মিন্ দেহে) এই দেহে (উপদ্রষ্টা) প্রাকৃতিক গুণ ও বিকারের সাক্ষী, (অনুমন্তা চ) বুদ্ধি প্রভৃতির কর্ত্তব্যের অনুমোদনকর্ত্তা, (ভর্ত্তা) ইহাদের পালক, (ভোক্তা) নির্গুণ হইয়াও গুণসম্বন্ধ অনুভব করায় গুণভোক্তা, (মহেশ্বরঃ) সর্ব্বভূতের আত্মারূপী মহান্ ঈশ্বর, (পরমাত্মা ইতি অপি চ) এবং পরমাত্মা নামেও অর্থাৎ বিকারী চেতন হইতে অন্য, অবিকারী চেতন নামেও (উক্তঃ) কথিত হন।

২১। অবিকারী, জন্মরহিত ও অভোক্তা পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই প্রকৃতিজাত গুণসকলকে অর্থাৎ সুখদুঃখাদিকে ভোগ করেন। ঐ গুণসঙ্গ-অনুভবই উক্ত পুরুষের সদসদ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ।

ক্ষর বা অধম পুরুষ অর্থাৎ অহংজ্ঞানরূপী জীবই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের দ্বারা সুখদুঃখাদি ভোগের অভিমান করে। ঐ গুণসঙ্গই অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আসক্তিই জীবকে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মফলানুযায়ী কখনও উত্তম, কখনও মধ্যম, কখনও বা অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করে।

২২। এই শরীরে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেরই সাক্ষিস্বরূপ আত্মা, তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়, মন ও চিত্তাদির ক্রিয়াসকল এবং তাঁহারই ছায়া ঐ অহংজ্ঞানরূপী জীবের সুখদুঃখাদির ভোগাভিমান ও ঐ ভোগাসক্তি জন্য, জীবের শুভাশুভ কর্ম্মফলানুযায়ী নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দেখিতেছেন বটে, কিন্তু কিছুই করিতেছেন না। আমরা যেমন অন্যের সুখভোগ দর্শনে কথঞ্চিৎ সুখী ও দুঃখভোগদর্শনে কথঞ্চিৎ দুঃখী হই, তিনি সেরূপ হন না। তাঁহার দর্শন কোন প্রকার ফলোৎপাদন করে না, এইজন্যই যদিও তিনি দ্রষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যঃ এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৩॥

২৩। অন্বয়ঃ। (যঃ) যে জ্ঞানী সাধক (এবং) যথোক্তলক্ষণম্ উপদ্রষ্টৃত্বাদি-রূপেণ—পূর্ব্বোক্ত উপদ্রষ্টা প্রভৃতি ভাবে (পুরুষং) পুরুষকে (বেত্তি) সাক্ষাৎ আত্মভাবেন অয়ং অহং ইতি জানাতি—সাক্ষাৎ আত্মভাবে 'ইহাই আমি' এইরূপে জানেন (চ) এবং (প্রকৃতিং) অবিদ্যালক্ষণা মিথ্যাভূতা ত্রিগুণা প্রকৃতিকে (গুণৈঃ সহ) সুখদুঃখমোহময় অন্তঃকরণনিচয়ের সহিত [বেত্তি] বিবেকবুদ্ধির দ্বারা অবগত হন অর্থাৎ আত্মবিদ্যাপ্রভাবে ত্রিগুণা প্রকৃতি বাধিত হয়, ইহা উপলব্ধি করেন, (সঃ) তিনি (সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি) শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অবস্থান করিলেও (ভূয়ঃ) পুনর্ব্বার (ন অভিজায়তে) জন্মগ্রহণ করেন না অর্থাৎ এই শরীরে জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকিয়া প্রারব্ধক্ষয়ে দেহপাতের পর বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হন।

বটেন, তথাপি উপদ্রষ্টা বা উদাসীন দ্রষ্টা। একটা সর্প একটা ভেককে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঐ সময়ে সর্পটা ব্যস্ত হইয়া চেষ্টা করিতেছে যে, 'কতক্ষণে ইহাকে গ্রাস করি'; আর ভেকটা ব্যাকুলভাবে শব্দ করিতেছে যে, 'হায়! আমি মরিলাম!' এই যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কে করিতেছে? সেই ঘটাকারাকারিত অহংজ্ঞানরূপী জীব। সর্পঘটাকারে আকারিত অহং ভাবিতেছে 'আমি কতক্ষণে ইহাকে গ্রাস করি' এবং ভেকঘটাকারে আকারিত অহং ভাবিতেছে, 'আমাকে ভক্ষণ করিতেছে, এইবার আমি মরিলাম!' সেই একই অহং উভয় প্রকার ঘটের আকারে আকারিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিরূপে এই সংঘর্ষ করিতেছে। এই জগতের যাবতীয় সংঘর্ষ বা সুখদুঃখময় ঘাত-প্রতিঘাত, ঐরূপেই সম্পাদিত হয়। এখন দেখ, যদিও ঐ উভয়ে, অর্থাৎ সর্পোঽহং ও ভেকোঽহং-রূপ ব্যক্তিদ্বয় সংঘর্ষ করিতেছে বটে, কিন্তু ঐ উভয় অহমেরই অন্তঃপুরে বা অন্তরালে সেই এক অব্যয় সাক্ষিস্বরূপ আত্মা ঐ উভয় অহমেরই এই ব্যাপার নিশ্চেষ্টভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥২৪॥

২৪। অন্বয়ঃ। (কেচিৎ) ধ্যানযোগিগণ (ধ্যানেন) ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত ধ্যান-যোগরূপ উপায়সহকারে (আত্মনা) ক্ষেত্রজ্ঞ চৈতন্যদ্বারা (আত্মনি) আপনাতে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ চৈতন্যেই (আত্মানং) আপনাকে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মাকেই (পশ্যন্তি) দর্শন করেন; (অন্যে) জ্ঞানিগণ (সাংখ্যেন যোগেন) দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত সাংখ্যযোগদ্বারা [পশ্যন্তি] পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরমাত্মাকে দর্শন করেন; (চ) এবং (অপরে) কর্ম্মযোগিগণ (কর্ম্মযোগেন) তৃতীয়াধ্যায়োক্ত কর্ম্মযোগদ্বারা [পশ্যন্তি] পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

দর্শন করিতেছেন ও হাসিতেছেন। অহমের সুখদুঃখভোগের অভিমান, তাঁহাকে সুখী বা দুঃখী, কিছুই করিতে পারিতেছে না। তিনি দ্রষ্টা হইয়াও উপদ্রষ্টা বা উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। তিনি অনুমন্তা অর্থাৎ অহমের যাবতীয় ব্যাপারই অনুমোদন করেন, অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রবৃত্তও করেন না, নিবৃত্তও করেন না। তিনি ভর্ত্তা অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানেরই সাক্ষিস্বরূপ আধার। কোনপ্রকার ভোগাভিমানই তাঁহাতে না থাকিলেও গুণসম্বন্ধ অনুভব করায় তিনি ভোক্তা। তিনি মহেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের স্থান এবং সর্ব্বনিয়ন্তা। তিনি এই দেহে পরমাত্মা নামেও অভিহিত হন।

২৩। যে সাধক উক্ত পরমপুরুষকে এবং ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে ঠিক বুঝিতে পারেন অর্থাৎ আপনার মধ্যেই প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য ও সম্বন্ধকে পরোক্ষ বিচার ও অপরোক্ষ সাধনদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না অর্থাৎ তাঁহার বাহিরের স্থিতি, গতি-ক্রিয়াদি যে প্রকারই হউক না তিনি আর জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে ।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫॥

২৫। অন্বয়ঃ। (তু) পূর্ব্বোক্ত ধ্যানযোগী, জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী হইতে (অন্যে) অন্য অর্থাৎ স্বাধীনভাবে বিচার করিতে অক্ষম শ্রদ্ধাবান্ মন্দাধিকারিগণ (এবং) পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ যোগ (অজানন্তঃ) না জানায় (অন্যেভ্যঃ) তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে (শ্রুত্বা) আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া (উপাসতে) উপাসনা করেন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে গুরূপদিষ্ট কোন একটীকে আশ্রয় করিয়া সাধন করেন, (শ্রুতিপরায়ণাঃ) গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ (তে অপি) সেই মন্দাধিকারিগণও (মৃত্যুং) মৃত্যুকে (অতিতরন্তি এব) অতিক্রম করিয়াই থাকেন অর্থাৎ অমৃতময়ী মুক্তি লাভ করেন।

যিনি আপনাকে সাধনদ্বারা প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিচাঞ্চল্য হইতে পৃথক্ করিয়া অচঞ্চল, এক ব্রহ্মভাবে, বা স্থিরা প্রজ্ঞাস্বরূপে স্থাপিত করিতে পারেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। আপনাকে অখণ্ড ব্রহ্মভাবে পূর্ণ রাখিতে পারিলে, সেই ব্রহ্মাকারাকারিত্বহেতু, তাঁহার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত এই দেহে অবস্থান করেন এবং দেহান্তে বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

২৪। কেহ কেহ ধ্যানযোগদ্বারা পরমাত্মস্বরূপকে আপনাতেই অর্থাৎ আত্মাতেই দর্শন করেন। কেহ কেহ দৃঢ় জ্ঞানালোচনারূপ জ্ঞানসাধনদ্বারা বিচারগত পরম তত্ত্বকে বুঝিতে চেষ্টা করেন, আর কেহ কেহ জ্ঞানকর্ম্মযোগাশ্রয়ে সেই পরমপুরুষের সাধন করেন। (যদিও ভগবান্ সাধকদিগকে বিভক্ত করিলেন বটে, কিন্তু নিবৃত্তিপথের সাধন করিতে হইলে ঐ তিনেরই প্রয়োজন। যে আধারে ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই তিনেরই একত্র সমাবেশ হইয়াছে অর্থাৎ যিনি পরমার্থ বিষয়ে বিচারগত পরোক্ষ জ্ঞান সদ্গুরুর নিকটে অর্জ্জনকরতঃ তৎ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬॥

২৬। অন্বয়ঃ। (ভরতর্ষভ) হে অর্জ্জুন! (যাবৎ কিঞ্চিৎ) যাহা কিছু (স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং) স্থাবর ও জঙ্গম (সংজায়তে) জন্মে, (তৎ) তাহা (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ) পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রনিচয়ের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে [জন্মে, ইহা] (বিদ্ধি) জানিও।

প্রদর্শিত সাধনমার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন, যাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্যই জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যসহ সদ্ভাবে সম্পাদিত হয়, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক)। উপায়ের পার্থক্য থাকিলেও লভ্য বস্তু এক বলিয়া ইহারা সকলেই উত্তমাধিকারী।

২৫। আবার এমন কতকগুলি উপাসক আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রবিচারে অক্ষম, কিন্তু সদ্গুরুদেবের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞানের সারমর্ম্ম অবগত হইয়া তাহাতেই অবিচলিত স্থির বিশ্বাস রাখিয়া অধিকারানুরূপ উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে কোন একটী অবলম্বন করিয়া সাধন করিতেছেন, তাঁহারাও এই জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

২৬। হে অর্জ্জুন! এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব বুঝাইলাম এই উভয়ের যোগ, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যগত সম্বন্ধই, এই জড় ও জীবরূপ জগদ্ভাবের উৎপত্তির কারণ। সেই সম্বন্ধের রহস্যকে উত্তমরূপে হৃদ্গত করিয়া রাখ; অর্থাৎ চিৎ-স্বরূপ নির্ম্মল আত্মা কি প্রকারে অহংজ্ঞানরূপ ছায়ামূর্ত্তিতে এই শরীররূপ ক্ষেত্রে সুখ-দুঃখরূপ অবিদ্যাকল্পিত ভোগ লইয়া ক্রীড়া করেন, সেই তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮॥

২৭। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বেষু ভূতেষু) সর্ব্বভূতে (সমং) সমভাবে অর্থাৎ এক চৈতন্যভাবে (তিষ্ঠন্তং) অবস্থিত, (বিনশ্যৎসু) [সৎসু] সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও (অবিনশ্যন্তং) অবিনাশিভাবে বর্ত্তমান (পরমেশ্বরং) পরমাত্মাকে (যঃ পশ্যতি) যিনি দর্শন করেন, (সঃ পশ্যতি) তিনি তাঁহাকে যথার্থ দর্শন করেন।

২৮। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বত্র) সর্ব্বভূতে (সমবস্থিতং) সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে ব্যাপিয়া অবস্থিত (ঈশ্বরং) মহেশ্বরকে (সমং) অবিভক্ত আত্মভাবে (পশ্যন্ হি) দেখিয়াই [পূর্ব্বোক্ত দ্রষ্টা] (আত্মনা) নিজে (আত্মানং) সর্ব্বাত্মভূত আত্মাকে (ন হিনস্তি) হিংসা করেন না অর্থাৎ সর্ব্ব-ভূতহিতে রত হন ; (ততঃ) সেই হেতু (পরাং গতিম্) মোক্ষ নামক পরা গতি (যাতি) লাভ করেন।

২৭। যে জ্ঞানী সাধক, সেই পরমপুরুষকে, সর্ব্বভূতেই সমভাবে এবং যাবতীয় পরিণামী ভাবকেই এক অপরিণামিরূপে দর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে যথার্থ দর্শন করেন। অর্থাৎ যে সাধক বিচারদ্বারা ভগবান্‌কে, এই ভেদময় জগদ্ভাবের বা জড় ও জীবরূপ জ্ঞানমূর্ত্তির প্রত্যেক ব্যষ্টিতেই, এক অপরিণামী পরমাত্মারূপে জানিয়াছেন এবং বহির্দৃষ্টিযোগেও প্রত্যেক প্রকাশেই ভগবদ্বিকাশ দেখিতেছেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী যোগী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥২৯॥
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩০॥

২৯। অন্বয়ঃ। (যঃ চ) এবং যিনি (কর্ম্মাণি) সমস্ত কর্ম্ম (প্রকৃত্যা এব) ত্রিগুণা প্রকৃতি কর্ত্তৃকই (সর্ব্বশঃ) সর্ব্ব প্রকারে (ক্রিয়মাণানি) সম্পাদিত হইতেছে [ইহা] (পশ্যতি) দেখেন (তথা) এবং (আত্মানং) আত্মাকে (অকর্ত্তারং) কর্ত্তৃত্বরহিত [পশ্যতি] দেখেন (সঃ) তিনিই (পশ্যতি) যথার্থ দর্শন করেন।

৩০। অন্বয়ঃ। (যদা) যখন [সাধক] (ভূতপৃথগ্‌ভাবং) স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় ও জড় জীবমূর্ত্তিকে (একস্থং) এক অচঞ্চল আত্মসূত্রে গ্রথিত (অনুপশ্যতি) দেখেন (ততঃ এব চ) এবং সেই এক পরমাত্মা হইতে অর্থাৎ সেই অচঞ্চলা পরমা স্থিতি হইতে (বিস্তারং) অনন্তমূর্ত্তিতে এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, [অনুপশ্যতি] ইহা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করেন, (তদা) তখন [স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ দর্শনের অভাবে] (ব্রহ্ম সম্পদ্যতে) ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মসারূপ্য প্রাপ্ত হন।

২৮। সর্ব্বত্রই অর্থাৎ সর্ব্বভূতেই সমভাবে বিদ্যমান, সেই পরম পুরুষকে যে সাধক সম অর্থাৎ অবিভক্ত এক অচঞ্চল আত্মভাবেই দর্শন করেন, তিনি কখনই ঐ আত্মাকে আপনার দ্বারা হিংসা করেন না অর্থাৎ অবিদ্যাজাত ভ্রান্তি না থাকা জন্য দেহাত্মজ্ঞান বা অজ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে, তিনি আত্মাকে দেহাতীত অক্ষর পদার্থ বিশ্বাসে, অটলহৃদয়ে আত্মস্থ থাকিয়া কাহারও সহিত কোনপ্রকার অসুরোচিত নীচ ব্যবহার করেন না। তাঁহার পরম জ্ঞান ও পরমা ভাগবতী স্থিতিজন্য তিনি পরমা গতিই লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥

৩১। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে অর্জ্জুন! (অয়ং পরমাত্মা) এই পরমাত্মা (অনাদিত্বাৎ) উৎপত্তি প্রভৃতি ষড়্‌বিধ বিকাররহিত হওয়ায় (চ) এবং (নির্গুণত্বাৎ) সুখ দুঃখ ও শব্দস্পর্শ প্রভৃতি গুণরহিত হওয়ায় (অব্যয়ঃ) অবিনাশী; [ইনি] (শরীরস্থঃ অপি) নবদ্বারযুক্ত এই দেহে থাকিয়াও (ন করোতি) কিছুই করেন না (ন লিপ্যতে) ও কিছুতেই লিপ্ত হন না।

২৯। প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারেই সম্পন্ন হইতেছে, এই তত্ত্বকে যিনি স্থির বুঝিয়াছেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কৃত সমস্ত কর্ম্মেই 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার ভ্রান্তি হইতে যিনি সাবধানে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া মাত্র কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছেন, ও দ্বন্দ্বময়ী প্রকৃতির লীলাতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত অটলহৃদয়ে গ্রহণ করিতেছেন, যিনি আত্মাকে সতত অকর্ত্তারূপেই দেখিতেছেন, তিনিই ঠিক দেখিতেছেন।

৩০। সাধক যখন ভূতভাবের পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে একস্থিত দর্শন করেন, অর্থাৎ জড় ও জীবমূর্ত্তির প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টিভাবকে বা জ্ঞানপার্থক্যকে অত্যুন্নত সাধনদৃষ্টিদ্বারা ভেদমুক্ত, এক, অচঞ্চল আত্মসূত্রে গ্রথিত দেখেন এবং সেই সমসূত্রের সহিত আপনার অচঞ্চলা প্রজ্ঞারূপিণী নির্ম্মলা সত্তাকে মিলিত করিয়া, তথা হইতে এই ভাবটী প্রত্যক্ষ করেন যে, যাবতীয় চঞ্চল জগদ্ভাবই সেই অচঞ্চলা পরমা স্থিতি হইতে উঠিয়া অনন্তমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, তখনই সেই সাধক পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩॥

৩২। অন্বয়ঃ। (যথা) যেমন (সর্ব্বগতং) সর্ব্বব্যাপী (আকাশং) আকাশ (সৌক্ষ্ম্যাৎ) নিরতিশয় সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত (ন উপলিপ্যতে) কিছুরই সহিত লিপ্ত নহে, (তথা) সেইরূপ (আত্মা) আত্মা (সর্ব্বত্র দেহে) দেব মনুষ্যাদি সর্ব্ব শরীরে (অবস্থিতঃ) থাকিয়াও (ন উপলিপ্যতে) দেহের দোষগুণে লিপ্ত হন না অর্থাৎ আবদ্ধ হন না।

৩৩। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে অর্জ্জুন! (যথা) যেমন (একঃ রবিঃ) এক সূর্য্য (কৃৎস্নং) সমগ্র (ইমং) এই (লোকং) ত্রিলোক (প্রকাশয়তি) প্রকাশ করেন, (তথা) সেইরূপ (ক্ষেত্রী) এক পরমেশ্বর (কৃৎস্নং) পূর্ব্বোক্ত সমস্ত (ক্ষেত্রং) ক্ষেত্রকে (প্রকাশয়তি) প্রকাশ করেন।

৩১। হে অর্জ্জুন! এই অব্যয় পরমাত্মা গুণাতীত ও অনাদি অর্থাৎ সমগ্র জগদ্ভাবেরই তিনি অনাদি কারণ; কিন্তু তাঁহার কারণ অন্য আর কিছুই নাই। তিনি এই শরীরে থাকিয়াও কিছুই করেন না এবং কিছুরই সহিত তাঁহার লিপ্তি নাই অর্থাৎ কোনপ্রকার গুণবিকারই তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

৩২। আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী হইয়াও কিছুরই সহিত লিপ্ত নহে, অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকাদ্বারা যেমন মলিন হয় না, এই আত্মাও তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার শরীরে স্থিত হইয়াও সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত শরীরের কোন প্রকার পরিণামের সহিত পরিণাম প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তিনি রুগ্নও হন না, সুস্থও হন না, যুবাও হন না, বৃদ্ধও হন না, চিন্তিতও হন না, হৃষ্টও হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগোনাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

৩৪। অন্বয়ঃ। (যে) যাঁহারা (জ্ঞানচক্ষুষা) শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশজনিত আত্মজ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ) ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞের (এবং) পূর্ব্বোক্ত প্রকার (অন্তরং) পার্থক্য (ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ) এবং সর্ব্বভূতযোনি বক্ষ্যমাণ মহদ্ব্রহ্ম হইতে আপনার নির্ম্মল সত্তার সম্পূর্ণ পার্থক্য (বিদুঃ) অবগত হন, (তে) তাঁহারা (পরং যান্তি) পরমপদ প্রাপ্ত হন।

৩৩। হে ভারত! এক সূর্য্য যেমন ত্রিজগৎকে প্রকাশিত করেন, এক ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাও তদ্রূপ ক্ষেত্রকে অর্থাৎ ইচ্ছাদ্বেষাদি বিকারযুক্ত চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশিত করেন। কিন্তু প্রকাশ্য বস্তু সেই প্রকাশককে প্রকাশ করিতে পারে না।

৩৪। নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা যাঁহারা এই ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য যে কি, তাহা স্থির দর্শন করেন এবং ভূতপ্রকৃতি হইতে অর্থাৎ কার্য্যরূপ ত্রিগুণা মায়ার মূলীভূত মূলা অবিদ্যা হইতে আপনার নির্ম্মল সত্তাকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারেন, এরূপ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণই সেই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহারা জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকিয়া দেহান্তে পরমব্রহ্মগতি লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয়বিভাগযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১॥

১। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (ভূয়ঃ) পুনর্ব্বার (জ্ঞানানাং) সর্ব্ববিষয়িণী বুদ্ধির মধ্যে (উত্তমং পরং জ্ঞানং) উত্তম জ্ঞান (প্রবক্ষ্যামি) বলিতেছি, (যৎ) যাহা (জ্ঞাত্বা) জানিয়া (সর্ব্বে মুনয়ঃ) মুনিগণ (ইতঃ) এই দেহবন্ধন হইতে (পরাং সিদ্ধিং গতাঃ) মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "যাবৎ সংজায়তে" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যাহা কিন্তু উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের দ্বারাই হয়। এই সংযোগ নিরীশ্বর সাংখ্যগণের মতে আপনা হইতেই হয়, কিন্তু এই সংযোগ ঈশ্বরাধীন, ইহা দেখাইবার জন্য এবং "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য", ইত্যাদি শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ জীবের গুণত্রয়ের সহিত মিলনই সৎ ও অসৎ জন্মপ্রাপ্তি ও "ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত গুণত্রয়যুক্তা অবিদ্যা হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব কিরূপে মুক্ত হন এবং মুক্ত জীবের লক্ষণই বা কি, এই সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনার জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আরও আমি তোমাকে অতি উত্তম জ্ঞানের বিষয় বলিব, যাহা অবগত হইয়া মুনিগণ পরমা জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করতঃ এই শরীরকারা হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥
মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥

২। অন্বয়ঃ। (ইদং) এই (জ্ঞানং) মহৎ বিজ্ঞানকে (উপাশ্রিত্য) সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়া [দেহান্তে] (মম) আমারই (সাধর্ম্ম্যং আগতাঃ) সারূপ্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমার সহিত অত্যন্তাভেদ অবস্থা প্রাপ্ত হন। (সর্গে অপি) হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিকালেও (ন উপজায়ন্তে) জন্মেন না (চ) এবং (প্রলয়ে) মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার জীবনান্তেও (ন ব্যথন্তি) তাঁহারা স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না।

৩। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে ভারত! (মহৎ ব্রহ্ম) ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাময়ী প্রকৃতির বীজভূত কারণরূপিণী অব্যক্তা প্রকৃতি (মম যোনিঃ) আমার গর্ভাধান স্থান, (তস্মিন্) তাহাতেই (অহং) আমি (গর্ভং) বহু হইবার সংকল্পরূপ বীজ (দধামি) নিষেক করি,. (ততঃ) সেই মহতী প্রকৃতি হইতে (সর্ব্বভূতানাং) হিরণ্যগর্ভাদিক্রমে সমস্ত জীবও জড়ভাবের (সম্ভবঃ) উৎপত্তি (ভবতি) হয়।

২। এই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে পারিলে সাধক আমার ভাবে ভাবিত হন অর্থাৎ মৎ-সরূপতা প্রাপ্ত হন, এবং মহাপ্রলয়কালে ব্যথিত বা স্বরূপচ্যুত হন না কিংবা পুনঃসৃষ্টিকালেও অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিকালেও জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন না।

৩। আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান মহৎ ব্রহ্ম, তাহাতেই আমি গর্ভাধান করি। ঐ মহাকারণ হইতেই যাবতীয় ভূতভাবের অর্থাৎ জড় ও জীব-রূপ জগদ্ভাবের উৎপত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ কহিলেন "মহৎ ব্রহ্মই" আমার গর্ভাধান স্থান ; তাহা হইলে ঐ মহৎ ব্রহ্ম কি ? যখন উহাকেই জগদুৎপত্তির কারণ বলিতেছেন, নিশ্চয়ই তৎপূর্ব্বে কোন জগদ্ভাবই বিদ্যমান ছিল না। গভীর জ্ঞানদৃষ্টিযোগে দেখ দেখি, যখন জগদ্ভাবও স্ফূরিত হয় নাই, তখন সে অবস্থা কিরূপ ? শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীশুকদেব ঐ অবস্থাকে বুঝাইয়াছেন, যথা—

"ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্ত্বং, তমো রজো বা মহদাদয়োঽমী।
ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয় দেবতা বা, ন সন্নিবেশঃ খলুলোককল্পঃ ॥
ন স্বপ্ন জাগ্রন্ন চ তৎ সুষুপ্তং ন খং জলং ভূরনিলোঽগ্নিরর্কঃ।
সংযুপ্তবচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং তন্মূলভূতং পদমামনন্তি ॥"

"সে অবস্থায় বাক্য নাই, মন নাই, ত্রিগুণ নাই, প্রাণ নাই, বুদ্ধি নাই, ইন্দ্রিয় নাই, দেবতা নাই, ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চ নাই, অধিক কথা কি, কোন জগদ্ভাবই বিদ্যমান নাই ; সে অবস্থা জাগ্রৎও নহে, স্বপ্নও নহে এবং সুষুপ্তিও নহে। তাহা বিচারশক্তির অতীত, এক, অপূর্ব্ব, নির্ব্বিশেষ আদিমাত্র।" এতদ্দ্বারাই অনুমিত হইতেছে যে, তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই বিদ্যমান ছিল না ; সেই একম্ অদ্বিতীয়ং চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই সমভাবে বিদ্যমান। চিৎ বা চৈতন্য জিনিষটা কি ? তাহা কি জ্ঞান ? না—জ্ঞান যে পরিণামী, এবং তাহাতে অহং, ত্বং, তৎ বা 'আমি', 'তুমি' ও 'তাহা'রূপ দ্বৈত জগদ্ভাব আছেই নিশ্চয়। দ্বৈতাবলম্বন ব্যতীত জ্ঞানের অস্তিত্বই নাই। জ্ঞানের মস্তকই অহং ; কারণ 'আমি' অগ্রে না উঠিলে, অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। আবার দেখ, এই অহং কখনই একা থাকিতে পারে না ; উহার সহিত অন্য যাহা কিছু হউক থাকা চাই। শব্দস্পর্শাদি বিষয়-পঞ্চকে না লইয়া অহং থাকিতেই পারে না। যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ হয় আমি দেখিতেছি, নতুবা শুনিতেছি, নতুবা স্পর্শ করিতেছি, ইত্যাদি রূপে ঐ বিষয়পঞ্চের মধ্যে কাহাকেও না কাহাকে লইয়া আছিই নিশ্চয়। বিষয়পঞ্চরূপ পরিণামী দ্বৈতভাবের সহিত জ্ঞানের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ ; কারণ ঐ বিষয়পঞ্চই তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান ; অর্থাৎ জ্ঞানেরই তো ঐ পঞ্চমূর্ত্তি। তাহা হইলে বিষয়পঞ্চ ব্যতীত জ্ঞানের অস্তিত্বই নাই। জ্ঞান হইতে গেলেই তাহাতে অবশ্যই অহং আছে এবং অহং থাকিলেই তাহার সহিত ত্বং বা তৎকেও থাকিতে হইবে। ঐ অহং, ত্বং ও তৎই দ্বৈত বা জগৎ। যখন অহং, ত্বং ও তৎরূপ জগতের উৎপত্তি হয় নাই, তখন জ্ঞানও নাই, ইহা নিশ্চিত।

যদি বল, অহমাদি জগদ্ভাববর্জ্জিত জ্ঞানই চৈতন্য, তাহা হইলে তাহাতে আর 'জ্ঞান' উপাধি প্রয়োগের প্রয়োজন কি ? তাহাই তো চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম। এখন একটী কৌতূহল জাগিতে পারে যে, যদি তাহাতে অহমাদি জ্ঞানভাব বিদ্য-মান না রহিল, তাহা হইলে তাহাতে আছে কি ? আছে অবাঙ্মনসগোচর এক পরমানন্দ। এই ব্যক্তিমুক্তা পরমানন্দরূপিণী শান্তিই, ব্রহ্মের বা ভগবানের নির্ব্বিশেষ্যা প্রকৃতি। চিৎস্বরূপ পুরুষে এই যে পরমানন্দরূপিণী প্রকৃতি, ইহাকে কোনপ্রকার ভেদদ্বারা পুরুষ হইতে ভিন্ন করিবার উপায় নাই। চিদানন্দে চিৎই পুরুষ এবং আনন্দই প্রকৃতি বটে, কিন্তু এই প্রকৃতিপুরুষ বা রাধাকৃষ্ণ অভেদে বিরাজিত, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যগত কোন ভাব-পার্থক্যই জ্ঞান-দৃষ্টির অন্তর্গত নহে। ভৌতিক পদার্থ-মধ্যেই যখন অগ্নিশিখার সহিত তাহার উষ্ণত্বকে পৃথক করা যায় না অর্থাৎ শিখাই উষ্ণত্ব, কি উষ্ণত্বই শিখা, তাহা স্থির করা সুকঠিন, তখন সেই ভূতাতীত চিৎ বা চৈতন্যের সহিত তাঁহার আনন্দরূপিণী প্রকৃতিকে পৃথক্ করা যাইবে কি প্রকারে ? জ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্পর্শ করিতে গেলেই, জ্ঞান আপনাকে হারাইয়া ফেলে। মহাযোগিগণ অতি সাবধানে সাধনদ্বারা, জ্ঞানদৃষ্টিকে জগদ্রূপ আবর্জ্জনামুক্ত করিয়া নির্ম্মলা প্রজ্ঞাতে পরিণতকরতঃ সেই পরমা স্থিতিকে স্পর্শ করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন বটে, কিন্তু যেমন স্পর্শলাভ ঘটে, অর্থাৎ সেই পরমানন্দের বিন্দুমাত্র সুধা তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করে, অমনি আপনাদিগকে হারাইয়া, শিবত্ব বা পরমানন্দময় যোগশবত্ব প্রাপ্ত হন। মুহূর্ত্তের জন্যও যে সাধক এই অবস্থাকে ভোগ করিয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছেন, তিনিই এই বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবেন ; অসাধক ব্যক্তি যত বড় পণ্ডিত ও যত বড় জ্ঞানীই হউন না, এ অবস্থাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না নিশ্চিত।

এখন দেখা যাউক চৈতন্য কি ; চৈতন্য নির্ম্মল 'অস্' মাত্র অর্থাৎ 'আছা' মাত্র, 'মি' বা 'তি'রূপ প্রত্যয়গত মালিন্য তাঁহাতে যুক্ত নাই অর্থাৎ তাহা 'আছি'ও নহে, 'আছে'ও নহে, পরমানন্দময় 'আছা' মাত্র। ইহাতে 'আত্মা' এ উপাধিও প্রযুক্ত হয় না ; কারণ অহমাদি জগদ্ভাবের বা জ্ঞানের অভাবে তিনি কাহার সাক্ষী ? জ্ঞান স্ফুরিত হইলে তবে তো তাহার বোধস্বরূপ সাক্ষী বা আত্মা ; কিন্তু জ্ঞানই যখন স্ফুরিত হয় নাই, তখন আর বোধ কাহার ? এইজন্য তখন তাঁহাতে 'আত্মা' উপাধিও প্রযুক্ত হয় না। তখন একম্ অদ্বিতীয়ং চিদানন্দং বা প্রকৃতি-পুরুষের নির্ব্বিশেষ ঐক্যমাত্র। এই আনন্দরূপিণী প্রকৃতি বা শ্রীমতী হইতেই এই পরিণামী জগদ্ভাবের উৎপত্তি। শ্রুতি বলিয়াছেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" অর্থাৎ এই আনন্দরূপিণী প্রকৃতিই এই জগদ্ভাবকে প্রসব করিয়াছেন। এই নির্ব্বিশেষ্যা পরমানন্দরূপিণী প্রকৃতি স্থিরা অর্থাৎ তাঁহাতে ত্রিগুণের কোন উর্ম্মি বা ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে না। রজ, সত্ত্ব ও তম বা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রূপ গুণসংক্ষোভ তাঁহাতে তখনও দেখা দেয় নাই, সুতরাং অন্য কোন ভাবেরই উঠা, থাকা বা যাওয়া তাঁহাতে নাই। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার আধাররূপিণী, চিন্ময়ী, আনন্দস্বরূপা এই প্রকৃতিই, মহৎ ব্রহ্ম বা বিশ্বযোনি। এই ব্যক্তিমুক্তা, চিন্ময়ী, আনন্দরূপিণী ব্রহ্মযোনি প্রকৃতিতে শ্রীভগবান্ অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পুরুষ গর্ভাধান করিলেন, অর্থাৎ রজ, সত্ত্ব ও তম বা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রূপ গুণময় পরিণামী ব্যক্তিভাবের বীজ নিষেক করিলেন।

এই স্থানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে যাহা নিঃসৃত হইল, তাহা পরিণামী বা অসৎ হইল কেন ? এক কথায় ইহার উত্তর এই দেওয়া যাইতে পারে যে, "ভগবানের ইচ্ছাই ইহার কারণ" এবং বিচারদৃষ্টির দ্বারাও ইহা অনুমিত হয় যে, সৎ হইতে দ্বিতীয় যাহা কিছু উঠিবে, তাহা অসৎ না হইয়া থাকিতেই পারে না। দ্বিতীয় কিছু হইতে গেলেই তাহাতে ভেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকা চাই, নতুবা তাহা দ্বিতীয়রূপে ভিন্ন হইবে কি প্রকারে? ভেদ ব্যতীত অন্ত কিছুরই অস্তিত্বই হইতে পারে না। সৎ হইতে যাহা কিছু পৃথক্ বাহির হইবে, তাহা নিশ্চয়ই সৎ হইতে ভিন্ন হইবে এবং নিশ্চয়ই তাহা অসৎ বা পরিণামী হইবে। যখনই তাহাতে ভেদ প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহা বিকারকে পাইয়াছে, সংশয় নাই; মূলেই যখন বিকারকে আশ্রয় করিল, তখন ঐ বিকৃতি হইতে যাহা কিছু উঠিবে, তাহা নিশ্চয়ই বিকারী বা অসৎ হইবে; এই কারণেই জগদ্ভাব সমস্তই পরিণামিরূপে অসৎ।

এখন দেখ, ঐ যে ব্যক্তিরহিতা, চিন্ময়ী, আনন্দস্বরূপা প্রকৃতি বা বিশ্বযোনি মহদ্ব্রহ্ম, তিনি চিৎস্বরূপ ভগবান্ হইতে মহদ্গর্ভ ধারণ করিলেন। এখন দেখা যাউক, আনন্দস্বরূপা মহাপ্রকৃতিতে ভগবান্ কর্তৃক যে বীজ নিষিক্ত হইল, তাহা কি। তাহা ভগবৎসঙ্কল্প ব্যতীত আর কি হইবে? সঙ্কল্প হইল এই যে, 'একের উপর অসংখ্য প্রকাশ পাউক। এই যে বহুমুখী সঙ্কল্প, উহা হইল বীজ এবং বহুমুখিত্বহেতু বীজ পরিণামী বা অসৎ। এই সঙ্কল্পরূপ বীজ, জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তির বহিঃস্ফুরণের প্রাগ্‌ভাব মাত্র। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অব্যবহিত নিকটবর্তী স্থূল পদার্থ এক জ্ঞান ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সুতরাং চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জ্ঞান ব্যতীত অন্য স্থূল আর কি উঠিবে? ঐ বহুমুখী পরিণামী ব্রহ্মসঙ্কল্পই হিরণ্যগর্ভা মহামায়া। এই মহাশক্তিকে মায়া বলিবার কারণ এই যে, যাহা ছিল না, পরেও থাকিবে না এবং সততই যাহার পরিণামস্রোত অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে অর্থাৎ যাহার কোন ভাবকেই 'অস্তি' বলিবার উপায় নাই, কারণ 'ইহা অস্তি' এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতেই যাহার সূক্ষ্ম ভাবান্তর ঘটিতেছে নিশ্চয়, এরূপ নশ্বর বা মিথ্যা জগদ্ভাবের যিনি কারণ, তাঁহাকে মায়া ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? এই মায়াশক্তিই জ্ঞানবীজরূপে আনন্দরূপিণী প্রকৃতির গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং পরমানন্দরূপিণী চিন্ময়ী শ্রীরাধাও ঐ জ্ঞান-রূপিণী মায়াময়ী মহাশক্তিকে সাদরে ধারণ করিলেন। ঐ মায়াময়ী বিভক্তিকে ধারণ করিয়া গর্ভের আকার হইল 'অস্'যুক্তা-মি (অস্+মি) বা 'অস্মি'। তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥

'আছি', 'আছি', 'আছি'রূপ একটা গুণসংক্ষোভ, বা জ্ঞানবীজস্ফূর্ত্তিরূপ পরিণামী ঘাতপ্রতিঘাত, জননীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল এবং অচিরেই সেই জ্ঞানবীজ-রূপিণী মায়াময়ী মহশক্তি 'অহংজ্ঞান'রূপে বহিঃস্ফুরিত হইয়া পড়িলেন। এই 'অহং'কে পুত্র বলিলেও চলে, কন্যা বলিলেও চলে, কারণ, যখন ইনি কর্ত্তা, তখন প্রকৃতি, আবার যখন ভোক্তা, তখন অধম পুরুষ। যেমন এই অহংরূপী অপত্য বা জ্ঞানের আদিমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল, অমনি চিদ্রূপ শ্রীভগবান্ ঐ অহমের সাক্ষী হইয়া, বোধস্বরূপ আত্মারূপে ঐ জ্ঞানকে ধারণ করিলেন। এই আদি অহম্‌ই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারূপে রূপিত হইয়াছেন; কারণ অহং অগ্রে না উঠিলে অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই এবং অহমের সঙ্কল্প ব্যতীত সৃষ্টিই বা হইবে কিরূপে? সেই ত্রিগুণা মায়াময়ী মহাশক্তিই 'অহংজ্ঞান'রূপ আদি মূর্ত্তিতে স্ফুরিত হইলেন এবং উহা হইতেই ক্রমে ক্রমে অসংখ্য অস্তিভাবের বা জড় ও জীবরূপ অনন্ত জ্ঞানমূর্ত্তির স্ফুরণস্রোত প্রবাহিত হইয়া এই মায়াময় মিথ্যা জগদাকার ধারণ করিল। এ মিথ্যার অর্থ নাস্তি নহে। এ মিথ্যার অর্থ এই যে, যাহাকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহা সেরূপ নহে অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা তাহার তত্ত্ব আলোচনা করিলেই তাহা ক্রমে ক্রমে, একভাব হইতে অন্য ভাবে, তাহা হইতে আবার অন্য ভাবে, এইরূপে ভাবান্তরিত হইতে হইতে ক্রমে সেই মায়াময়ী জ্ঞানশক্তিতেই পরিণত হইবে। একখানা প্রস্তরও জ্ঞানসমষ্টি ব্যতীত কিছুই নহে। সেই পরমানন্দরূপিণী শ্রীমতী রাধাই জ্ঞানরূপিণী মায়াময়ী মহাশক্তিরূপে বহিঃস্ফুরিত হইয়া, ভূতপঞ্চ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপিণী অষ্ট সঙ্গিনী বা সখীসহ এই গুণময় জগদাকার, প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণসহ মহারাসক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহার চিন্ময়ী আনন্দমূর্ত্তিই প্রেমস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা এবং মহাশক্তিময়ী মায়ামূর্ত্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী জ্ঞানরূপিণী শ্যামা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥

৪। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (সর্ব্বযোনিষু) দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বযোনিতে (যাঃ মূর্ত্তয়ঃ) যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণিনিচয় (সম্ভবন্তি) উৎপন্ন হয়, (তাসাং) সে সকলের (মহৎ ব্রহ্ম) মহৎ ব্রহ্ম (যোনিঃ) উপাদান কারণ, (অহং) [আর] আমি (বীজপ্রদঃ পিতা) সঙ্কল্পরূপ বীজপ্রদ পিতা।

৫। অন্বয়ঃ। (মহাবাহো) হে মহাবাহো! (প্রকৃতিসম্ভবাঃ) মূলা অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন (সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় (দেহে) নবদ্বারযুক্ত এই দেহে [অবস্থিত] (অব্যয়ং) অবিনাশী (দেহিনং) চৈতন্যময় আত্মাকে (নিবধ্নন্তি) আবদ্ধ করে।

৬। অন্বয়ঃ। (অনঘ) হে নিষ্পাপ! (তত্র) ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে (নির্ম্মলত্বাৎ) স্বচ্ছ বলিয়া (প্রকাশকম্) প্রকাশশীল, (অনাময়ং) সুখজনক (সত্ত্বং) সত্ত্বগুণ (সুখসঙ্গেন) সুখাসক্তি (জ্ঞানসঙ্গেন চ) ও জ্ঞানাসক্তিদ্বারা [দেহিনং] পূর্ব্বোক্ত দেহীকে (বধ্নাতি) দেহাবদ্ধ করে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন করে।

৪। হে অর্জ্জুন! সর্ব্বপ্রকার যোনিতেই অর্থাৎ দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যাবতীয় পৃথক্ পৃথক্ জীবভাবেই যে সমস্ত মূর্ত্তি উৎপন্ন অর্থাৎ ঘটাকারাকারিত যে সমস্ত অহংরূপী জীবভাব স্ফুরিত হয়, সে সমস্তেরই জননী ঐ মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ ত্রিগুণসাম্যাবস্থার আধাররূপিণী আনন্দস্বরূপ পরমা প্রকৃতি, আর আমি বীজনিষেককর্ত্তা জনক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭॥

৭। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কুন্তীনন্দন! (রাগাত্মকং) অনুরাগাত্মক (রজঃ) রজোগুণ হইতে (তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং) কামনা ও আসক্তি সম্ভূত হয় বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও। (তৎ) তাহা (কর্ম্মসঙ্গেন) কর্ম্মাসক্তির দ্বারা (দেহিনং) জীবচৈতন্যকে (নিবধ্নাতি) দেহাবদ্ধ করে।

৫। হে মহাবীর! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণ মূলা অব্যক্তা প্রকৃতি হইতেই উঠিয়াছে। শরীরের হ্রাসে যাহার হ্রাস বা শরীরের বৃদ্ধিতে যাহার বৃদ্ধি হয় না, এমন যে জীব, সেই জীবকে ইহারাই শরীরে আবদ্ধ করে। অর্থাৎ অহংজ্ঞানরূপা চিৎ ছায়া, 'আমি এই শরীর,' ইত্যাকার ভ্রান্তিজালে বদ্ধ হইয়া যে জীবাভিমান করে, তাহার কারণ, এই ত্রিগুণময়ী অবিদ্যা; আবার এই মিথ্যা শরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাসনারূপ যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এই শরীর-কারাগারকে ত্যাগ করিতে চাহে না, তাহার কারণও এই ত্রিগুণময়ী অবিদ্যা। রাজসী, তামসী ও সাত্ত্বিকী, এই তিন প্রকারের আসক্তি বা মায়াবন্ধনই জীবকে এই শরীর-কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

৬। হে নিষ্পাপ! উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল অর্থাৎ কৌটিল্যরূপ মালিন্য ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; ইহার স্বভাবই সারল্যময়। একজন সত্ত্বগুণাশ্রিত লোককে দেখিলেই প্রতীত হইবে, যেন সারল্য তাঁহার মুখমণ্ডলে অঙ্কিত রহিয়াছে। নির্ম্মলত্ব জন্য সত্ত্বগুণ প্রকাশক অর্থাৎ কিছুই যেন গোপন রাখিতে চাহে না, সমস্তই বাহির করিয়া দিতে চায়; সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির অন্তর বাহির সমান। সত্ত্বগুণ অনাময় অর্থাৎ শান্তিময় সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি শান্তভাবকে ভালবাসে; যাহাতে অধিক উদ্বেগ, অধিক গোলমাল, অধিক জটিলতা, এরূপ অশান্তিজনক ভাবকে কিছুতেই লইতে চাহে না। এই সত্ত্বগুণ জীবকে দুই প্রকারের আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে; একটী শান্তিময় সুখাশক্তি, অন্যটী জ্ঞানাসক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্ ।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮॥

৮। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে ভারত ! (তমঃ তু) তমোগুণকে (অজ্ঞানজং) প্রকৃতির আবরণশক্তিপ্রধান অংশ হইতে জাত (সর্ব্বদেহিনাং) ও সকল জীবের (মোহনং) ভ্রান্তিজনক বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও। (তৎ) তাহা (প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিঃ) অবিবেক আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা [জীবকে] (নিবধ্নাতি) বন্ধন করে।

সাত্ত্বিকী আসক্তি যদিও বন্ধন বটে, কিন্তু ইহা দেবভাব পূর্ণ সুবন্ধন। রাজস, তামসবৎ কুবন্ধন নহে। এই সুবন্ধনের দ্বারাই কুবন্ধনকে ছিন্ন করিতে হইবে। গুণাতীতা মুক্তিকে লাভ করিতে হইলে প্রকৃতিকে অগ্রে সত্ত্বপ্রধান করিতে হইবে। যতদিন প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান না হইবে, ততদিন প্রকৃতি আসুর থাকিবে নিশ্চয়। আসুরপ্রকৃতির দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। আসুরপ্রকৃতি অপেক্ষা দেবপ্রকৃতি শ্রেষ্ঠা।

৭। হে কৌন্তেয় ! রজোগুণ রাগাত্মক অর্থাৎ ভোগাসক্তিই তাহার সর্ব্বস্ব ; রজঃপ্রধান প্রকৃতি-সম্পন্ন জীব শান্ত-ভাবকে ভালবাসে না, অশান্তিপূর্ণ ধুমধাম, জনতা, আড়ম্বর, প্রভুত্ব ইত্যাদি ভাবকে লইয়াই থাকিতে চায়। রজঃপ্রধান প্রকৃতি ভোগতৃষ্ণায় ব্যাকুল অর্থাৎ 'আরও হউক, আরও পাই' ইত্যাকার দুর্নিবার্য্যা ভোগকামনার তাড়নায় অস্থির হইয়া সৎ বা অসৎ যে কোন উপায়েই হউক, কামনাকে পূর্ণ করিবার জন্য বহুপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের আসক্তিরূপ বন্ধনকে প্রাপ্ত হয়। ঐ কর্ম্মাসক্তিরূপ বন্ধনসৃষ্টিই রজোগুণের ধর্ম্ম।

৮। হে অর্জ্জুন ! তমোগুণ জ্ঞানের বিপরীতধর্ম্মী অজ্ঞান হইতে জাত এবং সকল জীবকেই সর্ব্বতোভাবে মুগ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানবিমুখ করিয়া রাখিতে চায়। ইহা জীবকে প্রমাদ (তুষ্টিহীন, বিষণ্ণ ও অবসন্নভাবের একত্র সমাবেশ), আলস্য ও অপরিমিত নিদ্রাপরায়ণতার দ্বারা অবরুদ্ধ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০॥

৯। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে ভারত! (সত্ত্বং) সত্ত্বগুণ [জীবকে] (সুখে সঞ্জয়তি) সুখে আসক্ত করে, (রজঃ) রজোগুণ (কর্ম্মণি) কর্ম্মেতে (উত) এবং (তমঃ তু) তমোগুণ (জ্ঞানং আবৃত্য) জ্ঞানকে আবৃত করিয়া (প্রমাদে সঞ্জয়তি) প্রমাদগ্রস্ত করে।

১০। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে ভারত! (সত্ত্বং) সত্ত্বগুণ (রজঃ তমঃ চ অভিভূয়) রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া (ভবতি) প্রাধান্যলাভ করে; (রজঃ) রজোগুণ (সত্ত্বং তমঃ চ এব) সত্ত্ব ও তমোগুণকে (তথা) এবং (তমঃ) তমোগুণ (সত্ত্বং রজঃ) সত্ত্ব ও রজোগুণকে [অভিভূয় ভবতি] অভিভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করে।

রজঃ প্রধান প্রকৃতি ভোগানুকূল কর্ম্মসকল করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকে; কিন্তু তমঃপ্রধান প্রকৃতি তাহার কিছুই করিতে চাহে না। ভোগকে খুবই ভালবাসে, কিন্তু কর্ম্ম করিয়া ভোগকে লইতে চাহে না। 'কিছুই করিতে না হয়, অথচ ভোগসুখ ইচ্ছামত প্রাপ্ত হই', ইহাই তাহার কামনা। তমঃপ্রধান-প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের মুখ দেখিলেই যেন বুঝিতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট, বিরক্ত ও কৌটিল্যসহ ঘোর লালসাপূর্ণ।

৯। হে অর্জ্জুন! সত্ত্বগুণ জীবকে শান্তিময় সুখের দিকে, রজোগুণ অশান্তিপূর্ণ কর্ম্মের দিকে এবং তমোগুণ জ্ঞানবিমুখকরতঃ প্রমাদের দিকে আকর্ষণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১॥

১১। অন্বয়ঃ। (যদা) যে সময়ে (অস্মিন্ দেহে) এই দেহে (সর্ব্বদ্বারেষু) শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয়কে আশ্রয় করিয়া (জ্ঞানং প্রকাশঃ) বস্তুর যথাযথ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান (উপজায়তে) জন্মে, (তদা উত) সেই সময়েই (সত্ত্বং) সত্ত্বগুণ (বিবৃদ্ধম্) প্রবল (ইতি বিদ্যাৎ) ইহা জানিবে।

১০। হে ভারত! কখনও রজ ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, কখনও সত্ত্ব ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া রজোগুণ প্রবল হয় এবং কখনও সত্ত্ব ও রজোগুণকে অতিক্রম করিয়া তমোগুণ প্রবল হয়।

যেমন গঙ্গাদি নদীসকলে জোয়ার আইসে, আমাদিগের মধ্যেও সেইরূপ ত্রিগুণের জোয়ার আইসে, অর্থাৎ কখনও সাত্ত্বিক, কখনও রাজসিক ও কখনও তামসিক প্রবাহ প্রবল হইয়া আমাদের অন্তর-বাহির প্লাবিত করে। প্রতিদিনই প্রায় এইরূপ ব্যাপার ঘটে। সাধককে এই জোয়ার চিনিয়া আত্মভাব প্রাপ্তিরূপ গন্তব্যস্থানে উপনীত হইবার উপায়ভূত জ্ঞানরূপ তরণীকে বাহিয়া যাইতে হইবে; সেইজন্যই ভগবান্ এই জোয়ারকে চিনাইয়া দিয়া সাবধান করিতেছেন। এই তিন প্রকার জোয়ারের বেগ ও স্থিতি সকল আধারেই সমান নহে। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিতে সাত্ত্বিক জোয়ারের স্থিতি, রজঃপ্রধান প্রকৃতিতে রাজসিক জোয়ারের স্থিতি এবং তমঃপ্রধান প্রকৃতিতে তামসিক জোয়ারের স্থিতি, অধিক সময়ব্যাপী। যাহাতে সাত্ত্বিক জোয়ারের স্থিতি অধিক সময় স্থায়ী হয়, ভগবৎপথের পথিককে সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। ভগবৎপ্রাণতা যত দৃঢ় হইতে থাকিবে, এই সাত্ত্বিক জোয়ারের স্থিতিও তত অধিকক্ষণস্থায়ী হইবে। যে যে লক্ষণদ্বারা এই তিন প্রকার জোয়ারকে ধরিতে পারা যাইবে, পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১। যখন এই শরীরের সকল দ্বার দিয়াই অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা জ্ঞানপ্রবেশের পঞ্চ দ্বার দিয়াই জ্ঞানপ্রবাহ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্রোত প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে থাকে, তখনই জানিবে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে।

যখন সাত্ত্বিক জোয়ার আসিবে, তখন সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিতে তত্ত্বজ্ঞানের একটা শান্তিসুখময় প্রবাহ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বার দিয়াই আপনা হইতে প্রবেশ করিয়া অন্তর-বাহির প্লাবিত করিয়া ফেলিবে, এবং দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বাহিত ব্যাপারই তত্ত্বজ্ঞানময় হইয়া পড়িবে। তখন শব্দে হরি, স্পর্শে হরি, রসে হরি, গন্ধে হরি, এইরূপে অন্তর-বাহির সমস্তই ভগবন্ময় হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য, এ অবস্থা অত্যুন্নত অধ্যাত্মসাধকেরই হয়, সকলেরই হয় না বটে; কিন্তু যে যেমন, তাহার পক্ষে ততটা হয় সন্দেহ নাই। উন্নত সাধকের অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহ তখন আপনা হইতেই অধিকতর বৈরাগ্যপূর্ণ হইয়া প্রবল বেগে ভগবানের দিকে ছুটিতে থাকে, এবং সংসারভোগবাসনার অধোগামিনী গতিকে যেন ফিরাইয়া দিয়া উজানে ভগবন্মুখী করিয়া ফেলে। সাধক চেষ্টা করিয়া এই জোয়ারের স্থিতি ক্রমে ক্রমে অধিক, অধিকতর ও অধিকতমরূপে স্থায়ী করিয়া লইতে পারেন। যদিও প্রকৃতিগুণে রাজসিক ও তামসিক জোয়ারের প্রবাহও তাঁহাতে এক একবার প্রবেশ করিবে নিশ্চয়, কিন্তু মৃদুভাবে আসিবে ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিবে না। এই সাত্ত্বিক প্রবাহ সকলেরই মধ্যে প্রবল হয় এবং রজঃপ্রধান ও তমঃপ্রধান প্রকৃতিকে যখন আক্রমণ করে, তখন তাহারাও হঠাৎ যেন একটু ভাগবতী স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে বা ভগবৎসম্বন্ধীয় একটা গান গাহিতে বা শুনিতে চেষ্টা করে। একটা শান্ত, প্রসন্নভাব, যেন কোথা হইতে আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে ক্ষণেকের জন্যও বিকশিত হয় এবং মহাকৌটিল্যময় প্রকৃতিতেও যেন সারল্য ও সদাশয়তার আবির্ভাব কিছুক্ষণের জন্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩॥

১২। অন্বয়ঃ। (ভরতর্ষভ) হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! (রজসি বিবৃদ্ধে) রজোগুণ প্রবল [সতি] হইলে (লোভঃ) পরদ্রব্য গ্রহণে ইচ্ছা, (প্রবৃত্তিঃ) সাধারণ চেষ্টা, (কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ) কর্ম্মোদ্যম, (অশমঃ) অস্থিরতা, (স্পৃহা) বিষয়াকাঙ্ক্ষা, (এতানি জায়ন্তে) এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

১৩। অন্বয়ঃ। (কুরুনন্দন) হে কুরুনন্দন! (তমসি বিবৃদ্ধে) তমোগুণ প্রবল [সতি] হইলে (অপ্রকাশঃ) অবিবেক, (অপ্রবৃত্তিঃ চ) উদ্যমরাহিত্য, (প্রমাদঃ) বিষণ্ণভাব, (মোহঃ এব চ) স্মৃতিভ্রংশ, (এতানি জায়ন্তে) এই সকল লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞানের বিপরীত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

১২। হে ভরতর্ষভ! যখন রজোগুণ প্রবল হয় অর্থাৎ রাজসিক জোয়ার আইসে, তখন পরস্বাপহরণেচ্ছা, নানাপ্রকার ভোগবাসনা, "কি করি, কোন্‌টা করি" ইত্যাকার ব্যস্ত কর্ম্মোদ্যম, অস্থিরতা ও অতৃপ্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

১৩। হে কুরুনন্দন! যখন তমোগুণ প্রবল হয় অর্থাৎ তামসিক জোয়ার আইসে, তখন অপ্রকাশ (জ্ঞানভাব যেন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এইরূপ একটা আচ্ছন্নভাব), অপ্রবৃত্তি (কি সাধনকর্ম্ম, কি সংসারকর্ম্ম কিছুই করিতে ইচ্ছা হইতেছে না, এইরূপ একটা অবসন্নভাব), প্রমাদ (নিরুৎসাহ, বিরক্তি ও শোকতাপজড়িত একপ্রকার বিষণ্ণভাব) এবং মোহ অর্থাৎ স্মৃতিভ্রংশ ইত্যাদি জ্ঞানের বিপরীত ভাবাক্রান্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥

১৪। অন্বয়ঃ। (সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু) সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে [তদবস্থায়] (যদা) যদি (দেহভৃৎ) দেহী জীব (প্রলয়ং যাতি) মৃত্যুমুখে পতিত হয়, (তদা) তাহা হইলে [তিনি] (উত্তমবিদাম্) উত্তমজ্ঞানিগণের (অমলান্ লোকান্) দেবযানপথে সত্ত্বপ্রচুর সুখময় লোক (প্রতিপদ্যতে) প্রাপ্ত হন।

১৫। অন্বয়ঃ। (রজসি) রজোগুণের [বিবৃদ্ধে সতি] প্রাবল্যাবস্থায় (প্রলয়ং গত্বা) মৃত্যু হইলে (কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে) কর্ম্মপ্রবণ মনুষ্যলোকে জন্মে; (তথা) এবং (তমসি) তমোগুণের [বিবৃদ্ধে সতি] প্রাবল্যাবস্থায় (প্রলীনঃ) মৃত্যু হইলে (মূঢ়যোনিষু) পশ্বাদি মূঢ় যোনিতে (জায়তে) জন্মে।

১৪। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যাবস্থায় যদি শরীরত্যাগ হয়, তাহা হইলে উত্তমবিদ্‌-গণের প্রাপ্য নির্ম্মল লোকসকল প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, পরমাত্মসাধকগণের যে উত্তমা দেবযানগতি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই নির্ম্মল-গতি লাভ করা যায়। এই সাত্ত্বিক প্রবাহকালে শরীরত্যাগ, জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যপূর্ণ উন্নত সাধক ব্যতীত অন্য কাহারও হইতে পারে না। এই সাত্ত্বিক প্রবাহকে আয়ত্তকরতঃ, যে সাধক আপনার প্রকৃতিগত করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ ভাগবতী দৃষ্টি রক্ষারূপ যোগাভ্যাস যাঁহাতে দৃঢ়ভাবে বসিয়া গিয়াছে, সাত্ত্বিক প্রবাহসহ দেহত্যাগ, সেই উত্তম সাধকই করিতে পারেন। নতুবা, অন্য অজ্ঞান, অসাধক ব্যক্তির কথা কি, অধম বা মধ্যম অধিকারী সাধকও ইহাতে দেহত্যাগ করিতে পারিবেন না। সে সময়ে তাঁহারা রাজসিক বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্ ।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬॥
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥১৭॥

১৬। অন্বয়ঃ। [সাধুগণ] (সুকৃতস্য) সাত্ত্বিক (কর্ম্মণঃ) কর্ম্মের (নির্ম্মলং) প্রকাশবহুল (সাত্ত্বিকং) সাত্ত্বিক (ফলং) সুখময় ফল হয় (আহুঃ) [ইহা] বলেন, (রজসঃ তু) রজোগুণের (দুঃখং ফলং) দুঃখময় ফল, [এবং] (তমসঃ) তমোগুণের (অজ্ঞানং ফলং) অজ্ঞানময় ফল হয় [আহুঃ] [ইহা] বলিয়া থাকেন।

১৭। অন্বয়ঃ। (সত্ত্বাৎ) সত্ত্বগুণ হইতে (জ্ঞানং সঞ্জায়তে) জ্ঞান জন্মে, (রজসঃ লোভঃ এব চ) রজোগুণ হইতে লোভ (সঞ্জায়তে) জন্মে, [এবং] (তমসঃ) তমোগুণ হইতে (প্রমাদমোহৌ) প্রমাদ, মোহ (অজ্ঞানং এব চ) ও বিপরীত বুদ্ধি (ভবতঃ) জন্মে।

তামসিক প্রবাহের অধীন থাকিবেনই নিশ্চয়। "কোথায় চলিলাম", "আত্মীয়বর্গ কোথায় রহিল", ইত্যাকার একটা মোহভাব তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তবে সাত্ত্বিকতা যাঁহাতে যতটুকু প্রকৃতিগত আছে, রাজসিক ও তামসিক পরিণামের মধ্যেও ততটুকু প্রকৃতিগত উন্নতি বিনাচেষ্টায় প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। বৃহস্পতিলোকাদি প্রাপ্তিও রাজসী গতির পরিণাম, তবে তাহা সত্ত্বমুখী শ্রেষ্ঠা রাজসী বটে।

১৫। রাজসিক প্রবাহকালে শরীরত্যাগ হইলে, কর্ম্মাসক্ত প্রকৃতিতে বা মনুষ্যলোকে, তামসিক প্রবাহকালে শরীরত্যাগ হইলে মূঢ়প্রকৃতিতে অর্থাৎ ন্যায়, সত্য ও সারল্যাদি দেবভাববর্জ্জিত, নীচভাবাপন্ন অধমা প্রকৃতিতে বা পশ্বাদি যোনিতে জন্মলাভ ঘটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮॥
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯॥

১৮। অন্বয়ঃ। (সত্ত্বস্থাঃ) সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি (ঊর্দ্ধং) মহঃজনপ্রভৃতি লোকে (গচ্ছন্তি) গমন করেন, (রাজসাঃ) রজোগুণপ্রধান ব্যক্তি (মধ্যে) মনুষ্যলোকে (তিষ্ঠন্তি) অবস্থান করে, (জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ) নিকৃষ্ট গুণান্বিত (তামসাঃ) তামস ব্যক্তি (অধঃ) পশ্বাদি মূঢ়যোনি (গচ্ছন্তি) লাভ করে।

১৯। অন্বয়ঃ। (যদা) যদবস্থায় (দ্রষ্টা) বিবেকী (গুণেভ্যঃ) ত্রিগুণ হইতে (অন্যং কর্ত্তারং) পৃথক্ কর্ত্তাকে (ন অনুপশ্যতি) দেখেন না অর্থাৎ ত্রিগুণা প্রকৃতিকেই কর্ত্তা বলিয়া দেখেন (চ) এবং (গুণেভ্যঃ পরং) ত্রিগুণাতীত পরমাত্মাকে (বেত্তি) জানেন, [তদা] তদবস্থায় (সঃ) সেই বিবেকী (মদ্ভাবং) ব্রহ্মভাব (অধিগচ্ছতি) প্রাপ্ত হন।

১৬। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিসম্পন্ন সাধকের সমস্ত কর্ম্মই সাত্ত্বিক এবং তাহাদের ফলও নির্ম্মল অর্থাৎ ভোগকামনার সম্বন্ধবর্জ্জিত আনন্দমাত্র; রজোপ্রধান প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের রাজস কর্ম্ম দুঃখরূপ ফল প্রসব করে অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্ম ভোগরূপ স্বার্থপূর্ণ সকাম, সুতরাং তদ্দ্বারা তাহারা যে ভোগসুখই লাভ করুক না, একদিন সেই সুখরূপ বীজ হইতে একটী বৃহৎ দুঃখবৃক্ষ বাহির হইবে নিশ্চয়; আর তমোপ্রধান প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের যে তামস কর্ম্ম, তাহার ফল জ্ঞানবিমুখতা।

১৭। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ ও তমোগুণ হইতে জ্ঞানের অভাব, প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥২০॥

২০। অন্বয়ঃ। (দেহী) জীব (দেহসমুদ্ভবান্) দেহোৎপত্তির কারণস্বরূপ (এতান্ ত্রীন্ গুণান্) এই তিন গুণকে (অতীত্য) অতিক্রম করিলে (জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ) জন্ম, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য ও ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইয়া (অমৃতং) মোক্ষ (অশ্নুতে) উপভোগ করেন।

১৮। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি উর্দ্ধগতি, রজঃপ্রধান প্রকৃতি মধ্যগতি, এবং নিকৃষ্ট তমঃপ্রধান প্রকৃতি অধোগতি লাভ করে।

১৯। দ্রষ্টা অর্থাৎ অহংজ্ঞানরূপী জীব যখন দেখেন যে, ত্রিগুণ ব্যতীত কর্ম্মের কর্ত্তা অন্য কেহই নহে এবং গুণাতীত পরমভাব যে কি, তাহাও বুঝিতে পারেন, তখনই জীব আমার ভাবকে প্রাপ্ত হন।

'জীব' বা 'দেহী' প্রয়োগ না করিয়া ভগবান্ দ্রষ্টা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, কেবলমাত্র পরোক্ষ বিচার, অর্থাৎ শাস্ত্রপাণ্ডিত্যেরদ্বারা বুঝিলেই হইবে না; এই ভাবকে পূর্ণ অপরোক্ষভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সাধনদ্বারা আপনাকে ত্রিগুণা প্রকৃতির চাঞ্চল্য হইতে বাহিরে আনিয়া পরম অচঞ্চল ভাবে স্থাপিত করিতে পারিলে, তবে অপরোক্ষভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কর্ত্তৃত্ব সমস্তই প্রকৃতির, আমার কোন ক্রিয়াই নাই; আমি সেই পরম পুরুষের ছায়ামাত্র এবং যে পরম অচঞ্চল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই সেই পরমাত্মার পরমানন্দরূপিণী মূলা প্রকৃতি। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ভূতপঞ্চরূপিণী মায়াময়ী অপরা প্রকৃতিই কর্ম্ম সকল করে এবং উহাদের কর্ম্মে আমার যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈত্তাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২॥

২১। অন্বয় (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (প্রভো) হে প্রভো! (কৈঃ লিঙ্গৈঃ) কোন্ চিহ্নদ্বারা (এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ) ত্রিগুণাতীত ব্যক্তিকে (ভবতি) জানিতে পারা যায়? (কিমাচারঃ) তাঁহার আচার কিরূপ? (কথং চ) এবং কিরূপে (এতান্ ত্রীন্ গুণান্) এই তিন গুণকে (অতিবর্ত্ততে) অতিক্রম করেন?

কর্ত্তৃত্বাভিমান, তাহা যে যথার্থই ভ্রান্তিজাত, তাহা সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পাইলাম। উক্তপ্রকার প্রতীতি যাঁহাতে স্থিরভাবে বসিয়া গেল, তিনিই ভগবদ্ভক্ত 'দ্রষ্টা'। উক্ত 'দ্রষ্টা' সাধকই কৃষ্ণানন্দময়ী শ্রীমতী রাধিকার ভাবকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২০। দেহী অর্থাৎ জীব উক্তপ্রকারে, দেহোৎপত্তির কারণস্বরূপ তিন প্রকার গুণচাঞ্চল্য হইতে আপনাকে বাহিরে আনিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ পান এবং অমৃত অর্থাৎ শান্তিসুধাময় কৃষ্ণানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

২১। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো। সেই গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ কিরূপ? আচরণই বা কি প্রকার এবং গুণাতীত হইবার উপায় কিরূপ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩॥

২২। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (পাণ্ডব) হে পাণ্ডব! [পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণাতীত জীবন্মুক্ত পুরুষ] (প্রকাশং চ) সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ, (প্রবৃত্তিং চ) রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তি, (মোহম্ এব চ) এবং তমোগুণের কার্য্য মোহ (সংপ্রবৃত্তানি) স্বয়ংজাত হইলে (ন দ্বেষ্টি) বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হন না (নিবৃত্তানি) [এবং] নিবৃত্ত হইলেও (ন কাঙ্ক্ষতি) তাহাদের পুনঃপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না।

২৩। অন্বয়ঃ। (যঃ) যিনি (উদাসীনবৎ) মধ্যস্থ ব্যক্তির ন্যায় (আসীনঃ) অবস্থান করেন, (গুণৈঃ) ত্রিগুণ দ্বারা (ন বিচাল্যতে) পরিচালিত হন না, (গুণাঃ) সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ (বর্ত্তন্তে) কার্য্য করিতেছে, (ইতি এবং) এই প্রকারে (যঃ) যিনি (অবতিষ্ঠতি) অবস্থান করেন, (ন ইঙ্গতে) বিচলিত হন না, [তিনি ত্রিগুণাতীত জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন]।

২২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব! সত্ত্বগুণের ক্রিয়া যে প্রকাশভাব, রজোগুণের ক্রিয়া যে কর্ম্মানুবৃত্তি এবং তমোগুণের ক্রিয়া যে অবসন্নভাব, ইহাদের মধ্যে যখন যেটাই প্রবল হউক না, যিনি তাহার কোনটীর প্রতি বিরক্ত বা কোনটীর প্রতি অনুরক্ত হন না, তিনিই গুণাতীত, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

২৩। যিনি উদাসীনভাবে অর্থাৎ গুণচাঞ্চল্যের বাহিরে আপনাকে স্থিত করিয়া, গুণচাঞ্চল্যসহ আপনিও চঞ্চল অর্থাৎ হর্ষবিষাদগ্রস্ত হন না এবং গুণসকল নিজ নিজ ভাবে যে প্রকারে ক্রীড়া করিতেছে, সেই রহস্যকে দর্শন করেন মাত্র, সেই অবিকম্পিত সাধকই গুণাতীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬॥

২৪-২৫। অন্বয়ঃ। [যঃ] যিনি (সমদুঃখসুখঃ) সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, (স্বস্থঃ) স্বরূপাবস্থিত, (সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ) মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমজ্ঞান-সম্পন্ন (তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ) শত্রু ও মিত্রে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, (ধীরঃ) অবিচলিত, (তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ) নিজের নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, (মানাপমানয়োঃ) আদর ও অনাদরে (তুল্যঃ) অভিন্নদর্শী, (মিত্রারিপক্ষয়োঃ) মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষে (তুল্যঃ) পক্ষপাতশূন্য, (সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী) সর্ব্ব সংকল্পপরিত্যাগী (সঃ) তিনি (গুণাতীত) বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হন।

২৪-২৫। গুণতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতদ্বারা উত্থিত সুখদুঃখরূপ বুদ্বুদসকল যাঁহার নিজস্থিতিকে বিচলিত করিতে পারে না অর্থাৎ সুখের বা দুঃখের কোন কারণই যাঁহার পরম জ্ঞানকে টলাইতে পারে না, যাঁহার নিকটে মৃত্তিকা, প্রস্তর-খণ্ড ও সুবর্ণ একই বস্তু, যাঁহার প্রিয়ও কেহ নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই, যিনি অচঞ্চল, নিন্দা ও স্তুতি, মান ও অপমান, শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষ যাঁহার নিকটে সমান, যিনি নিজ ভোগস্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন না, তিনিই গুণাতীত অর্থাৎ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগোনাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

২৬। অন্বয়ঃ। (যঃ চ) যিনি (মাং) আমাকে (অব্যভিচারেণ) ঐকান্তিক (ভক্তিযোগেন) ভক্তিযোগদ্বারা (সেবতে) ভজনা করেন, (সঃ) তিনি (এতান্ গুণান্) এই ত্রিগুণকে (সমতীত্য) অতিক্রম করিয়া (ব্রহ্মভূয়ায়) ব্রহ্মভাব লাভ করিতে (কল্পতে) সমর্থ হন।

২৭। অন্বয়ঃ। (হি) যেহেতু (অহং) আমি (ব্রহ্মণঃ) বিশ্বের কর্ত্তৃ-আত্মসমূহভূত ব্রহ্মার (প্রতিষ্ঠা) আশ্রয়, (অব্যয়স্য) অকর্ত্তৃ-আত্মসমূহরূপী (অমৃতস্য চ) অমৃতাক্ষর হর-আত্মার [প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়] (চ) এবং (শাশ্বতস্য) সনাতন (ধর্ম্মস্য) ধর্ম্মের [আশ্রয়] (চ) এবং (ঐকান্তিকস্য) অব্যভিচারী (সুখস্য) সুখের [আশ্রয়]।

২৬। আমার অব্যভিচারিণী ভক্তিসহ অর্থাৎ ভোগফলকামনা-বর্জ্জিত ঐকান্তিক ভালবাসাসহ যিনি সাধনপথে অগ্রসর হন, তিনিই এই মায়াময় গুণ-তরঙ্গসকলকে অতিক্রমকরতঃ আমার ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন।

নিষ্কামভক্তিশূন্য অর্থাৎ সকামভক্তিযুক্ত জ্ঞান বা সাধনাদির দ্বারা এই মায়া-তরঙ্গকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। নির্ম্মলভক্তিযুক্ত সাধক, ভগবৎকৃপায় শক্তি-লাভ করিয়া এই মায়াকে অতিক্রম করিতে সহজেই সমর্থ হন; ইহাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় উপায়।

২৭। যেহেতু হিরণ্যগর্ভরূপ পরিণামী ব্রহ্মের আমি আশ্রয়, সেই অপরিণামী অব্যয় ব্রহ্মভাবও আমাতে প্রতিষ্ঠিত এবং সনাতন ধর্ম্ম ও একমুখী শান্তিময় পরমানন্দ আমাতেই বিরাজ করিতেছে; অর্থাৎ পরব্রহ্ম, ও অপরব্রহ্ম, সকলেরই আমি আশ্রয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "আমার সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত যিনি আরাধনা করেন, তিনি গুণের রাজ্য অতিক্রম করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মপদ লাভ করেন।" ইহাতে কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, তাঁহার মায়ামূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় কিরূপে ? তাহার উত্তর এই যে, নির্ব্বিকল্প-ভাব, সবিকল্প-ভাব ও অবতার-ভাব, এই তিন ভাবই তাঁহার। এই তিন ভাবই পরস্পরাশ্রয়ী অর্থাৎ সাধক রুচি-অনুযায়ী যে কোন ভাবের মধ্য দিয়া অপর দুইটি ভাবকে সাধনার দ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন তাঁহার নিকট নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও অবতার, ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ উপলব্ধি হয় না। গীতাতেও শ্রীভগবান্ কোথাও অবতারভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে, কোথাও সগুণ ব্রহ্মভাবে, কোথাও নির্গুণ ব্রহ্মভাবে আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তমযোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥

১। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (ঊর্দ্ধমূলং) ঊর্দ্ধমুখে যাহার মূল অর্থাৎ মহদ্‌ব্রহ্মই যাহার উৎপত্তিস্থান, (অধঃশাখম্) যাহার শাখা-প্রশাখাযুক্ত অগ্রভাগ অধোমুখে রহিয়াছে অর্থাৎ মহৎ-অহঙ্কার-তন্মাত্রাদিরূপ সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রপঞ্চসকল যাহার শাখাস্থানীয়, (অশ্বত্থং) ন শ্বোঽপি স্থাস্যতি ইতি অশ্বত্থঃ—কল্য যাহা থাকিবে না অর্থাৎ অনিত্য, ত্রিগুণময় সংসারই সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ (অব্যয়ং প্রাহুঃ) স্বরূপতঃ অনিত্য হইলেও অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত থাকায় এবং প্রবাহরূপে অনন্ত হওয়ায় অব্যয় বলিয়া বেদে কথিত হয়; (ছন্দাংসি) শ্রুতিবাক্য সকল (যস্য) যে সংসারবৃক্ষের (পর্ণানি) পত্রস্থানীয় [পত্র যেমন বৃক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করে সেইরূপ] (যঃ) যিনি (তং) এই সংসার-বৃক্ষটীকে (বেদ) বিশেষরূপে জানেন, (সঃ) তিনি (বেদবিৎ) যথার্থ বেদজ্ঞ।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, ঊর্দ্ধমুখে যাহার মূল এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত অগ্র-ভাগ যাহার অধোমুখে রহিয়াছে ও শ্রুতিবাক্যসকল যাহার পত্র, এমন একটী অশ্বত্থবৃক্ষ অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিতেছে। এই বৃক্ষটীকে যিনি বুঝিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥

২। অন্বয়ঃ। (তস্য) পূর্ব্বোক্ত বিরাট্ সংসারবৃক্ষের (গুণপ্রবৃদ্ধাঃ) সত্ত্বাদি-গুণের দ্বারা বর্দ্ধিত (বিষয়প্রবালাঃ) শব্দাদি বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত (শাখাঃ) শাখাসকল (অধঃ) স্থূল বিষয়রূপে মনুষ্যাদি লোকে, (ঊর্দ্ধং চ) সূক্ষ্মবিষয়রূপে দেবাদিলোকে (প্রসৃতাঃ) বিস্তৃত রহিয়াছে (চ) এবং (অধঃ) নিম্নে (মনুষ্যলোকে) মনুষ্যলোকে (কর্ম্মানুবন্ধীনি) কর্ম্মে অনুরাগজনক সুখদুঃখমোহরূপ (মূলানি) উপমূল সকল (অনুসন্ততানি) বহুপ্রকারে বিস্তৃত হইয়াছে।

২। তাহার শাখাগুলি অধোমুখে মনুষ্যাদি লোকে, ঊর্দ্ধগতিতে দেবাদি-লোকে প্রসারিত এবং ত্রিগুণরসে পুষ্ট থাকিয়া শব্দাদি বিষয়পঞ্চরূপ উপশাখাসকল দ্বারা পল্লবান্বিত রহিয়াছে। এই শাখাসকল হইতে আবার কর্ম্মবন্ধনরূপ উপমূল সকল অর্থাৎ সুখদুঃখমোহবাসনারূপ ঝুরিগুলি বহির্গত হইয়া অধোমুখে মানবগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

উক্ত শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান্ ঐ যে শ্রুত্যুক্ত ("ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ) অশ্বত্থবৃক্ষের রূপক বর্ণন করিলেন, এটী কি? এটী, এই মায়াময় সংসারবৃক্ষ। আমরা শাখামৃগরূপে ঐ বৃক্ষেরই শাখাকে আশ্রয় করিয়া বিচরণ করিতেছি এবং শাখা হইতে শাখান্তরে লম্ফপ্রদানকরতঃ অর্থাৎ দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণকরতঃ কর্ম্মফলানুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি। যদিও এই বৃক্ষটী মায়াময় অর্থাৎ ইহার কিছুই সত্য নহে, কারণ ইহাতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই পরিণামী, তথাপি ইহা সৃষ্টির আদিকাল হইতে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে! ইহার আকার অতি অদ্ভুত, কারণ ইহার মূলদেশ ঊর্দ্ধমুখে এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত অগ্রভাগ অধোমুখে রহিয়াছে। এই ঊর্দ্ধ ও অধঃ কি? অনন্তের মধ্যে আবার ঊর্দ্ধ ও অধঃ কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের দণ্ডায়মান অবস্থায় সাধারণতঃ আমরা আমাদের মস্তকের দিকে ঊর্দ্ধ ও পদতলের দিকে অধোরূপ বিভাগ কল্পনা করি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ঊর্দ্ধ বা অধঃ নহে। অনন্তের মধ্যে ঊর্দ্ধাদি বিভাগ যথার্থ নহে। তাহা হইলে এ ঊর্দ্ধ ও অধঃ কি? ইহা সূক্ষ্ম ও স্থূল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সূক্ষ্মই ঊর্দ্ধ ও স্থূলই অধোরূপে কল্পিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের উৎপত্তি, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম যাহা, তাহা হইতেই এই মহাবৃক্ষের মূল নির্গত হইয়াছে। এই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম বস্তুটী কি? সেই একম্ অদ্বিতীয়ম্ চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং ঐ ব্রহ্ম হইতেই অর্থাৎ "একের উপরে অসংখ্য প্রকাশ পাউক" ইত্যাকার ভগবদিচ্ছা হইতেই এই মায়াময় মহাবৃক্ষের মূল নিঃসৃত হইয়াছে। ঐ মূলদেশ অহংরূপী জ্ঞান এবং ঐ অহংরূপ আদিকাণ্ড হইতেই মন, বুদ্ধি ও অহংকাররূপী শাখাগুলি বহির্গত হইয়া ভূতপঞ্চ বা শব্দাদি বিষয়-পঞ্চদ্বারা পল্লবান্বিত রহিয়াছে। এই সমস্ত পল্লব, অর্থাৎ ভূতভাবের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি বা ব্যষ্টিসমূহ অসংখ্য, অনন্ত। এ সকল পল্লব আচ্ছন্ন রহিয়াছে, বেদবাক্যরূপ পত্র সকলের দ্বারা। অন্তর্ভাবের অভিব্যক্তির জন্য বাক্যের প্রয়োজন; এবং বাক্যের সাহায্যেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দ্বন্দ্বভাবের পুষ্টি সাধিত হইবে, এইজন্যই বাক্-শক্তিরূপিণী মহাবাণী, আদিকবি ব্রহ্মার অর্থাৎ আদি অহংজ্ঞানরূপী মহাজীবের মুখ হইতে স্ফুরিত হইলেন। এই মায়াময়ী বাগ্‌দেবীই অনন্তমূর্ত্তিতে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং ইহার দ্বারাই জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়েই পুষ্টিলাভ করিতেছে। ইহার কর্ম্মকাণ্ডীয় সকামমূর্ত্তি মানুষকে ভোগানুবৃত্তির দিকে এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় নিষ্কাম মূর্ত্তি ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এক মূর্ত্তিতে ইনি ব্রহ্মগভিদায়িনী পরা বিদ্যা এবং অন্য মূর্ত্তিতে ভোগ-কুহকে নিরুদ্ধকারিণী অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা। এই মায়াবৃক্ষের শাখাসকল হইতে আবার বহু উপমূলসকল (ঝুরীসকল) বহির্গত হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে। এগুলি শুভাশুভ বা পাপপুণ্যময় কর্ম্মানুবৃত্তি। মানবগণই এই কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ। পুণ্যকর্ম্মের ফলে স্বর্ণশৃঙ্খল ও পাপকর্ম্মের ফলে লৌহশৃঙ্খল লাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪॥

৩-৪। অন্বয়ঃ। (ইহ) এই সংসারে (অস্য) এই বিরাট্ বৃক্ষের (রূপং) নিত্য আকার (ন উপলভ্যতে) উপলব্ধ হয় না (তথা) এবং (ন অন্তঃ) ইহার নাশ নাই, (ন চ আদিঃ) উৎপত্তি নাই এবং (ন চ সংপ্রতিষ্ঠা) স্থিতিও উপলব্ধ হয় না; (এনম্ সুবিরূঢ়মূলম্) গুণময়ী অব্যক্তা প্রকৃতিরূপ দৃঢ়প্রোথিতমূলবিশিষ্ট এই (অশ্বত্থং) বিরাট্ অশ্বত্থ বৃক্ষকে (দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ) পরিপক্ক জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদিরূপ অস্ত্রদ্বারা (ছিত্ত্বা) ছেদন করতঃ (ততঃ) তদনন্তর (তৎ পদং) সেই গুণাতীত পরমপুরুষকে (পরিমার্গিতব্যং) জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিদ্বারা অন্বেষণ করিবে; (যস্মিন্ গতাঃ) যে ধামে গমন করিলে (ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি) জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না, (যতঃ) যে অব্যক্ত অক্ষর পুরুষ হইতে [এষা] এই (পুরাণী) অনাদি (প্রবৃত্তিঃ) ধর্ম্মাধর্ম্মাদি দ্বন্দ্বময়ী প্রবৃত্তি (প্রসৃতা) নিঃসৃত হইয়াছে, (তম্ চ এব) সেই (আদ্যং পুরুষং) অব্যক্ত আদি পুরুষের (প্রপদ্যে) 'শরণাগত হইলাম', এই একান্ত ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে ভজনা করিতে হইবে।

লৌহশৃঙ্খলকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্যই লোকে বারব্রতযজ্ঞাদির সকাম অনুষ্ঠান করে, এবং তাহার দ্বারা ঐ বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া লয় মাত্র। ত্রিতাপের যন্ত্রণা লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধেরও যেরূপ, স্বর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধেরও তদ্রূপ; তবে স্বর্ণশৃঙ্খল ভগবৎপথের অধিকতর বিরোধী।

৩ ৪। যদিও (সাধারণ দৃষ্টিতে) এই বৃক্ষটির আকার বা আদি, অন্ত ও মধ্য ইত্যাদি কিছুই লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত দৃঢ়মূল, অর্থাৎ গভীরভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫॥
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬॥

৫। অন্বয়ঃ। (নির্ম্মানমোহাঃ) অভিমান ও মোহবর্জ্জিত, (জিতসঙ্গদোষাঃ) আসক্তিরূপ দোষশূন্য, (অধ্যাত্মনিত্যাঃ) অধ্যাত্মতত্ত্ববিচারনিরত, (বিনিবৃত্তকামাঃ) নিষ্কাম, (সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ) সুখদুঃখ নামক দ্বন্দ্ববিমুক্ত, (অমূঢ়াঃ) জ্ঞানিগণ (তৎ অব্যয়ং পদং) সেই অবিনাশী পরমপদ (গচ্ছন্তি) প্রাপ্ত হন।

৬। অন্বয়ঃ। (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (তৎ) সেই পরম পদকে (ন ভাসয়তে) প্রকাশ করিতে পারে না, (শশাঙ্কঃ ন) চন্দ্র পারে না [এবং] (পাবকঃ ন) অগ্নি পারে না, (যৎ গত্বা) যে উত্তম পরমানন্দময় পদ প্রাপ্ত হইলে (ন নিবর্ত্তন্তে) পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় না, (তৎ) তাহাই (মম) আমার (পরমং ধাম) স্বরূপ।

প্রোথিত আছে। এই মায়াময় বৃক্ষটীকে ছেদন করিতে না পারিলে অর্থাৎ 'এই সকল আমার আত্মীয়বর্গ', 'এই সকল আমার ধনসম্পত্তি', 'ইহারা আমার অনাত্মীয়', 'উহারা শত্রু', 'কি প্রকারে ধন, মান ও প্রভূত্ব লাভ করিয়া ভোগানুবৃত্তির পথকে পরিষ্কৃত করিব', ইত্যাকার ভ্রান্ত জ্ঞানকে বা অজ্ঞানকে নিরস্ত করিতে না পারিলে এই দুঃখময় সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় নাই। ইহাকে ছেদন করিবার জন্য অনাসক্তি বা বৈরাগ্যরূপ মহাকুঠারের প্রয়োজন। সেই কুঠারের দ্বারা ইহাকে ছেদনকরতঃ যাঁহা হইতে অর্থাৎ যে নিমিত্তকারণ হইতে এই পুরাতনী সংসারানুবৃত্তি বা মায়াবৃক্ষটী বাহির হইয়াছে এবং যাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলে আর এই মায়াচক্রে ঘূর্ণিত হইতে হয় না, সেই সর্ব্বাধাররূপী সর্ব্বনিয়ন্তা পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥

৭। অন্বয়ঃ। (জীবলোকে) ত্রিগুণময় এই সংসারে (মম এব) পরম অব্যক্ত উত্তমপুরুষ আমারই (জীবভূতঃ) ত্রিগুণময় অহংরূপী (সনাতনঃ) নিত্য (অংশঃ) ব্যষ্টিভূত অবয়ব (প্রকৃতিস্থানি) প্রলয়ে প্রকৃতিতে লীনভাবে অবস্থিত (মনঃ ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি) মন সহ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে (কর্ষতি) কল্পান্তে পুনর্ব্বার সংসারে বিষয়ভোগের নিমিত্ত আকর্ষণ করে।

৫। যাঁহারা নির্ম্মান অর্থাৎ মানের প্রাপ্তি বা স্থিতির জন্য আগ্রহান্বিত বা মানের নাশে কাতর নহেন, নির্ম্মোহ অর্থাৎ 'আমার', 'আমার'রূপ ভ্রান্তি যাঁহাদের হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়াছে, জিতসঙ্গদোষ অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি আসুরবৃত্তিগণের প্রভাব যাঁহাদের বিবেকশক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে এবং ঐরূপ আসুরপ্রকৃতির লোকের সহিত মিলনরূপ মহাদোষ যাঁহারা যত্নের সহিত বর্জ্জন করেন, অধ্যাত্মনিত্য অর্থাৎ পরম তত্ত্বের আলোচনায় ও তৎসাধনে যাঁহাদের চিত্তাদি অন্তর্বৃত্তি সতত নিযুক্ত, বিনিবৃত্তকাম অর্থাৎ সংসারভোগ-বাসনার প্রতি বিরক্তি যাঁহাদের প্রকৃতিগত হইয়াছে এবং সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বময় সংঘর্ষে যাঁহাদের পরম লক্ষ্য বিচলিত হয় না, সতত স্থিরান্তর্লক্ষ্য সেই সকল সাধকই সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

৬। সেই পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না (কারণ তাঁহার প্রকাশেই ইহাদের সকলের প্রকাশ); সেই ব্রহ্মপদ সাধনদ্বারা হৃদ্গত করিতে পারিলে আর জন্মগ্রহণরূপ প্রত্যাগমন করিতে হয় না; তাহাই আমার স্বরূপ।

৭। সংসারে জীবরূপী আমারই সনাতন অংশ, প্রলয়ে প্রকৃতিতে লীনভাবে অবস্থিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ মনকে পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে বিষয়ভোগের নিমিত্ত আকর্ষণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮॥

৮। অন্বয়ঃ। (ঈশ্বরঃ) সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রভু—ঈশ্বর—জীব (যৎ শরীরং) যে কোন শরীর (অবাপ্নোতি) গ্রহণ করেন [এবং] (যৎ চ অপি) যে শরীরকে (উৎক্রামতি) পরিত্যাগ করেন, [সেই শরীর হইতে] (বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্ ইব) কুসুম হইতে গন্ধপরমাণুগ্রাহী বায়ুর ন্যায় (এতানি) মন সহ পঞ্চেন্দ্রিয়কে (গৃহীত্বা) গ্রহণ করিয়া (সংযাতি) শরীরান্তর গ্রহণ করেন।

ভগবানের কি আবার অংশ আছে না কি? সর্ব্বত্র পরিপূর্ণস্বরূপ একম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের অংশসম্ভাবনা কোথায়? অংশ থাকিলেই যে পরিণামী হইতে হইবে। কিন্তু তথাপি ভগবান্ জীবকে অংশ বলিলেন কেন? অংশ বলিবার কারণ এই যে, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতিগত ছায়া বা ঘটাকারাকারিত অহংজ্ঞানরূপ ব্যক্তিভাবই জীব। এই অহংরূপী জীব নানাপ্রকার ঘটের আকারে আকারিত হইয়া প্রত্যেকটী আপনাকে অন্য প্রত্যেকটী হইতে পৃথক্ ভাবিতেছে। বস্তুতঃ এক হইয়াও কেবল নানা ঘটাকারাকারিত্বহেতু যেন অসংখ্য খণ্ডাকারে বিভক্তবৎ প্রতীত হইতেছে। এই অহংরূপী জীব সেই ব্রহ্মেরই প্রকৃতিগত ব্যক্তিমাত্র এবং সেইজন্যই শ্রীভগবান্ এই ব্যক্তিভাবকে আপনার অংশরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। এই অহংজ্ঞানরূপী জীব ও বোধস্বরূপ আত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও ঐ অহং কেবল-মাত্র অবিদ্যামুগ্ধ হইয়া আপনাকে এই শরীরবিশ্বাসে এবং এই ভোগায়তন শরীরের দ্বারা বিষয়-পঞ্চকে ভোগ করিবার আসক্তিজন্যই পুনঃ পুনঃ পৃথক পৃথক দেহ ধারণকরতঃ এই মায়ারঙ্গাঙ্গনে অভিনয় করিতেছে। এই অহংরূপী চিদাভাস বা চিচ্ছায়া হইতে দেহাভিমান ও ভোগাভিমানকে পৃথক্ করিয়া লইলে অহমে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বোধস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। অবিদ্যামোহিত কর্ত্তা-ভোক্তা-ইত্যাকারাভিমানাচ্ছন্ন অহংরূপী জীব বাসনা ক্ষয় না হওয়ায় প্রলয়ান্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯॥
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০॥

৯। অন্বয়ঃ। (অয়ং) এই জীব (শ্রোত্রং) শ্রোত্র, (চক্ষুঃ) চক্ষু, (স্পর্শনং চ) স্পর্শ, (রসনং) জিহ্বা, (ঘ্রাণং এব চ) নাসিকা, (মনঃ চ) এবং মনকে (অধিষ্ঠায়) আশ্রয় করিয়া [তাহাদের দ্বারা] (বিষয়ান্) শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ ও তজ্জনিত সুখদুঃখাদি (উপসেবতে) উপভোগ করেন।

১০। অন্বয়ঃ। (উৎক্রামন্তং) শরীরত্যাগী, (স্থিতং বা অপি) অথবা শরীরে অবস্থিত, (ভুঞ্জানং বা) কিংবা শরীরাবস্থান কালে বিষয়ভোগী (গুণান্বিতং) গুণময় জীবকে (বিমূঢ়াঃ) অবিবেকিগণ (ন অনুপশ্যন্তি) স্বরূপতঃ ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না ; (জ্ঞানচক্ষুষঃ) জ্ঞানিগণই (পশ্যন্তি) তাহা অনুভব করেন।

পুনঃসৃষ্টিকালে সংসারভোগের নিমিত্ত প্রকৃতি হইতে মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। কিন্তু মুক্ত পুরুষগণ বাসনাক্ষয়হেতু শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং সৃষ্টিকালে পুনরাবৃত্ত হন না।

৮। ঈশ্বর অর্থাৎ দেহাধিপতি অহংরূপী জীব যখন শরীর হইতে শরীরান্তরে গমন করে, তখন পূর্ব্ব শরীর হইতে, বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধকে লইয়া যায় তদ্রূপে, ইন্দ্রিয়গণসহ মনকে সঙ্গে লইয়া বাহির হয় এবং সঙ্গে লইয়াই নূতন শরীরকে আশ্রয় করে। ঐ শরীরেশ্বর জীব শরীরকে ত্যাগ করিলেই পূর্ব্ব শরীর অধিপতির অভাবে একবারে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল হইয়া দ্রুতগতিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পচনাদিদ্বারা পঞ্চভূতে পরিণত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১১॥

১১। অন্বয়ঃ। (যতন্তঃ যোগিনঃ চ) অধ্যাত্মসাধননিরত জ্ঞানযোগিগণ (এনম্) এই চৈতন্যময় আত্মাকে (আত্মনি) আপনাতেই (অবস্থিতং) অবস্থিত (পশ্যন্তি) দেখিয়া থাকেন। (অকৃতাত্মনঃ) অজিতেন্দ্রিয়, (অচেতসঃ) অবিবেকী ব্যক্তিগণ (যতন্তঃ অপি) যত্ন করিলেও (এনম্) এই আত্মাকে (ন পশ্যন্তি) দেখিতে পান না।

৯। এই জীব, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উহাদের অধিপতি মন, এই ছয়কে অবলম্বন করিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই বিষয়পঞ্চকে উপভোগ করে।

১০। কে এই শরীরে থাকিয়া ত্রিগুণসহ মিলিতভাবে অর্থাৎ রাজসী, তামসী ও সাত্ত্বিকী প্রকৃতিকে অবলম্বনকরতঃ এই বিষয়পঞ্চকে উপভোগ করেন এবং শরীর হইতে শরীরান্তরে গমন করেন, তাঁহার তত্ত্ব অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকে কিছুই বুঝিতে পারে না; কেবল জ্ঞানযোগী সাধকগণই তাঁহার তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অপরোক্ষভাবে জানেন।

১১। অধ্যাত্মসাধননিরত জ্ঞানযোগিগণ আপনার অন্তরেই তাঁহাকে দর্শন করেন অর্থাৎ আপনি যে আত্মারূপী পরম পুরুষেরই প্রকৃতিগত ব্যক্তি মাত্র, আত্মানাত্মবিচার ও সাধন-দৃষ্টির দ্বারা, এই পরমানন্দময়ী অচঞ্চলা ব্রাহ্মী স্থিতিকে লাভ করিয়া ঐ আত্মাই আপনার যথার্থ স্বরূপ, এই তত্ত্বকে অটলভাবে হৃদয়স্থ রাখেন। তাঁহারা বুঝেন যে, কেবলমাত্র অবিদ্যাকর্ত্তৃক শরীরাভিমানগ্রস্ত হইয়া এই বিষয়পঞ্চকে ভোগ করিবার মায়াময়ী লালসায় অন্ধবৎ এতদিন এই মায়াচক্রে ঘুরিতেছিলেন। যাহাদের অন্তঃকরণ আসুরভাবপূর্ণ এবং জ্ঞানচক্ষু মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন তাহারা চেষ্টা করিলেও এই নির্ম্মল তত্ত্বকে বুঝিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১২॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥১৪॥

১২। অন্বয়ঃ। (আদিত্যগতং) আদিত্যান্তর্গত (যৎ তেজঃ) যে তেজ (অখিলং জগৎ) সমস্ত জগতকে (ভাসয়তে) প্রকাশ করে, (যৎ) যে তেজ (চন্দ্রমসি) চন্দ্রমায় (চ) এবং (যৎ) যে তেজ (অগ্নৌ) অগ্নিতে বিদ্যমান, (তৎ তেজঃ) সেই তেজকে (মামকম্) আমারই (বিদ্ধি) জানিবে।

১৩। অন্বয়ঃ। (অহং) আমি (গাম্) পৃথিবীতে (আবিশ্য) প্রবেশ করিয়া (ওজসা) ওজঃশক্তিপ্রভাবে (ভূতানি) ভূতসকলকে (ধারয়ামি) ধারণ করিতেছি (চ) এবং (রসাত্মকঃ সোমঃ) সর্ব্বরসময় চন্দ্রমা (ভূত্বা) হইয়া (সর্ব্বাঃ ওষধীঃ চ) ব্রীহিযবাদি শস্যকে (পুষ্ণামি) পরিপুষ্ট করিতেছি।

১৪। অন্বয়ঃ। (অহং) আমি (বৈশ্বানরঃ ভূত্বা) জঠরাগ্নিরূপে (প্রাণিনাম্ দেহমাশ্রিতঃ) [সন্] প্রাণিগণের দেহাশ্রিত হইয়া [এবং] (প্রাণাপানসমাযুক্তঃ) [সন্] প্রাণ এবং অপান বায়ুদ্বয়যুক্ত হইয়া (চতুর্ব্বিধম্ অন্নং) চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়রূপ চতুর্ব্বিধ অন্ন (পচামি) পাক করি।

১২। সূর্য্যের যে তেজঃ-প্রভা সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ বিদ্যমান, তাহা আমা হইতে স্ফুরিত অর্থাৎ আমারই মায়া-শক্তিপ্রসূত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥

১৫। অন্বয়ঃ। (অহং চ) আমিই (সর্ব্বস্য হৃদি) সকল হৃদয়ে (সন্নিবিষ্টঃ) আত্মারূপে বিরাজিত; (মত্তঃ) আমা হইতেই (স্মৃতিঃ) স্মৃতি উদিত হয়, (জ্ঞানং) জ্ঞান স্ফুরিত হয়, (অপোহনং চ) ও জ্ঞানাদির তিরোভাব ঘটে; (সর্ব্বৈঃ চ বেদৈঃ) সকল বেদদ্বারা (অহং এব বেদ্যঃ) আমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য; (অহং চ বেদান্তকৃৎ) আমিই বেদান্তকর্ত্তা (চ) এবং (বেদবিৎ এব) বেদবেত্তা।

১৩। আমি শক্তিপ্রভাবে অর্থাৎ আমার মায়ারূপিণী মহাশক্তির দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া ভূতভাবসকলকে ধারণ করিতেছি এবং সমস্ত রসের আধার-স্বরূপ চন্দ্রমারূপে ওষধিগণকে অর্থাৎ ব্রীহি, যব, গোধূম ও ধান্যাদি শস্যসমূহকে পুষ্ট রাখিতেছি।

১৪। আমিই জীবগণের শরীরে বৈশ্বানররূপে অর্থাৎ জঠরাগ্নিরূপে অবস্থিত আছি এবং প্রাণ ও অপান নামক বায়ুদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়রূপ চারিপ্রকার ভুক্ত দ্রব্যের পাকক্রিয়া সাধিত করি।

১৫। আমি সকল হৃদয়েই (আত্মারূপে) বিরাজিত, আমা হইতে স্মৃতি উদিত হয়, আমা হইতেই জ্ঞান স্ফুরিত হয় এবং জ্ঞানাদির যে তিরোভাব ঘটে, তাহাও আমা হইতেই অর্থাৎ আমারই মায়াশক্তিদ্বারা সাধিত হয়। সমস্ত শ্রুতিরই প্রধান লক্ষ্য একমাত্র আমি অর্থাৎ আমারই তত্ত্বকে বুঝাইবার জন্যই প্রধানতঃ শ্রুতির আবির্ভাব। বেদান্তপ্রতিপাদিত যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা আমা হইতেই অর্থাৎ ভগবৎপ্রেরণা হইতেই স্ফুরিত হইয়াছে এবং সমস্ত বেদের যাবতীয় তত্ত্ব আমিই অবগত আছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥

১৬। অন্বয়ঃ। (লোকে) সমস্ত জগতে (ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ এব চ) পরিণামী ও অপরিণামী (ইমৌ দ্বৌ পুরুষৌ) এই দুই পুরুষ [প্রসিদ্ধৌ] বিখ্যাত ; (সর্ব্বাণি ভূতানি) সমস্ত জীবভাবই (ক্ষরঃ) ক্ষর, (কূটস্থঃ) সর্ব্ব-সাক্ষী আত্মাকে (অক্ষরঃ) অক্ষর (উচ্যতে) বলে।

১৭। অন্বয়ঃ। (অন্যঃ তু) এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য (উত্তমঃ পুরুষঃ) উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ) পরমাত্মা নামে অভিহিত, (যঃ) যে (অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ) অপরিণামী পুরুষ (লোকত্রয়ম্ আবিশ্য) ত্রিলোকে প্রবেশ করিয়া (বিভর্ত্তি) সকলকে ধারণ ও পালন করিতেছেন।

সমগ্র বেদ এমনই বিশাল, বিরাট্, অপার ব্যাপার যে, তাহার পূর্ণতত্ত্বাবগতি মানবের শক্তির অতীত এবং সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্যতীত অন্য কেহই তাহার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।

১৬। এই জগতে ক্ষর অর্থাৎ পরিণামী ও অক্ষর অর্থাৎ অপরিণামী, এই দুই পুরুষ অর্থাৎ পুরুষের এই দুই মূর্ত্তি বিদ্যমান। যাবতীয় জীবভাবই ক্ষর এবং কূটস্থ অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী আত্মাই অক্ষররূপে উক্ত হইয়াছেন।

১৭। ক্ষর ও অক্ষর হইতে উত্তম অন্য যে অপরিণামী পুরুষ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাধাররূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই পরমেশ্বর এবং তিনিই পরমাত্মা নামেও অভিহিত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটাকারকারিত চিচ্ছায়া বা শরীরাভিমানী অহংরূপী জীবই ক্ষর বা অধম পুরুষ। অসংখ্য ঘটাকারে আকারিত এই অহংরূপী জীব বা অধম পুরুষ অবিদ্যামুগ্ধ হইয়া প্রত্যেকটী অন্য প্রত্যেকটী হইতে আপনাকে পৃথক্ এবং এই কারাগাররূপ শরীরের পরিণামানুসারে আপনাকে জাত, জীবিত, বর্দ্ধিত, সুস্থ বা রুগ্ন, খর্ব্ব বা দীর্ঘ, যুবা বা বৃদ্ধ, ইত্যাদিরূপে পরিণামগ্রস্ত দেখিতেছে ও এই ভোগায়তন শরীরের মোহে আবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও সংস্কারানুযায়ী প্রকৃতিকে অবলম্বন করতঃ এই মিথ্যা সংসারচক্রের নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই চিৎস্বরূপ পরম পুরুষেরই ছায়া হইয়াও অবিদ্যার কুহকে পড়িয়া অন্ধবৎ আপনাকে চিনিতে পারিতেছে না ও ঐরূপে মিথ্যা পরিণামকে আশ্রয় করিয়া কর্তৃত্বাভিমান ও ভোগাভিমান করিতেছে। এইজন্যই অহংরূপী জীব, অধম ক্ষর পুরুষ, বা চিৎস্বরূপ পরম পুরুষের প্রকৃতিগত মলিন ব্যক্তি।

ঐ অহংরূপী ক্ষর পুরুষ, যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ বিষয়-পঞ্চকে বা জ্ঞানেরই ঐ পঞ্চ আকারকে অঙ্গীভূত করিয়া উহাদের মস্তকরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ঐ জ্ঞানপঞ্চের সাক্ষীভূত যে বোধস্বরূপ আত্মা, তিনিই অক্ষর পুরুষ বা চিৎস্বরূপ পরম পুরুষের মধ্যম মূর্ত্তি। ক্ষরের অর্থাৎ অহমের আধারভূত এই অক্ষরমূর্ত্তি পরিণামী প্রকৃতি ও চিৎস্বরূপ অপরিণামী পুরুষের মধ্যগত ; ইনি না চিৎস্বরূপ পরম বা উত্তম এবং না পরিণামী জীব বা অধম ; যতক্ষণ জীবরূপী ক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব, ততক্ষণই অক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব, কারণ ক্ষর আছে বলিয়াই অক্ষরের প্রয়োজন, নতুবা অক্ষর কোথায় ? এ ক্ষর ও অক্ষর পরস্পরাশ্রয়ী ; কিন্তু ক্ষর পরিণামী ও অক্ষর অপরিণামী। জ্ঞান অসংখ্য প্রকারে বিভক্ত, কিন্তু তাহাদের বোধস্বরূপ আধার বা আত্মা এক। অহং অসংখ্য আকারে আকারিত বটে, কিন্তু সমস্ত অহমেরই আত্মা এক। এই আত্মারূপী অক্ষর পুরুষ চিৎস্বরূপ পরম পুরুষেরই সাক্ষিভাব মাত্র ; অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরম পুরুষ বা পরমাত্মাই এই বোধাকারে অহংরূপী জীবের জীবত্বের সাক্ষী এবং সেইজন্যই জীবাত্মা নামে অভিহিত হন। এই জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই, কেবল উভয়ের মধ্যে এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভেদমাত্র ভেদ আছে। অহংরূপী জীব আছে বলিয়াই, তাহার বোধস্বরূপ আত্মভাব বিদ্যমান, নতুবা তাঁহাকে আত্মা বলে কে? জীবাত্মার-জীবরূপ বিশেষত্বের উপরেই পরমাত্মার পরমরূপ বিশেষত্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জীবাত্মা হইতে জীবরূপ উপাধিটী অন্তর্হিত হইলেই, পরমাত্মা হইতে পরম উপাধিটীও বিলুপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। জীবত্বই পরমত্বকে স্থাপিত করিতেছে। সেইজন্যই শ্রীভগবান্ "পরমাত্মেত্যুদাহৃত" অর্থাৎ পরমাত্মা নামে উচ্চভাবে কল্পিত, এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অক্ষর পুরুষ ও পরম পুরুষ একই; তবে 'অক্ষর' উপাধি বা বিশেষত্ব হইতে পরম উপাধি বা বিশেষত্বের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক এই জন্য প্রতিপাদিত হইতেছে যে, অক্ষর উপাধি ক্ষর উপাধির সহিত একত্রে জড়িত, অর্থাৎ ক্ষরকে অবলম্বন করিয়াই অক্ষর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ক্ষর সরিয়া গেলে 'অ' আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইবে? অহংরূপী জ্ঞান দাঁড়াইলে তবে তো তাহার সাক্ষিস্বরূপ বোধের অস্তিত্ব, নতুবা বোধ কাহার? এই জন্যই 'অক্ষর' উপাধি 'উত্তম'-উপাধি হইতে কিছু নিম্নগত ও মধ্যমত্বে পরিণত। চিৎস্বরূপ পরম পুরুষ সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব হইতে মুক্ত, অর্থাৎ জগদ্ভাবের অতীত। অহংজ্ঞানরূপী দ্বৈতকে অবলম্বন করিয়াই বোধস্বরূপ অদ্বৈত আত্মার অবস্থিতি; অর্থাৎ বহুত্বকে ধারণ করিবার জন্যই একত্বের প্রয়োজন; কারণ, এক ব্যতীত বহুত্বের অস্তিত্বই নাই। আবার বহু ব্যতীত একেরও অস্তিত্ব নাই; কারণ বহু ব্যতীত একের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? দ্বৈত ব্যতীত অদ্বৈতের এবং অদ্বৈত ব্যতীত দ্বৈতের অস্তিত্বই নাই। চিৎস্বরূপ পরম পুরুষই দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিত "কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ"। এই জন্যই চিদানন্দস্বরূপকে ভগবান্ 'উত্তম' উপাধিতে অভিহিত করিলেন। ভগবানের চিন্মূর্ত্তি সর্ব্বোত্তম, বোধস্বরূপ 'আত্মা'মূর্ত্তি মধ্যম এবং জীবরূপী জ্ঞানমূর্ত্তি অধম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥১৯॥

১৮। অন্বয়ঃ। (যস্মাৎ) যেহেতু (অহং) পরমেশ্বর আমি (ক্ষরম্ অতীতঃ) ক্ষরভাবের অতীত, (অক্ষরাৎ অপি চ উত্তমঃ) এবং অক্ষর অর্থাৎ বোধস্বরূপ আত্মমূর্ত্তি হইতেও উত্তম, (অতঃ) অতএব (লোকে বেদে চ) লোকে ও বেদে (পুরুষোত্তমঃ) পুরুষোত্তম নামে (প্রথিতঃ অস্মি) বিখ্যাত হই।

১৯। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে ভারত! (এবং) এইরূপ (অসংমূঢ়ঃ) ভ্রান্তিমুক্ত হইয়া (যঃ) যে জ্ঞানবান্ সাধক (মাম্) আমাকে (পুরুষোত্তমং) সর্ব্বোত্তম পরমভাব বলিয়া (জানাতি) জানেন, (সঃ) সেই (সর্ব্ববিৎ) সর্ব্ববেত্তা সাধক (মাং) আমাকে (সর্ব্বভাবেন) সকলভাবেই (ভজতি) ভজনা করেন।

১৮। আমি ক্ষরভাবের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; এই জন্যই বেদে ও লোকে আমার পুরুষোত্তম নাম প্রখ্যাত আছে।

১৯। হে অর্জ্জুন! যে ভ্রান্তিমুক্ত জ্ঞানবান্ সাধক আমার এই সর্ব্বোত্তম পরমভাবকে জ্ঞাত হইতে পারেন অর্থাৎ সাধনদ্বারা হৃদ্গত করিতে পারেন, তিনি সকলই বুঝিয়াছেন অর্থাৎ আমার জীবভাব, আত্মভাব ও পরমভাব, এই তিন ভাবের রহস্যই জ্ঞাত হইয়াছেন এবং সকল ভাবেই আমার সাধন করেন অর্থাৎ কি সাধন-দৃষ্টি, কি বিচার-দৃষ্টি, কি সাধারণ কর্ম্ম দৃষ্টি, সকল দৃষ্টিতেই আমি তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো
নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

২০। অন্বয়ঃ। (অনঘ ভারত) হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! (ইতি গুহ্যতমং) এই অতিশয় গুহ্য (ইদং শাস্ত্রং) এই তত্ত্বজ্ঞান (ময়া উক্তম্) আমার দ্বারা কথিত হইল, (এতৎ বুদ্ধা) ইহা বুঝিতে পারিলে [সাধক] (বুদ্ধিমান্) সম্যক্ জ্ঞানী (কৃতকৃত্যঃ চ) এবং ধন্য (স্যাৎ) হন।

২০। হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! এই আমি তোমার নিকটে অতি গুপ্ত শাস্ত্র ব্যক্ত করিলাম। সাধক এই তত্ত্বরহস্য গ্রহণ করিতে পারিলে বুদ্ধিমান্ ও ধন্য হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥১॥
অহিংসাসত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥২॥

১-৩। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (ভারত) হে অর্জ্জুন! (দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য) পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যকর্ম্মদ্বারা দৈবী সম্পদ্ অর্থাৎ দেবভাবাপন্না প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার (অভয়ং) অভয়, (সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ) চিত্তের নির্ম্মলতা, (জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ) শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশকে আশ্রয় করিয়া সাধনদ্বারা আপনার নির্ম্মল সত্তাকে ভগবৎসত্তাতে সংযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ নিষ্ঠা, [এই তিনটী মহাভাগ্যবান্ পরমহংসদের অভ্যুত্তমা দৈবী সম্পত্তি। অতএব অন্য সকল অধিকারীর যথাসম্ভব সাত্ত্বিক সম্পত্তি প্রদর্শিত হইতেছে] (দানং) দান, (দমঃ চ) বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম, (যজ্ঞঃ চ) যজ্ঞ, (স্বাধ্যায়ঃ) অধ্যাত্মশাস্ত্রাদি পাঠ, (তপঃ) সপ্তদশ অধ্যায়োক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা, (আর্জ্জবম্) সরলতা, (অহিংসা) অহিংসা, (সত্যম্) সত্য, (অক্রোধঃ) ক্রোধরাহিত্য, (ত্যাগঃ) কর্ম্মফলত্যাগ, (শান্তিঃ) চিত্তের উপরম, (অপৈশুনম্) পরছিদ্রানুসন্ধানে বিরতি, (ভূতেষু দয়া) জীবে দয়া, (অলোলুপ্ত্বং) লোভহীনতা, (মার্দ্দবং) মৃদুতা, (হ্রীঃ) লজ্জা, (অচাপলং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥৩॥

বিনা প্রয়োজনে বাক্য ও হস্তপদাদির ব্যবহারের অভাব, (তেজঃ) কাহারও দ্বারা অভিভূত না হওয়া, (ক্ষমা) ক্ষমতাসত্ত্বেও প্রতিহিংসা সাধনে বিরতি, (ধৃতিঃ) ধৈর্য্য, (শৌচম্) বাহ্যাভ্যন্তর পবিত্রতা, (অদ্রোহঃ) জিঘাংসারাহিত্য, (নাতি-মানিতা) [এবং] অতিরিক্ত সম্মানের বাসনা না করা, [এই সকল গুণ] (ভবন্তি) প্রকাশ পায়।

১-৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন ! দৈবী সম্পদ্ লইয়া অর্থাৎ দেব-স্বভাবাপন্না প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার মধ্যে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা—অভয় অর্থাৎ হৃদয়ের অসঙ্কুচিতা গতি, (প্রকৃত দেব-ভাবাপন্ন সাধক কাহারও নিকট এমন কি মৃত্যুর সম্মুখেও সঙ্কুচিত নহেন। কেন নহেন, তাহার কারণগুলি পর পর বলিতেছেন) ; সত্ত্বসংশুদ্ধি—বা চিত্তের নির্ম্মলতা (একজন পাষাণহৃদয়, আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন দস্যুও নির্ভয়হৃদয় হইতে পারে, কিন্তু সাধকের ভয়শূন্যতা সেরূপ নহে ; সে নির্ভয়তা কোমল পবিত্রতার সহিত একাকারে মিলিত এবং সে পবিত্রতা ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্য হইতে সম্ভূত) ; জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতি অর্থাৎ 'আমি এ শরীর নহি, নির্ম্মল আত্মাই আমার স্বরূপ, এ ভোগা-নুবৃত্তি ও কর্ম্মানুবৃত্তি, সমস্তই ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে,' ইত্যাকার বিচারসিদ্ধ জ্ঞান এবং সাধনদ্বারা আপনার দেহাভিমানমুক্ত নির্ম্মল সত্তাকে ভগবৎসত্তাতে সংযুক্ত করতঃ যে পরমানন্দময়ী অচঞ্চলা শান্তিকে ভোগ করেন, এই শান্তিময়ী স্থিতির স্মৃতি—এই উভয়ের একত্র সমাবেশ স্বতঃসিদ্ধভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা হেতু, সাধকের ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যময়ী প্রকৃতি যেরূপ নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তব্যসকল সম্পাদন করিতে করিতে প্রারব্ধভোগকে অতিবাহিত করিতে থাকে, তাহাই 'জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি' ; দান অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্রে নিঃস্বার্থ সাত্ত্বিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দম্ভো দর্পোঽতিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥৪॥

৪। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (দম্ভঃ) ধর্ম্মধ্বজিত্ব, (দর্পঃ) ধনজনাদি নিমিত্ত অভিমান, (অতিমানঃ চ) অত্যধিক মানপ্রাপ্তির ইচ্ছা, (ক্রোধঃ) ক্রোধ, (পারুষ্যম্) নিষ্ঠুরতা (অজ্ঞানং চ এব) এবং অজ্ঞান, (আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য) পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পাপকর্ম্মের দ্বারা আসুরী সম্পৎ অর্থাৎ অসুর-ভাবাপন্না প্রকৃতি লইয়া যে জন্মগ্রহণ করে তাহার [ভবন্তি] হইয়া থাকে।

দান; দম অর্থাৎ ন্যায়, সত্য ও সারল্যসহ অব্যাকুলভাবে ইন্দ্রিয় সকলের অবশ্য-কর্ত্তব্য ক্রিয়াসম্পাদন; যজ্ঞ অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসকলের যথাবিধি নিষ্কাম অনুষ্ঠান; স্বাধ্যায় অর্থাৎ জ্ঞানার্থী শিষ্যগণ, কিংবা অন্য ভগবদ্ভক্ত মুমুক্ষু সাধকগণের সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা; তপ অর্থাৎ সদ্গুরুদেবকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি পালনরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি সপ্তদশাধ্যায়োক্ত তপস্যা; আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা; অহিংসা অর্থাৎ পরপীড়নবর্জ্জন, সত্য, ক্রোধরাহিত্য, ত্যাগ অর্থাৎ ন্যায়ানুসারে যাহা পরিত্যাজ্য, তাহাকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হওয়া বা কর্ম্ম-ফল-সন্ন্যাস; শান্তি অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দময়ী তৃপ্তি; অপৈশুন অর্থাৎ পরছিদ্রানুসন্ধানে বিরতি ও পরনিন্দায় বিরক্তি; সর্ব্বভূতে দয়া অর্থাৎ পরদুঃখকাতরতা; অলোলুপতা অর্থাৎ কোনপ্রকার ভোগ্য বিষয়েই অত্যাকাঙ্ক্ষা না থাকা; মার্দ্দব অর্থাৎ বাক্যের মধুরতা; হ্রী অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধীয় প্রশংসা শ্রবণে মৃদুমধুর সলজ্জ কুণ্ঠা; অচপলতা অর্থাৎ অব্যাকুল ধীর-গম্ভীরভাব বা বিনা প্রয়োজনে কিছু না করা; তেজ অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে অকুণ্ঠিত সাহসিকতা; ক্ষমা অর্থাৎ ক্ষমতা সত্ত্বেও প্রতিহিংসাসাধনে বিরতি; ধৃতি অর্থাৎ ভাগবতী-ধারণাময়ী অন্তঃস্ফূর্ত্তি বা ধৈর্য্য; শৌচ অর্থাৎ বাহ্যান্তর পবিত্রতা; অদ্রোহ অর্থাৎ কাহারও অনিষ্ট সাধন না করা; নাতিমানিতা অর্থাৎ স্বয়ং যে প্রকার সম্মান প্রাপ্তির অধিকারী, তদপেক্ষা অধিক সম্মানের বাসনা না করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥৫॥
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬॥

৫। অন্বয়ঃ। (দৈবী সম্পদ্) দৈবী সম্পদ্ (বিমোক্ষায়) সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণের কারণ, (আসুরী) আসুর সম্পদ্ (নিবন্ধায়) সংসারবন্ধনের কারণ, (মতা) বলিয়া কথিত হয়; (পাণ্ডব) হে পাণ্ডব! (মা শুচঃ) অতএব তুমি আপনাকে আসুর সম্পদযুক্ত মনে করিয়া শঙ্কিত হইও না, যেহেতু [ত্বং] তুমি (দৈবীং সম্পদং অভিজাতঃ অসি) দৈবী সম্পদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

৬। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (অস্মিন্ লোকে) সংসারে (দৈবঃ আসুরঃ এব চ) দৈব এবং আসুর (দ্বৌ) এই দুই প্রকার (ভূতসর্গৌ) মনুষ্য-সৃষ্টি [ভবতঃ] হইয়া থাকে; (দৈবঃ) দৈবী সৃষ্টি (বিস্তরশঃ) বিস্তৃতভাবে (প্রোক্তঃ) কথিত হইয়াছে, (আসুরং) আসুরী সৃষ্টি সম্বন্ধে (মে শৃণু) আমার নিকট শ্রবণ কর।

৪। হে অর্জ্জুন! দম্ভ অর্থাৎ 'আমি ধার্ম্মিক' বলিয়া আত্মপ্রশংসা প্রচারিত করা, দর্প অর্থাৎ 'আমি ধনী, আমি মানী, আমার মত কে আছে', ইত্যাকার গর্ব্ব, অতিমান অর্থাৎ যতটুকু সম্মান প্রাপ্তির অধিকারী তদপেক্ষা অধিক সম্মান-প্রাপ্তির আশা করা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখতা ইত্যাদি লক্ষণ, আসুরসম্পদ্ লইয়া যে জন্মগ্রহণ করে, তাহার মধ্যে প্রকাশ পায়।

৫। দৈবী সম্পদ্ পরিত্রাণের কারণ, আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোকগ্রস্ত হইও না অর্থাৎ অনুতাপ করিও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌ ॥৮॥

৭। অন্বয়ঃ। (আসুরাঃ জনাঃ) আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ (প্রবৃত্তিং চ) ধর্ম্ম ও তৎপ্রতিপাদক বিধিবাক্য, (নিবৃত্তিং চ) অধর্ম্ম ও তৎপ্রতিপাদক নিষেধবাক্য, (ন বিদুঃ) জানে না; (তেষু) তাহাদের মধ্যে (ন শৌচং), পবিত্রতা নাই, (ন আচারঃ) সদাচার নাই (ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে) এবং সত্যও বিদ্যমান নাই।

৮। অন্বয়ঃ। (তে) আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ (জগৎ) জগৎকে (অসত্যম্‌) অসত্য, (অপ্রতিষ্ঠম্‌) ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থারহিত, (অনীশ্বরম্‌) নিয়ন্তৃ-রহিত, (অপরস্পরসম্ভূতম্‌) অপর হইতে পর ভাবে অর্থাৎ অধম ভাব হইতে উত্তম ভাবে ক্রমবিকাশ অনুসারে উদ্ভূত; কিম্‌ অন্যৎ উৎপত্তির অদৃষ্ট কারণ কিছু আছে কি?—না, কিছুই নাই, (কামহৈতুকম্‌) ইহা কামমূলক ভিন্ন কিছুই নয়, [ইতি] ইহা (আহুঃ) বলিয়া থাকে।

৬। হে অর্জ্জুন! জগতে মানবগণের মধ্যে দুই প্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিণতি নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—দৈবী ও আসুরী। তন্মধ্যে দৈবী সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে, এক্ষণে আসুরী সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ কর।

৭। আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন লোকে প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম্ম ও তৎপ্রতিপাদক বিধি-বাক্য, বা নিবৃত্তি অর্থাৎ অধর্ম্ম ও তৎপ্রতিপাদক নিষেধবাক্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝে না এবং তাহাদিগের মধ্যে পবিত্রতা, সদাচার বা সত্য, এ সকল সদ্‌গুণের প্রতিষ্ঠা আদৌ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥৯॥

৯। অন্বয়ঃ। (এতাং দৃষ্টিম্) এই ভ্রান্ত নাস্তিক মত (অবষ্টভ্য) আশ্রয় করিয়া (নষ্টাত্মানঃ) মলিনচিত্ত, (অল্পবুদ্ধয়ঃ) অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট, (উগ্রকর্ম্মাণঃ) হিংস্রকর্ম্মকারী, (অহিতাঃ) জগতের অনিষ্টকারী জনগণ (জগতঃ ক্ষয়ায়) প্রাণিসমূহের বিনাশের নিমিত্ত (প্রভবন্তি) উৎপন্ন হয়।

৮। তাহারা বলে, জগতের মধ্যে যে সমস্ত ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা আছে, সে সকলের মধ্যে কিছুই সত্য নাই; সাধন, ভজন, ভক্তি বা পুণ্যাচরণাদি সমস্তই বৃথা; কারণ, মৃত্যুই জীবনের শেষ এবং পরলোক বা পুনর্জন্ম ইত্যাদি সমস্তই কল্পিত মিথ্যামাত্র। যখন মৃত্যুর পরে আর প্রতিষ্ঠা বা অস্তিত্বই নাই, তখন আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? পাপপুণ্যের ফলভোগরূপ বিধানাদি সমস্তই মনুষ্যকল্পিত এ সকলের বিধাতা বা ঈশ্বর অন্য কেহই নাই। এই জগদ্ভাব কোন ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে; ইহা অপর হইতে পর ভাবে অর্থাৎ অধম হইতে উত্তম ভাবে, আবার তাহা হইতে আরও উত্তম ভাবে, এইরূপে পরিণত হইতে হইতে ক্রমোন্নতিক্রমে পাঞ্চভৌতিক শক্তির সমবায়ে জড়ভাব হইতে চেতনভাব স্ফুরিত হইয়া কীটাণু হইতে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান বিকাশের উন্নতি অনুসারে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, বানর ও মনুষ্য এইরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরনামক কোন বিধানকর্ত্তা বা স্রষ্টা নাই; ইহা প্রকৃতিরই স্বভাবসিদ্ধা গতি। এই অধম হইতে উত্তমের দিকে অগ্রগতি বা পরিণতির কারণ ভোগেচ্ছামাত্র। ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠতর ভোগের ইচ্ছাই অধম হইতে উত্তমে পরিণত করে।

৯। ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী সেই মহা আসুরপ্রকৃতির অজ্ঞান পাপাত্মগণ জগতের মহা অনিষ্টের কারণস্বরূপ এবং তাহাদের উৎপত্তি ও স্থিতি কেবল জগতের শৃঙ্খলানাশ ও যথেচ্ছাচারিতার বৃদ্ধির জন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্‌ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥১০॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥১১॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥১২॥

১০। অন্বয়ঃ। (দুষ্পূরং) দুষ্পূরণীয়া (কামং) ভোগলালসা (আশ্রিত্য) চরিতার্থ করিবার জন্য (দম্ভমানমদান্বিতাঃ) দম্ভ, মান ও মদযুক্ত আসুরপ্রকৃতির লোকসকল (মোহাৎ) অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত (অসদ্‌গ্রাহান্‌ গৃহীত্বা) অসদভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া (অশুচিব্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে) মদ্য, মাংস প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্য লইয়া অভিচারাদি সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

উক্ত দুইটি শ্লোকে ভগবান্‌ যে আসুরপ্রকৃতির বর্ণন করিলেন, তাহা একেবারে নাস্তিকভাবগ্রস্ত পূর্ণ আসুর বা সর্ব্বাপেক্ষা অধম ভাব। সুখের বিষয় এই যে, এরূপ আসুরপ্রকৃতির সংখ্যা জগতে অধিক নহে। সাধারণ আসুর-প্রকৃতি অর্থাৎ যে আসুরভাবের দ্বারা আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই প্রকৃতি অল্পাধিক পরিমাণে আক্রান্ত, তাহার বর্ণন পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে করিতেছেন।

১০। দম্ভমানমদান্বিত আসুরপ্রকৃতির লোকসকল, দুষ্পূরণীয়া ভোগলালসা দ্বারা চালিত হইয়া অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অসদভিপ্রায়ে অর্থাৎ 'এই মন্ত্রদ্বারা নায়িকাসিদ্ধ হইয়া ইচ্ছামত সুন্দরী-সম্ভোগ করিব, এই মন্ত্রদ্বারা মারণসিদ্ধি লাভকরতঃ বিপক্ষ-গণের সর্ব্বনাশ সাধন করিব,' ইত্যাদি প্রকার নীচ সঙ্কল্পসহ অপবিত্র ব্রতাচরণ করে অর্থাৎ মদ্য-মাংস-শবাদিসংযুক্ত হোমাদির অনুষ্ঠান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৩॥

১১-১২। অন্বয়ঃ। (প্রলয়ান্তাম্) মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (অপরিমেয়াং চ) অপরিমিত (চিন্তাম্) ভোগকামনাময়ী চিন্তা (উপাশ্রিতাঃ) অবলম্বন করিয়া (কামোপভোগপরমাঃ) কামভোগপরায়ণ, (এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ) ভোগই পুরুষার্থ এইরূপ কৃতনিশ্চয়, (আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ) শতমুখী ভোগলালসাবন্ধনে আবদ্ধ, (কামক্রোধপরায়ণাঃ) কামক্রোধপূর্ণ পাপাত্মগণ (কামভোগার্থং) ভোগতৃপ্তির জন্য (অন্যায়েন) ন্যায়ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পরপীড়নাদি দ্বারা (অর্থ-সঞ্চয়ান্ ঈহন্তে) অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে।

১৩। অন্বয়ঃ। (অদ্য) অদ্য (ময়া ইদং লব্ধং) আমি এই লাভ করিয়াছি, (ইদং মনোরথং) এই বাসনাটী (প্রাপ্স্যে) শীঘ্রই পূর্ণ করিব, (ইদং অস্তি) এত ধন এখন সঞ্চিত আছে, (পুনঃ) আবার (মে) আমার (ইদং ধনং অপি) এত ধনও (ভবিষ্যতি) শীঘ্র হইবে—

১১-১২। ভোগকামনা পূর্ণ করাই যাহাদের হৃদয়ের একমাত্র লক্ষ্য এবং ভোগকামনা তৃপ্ত করা ব্যতীত অন্য পুরুষার্থ আবার কি আছে, ইত্যাকার ধারণাই যাহাদের মূল অবলম্বন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগকামনাময়ী চিন্তাই যাহাদের সহচরী, সেই কামক্রোধপূর্ণ আসুর প্রকৃতির লোকগণ শতমুখী ভোগাশা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভোগতৃপ্তির জন্য ন্যায়ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া অর্থ-সঞ্চয়ের দিকে প্রবৃত্ত থাকে।

১৩। তাহাদের অন্তরের ভাব সততই এইরূপ যে, 'অদ্য এই লাভ করিয়াছি', 'কল্য এই বাসনাটী পূর্ণ করিব', 'এত ধন সঞ্চিত হইয়াছে', 'আবার এত ধন সঞ্চয় করিতে হইবে'—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥

১৪। অন্বয়ঃ। (অসৌ শত্রুঃ) এমন দুর্জ্জয় শত্রু (ময়া হতঃ) আমি নাশ করিয়াছি, (অপরান্ অপি) অন্যান্য শত্রুগণকেও (হনিষ্যে) বিনষ্ট করিতে হইবে, (অহং) আমিই (ঈশ্বরঃ) সকলের কর্ত্তা, (অহং) আমি (ভোগী) যথেচ্ছ ভোগ করিতেছি, (অহং সিদ্ধঃ) আমি স্বকীয় ক্ষমতাদ্বারা সর্ব্ব বিষয়ে ভোগসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছি, [অহং] আমি (বলবান্) শক্তিশালী [অহং] আমি (সুখী) সুখী—

১৫। অন্বয়ঃ। [অহং] আমি (আঢ্যঃ) মহা ধনবান্, (অভিজনবান্ অস্মি) মহাকুলীন, (ময়া সদৃশঃ) আমার মত (অন্যঃ কঃ অস্তি) অন্য কে আছে? [অহং] আমি (যক্ষ্যে) সকলের অপেক্ষা ধূমধামের সহিত যজ্ঞ করিব, [অহং] আমি (দাস্যামি) নর্ত্তকী ও স্তাবকগণকে প্রচুর ধনদান করিব, [অহং] আমি (মোদিষ্যে) নর্ত্তকী প্রভৃতি লইয়া আনন্দিত হইব, (ইতি) এইপ্রকার (অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ) অজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিমোহিতচিত্ত—

১৪। 'এই শত্রুর নিপাতসাধন করিয়াছি, অন্যগুলিকে এইরূপে নষ্ট করিতে হইবে, আমিই সকলের কর্ত্তা, আমি যথেচ্ছ ভোগ করিতেছি, আমার মত শক্তিশালীই বা এখানে কে আছে এবং আমার মত সুখীই বা কে? বহু চেষ্টায় এই ভোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছি'—

১৫। 'আমি মহাধনশালী, মহাকুলীন, আমার মত এখানে কে আছে? আমি যেমন আড়ম্বরসহ যজ্ঞ করিব ও দান করিব, তেমন যেন আর কেহই না পারে, সকল বিষয়েই প্রাধান্যলাভ করিয়া তৃপ্ত হইব', ইত্যাদি সঙ্কল্প সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ়গণ সততই করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭॥

১৬। অন্বয়ঃ। (অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ) নানারূপ মনোরথের দ্বারা সর্ব্বদা বিক্ষিপ্তচিত্ত, (মোহজালসমাবৃতাঃ) 'আমার', 'আমার' রূপ ভ্রান্তিজালে সম্পূর্ণরূপে জড়িত, (কামভোগেষু প্রসক্তাঃ) কামভোগপরায়ণ মূঢ়গণ [মৃত্যুর পরে] (অশুচৌ) বিষ্ঠামূত্রাদিযুক্ত ঘৃণিত (নরকে) নরকে (পতন্তি) পতিত হইয়া থাকে।

১৭। অন্বয়ঃ। (আত্মসম্ভাবিতাঃ) আত্মগরিমাসম্পন্ন, (স্তব্ধাঃ) অনম্র, (ধনমানমদান্বিতাঃ) ধনমানের গর্ব্বে স্ফীত, (তে) এই সমস্ত আসুর প্রকৃতির লোকগণ (দম্ভেন) দম্ভের সহিত (নামযজ্ঞৈঃ) নামমাত্র যজ্ঞদ্বারা (অবিধিপূর্ব্বকং) অবিধিপূর্ব্বক অশ্রদ্ধার সহিত (যজন্তে) যজন করে।

১৬। যাহাদের চিত্তবৃত্তি উক্ত প্রকারে বহুমুখী হইয়া অজ্ঞানপথে সতত ধাবিত, যাহারা 'আমার', 'আমার', রূপ ভ্রান্তিজালে সম্পূর্ণ জড়িত এবং ভোগ-কামনা পূর্ণ করিবার জন্যই যাহারা সর্ব্বদা ব্যাকুল, তাহাদের পরিণাম নরক-ভোগ ব্যতীত আর কি হইবে?

১৭। সেই সকল আত্মসম্ভাবিত অর্থাৎ অন্যে স্বীকার না করিলেও, 'আমি যাহা বুঝি বা করি, তাহাই অভ্রান্ত', ইত্যাকার আত্মগরিমাসম্পন্ন, স্তব্ধ অর্থাৎ হাস্যহীন অপ্রসন্ন ও গর্ব্বিতভঙ্গিযুক্ত, ধন-মানের গর্ব্বে অন্ধপ্রায়, আসুর প্রকৃতির লোকগণ দম্ভের সহিত যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা যজ্ঞের অভিনয় মাত্র, কারণ তাহার কিছুই বিধি অনুসারে সম্পাদিত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯॥

১৮। অন্বয়ঃ। (অহঙ্কারং) অহঙ্কার, (বলং) অন্যায় বলপ্রয়োগ, (দর্পং) দর্প, (কামং) কাম, (ক্রোধং) ক্রোধ (চ) এবং অন্যান্য মহৎ দোষ সকলের (সংশ্রিতাঃ) বশীভূত হইয়া [তে] তাহারা (আত্মপরদেহেষু) তাহাদের নিজের এবং অপরের দেহে বুদ্ধি ও কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ (মাং) আমার প্রতি (প্রদ্বিষন্তঃ) বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া (অভ্যসূয়কাঃ) [ভবন্তি] ধার্ম্মিকগণের গুণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদের দোষ আবিষ্কার করে।

১৯। অন্বয়ঃ। (অহং) আমি (দ্বিষতঃ) ভক্তবিদ্বেষী, (ক্রূরান্) কুটিলহৃদয়, (নরাধমান্) নরাধম, (অশুভান্) জগতের অমঙ্গলস্বরূপ (তান্) সেই আসুর-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে (সংসারেষু) সংসারে (আসুরীষু এব যোনিষু) নীচ আসুরী যোনিতেই (অজস্রং) পুনঃ পুনঃ (ক্ষিপামি) ভ্রমণ করাই।

১৮। অহঙ্কার, অন্যায় বল-প্রয়োগ, দর্প, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির দ্বারা সতত কলুষিতহৃদয় সেই মূঢ়গণের আর একটী স্বভাব এই যে, আমার দেবভাবাপন্ন ভক্ত সাধকগণের প্রতি তাহারা বিদ্বেষপরায়ণ হইবেই হইবে। কিন্তু সে বিদ্বেষ প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজের এবং অন্য সকলেরই অন্তরে আত্মারূপে বিদ্যমান যে আমি, সেই আমাকেই করা হয়।

১৯। আমি জগতের অমঙ্গলস্বরূপ সেই ভক্তবিদ্বেষী, কুটিলহৃদয়, আসুর প্রকৃতিসম্পন্ন নরাধমগণকে পুনঃ পুনঃ এই সংসারে নীচ আসুরী যোনিতেই ভ্রমণ করাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২॥

২০। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (মূঢ়াঃ) সেই মূঢ়গণ (জন্মনি জন্মনি) জন্মে জন্মে (আসুরীং যোনিম আপন্নাঃ) আসুর জন্ম প্রাপ্ত হইয়া (মাং) আমাকে (অপ্রাপ্য এব) প্রাপ্ত না হইয়া (ততঃ) উত্তরোত্তর (অধমাং গতিং) নিকৃষ্ট গতি (যান্তি) প্রাপ্ত হয়।

২১। অন্বয়ঃ। (কামঃ) কাম, (ক্রোধঃ) ক্রোধ (তথা লোভঃ) এবং লোভ, (ইদং ত্রিবিধং) এই তিনটী (নরকস্য দ্বারং) নরকের দ্বারস্বরূপ [এবং] (আত্মনঃ নাশনম্) আত্মার অধোগতিকারক; (এতৎ ত্রয়ং) এই তিনটীকে (ত্যজেৎ) ত্যাগ করিতে হইবে।

২০। হে কৌন্তেয়! সেই মূঢ়গণ পুনঃ পুনঃ এইরূপে নিকৃষ্টতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও অধমা তামসী প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আমার ভাব হইতে অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি ও ভগবৎ সাধনাদি হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

২১। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটী মহাশত্রু জীবের সর্ব্বনাশ করে; অতএব নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনকে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩॥

২২। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (এতৈঃ) এই (ত্রিভিঃ) তিনটি (তমোদ্বারৈঃ) অধোগতির দ্বার হইতে (বিমুক্তঃ) বিমুক্ত হইতে পারিলে (নরঃ) মানব (আত্মনঃ শ্রেয়ঃ) আত্মোন্নতি (আচরতি) সাধন করিতে পারে, (ততঃ) তাহা হইতে ক্রমে (পরমাং গতিম্) পরমা গতি (যাতি) লাভ করিতে পারে।

২৩। অন্বয়ঃ। (যঃ) যে ব্যক্তি (শাস্ত্রবিধিং) শাস্ত্রবিধি (উৎসৃজ্য) উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক (কামকারতঃ) যথেচ্ছাচারী হইয়া (বর্ত্ততে) কর্ম্মানুষ্ঠান করে, (সঃ) সে ব্যক্তি (সিদ্ধিং) সিদ্ধি (ন অবাপ্নোতি) প্রাপ্ত হয় না, (ন সুখং) সুখও প্রাপ্ত হয় না, (ন পরাং গতিং) মোক্ষও প্রাপ্ত হয় না।

২২। হে অর্জ্জুন! অধোগতির দ্বারস্বরূপ উক্ত তিন শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলে মানবের আত্মোন্নতি সাধিত হয় ও পরমা গতি লাভ হয়।

উক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ নহে যে, একজন গার্হস্থ্য-আশ্রমগত সাধককে যথাবিধি পত্ন্যনুগমন, ন্যায়ানুমোদিত নিজস্বরক্ষণ কিংবা বালককে বা দুষ্ট লোককে দমন ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ন্যায়ানুমোদিত সমস্ত কর্ত্তব্যই পালন করিতে হইবে, তবে উহাদের মোহাসক্তি হইতে আপনাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে। অনাসক্তহৃদয়ে ভগবদ্ভাবকে অব্যাহত রাখিয়া ন্যায়, সত্য ও সারল্যসহ কর্ত্তব্যপালনই শ্রীভগবানের যথার্থ আদেশ।

২৩। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইয়া কর্ম্ম করিলে, কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। যথেচ্ছাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে শান্তিও থাকে না এবং মোক্ষবিষয়িণী উন্নতিও তাহার পক্ষে অপ্রাপ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

২৪। অন্বয়ঃ। (তস্মাৎ) অতএব (কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ) কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিরূপণে (শাস্ত্রং) শাস্ত্রই (তে) তোমার (প্রমাণং) প্রমাণ, (শাস্ত্রবিধানোক্তং) শাস্ত্রবিধি (জ্ঞাত্বা) বুঝিয়া (ইহ) কর্ম্মাধিকারভূমিতে (কর্ম্ম কর্ত্তুং অর্হসি) কর্ম্ম করিবে।

২৪। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিরূপণে শাস্ত্রই প্রধান সহায়; অতএব যতদিন কর্ম্মে অধিকার থাকিবে ততদিন শাস্ত্রবিধি বুঝিয়া অর্থাৎ বিচারসহ শাস্ত্রবিধি স্থির করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ! (যে তু) কিন্তু যাঁহারা (শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য) আলস্যাদিবশতঃ শাস্ত্রাদি পাঠ না করায় শ্রুতিস্মৃতিবিহিত শাস্ত্রবিধান পরিত্যাগ করিয়া (শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ) শ্রদ্ধাসহকারে বৃদ্ধদের ব্যবহার দৃষ্টে (যজন্তে) উপাসনা করেন, (তেষাম্) তাঁহাদের (নিষ্ঠা) স্থিতি (কা) কিরূপ?—(সত্ত্বং) তাহা কি সাত্ত্বিকী? (রজঃ) অথবা রাজসী? (আহো) কিংবা (তমঃ) তামসী?

২। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (দেহিনাং) দেহাভিমানী জীবের (সাত্ত্বিকী) সাত্ত্বিকী, (রাজসী চ) রাজসী (তামসী চ) এবং তামসী, (ইতি) এই (ত্রিবিধা এব) তিন প্রকারই (শ্রদ্ধা ভবতি) শ্রদ্ধা হইয়া থাকে; (সা) সেই শ্রদ্ধা (স্বভাবজা) জন্মান্তর সংস্কারজাতা, (তাং শৃণু) তাহা শ্রবণ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪॥

৩। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে ভারত! (সর্ব্বস্য) সকলেরই (সত্ত্বানুরূপা) অন্তঃকরণানুসারিণী (শ্রদ্ধা) শ্রদ্ধা (ভবতি) হইয়া থাকে, (অয়ং পুরুষঃ) বিবেকবিজ্ঞানহীন কর্ম্মাধিকারী জীব (শ্রদ্ধাময়ঃ) এক এক প্রকার শ্রদ্ধার পরিণাম মাত্র; (যঃ) যে ব্যক্তি (যচ্ছ্রদ্ধঃ) সত্ত্বাদিভেদে যাদৃশ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, (সঃ) সেই ব্যক্তি (সঃ এব) তাদৃশ নিষ্ঠাসম্পন্নই হইয়া থাকে।

৪। অন্বয়ঃ। (সাত্ত্বিকাঃ) সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (দেবান্) দেবগণের (যজন্তে) পূজা করে, (রাজসাঃ) রজঃপ্রধান ব্যক্তিগণ (যক্ষরক্ষাংসি) যক্ষ ও রাক্ষসগণের [যজন্তে] পূজা করে, (অন্যে তামসাঃ জনাঃ) অপর তামসিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (প্রেতান্) প্রেতদিগের (ভূতগণান্ চ) এবং ভূতগণের (যজন্তে) পূজা করিয়া থাকে।

১। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! যাঁহারা শাস্ত্রের বিধান না জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত যজন করেন অর্থাৎ অন্যকৃত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পূজনাদি করেন, কিন্তু তাহা শাস্ত্রবিধির নিয়মানুসারে হয় না, তাঁহাদের সেই শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিকী, রাজসী, না তামসী—কি বলা যাইবে?

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দেহাভিমানী জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে তিন প্রকারেরই বটে, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬॥

৫-৬। অন্বয়ঃ। (দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ) ধর্ম্মধ্বজী ও অহঙ্কারী (কামরাগবলান্বিতাঃ) বিষয়াভিলাষে অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ তত্তৎ বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্ত একান্ত আগ্রহযুক্ত, (যে) পূর্ব্বোক্ত রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধাসম্পন্নব্যক্তিগণের মধ্যে যে সকল মন্দভাগ্য, পাষণ্ডগণের সাহচর্য্যবশতঃ তাহাদের আচার অনুবর্ত্তন করে, সেই (অচেতসঃ) অবিবেকী (জনাঃ) ব্যক্তিগণ (শরীরস্থং) নিজ দেহস্থিত (ভূতগ্রামং) ইন্দ্রিয়সমূহ (কর্শয়ন্তঃ) বৃথা উপবাস ইত্যাদি দ্বারা কৃশ করিয়া (অন্তঃশরীরস্থং) বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীভূত (মাং) আমাকেও [কর্শয়ন্তঃ] মদাজ্ঞা লঙ্ঘনের দ্বারা ভোক্তৃরূপে অবস্থিত আত্মাকেও ক্ষীণ করিয়া (অশাস্ত্রবিহিতং) বেদাদি বিরোধী (ঘোরং) উৎকট (তপঃ) তপস্যা (তপ্যন্তে) আচরণ করে, (তান্) সেই সকল ব্যক্তিকে (আসুরনিশ্চয়ান্) অতি ক্রূর প্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যাকার অসুর (বিদ্ধি) বলিয়া জানিবে।

৩। সকলেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ সত্ত্বানুরূপা হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহার যেমন প্রকৃতি, বা গতজীবনের কর্ম্মানুবৃত্তির দ্বারা যে যেরূপে আপনাকে গঠিত করিয়াছে, তাহার শ্রদ্ধাও তদনুরূপা হইয়া থাকে; সত্ত্বপ্রধান-প্রকৃতিগত শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রজঃপ্রধান-প্রকৃতিগত শ্রদ্ধা রাজসী এবং তমঃপ্রধান-প্রকৃতিগত শ্রদ্ধা তামসী হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! সংসারী জীব শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ যে দিকে হউক একদিকে তাহার শ্রদ্ধা থাকিবেই নিশ্চয় এবং যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, সে সেইরূপ হয় অর্থাৎ সেইরূপ গতিকেই প্রাপ্ত হয়।

৪। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি দেবগণের, রজঃপ্রধান প্রকৃতি যক্ষ ও রাক্ষসগণের এবং তমঃপ্রধান প্রকৃতি ভূতপ্রেতগণের পূজা করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

৭। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বস্য) উপরি উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের (আহারঃ তু অপি) খাদ্যও (ত্রিবিধঃ) তিন প্রকারের (প্রিয়ঃ) প্রীতিকর (ভবতি) হয়, (তথা) সেইরূপ (যজ্ঞঃ) যজ্ঞ, (তপঃ) তপস্যা (তথা) এবং (দানং) দান [ত্রিবিধং প্রিয়ং ভবতি] তিন প্রকারে প্রিয় হইয়া থাকে, (তেষাম্) সেই সকলের (ইমং) বক্ষ্যমান (ভেদং) পার্থক্য (শৃণু) শ্রবণ কর।

৮। অন্বয়ঃ। (আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ) আয়ু, উৎসাহ, বল, স্বাস্থ্য, সুখ ও তৃপ্তিবর্দ্ধনকারী, (রস্যাঃ) রসযুক্ত, (স্নিগ্ধাঃ) ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য-সংযুক্ত (স্থিরাঃ) দেহে রক্ত, রস ও মেদাদিরূপে অধিক দিন স্থায়ী, (হৃদ্যাঃ) সুন্দরদর্শন (আহারাঃ) খাদ্য (সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ) সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

৫-৬। যে সকল কামাসক্তিপরায়ণ, অন্যায় বলপ্রয়োগে অকুণ্ঠিতচিত্ত, দাম্ভিক অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজী এবং 'আমিই করিতেছি' ইত্যাকার ভ্রান্তিমুগ্ধ, জ্ঞানহীন ব্যক্তি বিধিবিগর্হিত ঘোর তপস্যা করিয়া অর্থাৎ অনশনসহ অত্যুগ্র শীতাতপ ভোগকরতঃ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বা একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজ নিজ শরীরকে ও তৎসহ কারণশরীরস্থ সাক্ষিস্বরূপ আমাকেও ক্লেশ প্রদান করে, তাহাদিগকে ঘোর আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া জানিবে।

'শরীর ক্লিষ্ট করিয়া আমাকেও ক্লেশ প্রদান করে', শ্রীভগবানের এই উক্তি শাসনবাক্যমাত্র। নতুবা ভগবানে যে কোন তাপই প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাই বিচারসিদ্ধ যথার্থ ভগবত্তত্ত্ব এবং "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবান্ এই তত্ত্বের সমর্থন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥

৯। অন্বয়ঃ। (কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ) অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অত্যধিক লবণযুক্ত, অতি উষ্ণ, অত্যন্ত ঝাল, ঘৃততৈলাদিরহিত, সর্ষপাদির ন্যায় অত্যন্ত গাত্রদাহকারী, (দুঃখশোকাময়প্রদাঃ) দুঃখজনক, অন্তঃকরণবৃত্তি-সমূহের বিকৃতভাব আনয়নকারী এবং রোগজনক (আহারাঃ) খাদ্যসকল (রাজসস্য) রজঃপ্রধান ব্যক্তির (ইষ্টাঃ) প্রিয় হয়।

১০। অন্বয়ঃ। (যাতযামং) অর্দ্ধপক্ক, অতিপক্ক বা প্রহরাধিক অতীতকালে যাহা পাক করা হইয়াছে এমন, (গতরসং) শুষ্ক কিংবা যাহার সারাংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, (পূতিঃ) দুর্গন্ধযুক্ত, (পর্য্যুষিতং) বাসী, (উচ্ছিষ্টম্) উচ্ছিষ্ট (অপি চ) এবং (অমেধ্যং) অপবিত্র (যৎ ভোজনং) যে খাদ্য, [তৎ] তাহা (তামসপ্রিয়ম্) তমঃপ্রধান ব্যক্তির প্রিয়।

৭। শ্রদ্ধাই যে কেবলমাত্র তিন প্রকারের হইয়া থাকে তাহা নহে, উক্ত গুণত্রয়ের প্রাধান্যানুসারে তিন প্রকারের প্রকৃতির তিন প্রকারের খাদ্যে প্রীতি জন্মে এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দানও উক্ত গুণানুসারে তিন প্রকারের হইয়া থাকে। তাহাদের পার্থক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।

৮। যাহাতে আয়ু, সত্ত্ব (উৎসাহ), বল, স্বাস্থ্য, সুখ ও তৃপ্তিকে বর্দ্ধিত করে এবং যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট ও দেহে অধিক দিন স্থায়ী হয়, এরূপ যে সারাংশযুক্ত সুন্দরদর্শন খাদ্য, তাহাই সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির প্রিয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥
অভিসন্ধায় তু ফলম্ দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২॥

১১। অন্বয়ঃ। (অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ) ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক (যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায়) ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া (বিধিদিষ্টঃ) শাস্ত্রবিহিত (যঃ যজ্ঞঃ) যে নিত্য যজ্ঞ (ইজ্যতে) অনুষ্ঠিত হয়, (সঃ) সেই যজ্ঞ (সাত্ত্বিকঃ) সাত্ত্বিক।

১২। অন্বয়ঃ। (ফলং অভিসন্ধায়) ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশে (অপি তু দম্ভার্থং) অথবা কেবল নিজ ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপনের জন্য (যৎ চ এব ইজ্যতে) যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, (তং) তাহাকে (রাজসং যজ্ঞং) রাজসিক যজ্ঞ বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও।

৯। অতি কটু অর্থাৎ অতি তিক্ত—নিম্বাদি, অতি অম্ল, অতি উষ্ণ, খরলবণাক্ত, অতি তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অতি ঝাল—মরীচাদি, রুক্ষ অর্থাৎ তৈলাদি স্নেহশূন্য ও বিদাহী—দাহকারক অর্থাৎ যে সকল খাদ্য আহার করিতেই কষ্ট হয় এবং যাহা হইতে পরে রোগ এবং শোকাদি দৌর্ম্মনস্য অর্থাৎ মনের অস্থিরতা উপস্থিত হয়, তাহাই রজঃপ্রধান প্রকৃতির প্রিয়।

১০। অর্দ্ধপক্ক, শুষ্ক কিংবা যাহার সারাংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, পর্য্যুষিত (বাসী), উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র খাদ্যই তমঃপ্রধান প্রকৃতির প্রিয়।

১১। ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত জ্ঞানী সাধকগণ আপনার পরম অন্তর্লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যে সকল যষ্টব্য অর্থাৎ পূর্ব্বাচরিত পৈতৃক পূজাদি এবং দশবিধ সংস্কারাদি অবশ্যকর্ত্তব্য যজ্ঞানুষ্ঠান শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সম্পন্ন করেন, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩॥
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪॥

১৩। অন্বয়ঃ। (বিধিহীনং) শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ, (অসৃষ্টান্নং) অন্নদানহীন, (মন্ত্রহীনং) মন্ত্রহীন, (অদক্ষিণং) দক্ষিণারহিত, (শ্রদ্ধাবিরহিতং) শ্রদ্ধাবিরহিত (যজ্ঞং) যজ্ঞকে (তামসং) তামসিক যজ্ঞ (পরিচক্ষতে) [পণ্ডিতগণ] বলিয়া থাকেন।

১৪। অন্বয়ঃ। (দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং) দেবতা, দ্বিজ, গুরুজন ও জ্ঞানিগণের পূজা, (শৌচম্) বাহ্য শৌচ, (আর্জ্জবং) সারল্য অথবা সমকায়-শিরোগ্রীবরূপে অবস্থান, (ব্রহ্মচর্য্যং) ব্রহ্মচর্য্য পালন (অহিংসা চ) এবং পরপীড়াবর্জ্জন (শারীরং তপঃ) শারীরিক তপস্যা বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয়।

১২। হে অর্জ্জুন! ভোগৈশ্বর্য্য কামনা করিয়া অবিনীতভাবে যে যজ্ঞানুষ্ঠান সাধিত হয়, তাহাই রাজস যজ্ঞ।

১৩। বিধিহীন অর্থাৎ যথার্থ শাস্ত্রবিধি অনুসারে যাহা সম্পন্ন হয় না, অন্নদানহীন অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্রে অন্নদান না করিয়া অপাত্রে দান, যেমন অনাথ দরিদ্রগণকে অবজ্ঞা করিয়া ধনবান্ ও চাটুকারগণকে ভোজন করাইবার আয়োজন, মন্ত্রহীন অর্থাৎ মন্ত্রাদি যথাশাস্ত্র উক্ত ও উচ্চারিত হইতেছে কিনা, সে দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া কোনপ্রকারে শীঘ্র শীঘ্র অভিনয়টা যাহাতে শেষ হইয়া যায় ও আমোদ প্রমোদের বিলম্ব বা বাধা না ঘটে, এইরূপ লক্ষ্যযুক্ত, দক্ষিণাহীন (ঋত্বিকৃগণের প্রতি অভক্তি ও অবজ্ঞাসহ যাহা হউক যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান) এবং শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ একটা উপলক্ষ্য না হইলে আমোদ প্রমোদ করা ও আপনার ধনৈশ্বর্য্য দেখান হয় না, এইজন্য একটা সখের যজ্ঞানুষ্ঠান করামাত্র, এই প্রকার যজ্ঞকেই তামস যজ্ঞ বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬॥

১৫। অন্বয়ঃ। (অনুদ্বেগকরং) যাহার দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হয় না, (সত্যং) যাহা সত্য, (প্রিয়হিতং চ) এবং যাহা শ্রুতিমধুর ও পরিণামেও মঙ্গলজনক (যৎ বাক্যং) এমন যে বাক্য (স্বাধ্যায়ভ্যসনং চ এব) এবং আধ্যাত্মিক শাস্ত্রপাঠ (বাঙ্ময়ং তপঃ) বাক্যময় তপস্যা বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয়।

১৬। অন্বয়ঃ। (মনঃপ্রসাদঃ) হৃদয়ের প্রসন্নতা, (সৌম্যত্বং) শান্ত, গম্ভীর ও সরলভাব, (মৌনং) একাগ্রভাবে আত্মচিন্তা, (আত্মবিনিগ্রহঃ) মনের বৃত্তিনিরোধ, (ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতি) মনের মলরাহিত্য অথবা অকপট ব্যবহার, (এতৎ) এই সকল (মানসং তপঃ) মানসিক তপস্যা বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয়।

১৪। দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও জ্ঞানিগণের পূজা, পবিত্রতা, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্যপালন ও পরপীড়াবর্জ্জন—শারীর তপস্যা নামে উক্ত।

১৫। যে বাক্যের দ্বারা কাহারও হৃদয়ে গ্লানি উপস্থিত না হয়, এরূপ সত্যনিষ্ঠ ও মঙ্গলজনক বাক্য এবং অধ্যাত্ম উপদেশপূর্ণ শাস্ত্রাধ্যয়ন—বাঙ্ময় তপস্যারূপে উক্ত হয়।

১৬। মনঃপ্রসাদ অর্থাৎ হৃদয়ের প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব অর্থাৎ শান্ত, গম্ভীর ও সরলভাব, মৌন অর্থাৎ মনঃসংযমহেতু বাক্য না বলা, আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহের ভগবন্মুখী গতি, ভাবশুদ্ধি অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধরূপে মনের মলরাহিত্য এবং শরীরাভিমানরাহিত্য, ইত্যাদিকে মানস তপস্যা বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯॥

১৭। অন্বয়ঃ। (অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ) ফলকামনা রহিত হইয়া (যুক্তৈঃ) কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার (নরৈঃ) সাধকগণ (পরয়া শ্রদ্ধয়া) পরম শ্রদ্ধাসহ (তপ্তং) যাহার অনুষ্ঠান করেন, (তৎ) সেই (ত্রিবিধং) শারীর, বাঙ্ময় ও মানস, এই তিন প্রকারের (তপঃ) তপস্যা (সাত্ত্বিকং) সাত্ত্বিক বলিয়া (পরিচক্ষতে) কথিত হয়।

১৮। অন্বয়ঃ। (সৎকারমানপূজার্থং) প্রতিষ্ঠা, মান, পূজা ও ধনাদি প্রাপ্তির আশায় (দম্ভেন চ এব) অথবা নিজ ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপনের দ্বারা (যৎ তপঃ) যে তপস্যা (ক্রিয়তে) করা হয়, (ইহ) ইহলোকে (চলম্) ক্ষণস্থায়ী, (অধ্রুবম্) কদাচিৎ ফলদায়ক (তৎ) সেই তপস্যা (রাজসং) রাজসিক বলিয়া (প্রোক্তম্) কথিত হয়।

১৭। যুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার সাধকগণ শ্রদ্ধাসহ, ফলকামনাশূন্যহৃদয়ে উক্ত তিন প্রকারের (শারীর, বাঙ্ময় ও মানস) যে তপস্যা করেন, তাহাই সাত্ত্বিক তপশ্চরণ।

১৮। প্রতিষ্ঠা, মান, প্রভুত্ব, পূজা ও ধনাদি লাভার্থ দম্ভের সহিত যে তপস্যা করা হয়, তাহাই অকিঞ্চিৎকর রাজস তপস্যা। ইহা চঞ্চল এবং ইহার ফল হইতেও পারে, নাও হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥

১৯। অন্বয়ঃ। (আত্মনঃ পীড়য়া) নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গের অত্যন্ত ক্লেশ উৎপাদন করিয়া (মূঢ়গ্রাহেণ) অবিবেকিতা-সহকারে ভোগকামনার বশবর্ত্তী হইয়া (পরস্য উৎসাদনার্থং বা) কিংবা পরের সর্ব্বনাশের জন্য (যৎ তপঃ) যে সমস্ত মারণ, উচাটনাদিরূপ আভিচারিক ক্রিয়া (ক্রিয়তে) অনুষ্ঠিত হয় (তৎ) তাহা (তামসং) তামসিক বলিয়া (উদাহৃতম্) কথিত হয়।

২০। অন্বয়ঃ। (অনুপকারিণে) প্রত্যুপকারে অসমর্থ কিংবা সমর্থ হইলেও প্রত্যুপকারের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া (দেশে কালে চ পাত্রে চ) দেশ, কাল ও পাত্র বিচার করতঃ (দাতব্যম্ ইতি যৎ দানং) মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে দান (দীয়তে) করা হয়, (তৎ দানং) সেই দান (সাত্ত্বিকং) সাত্ত্বিক (স্মৃতং) বলিয়া কথিত হয়।

২১। অন্বয়ঃ। (তু) কিন্তু (প্রত্যুপকারার্থং) প্রত্যুপকারপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় (ফলম্ উদ্দিশ্য বা) কিংবা ইহলোকে বা পরলোকে ফলকামনায় (পুনঃ পরিক্লিষ্টং (চ) কিংবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন কারণবশতঃ বাধ্য হইয়া মনঃকষ্টের সহিত (যৎ দীয়তে) যে দান করা হয়, (তৎ) তাহা (রাজসং) রাজসিক বলিয়া (স্মৃতং) কথিত হয়।

১৯। জ্ঞানহীন আসুরপ্রকৃতির লোকে দুর্দ্দমনীয়া ভোগকামনার বশবর্ত্তী হইয়া কিংবা অন্যের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য শরীরকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়া (যেমন ঊর্দ্ধবাহু, একপদে দণ্ডায়মান, গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিত করিয়া তন্মধ্যে কিংবা শীতকালে জলমধ্যে অবস্থিতি এবং আভিচারিক ক্রিয়াদিরূপ) যে তপস্যা —তাহাই তামস তপশ্চরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥
ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥

২২। অন্বয়ঃ। (অদেশকালে) দেশকাল বিচার না করিয়া :(অপাত্রেভ্যঃ চ) প্রবঞ্চক প্রভৃতি অপাত্রে (অসৎকৃতং) অশ্রদ্ধার সহিত (অবজ্ঞাতং) এবং ঘৃণার সহিত (যৎ দানং দীয়তে) যে দান করা হয়, (তৎ তামসং) তাহা তামস বলিয়া (উদাহৃতম্) অভিহিত হয়।

২৩। অন্বয়ঃ। (ওঁ তৎ সৎ ইতি) ওঁ, তৎ এবং সৎ (ব্রহ্মণঃ) ব্রহ্মের (ত্রিবিধঃ) এই তিন প্রকার (নির্দ্দেশঃ) নাম (স্মৃতঃ) কথিত হইয়াছে, (তেন) এই ত্রিবিধ নামপ্রভাবে [প্রজাপতিনা] ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণাঃ) কর্ত্তৃস্বরূপ ব্রাহ্মণ, (বেদাঃ চ) কারণস্বরূপ বেদ সকল (যজ্ঞাঃ চ) এবং কর্ম্মরূপ যজ্ঞসকল (পুরা) সৃষ্টির আদিতে (বিহিতাঃ) সৃষ্টি করিয়াছেন।

২০। প্রত্যুপকার পাইবার কোন আশা না রাখিয়া দেশ, কাল ও পাত্র বিচারকরতঃ মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে দান করা হয় তাহাই সাত্ত্বিক দান।

২১। প্রত্যুপকার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কিংবা পরজন্মে ফললাভের কামনায় কিংবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন কারণবশতঃ বাধ্য হইয়া মনঃকষ্টের সহিত যে দান করা হয়, তাহাই রাজস দান।

২২। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা না করিয়া অপাত্রে কিংবা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা সহ যাহা দান করা হয়, তাহাই তামস দান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫॥

২৪। অন্বয়ঃ। (তস্মাৎ) এইজন্য (ওঁ ইতি উদাহৃত্য) ওঁ এই নাম উচ্চারণ করিয়া (ব্রহ্মবাদিনাং) বেদবাদিগণ (বিধানোক্তাঃ) শাস্ত্রোক্ত (যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ) যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া (সততং) সর্ব্বদা (প্রবর্ত্তন্তে) সম্পন্ন করেন।

২৫। অন্বয়ঃ। (মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ) মুমুক্ষু সাধকগণ (তৎ ইতি) তৎ এই নাম [উদাহৃত্য] উচ্চারণ করিয়া (ফলং অনভিসন্ধায়) ফল কামনা না করিয়া (বিবিধাঃ) বহুপ্রকার (যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ) যজ্ঞ, তপস্যা (দানক্রিয়াঃ চ) এবং দানকার্য্য (ক্রিয়ন্তে) সম্পন্ন করেন।

২৩। ওঁ, তৎ, সৎ এই তিনটী শব্দ ব্রহ্মনির্দ্দেশকরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি এই তিনটী নাম স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; এইজন্যই ব্রহ্মজ্ঞগণের সহিত, বেদবাক্য সকলের সহিত ও যজ্ঞ সমূহের সহিত, এই শব্দত্রয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ প্রাচীনকাল হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের বৈগুণ্য পরিহারের জন্য ব্রহ্মের এই তিন নাম স্মরণ করিতে হয়।

২৪। বেদবাদিগণ বৈগুণ্যনাশের জন্য "ওঁ" এই প্রণবধ্বনি সহকারেই যাবতীয় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া সর্ব্বদা সম্পন্ন করেন। এই ওঁ সকাম ও নিষ্কাম উভয় প্রকার কর্ম্মেই উচ্চারিত হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭॥

২৬। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে অর্জ্জুন। (সৎভাবে) অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা বুঝাইবার জন্য (সাধুভাবে চ) এবং অমুক ব্যক্তি অসাধু নয়, সাধু, এই অর্থে (সৎ ইতি এতৎ) 'সৎ' এই শব্দ (প্রযুজ্যতে) প্রযুক্ত হয় (তথা) এবং (প্রশস্তে কর্ম্মণি) বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মে (সৎ শব্দঃ) 'সৎ' এই শব্দ (যুজ্যতে) ব্যবহৃত হয়।

২৭। অন্বয়ঃ। (যজ্ঞে তপসি দানে চ) যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে (স্থিতিঃ) নিষ্ঠা বা আগ্রহও (সৎ ইতি চ উচ্যতে) 'সৎ' বলিয়া কথিত হয়, (তদর্থীয়ং এব) ভগবৎ সম্বন্ধীয় (কর্ম্ম চ এব) কর্ম্মও (সৎ ইতি এব) 'সৎ' বলিয়া (অভিধীয়তে) উক্ত হয়।

২৫। মুমুক্ষু সাধকগণ ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া "তৎ" শব্দের সার্থকতা-সহ অর্থাৎ "তৎ" শব্দের দ্বারা যিনি লক্ষিত হইতেছেন, সেই পরমাত্মাকে হৃদয়স্থকরতঃ যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি সম্পন্ন করেন। এই 'তৎ' মন্ত্র মাত্র ফলকামনাশূন্য কর্ম্মে উচ্চারিত হয়।

২৬। হে অর্জ্জুন! সদ্ভাব অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা বুঝাইতে হইলে, সাধুভাব অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অসাধু নয়, সে সাধু, ইহা বুঝাইতে হইলে এবং মাঙ্গলিক কর্ম্মসকল বুঝাইতে হইলে, এই 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

২৭। যজ্ঞ, দান ও তপস্যাতে যে নিষ্ঠা এবং ভগবৎসম্বন্ধীয় সাধনাদি, সমস্তই সৎরূপে উক্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

২৮। অন্বয়ঃ। (অশ্রদ্ধয়া) অশ্রদ্ধার সহিত (যৎ হুতং) যে যজ্ঞ, (দত্তং) দান (তপঃ তপ্তম্) বা তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় (কৃতং চ) এবং অন্য যাহা কিছু কৃত হয়, [তং] তাহা (অসৎ ইতি উচ্যতে) অসৎ বলিয়া কথিত হয়; (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (তৎ) তদ্দ্বারা (প্রেত্য) পরলোকে (ন) কিছুই লাভ হয় না, (ইহ চ নো) ইহলোকেও ফল হয় না।

২৮। হে অর্জ্জুন! অশ্রদ্ধাসহ যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি যাহা কিছু কৃত হয়, সে সমস্তই অসৎ। ইহলোকে বা পরলোকে তদ্দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না।

আলস্যাদিবশতঃ শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধাসহকারে বৃদ্ধব্যবহারদৃষ্টে যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি কার্য্য করিবার সময়ে প্রমাদাদি বৈগুণ্যের সমাধান "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্রের দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু অশ্রদ্ধার সহিত ঐ সকল কার্য্য করিয়া উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিলে কোন ফলই লাভ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মোক্ষযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২॥

১। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন কহিলেন, (মহাবাহো) হে মহাশক্তিশালিন্! (হৃষীকেশ) হে ইন্দ্রিয়নিয়ামক! (কেশিনিসূদন) হে কেশিদৈত্যনাশক! (সন্ন্যাসস্য) সন্ন্যাসের (ত্যাগস্য চ) ও ত্যাগের (তত্ত্বং) তত্ত্ব (পৃথক্) পৃথক্‌রূপে (বেদিতুম্) জানিতে (ইচ্ছামি) ইচ্ছা করি।

২। অন্বয়ঃ। (শ্রীভগবান্ উবাচ) শ্রীভগবান্ বলিলেন, (কবয়ঃ) পণ্ডিতগণ (কাম্যানাং কর্ম্মণাং) কাম্যকর্ম্মসকলের (ন্যাসং) ফলসহ পরিত্যাগকে (সন্ন্যাসং) সন্ন্যাস বলিয়া (বিদুঃ) জানেন; (বিচক্ষণাঃ) বিচক্ষণ জ্ঞানিগণ (সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং) নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মের ফলমাত্রত্যাগকে (ত্যাগং) ত্যাগ (প্রাহুঃ) বলেন।

১। অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! হে মহাশক্তে! হে কেশিনিসূদন! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগ, এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য যে কি, তাহাই জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥৩॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজং কার্য্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫॥

৩। অন্বয়ঃ। (একে মনীষিণঃ) সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ (কর্ম্ম) কর্ম্মমাত্রই (দোষবৎ) বন্ধনরূপ দোষের কারণ, (ইতি) এই হেতু (ত্যাজ্যং) ত্যাজ্য (প্রাহুঃ) বলিয়া থাকেন, (অপরে চ) এবং মীমাংসকগণ (যজ্ঞদানতপঃ-কর্ম্ম) যজ্ঞ, দান ও তপঃরূপ কর্ম্ম (ন ত্যাজ্যং) ত্যাজ্য নহে, (ইতি) ইহা [প্রাহুঃ] বলিয়া থাকেন।

৪। অন্বয়ঃ। (ভরতসত্তম) হে ভরতশ্রেষ্ঠ। (পুরুষব্যাঘ্র) হে পুরুষ-প্রবর। (তত্র) সেই (ত্যাগে) ত্যাগের বিষয়ে (মে) আমার (নিশ্চয়ং) অভিপ্রায় (শৃণু) শ্রবণ কর, (হি) যেহেতু (ত্যাগঃ) ত্যাগ (ত্রিবিধঃ) তিনপ্রকার (সংপ্রকীর্ত্তিতঃ) শাস্ত্রে কথিত হয়।

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, বিচক্ষণ জ্ঞানিগণ ফলসহ সকাম-কর্ম্মত্যাগকে সন্ন্যাস ও সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগকে 'ত্যাগ' নামে অভিহিত করেন।

৩। সাংখ্যমতাবলম্বী মনস্বী ব্যক্তিগণ কর্ম্মকে বহুদোষের আকররূপে (মুমুক্ষুসাধকগণের পক্ষে) ত্যাজ্য স্থির করিয়াছেন; আবার মীমাংসকগণ যজ্ঞ, দান ও তপশ্চরণকে ত্যাগ করিতে নিষেধ করেন।

৪। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ত্যাগবিষয়ে আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। হে পুরুষসিংহ! ত্যাগ একপ্রকার নহে, তিনপ্রকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥

৫। অন্বয়ঃ। (যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম) যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম (ন ত্যাজ্যং) কর্ম্মাধিকারী অন্তঃকরণশুদ্ধি-প্রার্থীদিগের পরিত্যাজ্য নয়; (তৎ) সেই সকল (কার্য্যম্ এব) অবশ্য কর্ত্তব্য; (যজ্ঞঃ) যজ্ঞ, (দানং) দান (তপঃ চ এব) এবং তপস্যাই (মনীষিণাং) ফলাভিসন্ধিরহিত বিবেকিগণের (পাবনানি) চিত্ত-শুদ্ধিকর হইয়া থাকে।

৬। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (এতানি অপি) ফলার্থীর বন্ধনের কারণ (কর্ম্মাণি) যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্মসকল (তু) কিন্তু (সঙ্গং) কর্ত্তৃত্বাভিমান (ত্যক্ত্বা) ত্যাগ করিয়া (ফলানি চ) এবং ফলাকাঙ্ক্ষা [ত্যক্ত্বা] পরিত্যাগ করিয়া (কর্ত্তব্যানি) অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, (ইতি) ইহা (মে) আমার (নিশ্চিতং) স্থির (উত্তমং) ও শ্রেষ্ঠ (মতং) অভিমত।

৭। অন্বয়ঃ। (নিয়তস্য কর্ম্মণঃ) নিত্যকর্ম্মের অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের (তু) কিন্তু (সন্ন্যাসঃ) ত্যাগ (ন উপপদ্যতে) চিত্তশুদ্ধিপ্রার্থীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়, (মোহাৎ) অজ্ঞানতাবশতঃ (তস্য) ঐ সমস্ত কর্ম্মের (পরিত্যাগঃ) পরিত্যাগ (তামসঃ) তামসিক বলিয়া (পরিকীর্ত্তিতঃ) কথিত হয়।

৫। কর্ম্মাধিকারিগণের যজ্ঞ, দান ও তপশ্চরণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যপালন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ঐ সকলের দ্বারা শারীর ও মানস শুদ্ধি লাভ করা যায়।

৬। হে পার্থ! কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, ইহাই আমার প্রকৃষ্ট অভিপ্রায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯॥
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥

৮। অন্বয়ঃ। (কর্ম্ম দুঃখম্ ইতি এব যৎ) কর্ম্ম করা দুঃখময়, ইহা মনে করিয়া [যঃ] যে ব্যক্তি (কায়ক্লেশভয়াৎ) শরীরের কষ্ট হইবে, এই ভয়ে [কর্ম্ম] কর্ম্ম (ত্যজেৎ) ত্যাগ করে, (সঃ) সে (রাজসং ত্যাগং) রাজসিক ত্যাগ (কৃত্বা) করিয়া (ত্যাগফলম্) সাত্ত্বিক ত্যাগের জ্ঞাননিষ্ঠারূপ ফল (ন এব লভেৎ) লাভ করিতে পারে না।

৯। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (সঙ্গং) কর্ত্তৃত্বাভিমান (ফলং চ এব) এবং ফলকামনাও (ত্যক্ত্বা) পরিত্যাগ করিয়া (কার্য্যম্ ইতি এব) কর্ত্তব্যমাত্রজ্ঞানে (যৎ) যে (নিয়তং) নিত্য (কর্ম্ম) কর্ম্ম (ক্রিয়তে) করা হয়, (সঃ ত্যাগঃ) সেই ত্যাগ (সাত্ত্বিকঃ) সাত্ত্বিক বলিয়া (মতঃ) কথিত হয়।

৭। চিত্তশুদ্ধির জন্য অবশ্য করা কর্ত্তব্য, এমন কর্ম্মসকলের ত্যাগ কিন্তু কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। অজ্ঞানতাবশতঃ ঐ সকল কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলে তাহাই তামস ত্যাগরূপে উক্ত হয়।

৮। শরীরের কষ্ট হইবে, এই ভয়ে এবং কর্ম্মকে দুঃখময় বুঝিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার ত্যাগ রাজস। ঐ রাজস ত্যাগের দ্বারা কখনই সাত্ত্বিক ত্যাগের জ্ঞাননিষ্ঠারূপ ফললাভ করিতে পারা যায় না।

৯। হে অর্জ্জুন! কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধি কর্ত্তব্যপালনই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া কথিত হয়; ইহাই আমার অভিপ্রায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২॥

১০। অন্বয়ঃ। [যঃ] যিনি (ত্যাগী) সাত্ত্বিক ত্যাগী [সঃ] তিনি [যদা] যখন (সত্ত্বসমাবিষ্টঃ) আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানহেতু শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন [ভবতি] হন, [তদা] তখন (মেধাবী) স্থিতপ্রজ্ঞ হন, (ছিন্নসংশয়ঃ) অবিদ্যাবিনাশের দ্বারা সংশয়শূন্য হন, (অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি) কর্ম্মক্ষয়হেতু কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহকে প্রতিকূল বলিয়া মনে করেন না। (কুশলে ন অনুষজ্জতে) এবং কর্ত্তৃত্বাভিমানবিহীনতা-হেতু শোভন অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মসমূহের প্রতিও প্রীতি প্রকাশ করেন না।

১১। অন্বয়ঃ। (দেহভৃতা) দেহাভিমানী (অশেষতঃ) সম্পূর্ণরূপে (কর্ম্মাণি) সকল কর্ম্ম (ত্যক্তুম্) ত্যাগ করিতে (ন হি শক্যং) সমর্থ হয় না, (যঃ তু) কিন্তু যে ব্যক্তি (কর্ম্মফলত্যাগী) কর্ম্মফলত্যাগী, (সঃ) তিনি [দেহাভিমানী হইলেও] (ত্যাগী ইতি) ত্যাগী বলিয়া (অভিধীয়তে) কথিত হন।

১০। যিনি ত্যাগী অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত ও ফলকামনামুক্তহৃদয়ে মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন, যিনি সত্ত্বসমাবিষ্ট অর্থাৎ যাঁহার স্থিতি, গতি ও ক্রিয়াদি সমস্তই সাত্ত্বিকী, যিনি মেধাবী অর্থাৎ যাঁহার সাধনলব্ধা প্রজ্ঞার স্মৃতি সতত দেদীপ্যমান, এবং যিনি ছিন্নসংশয় অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে আত্মদর্শনের দ্বারা যিনি সর্ব্বপ্রকার সংশয়মুক্ত, এমন যে সাধক, তিনি অকুশল অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিলে ভোগস্বার্থহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অথচ ন্যায়ানুসারে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এরূপ কর্ম্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট, কিংবা কুশল অর্থাৎ যাহাতে ভোগস্বার্থসিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, এরূপ কর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪॥

১২। অন্বয়ঃ। (অত্যাগিনাং) কর্ম্মফলাসক্ত ব্যক্তিগণের (প্রেত্য) মরণের পর (অনিষ্টম্) অশুভ (ইষ্টং) শুভ (মিশ্রং চ) এবং মিশ্র অর্থাৎ শুভাশুভ মিশ্রিত, (ত্রিবিধং) এই তিন প্রকার (কর্ম্মণঃ ফলং) কর্ম্মফল (ভবতি) হইয়া থাকে, (সন্ন্যাসিনাং তু) কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের (ক্বচিৎ) কখনও [কোন ফলই] (ন) হয় না।

১৩। অন্বয়ঃ। (মহাবাহো) হে মহাবীর! (সর্ব্বকর্ম্মণাং) কর্ম্মসমূহের (সিদ্ধয়ে) নিষ্পত্তির জন্য (কৃতান্তে) কর্ম্মান্তপ্রতিপাদক (সাংখ্যে) বেদান্তশাস্ত্রে (প্রোক্তানি) কথিত (ইমানি) বক্ষ্যমাণ (পঞ্চ কারণানি) পঞ্চবিধ কারণ (মে) আমার নিকট (নিবোধ) শ্রবণ কর।

১৪। অন্বয়ঃ। (অধিষ্ঠানং) শরীর, (তথা কর্ত্তা) অহঙ্কার, (পৃথক্‌বিধম্) পৃথক্ পৃথক্ প্রকারের (করণং চ) অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়গণ (বিবিধাঃ চ পৃথক্ চেষ্টাঃ) এবং প্রাণাপানাদির নানাপ্রকার ব্যাপার, (অত্র) ইহাদের সহিত (পঞ্চমং) পঞ্চম (দৈবং এব চ) অন্তর্যামী আত্মা বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি দেবতা, [এই পঞ্চ প্রকারের কারণ হইতেই কর্ম্মসকলের উৎপত্তি]।

১১। শরীর ধারণ করিয়া সমস্ত কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে কেহই সমর্থ হন না। কর্ম্মের ফলকামনাকে যিনি ত্যাগ করেন, তিনি ত্যাগী বলিয়া কথিত হন।

১২। কর্ম্মের শুভ, অশুভ ও মিশ্র, এই তিনপ্রকার ফল অত্যাগী অর্থাৎ কর্ম্মফলাসক্ত ব্যক্তিগণকে মৃত্যুর পর আশ্রয় করে। কিন্তু সন্ন্যাসিগণের কোন-প্রকার কর্ম্মফলই হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥
তত্ৰৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬॥

১৫। অন্বয়ঃ। (নরঃ) মানব (শরীরবাঙ্মনোভিঃ) শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা (ন্যায্যং) সৎ (বা বিপরীতং) বা অসৎ (যৎ কর্ম্ম) যে কিছু কর্ম্ম (প্রারভতে) সম্পাদন করে, (এতে) এই (পঞ্চ) অধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটীই (তস্য) সেই সকল কর্ম্মের (হেতবঃ) কারণ।

১৬। অন্বয়ঃ। (এবং সতি) অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ, কর্ম্মসম্পাদনে যথার্থ কর্ত্তা হইলেও (যঃ তু) কিন্তু যে ব্যক্তি, (তত্র) কর্ম্মে (কেবলং) শুদ্ধ এবং অসঙ্গ (আত্মানং) আত্মাকে (অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ) অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তিবশে (কর্ত্তারং) কর্ত্তৃরূপে (পশ্যতি) দর্শন করে, (সঃ দুর্ম্মতিঃ) সেই মূঢ়ব্যক্তি (ন পশ্যতি) আত্মতত্ত্ব কিছুই বুঝে না।

উক্ত সন্ন্যাসী অর্থে—মাত্র সন্ন্যাসবেশধারী কর্ম্মত্যাগাভিমানী বাহ্য সন্ন্যাসিগণ নহে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই যে কর্ম্মফলত্যাগী মহাজ্ঞানকর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন, এখানেও সেই সন্ন্যাসীর কথাই বলিতেছেন। দেহাভিমান ও কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকিলে একজন জ্ঞানবান্ গার্হস্থ্যাশ্রমী সাধকও যথার্থ সন্ন্যাসী।

১৩। হে মহাবীর! কর্ম্মান্তপ্রতিপাদক সাংখ্যে অর্থাৎ 'অনেন সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে' বা যাহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্‌রূপে স্ফুরিত হয়, সেই বেদান্তশাস্ত্রে কর্ম্ম সকলের যে পঞ্চবিধ কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর।

১৪। (১) অধিষ্ঠান অর্থাৎ জীবভাবের আশ্রয়রূপ ধাত্বিন্দ্রিয়যুক্ত এই শরীর, (২) কর্ত্তা অর্থাৎ 'আমি করিতেছি', ইত্যাকার অভিমান বা অহঙ্কার, (৩) পৃথক্ পৃথক্ করণ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও চিত্ত, (৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮॥

১৭। অন্বয়ঃ। (যস্য) যাঁহার (অহংকৃত) আমি কর্ত্তা এইরূপ (ভাবঃ) অভিমান (ন) নাই, (যস্য) এবং যাঁহার (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (ন লিপ্যতে) এই কর্ম্ম আমার ইষ্ট বা অনিষ্ট এইরূপ বোধে কোন কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, (সঃ) তিনি (ইমান্ লোকান্) এই সমস্ত লোককে (হত্বা অপি) হনন করিলেও (ন হন্তি) হনন করেন না, (ন নিবধ্যতে) এবং তৎকর্ম্মজনিত বন্ধনও প্রাপ্ত হন না।

১৮। অন্বয়ঃ। (জ্ঞানং) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ 'ইহা আমার ইষ্ট বা অনিষ্ট' এই বোধ, (জ্ঞেয়ং) জ্ঞাতব্য শব্দাদি বিষয়পঞ্চ, (পরিজ্ঞাতা) অহংজ্ঞানরূপী ভোক্তা জীব, (ত্রিবিধা) এই তিনটীই (কর্ম্মচোদনা) কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু ; (করণং) অন্তঃ এবং বহিরিন্দ্রিয়বর্গ, (কর্ম্ম) ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা, (কর্ত্তা) 'উক্ত ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়ার সম্পাদক আমিই' এই অভিমান, (ইতি ত্রিবিধঃ) এই তিনটী (কর্ম্মসংগ্রহঃ) কর্ম্মের আশ্রয় অর্থাৎ কর্ম্ম সম্পাদন করে।

বিবিধ চেষ্টা অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যরূপ আসুর এবং ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষ ও সত্যরূপ দেববৃত্তিগণ অথবা প্রাণাপানাদির কার্য্য, (৫) দৈব অর্থাৎ সর্ব্ব প্রতীতির কারণস্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্য্যামী আত্মারূপী পরম দেবতা বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ, এই পঞ্চ প্রকারের কারণ হইতেই কর্ম্মসকলের উৎপত্তি।

১৫। মনুষ্যগণ শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা যাহা কিছু সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করে, উক্ত পঞ্চপ্রকার কারণ হইতেই সেই সকল কর্ম্মের উৎপত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥১৯॥

১৯। অন্বয়ঃ। (গুণসঙ্খ্যানে) সাংখ্যশাস্ত্রে (জ্ঞানং) জ্ঞান, (কর্ম্ম চ) কর্ম্ম (কর্ত্তা চ) এবং কর্ত্তা (গুণভেদতঃ) ত্রিগুণের ভেদানুসারে (ত্রিধা এব) তিন প্রকার বলিয়া (প্রোচ্যতে) কথিত হয়, (তানি অপি) সেই সকলও (যথাবৎ) মনঃসমাধান করিয়া (শৃণু) শ্রবণ কর।

১৬। অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তিবশে ঐ সকল কর্ম্মে 'আমিই করিতেছি' অর্থাৎ শুদ্ধ অসঙ্গ আত্মাই করিতেছেন, ইত্যাকার অভিমান যে করে, সে মূঢ় ব্যক্তি আপনাকে জানে না অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব কিছুই বুঝে না।

১৭। 'আমি করিতেছি', ইত্যাকার অভিমান বা ভ্রান্তি যাঁহাতে নাই অর্থাৎ 'আমি এই শরীর', ইত্যাকারে শরীরের সহিত একীভূত নহে, এবং যাঁহার বুদ্ধি কোনরূপ কর্ম্মফলে লিপ্ত নহে, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কাহাকেও হনন করেন না এবং কোন কর্ম্মফলের দ্বারাই আবদ্ধ হন না।

১৮। জ্ঞান অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ বিষয়পঞ্চের সম্বন্ধ বশতঃ 'ইহা আমার ইষ্ট বা অনিষ্ট' এই বোধ, জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞাতব্য শব্দাদি বিষয়পঞ্চ ও জ্ঞাতা অর্থাৎ ঘটাকারাকারিত চিৎ-ছায়া বা অহংজ্ঞানরূপী ভোক্তা জীব, এই তিন হইতেই কর্ম্মের সূচনা ; কারণ, এই তিন ব্যতীত কর্ম্মের সম্ভাবনাই হইতে পারে না, এবং এই তিনের মধ্যে একটির অভাবে অন্য দুইটির অস্তিত্বই থাকে না ; এই তিনেই এক ও একেই তিন। সেইজন্যই এই তিনকে কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন, আর কারণ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও চিত্ত, কর্ম্ম অর্থাৎ মন, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া এবং কর্ত্তা অর্থাৎ 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার অভিমান, এই তিন আশ্রয় হইতেই কর্ম্মের সম্পাদন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১

২০। অন্বয়ঃ। (যেন) যে জ্ঞানদ্বারা (বিভক্তেষু) ভিন্ন ভিন্ন (সর্ব্বভূতেষু) ভূতসকলে (একং অব্যয়ং অবিভক্তং ভাবম্) ভেদমুক্ত এক অব্যয় পরমার্থ ভাব (ঈক্ষতে) দেখা যায়, (তৎ জ্ঞানং) সেই জ্ঞান (সাত্ত্বিকং) সাত্ত্বিক বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও।

২১। অন্বয়ঃ। (পৃথক্ত্বেন তু) পৃথক্ পৃথক্‌রূপে (যৎ জ্ঞানং) যে জ্ঞানের দ্বারা (সর্ব্বেষু ভূতেষু) সর্ব্বভূতে (পৃথগ্বিধান্) বিভিন্নরূপ (নানাভাবান্) নানাবিধ ভাব (বেত্তি) জানা হয়, (তৎ জ্ঞানং) সেই জ্ঞানকে (রাজসং) রাজস বলিয়া (বিদ্ধি) জানিও।

১৯। গুণব্যাখ্যামূলক সাংখ্যশাস্ত্রে ত্রিগুণের ভেদানুসারে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার যে প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ভাবান্তর সংঘটিত হইবার বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

২০। ভিন্ন ভিন্ন ভূতসকলে অর্থাৎ জগতে জড় ও জীবরূপ যত অসংখ্য প্রকার ব্যষ্টিভাব ক্রীড়া করিতেছে, সেই পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানমূর্ত্তি সকলে যে ভেদমুক্ত এক অব্যয়ভাব বিদ্যমান, সেই পরমভাবটীকে যে জ্ঞানের দ্বারা ধরিতে পারা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিও।

জগতের সমস্ত চঞ্চলভাবই যে এক অচঞ্চল সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, সেই সূত্রকে স্পর্শ করিতে হইলে অত্যুন্নত সাধনদৃষ্টির প্রয়োজন। সেই সাধনদৃষ্টি অত্যন্ত সূক্ষ্মাগ্র ও জগদ্রূপ আবর্জ্জনামুক্ত হওয়া চাই। সে পরম দৃষ্টিকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥

২২। অন্বয়ঃ। (যৎ তু) কিন্তু যে জ্ঞান (একস্মিন্ কার্য্যে) কোন একটী দেহে বা প্রতিমাতে (কৃৎস্নবৎ সক্তম্) সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ অর্থাৎ এইটীই সর্ব্বস্ব বা ঈশ্বর, ইহার অতিরিক্ত কিছুই নাই, (অহৈতুকম্) যাহা হেতুপ্রমাণাদিশূন্য, (অতত্ত্বার্থবৎ) পরমার্থাবলম্বনরহিত (অল্পং চ) এবং ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ, (তৎ) সেই জ্ঞান (তামসম্) তামস বলিয়া (উদাহৃতম্) কথিত হয়।

ভগবান্ সাত্ত্বিক দৃষ্টি বলিতেছেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যাহা বহু হইতে একত্বের দিকে লইয়া যায়, অর্থাৎ বহুত্বের তিরোভাব ঘটাইয়া একত্বের আবিষ্কার করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। জ্ঞান একত্বের দিকে যত অগ্রসর হইবে, ততই শান্তিময় হইবে সন্দেহ নাই।

২১। পৃথকৃত্বে স্থিত হইয়া অর্থাৎ আপনাকে শরীর বিশ্বাসে, 'আমি একজন', 'তুমি একজন', 'সে একজন', এবং 'আমার', 'তোমার' ও 'তাহার' ইত্যাদি সকলেরই আত্মা পৃথক্, ইত্যাকার ভ্রান্তিগ্রস্ততাহেতু পরম অত্মভাব হইতে বিচ্যুত থাকিয়া সর্ব্বভূতেই পৃথক্ পৃথক্ নানাভাবের আবিষ্কার যে জ্ঞানের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাই রাজস জ্ঞান বলিয়া জানিও।

সাত্ত্বিক জ্ঞান বহু হইতে একত্বের দিকে এবং রাজস জ্ঞান এক হইতে বহুত্বের দিকে লইয়া যায়। জগতের যত ভেদযুক্ত 'এক' আছে, তাহার মধ্য হইতে বহুত্বের আবিষ্কারই রাজস জ্ঞানের কার্য্য। এই রাজস জ্ঞান হইতেই এঞ্জিন, টেলিগ্রাফ, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি জাগতিক মঙ্গলময় বহু প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে। এই রাজস জ্ঞানকেই 'জড় বিজ্ঞান' বলা হইয়া থাকে। যদিও এই রাজস জ্ঞান খুবই সূক্ষ্মাগ্র ও জগতের নানাপ্রকার কল্যাণ সম্পাদন করে বটে, তথাপি ইহা ভগবৎ-পথের বিপরীতধর্ম্মী, অশান্তিপূর্ণ ও চাঞ্চল্যময় সন্দেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২। যাহা একটি কার্য্যে কৃৎস্নবৎ আবদ্ধ অর্থাৎ এই পর্য্যন্তই শেষ, ইহার অধিক আর যে কিছু আছে বা হইতে পারে, এরূপ ধারণারহিত, যাহা অহৈতুক অর্থাৎ কারণানুসন্ধানের চেষ্টাবর্জ্জিত, যাহা অতত্ত্বার্থ অর্থাৎ কোন বিষয়েরই তত্ত্বাবগতির এবং আবিষ্কারের চেষ্টা যাহাতে নাই, এইরূপ অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ জ্ঞানই, তামস জ্ঞান বলিয়া জানিও।

আমাদের দেশের কৃষক, শিল্পী, বণিক, ধনী, ভূম্যধিকারী প্রভৃতি সকলেই প্রায় এই তামস-জ্ঞানবিশিষ্ট। সকলেই গতানুগতিক নিয়মের অনুগামী। যেমন হইয়া আসিতেছে, তাহারই অনুসরণ করা মাত্রই কর্ত্তব্যের শেষরূপে অবধারিত আছে। কোন বিষয়েরই তত্ত্বাবগতি, অর্থাৎ ইহাতে কি কি আছে, তাহা জানিবার চেষ্টা বা কেন এরূপ হইল, তাহার কারণানুসন্ধান কিংবা নূতন কোন বিষয়ের উদ্ভাবনের যত্ন কেহই প্রায় করে না। অন্যের কথা কি, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, অর্থাৎ কি শাস্ত্রপণ্ডিতগণ, কি ইংরাজিভাষাবিদ্‌গণ, সকলেই প্রায় এই শ্রেণীর সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কি প্রকারে দুইটা অধ্যাপক বিদায়ের নিমন্ত্রণ পাইব, কি প্রকারে বাক্‌কুহকে ভুলাইয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিব, কি প্রকারে দুই বিঘা জমী ক্রয় করিতে পারিব, ইত্যাদি চেষ্টাতেই শাস্ত্র-পণ্ডিতগণের বিদ্যাশিক্ষা সফলীকৃত বা বিফলীকৃত হয়। ইংরাজি শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই, চাকরি বা দাসত্ব কিংবা ব্যবহারাজীবিত্ব বা উচ্চশ্রেণীর চক্ষে ধূলিদানপটুতা ও রক্তশোষকত্ব লাভ করিবার জন্যই ব্যাকুল। ধনার্জ্জন ও আত্মীয়-গণের সহিত ভোগসুখ লাভ করাকেই ইহারা মানবজীবনের সফলতা বিবেচনা করেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, একজন অশিক্ষিত কর্ম্মকার বা সূত্রধর যদি এমন কোন একটি সামান্য যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া থাকে, যাহার দ্বারা সহজে ও শীঘ্রগতিতে সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় কোন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই অশিক্ষিত কর্ম্মকার বা সূত্রধর আমাদের উক্ত শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ সন্দেহ নাই। শিক্ষাভিমানী বাবুগণের বা পাণ্ডিত্যাভিমানী অধ্যাপকগণের জ্ঞান তামস, কিন্তু ঐ অশিক্ষিত কর্ম্মকার বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥২৫॥

২৩। অন্বয়ঃ। (অফলপ্রেপ্সুনা) ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত ব্যক্তি দ্বারা (নিয়তং) নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য (সঙ্গরহিতং) কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য (যৎ কর্ম্ম) যে কর্ম্ম (অরাগদ্বেষতঃ) আনুরক্তি ও বিরক্তি বর্জ্জন করিয়া (কৃতং) করা হয়, (তৎ) তাহা (সাত্ত্বিকং) সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয়।

২৪। অন্বয়ঃ। (পুনঃ) আর (কামেপ্সুনা) ফলাভিলাষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক (সাহঙ্কারেণ বা) কিংবা অহঙ্কারী ব্যক্তিকর্ত্তৃক (বহুলায়াসং) বহু ক্লেশসাধ্য (যৎ তু কর্ম্ম) যে কর্ম্ম (ক্রিয়তে) অনুষ্ঠিত হয়, (তৎ) তাহা (রাজসং) রাজস কর্ম্ম বলিয়া (উদাহৃতম্) কথিত হয়।

২৫। অন্বয়ঃ। (অনুবন্ধং) ভাবী শুভাশুভ, (ক্ষয়ং) স্বাস্থ্য ও ধনাদির নাশ, (হিংসাং) জীবহত্যা (পৌরুষং চ) এবং নিজ সামর্থ্য, (অনপেক্ষ্য) এই সকল বিবেচনা না করিয়া (মোহাৎ) মোহ অর্থাৎ অবিবেকিতাবশতঃ (যৎ কর্ম্ম) যে কর্ম্ম (আরভ্যতে) অনুষ্ঠান করা হয়, (তৎ) তাহা (তামসং) তামস বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয়।

সূত্রধরের জ্ঞান রাজস বটে। তামসাপেক্ষা রাজস যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সংশয় নাই।

২৩। ফলকামনামুক্তহৃদয়ে আনুরক্তি ও বিরক্তি বর্জ্জনকরতঃ অনাসক্তির সহিত যে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া জানিও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ স্লুর্ল্ব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥

২৬। অন্বয়ঃ। (মুক্তসঙ্গঃ) ফলকামনাবর্জ্জিত, (অনহংবাদী) কর্ত্তৃত্বাভিমান-মুক্ত, (ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ) ধৈর্য্য ও উদ্যমসম্পন্ন, (সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ) সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে (নির্ব্বিকারঃ) অচঞ্চল, (কর্ত্তা) কর্ত্তা (সাত্ত্বিকঃ) সাত্ত্বিক বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হন।

২৭। অন্বয়ঃ। (রাগীঃ) বিষয়াসক্ত, (কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ) কর্ম্মফলাভিলাষী, (লুব্ধঃ) পরস্বাভিলাষী এবং সদ্ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, (হিংসাত্মকঃ) জীবহত্যায় অকাতরহৃদয়, (অশুচিঃ) বাহ্যাভ্যন্তর শৌচরহিত, (হর্ষশোকান্বিতঃ) সাংসারিক ইষ্ট সমাগমে হর্ষান্বিত ও অনিষ্টাগমে শোকমোহিত (কর্ত্তা) কর্ত্তা (রাজসঃ) রাজস বলিয়া (পরিকীর্ত্তিতঃ) কথিত হয়।

২৪। 'আমি এই সমস্ত করিতেছি,' ইত্যাকার কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোগ-কামনাসহ বহুমুখী চেষ্টার দ্বারা বহু ক্লেশসহকারে যাহা করা হয়, তাহাকেই রাজস কর্ম্ম বলা যায়।

২৫। অনুবন্ধ অর্থাৎ যাহার ভাবী পরিণাম মোহবন্ধনদ্বারা কর্ত্তাকে আরও অধিকতররূপে জড়িত করে, ক্ষয় অর্থাৎ যে সকল কঠিনসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, হিংসা অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে বহু জীবহত্যা সাধিত হইবে, পৌরুষ অর্থাৎ কর্ত্তার কতটুকু সাধ্য, এই সকল বিষয় বিবেচনা না করিয়া মোহবশতঃ অর্থাৎ অবিবেকবশতঃ আপনার প্রাধান্য প্রচারিত করিবার জন্য যে সকল কর্ম্ম করা হয়, তাহাকেই তামস কর্ম্ম বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮॥
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯॥

২৮। অন্বয়ঃ। (অযুক্তঃ) সর্ব্বদা বিষয়াপহৃত-চিত্তবশতঃ কর্ত্তব্যে অনবহিত, (প্রাকৃতঃ) বিবেকবিহীন, (স্তব্ধঃ) অবিনীত, (শঠঃ) প্রবঞ্চক, (নৈকৃতিকঃ) পরাপমানকারী (অলসঃ) অলস, (বিষাদী) বিষাদযুক্ত, (দীর্ঘসূত্রী চ) এবং দীর্ঘসূত্রী (কর্ত্তা) কর্ত্তা (তামসঃ) তামস বলিয়া (উচ্যতে) কথিত হয়।

২৯। অন্বয়ঃ। (ধনঞ্জয়) হে অর্জ্জুন! (বুদ্ধেঃ) জ্ঞান এবং ধৃতি প্রভৃতি বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণের (ধৃতেঃ চ) এবং আরব্ধ কার্য্য বিঘ্নসঙ্কুল হইলেও তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অবর্জ্জনীয় দুঃখ সহকারারূপ বুদ্ধির বৃত্তি বিশেষের (গুণতঃ এব) গুণবিভাগানুসারে (ত্রিবিধং) তিন তিন প্রকার (পৃথক্ত্বেন্) পৃথক ভাবে (অশেষেণ) [ও] সম্পূর্ণরূপে (প্রোচ্যমানং) আমাকর্ত্তৃক কথিত (ভেদং) ভেদ (শৃণু) শ্রবণ কর।

২৬। যিনি মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তহৃদয়, অনহংবাদী অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান মুক্ত, ধৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ধৈর্য্যযুক্ত—বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও যিনি আরব্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করেন না, উৎসাহান্বিত অর্থাৎ যিনি কর্ত্তব্যসম্পাদনে আলস্য বা কালবিলম্ব করেন না এবং কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয় ব্যাপারেই যিনি অচঞ্চল, তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা।

২৭। যে ব্যক্তি রাগী অর্থাৎ বিষয়াসক্ত, কর্ম্মফলপ্রেপ্সু অর্থাৎ ফলকামনা করিয়া ব্রত ও দানাদি সম্পাদন করে, লুব্ধ অর্থাৎ পরস্বাভিলাষী এবং সদ্ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, হিংসাত্মক অর্থাৎ জীব-হত্যায় অকাতরহৃদয়, অশুচি অর্থাৎ পবিত্রভাববর্জ্জিত এবং সাংসারিক ইষ্ট সমাগমে হর্ষান্বিত ও অনিষ্টাগমে শোক-মোহিত এইরূপ প্রকৃতিগ্রস্ত কর্ত্তাকেই রাজস কর্ত্তা বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

৩০। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ ! (প্রবৃত্তিম্ চ) বন্ধনের হেতুভূত সকাম কর্ম্মমার্গ (নিবৃত্তিং চ) এবং মোক্ষহেতুক সন্ন্যাসমার্গ, (কার্য্যাকার্য্যে) কোন্‌টী কার্য্য অর্থাৎ যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত এবং কোন্‌টী অকার্য্য অর্থাৎ যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, (ভয়াভয়ে) কোন্ কর্ম্মের পরিণাম গর্ভবাসাদি দুঃখরূপ ভয়যুক্ত এবং কোন কর্ম্মের পরিণাম যথার্থ ভয়মুক্ত, (বন্ধং) বন্ধনই বা কাহাকে বলে (মোক্ষং চ) এবং মুক্তিই বা কি, [এই সমস্ত] (যা বুদ্ধিঃ) যে বুদ্ধির দ্বারা (বেত্তি) বিশেষরূপে জানা যায়, (সা সাত্ত্বিকী) তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

২৮। যে ব্যক্তি অযুক্ত অর্থাৎ যাহার পরিণাম দর্শনশক্তি অতি ক্ষীণ বা সর্ব্বদা বিষয়াপহৃতচিত্ত বলিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনবহিত, প্রাকৃত অর্থাৎ পশুবৎ কাম-ক্রোধাদি রিপুবাধ্য, স্তব্ধ অর্থাৎ অপ্রফুল্লচিত্ত বা অবিনীত, শঠ অর্থাৎ কুটিলহৃদয়, নৈষ্কৃতিক অর্থাৎ কাহাকেও অপমানিত করিতে এবং অন্যের বৃত্তি উচ্ছেদ করিতে পারিলেই যে ব্যক্তি গর্ব্বিতভাবে হৃষ্ট হয়, অলস অর্থাৎ কর্ত্তব্যসম্পাদনে তৎপর নহে, বিষাদী অর্থাৎ সততই বিষণ্ণভাবগ্রস্ত, দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ যখন হয় হইবে, এইরূপ অনুৎসাহ ও আলস্যসহ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অতি মৃদুগতি, এইরূপ প্রকৃতিগত কর্ত্তাকেই তামস কর্ত্তা বলা হয়।

২৯। হে অর্জ্জুন ! রজ, সত্ত্ব ও তম, এই তিন প্রকারের গুণবিভাগানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন তিন প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়, তাহা তোমাকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর।

৩০। হে অর্জ্জুন ! যে বুদ্ধি, অর্থাৎ চিত্তবিবেকাত্মিকা মহাশক্তি, কোন্‌টী প্রবৃত্তি অর্থাৎ কোন্‌টী সকাম কর্ম্মমার্গ এবং কোন্‌টী নিবৃত্তি অর্থাৎ নিষ্কাম মোক্ষমার্গ ও কোন্‌টী কার্য্য অর্থাৎ যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত এবং কোন্‌টী অকার্য্য অর্থাৎ যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা স্থির করিয়া দেয়, কোন্ কর্ম্মের পরিণাম যথার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২॥

৩১। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (যয়া) যে বুদ্ধির দ্বারা (ধর্ম্মং) ধর্ম্ম কি, (অধর্ম্মং চ) অধর্ম্ম কি, (কার্য্যং) কর্ত্তব্য কি, (অকার্য্যং চ এব) অকর্ত্তব্যই বা কি, (অযথাবৎ) [তাহা] অসম্যগ্‌রূপে (প্রজানাতি) জানা যায়, (সা বুদ্ধিঃ) সেই বুদ্ধি (রাজসী) রাজসী।

৩২। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (যা) যে বুদ্ধি (অধর্ম্মং) অধর্ম্মকে (ধর্ম্মং ইতি) ধর্ম্ম বলিয়া (মন্যতে) মনে করে, (সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ) সর্ব্ববিষয়কে বিপরীতভাবাপন্ন [মনে করে], (সা) সেই (তমসা আবৃতা) তমোগুণদ্বারা আবৃতা (বুদ্ধিঃ) বুদ্ধি (তামসী) তামসী।

ভয়যুক্ত এবং কোন্ কর্ম্মের পরিণাম যথার্থ ভয়মুক্ত, তাহা নিরূপণ করে এবং বন্ধনই বা কাহাকে বলে ও মুক্তিই বা কি—এই পরম তত্ত্বের রহস্যোদ্ধার করে, তাহাকেই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলা যায়।

৩১। হে অর্জ্জুন! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি এবং কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্যই বা কি, তাহা অযথারূপে নিরূপিত হয় অর্থাৎ চঞ্চলতাজন্য, যে বুদ্ধির পরিণামদর্শিনী শক্তি অল্প থাকাহেতু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে অনেক ত্রুটি থাকিয়া যায় এবং ধর্ম্মার্জ্জনের যথার্থ মার্গ কোন্‌টী, তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া জীব ভিন্ন পথে গমন করে, তাহাই রাজসী বুদ্ধি।

৩২। হে পার্থ! তমোগুণদ্বারা আবৃত যে বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই আবদ্ধ, কোন বিষয়েই গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে না এবং সকল বিষয়েই বিপরীত ভাবাপন্ন থাকিয়া অধর্ম্মকেই ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করে, তাহাই তামসী বুদ্ধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥

৩৩। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (যোগেন) চিত্তের একাগ্রতাহেতু (অব্যভিচারিণ্যা) বিষয়বিমুখী অচঞ্চলা (যয়া ধৃত্যা) যে ধারণাশক্তিদ্বারা (মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ) মনঃপ্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াসকল (ধারয়তে) শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যসকল হইতে সংযত হয়, (সা ধৃতিঃ) সেই ধৃতি (সাত্ত্বিকী) সাত্ত্বিকী।

৩৪। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (তু) কিন্তু (প্রসঙ্গেন) অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ (ফলাকাঙ্ক্ষী) ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি (যয়া ধৃত্যা) যে ধৃতির দ্বারা (ধর্ম্মকামার্থান্) পুণ্য, ধন ও ইন্দ্রিয়সুখভোগই (ধারয়তে) সর্ব্বদা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করে, (পার্থ) হে পার্থ! (সা ধৃতিঃ) সেই ধৃতি (রাজসী) রাজসী।

৩৩। হে অর্জ্জুন! যোগে অর্থাৎ যুক্তসাধনে যে অব্যভিচারিণী অর্থাৎ বিষয়বিমুখী অচঞ্চলা ধৃতির অর্থাৎ ধারণাশক্তির দ্বারা মনের সঙ্কল্পবিকল্প, প্রাণবায়ুর অন্তঃপ্রবেশ ও বহির্গমনরূপ ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়গণের দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণাদিরূপ বিষয়প্রবৃত্তি একাকারে ভগবন্মুখী হয়, অর্থাৎ যখন কোনপ্রকার প্রকৃতিচাঞ্চল্য প্রজ্ঞারূপিণী আত্মস্থিতিকে চঞ্চল করিতে না পারে, সেই ব্রহ্মধারণাময়ী ধৃতিকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলা যায়। (এ সকল রহস্য পরম সাধনগম্য)।

৩৪। হে অর্জ্জুন! পুণ্য, ধন ও ইন্দ্রিয়সুখভোগই যে ধৃতির সর্ব্বস্ব এবং যে ধৃতি সতত ফলকামনাসহ আসক্তিময়ী, হে পার্থ! সেই বিষয়মুখী ধারণাশক্তিকেই রাজসী ধৃতি বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫॥
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭॥

৩৫। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে পার্থ! (দুর্ম্মেধাঃ) বিবেকহীন ব্যক্তি (যয়া) যে ধৃতিদ্বারা (স্বপ্নং) নিদ্রা, (ভয়ং) ভয়, (শোকং) শোক, (বিষাদং) বিষাদ, (মদং চ এব) এবং গর্ব্ব (ন বিমুঞ্চতি) পরিত্যাগ করে না, (সা ধৃতিঃ) সেই ধৃতি (তামসী) তামসী।

৩৬-৩৭। অন্বয়ঃ। (ভরতর্ষভ) হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! (ইদানীং তু) এইবার (ত্রিবিধং) তিন প্রকার (সুখং) সুখের বিষয় (মে) আমার নিকট (শৃণু) শ্রবণ কর, (যৎ তৎ) যাহা (অগ্রে) প্রথমে অর্থাৎ জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধির আরম্ভে অত্যন্ত ক্লেশ-নিবন্ধন (বিষমিব) বিষের ন্যায়, (পরিণামে) জ্ঞান বৈরাগ্যাদির পরিপাকে (অমৃতোপমং) সুধাময়, (যত্র) যে সুখে (অভ্যাসাৎ) পুনঃ পুনঃ অনুশীলনদ্বারা (রমতে) পরিতৃপ্ত হওয়া যায় (দুঃখান্তং চ) এবং দুঃখের আত্যন্তিক অবসান বা সংসারদুঃখের অবসান (নিগচ্ছতি) প্রাপ্ত হওয়া যায়, (আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং) আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ আত্মবুদ্ধিঃ তস্যাঃ প্রসাদঃ নিদ্রালস্যাদিরাহিত্যেন স্বচ্ছতয়া অবস্থানং ততোজাতম্—আত্মতত্ত্ব-বিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে সমুদ্ভূত (তৎ সুখং) সেই সুখ (সাত্ত্বিকং) সাত্ত্বিক বলিয়া (প্রোক্তং) কথিত হয়।

৩৫। হে অর্জ্জুন! নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষণ্ণতা ও গর্ব্ব, এই সকল জ্ঞান-বিমুখভাবসমন্বিতা যে ধারণা মন্দস্বভাব লোকের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাকেই তামসী ধৃতি বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯॥
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০॥

৩৮। অন্বয়ঃ। (বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ) শব্দাদি বিষয়পঞ্চের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধজনিত (যৎ তৎ) যে সুখ (অগ্রে) ভোগের আরম্ভকালে (অমৃতোপমম্) অতিশয় সুখবিধায়ক, (পরিণামে) ভোগান্তে (বিষমিব) বিষের ন্যায়, (তৎ সুখং) সেই সুখ (রাজসং স্মৃতং) রাজস বলিয়া কথিত হয়।

৩৯। অন্বয়ঃ। (যৎ নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং সুখং) নিদ্রা, আলস্য এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনবধানতাজনিত যে সুখ (অগ্রে) প্রথম অবস্থায় (অনুবন্ধে চ) এবং ভোগান্তেও (আত্মনঃ মোহনং) বুদ্ধির মোহজনক (তৎ) সেই সুখ (তামসং) তামস বলিয়া (উদাহৃতম্) কথিত হয়।

৩৬-৩৭। হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! এইবার আমি তোমাকে তিনপ্রকার গুণানুসারে সুখের তিন প্রকার ভেদ বুঝাইয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা প্রথমে বিষবৎ, কিন্তু পরিণামে সুধাময়, যাহাতে সংসার-দুঃখের অবসান হয় এবং দৃঢ় অভ্যাসযোগরূপ অন্তর্মুখী সাধনের দ্বারা যাহাতে ব্রহ্মসংস্পর্শময়ী পরমা তৃপ্তি হৃদয়ে উপস্থিত হয়, সেই আত্মতৃপ্তিজাত যে শান্তিময় পরম সুখ, তাহাকেই সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়।

৩৮। শব্দাদি বিষয়পঞ্চের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধজনিত যে ইন্দ্রিয়ভোগ-সুখ, যাহাকে প্রথম অবস্থায় সুধার মত জ্ঞান হয়, কিন্তু যাহার পরিণামফল বিষবৎ জ্বালাময়, তাহাকেই রাজস সুখ বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥৪১॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥

৪০। অন্বয়ঃ। (পৃথিব্যাং) পৃথিবীতে, (দিবি বা) স্বর্গে, (দেবেষু বা পুনঃ) ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণের মধ্যেও (তৎ সত্ত্বং) [এমন কোন] প্রাণী বা অপ্রাণী কিছুই (ন অস্তি) নাই, (যৎ) যাহা (এভিঃ) এই (প্রকৃতিজৈঃ) প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থা হইতে উৎপন্ন (ত্রিভিঃ গুণৈঃ) তিন গুণ হইতে (মুক্তং স্যাৎ) মুক্ত।

৪১। অন্বয়ঃ। (পরন্তপ) হে শত্রুতাপন! (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের (শূদ্রাণাঞ্চ) এবং শূদ্রগণের (কর্ম্মাণি) শম প্রভৃতি কর্ম্ম (স্বভাবপ্রভবৈঃ) পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হইতে জাত (গুণৈঃ) সত্ত্ব প্রভৃতি গুণানুসারে (প্রবিভক্তানি) বিভক্ত হইয়াছে।

৪২। অন্বয়ঃ। (শমঃ) অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ, (দমঃ) বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহ, (তপঃ) শারীরাদি ত্রিবিধ তপস্যা, (শৌচং) বাহ্যাভ্যন্তর পবিত্রতা, (ক্ষান্তিঃ) ক্ষমা, (আর্জ্জবং) সরলতা, (জ্ঞানং) পরোক্ষ ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান, (বিজ্ঞানং) অপরোক্ষ অধ্যাত্মজ্ঞান (আস্তিক্যং এব চ) এবং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, (স্বভাবজং) স্বভাবসিদ্ধ (ব্রহ্মকর্ম্ম) ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম।

৩৯। যে সুখ নিদ্রা, আলস্য ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনবধানতা হইতে উদ্ভূত হয় এবং যাহার আরম্ভ ও শেষ বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে অর্থাৎ যাহার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া বুদ্ধিশক্তি কোন বিষয়েরই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত না হইয়া কেবল ভোগকে লইয়াই থাকিতে চায়, তাহাকেই তামস সুখ বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪০। পৃথিবীলোকে বা দেবলোকে এবং ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণের মধ্যেও এমন কিছুই নাই, যাহা উক্ত তিনপ্রকার গুণক্রিয়া হইতে মুক্ত, অর্থাৎ ত্রিগুণের ক্রিয়া একমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্ব্যতীত অন্য সমস্ত পদার্থই এই ত্রিগুণের ক্রিয়ার অধীন।

৪১। হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য পৃথক্ পৃথক্ যে কর্ম্মবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের স্বভাবজাত গুণানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৪২। শম অর্থাৎ চিত্তমনের অন্তর্মুখী ভগবন্মুখী প্রশান্তভাব, দম অর্থাৎ কর্ণত্বগাদি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বাহিত শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চের সহিত ভগবদ্ভাবের একত্র সমাবেশ, তপ অর্থাৎ সপ্তদশাধ্যায়ে বর্ণিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক নিয়মরক্ষা, শৌচ অর্থাৎ শরীর ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা অর্থাৎ শক্তিসত্ত্বেও অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানে ক্ষান্ত হওয়া, আর্জ্জব অর্থাৎ সারল্যরক্ষা, জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিচারসিদ্ধ-পরোক্ষ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ সাধনদ্বারা লব্ধ স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষ অধ্যাত্মজ্ঞান, আস্তিক্য অর্থাৎ যাবতীয় অস্তিভাবেই ভগবদ্বিকাশ দর্শন, এই সকল কর্ম্মই ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একই অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই কর্ম্ম।

এই স্থানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সকল যাঁহাতে লক্ষিত হইবে, তিনি জাতিব্রাহ্মণ না হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে এবং যাঁহাতে এই সকল গুণ লক্ষিত না হইবে, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও অব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইবার যোগ্য কি না? নিশ্চয়ই যোগ্য; কারণ, গুণ ও কর্ম্মানুসারেই যখন বর্ণবিভাগ-প্রথা স্থাপিত হইয়াছে, (ইহাই চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবানের অভিব্যক্তি) তখন ব্রাহ্মণোচিত গুণকর্ম্ম যাঁহাতে লক্ষিত হইবে, তিনি অন্য জাতি হইলেও, যথার্থ ব্রাহ্মণরূপে পূজা পাইবার যোগ্য এবং যাঁহাতে ইহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হইবে, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও অব্রাহ্মণরূপে পূজাপ্রাপ্তির অযোগ্য, ইহাতে আবার সংশয় কি? মনু বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্"

অর্থাৎ 'গুণকর্ম্মানুসারে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব লাভ করিতে পারে'। আবার বলিতেছেন—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

অর্থাৎ "যে দ্বিজ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে লিপ্ত হইলেন, তিনি এই জীবনেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন"। অত্রি বলিতেছেন—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের কিছুই বুঝে না, অথচ 'আমি ব্রহ্মসূত্র (উপবীত) ধারণ করিয়া রহিয়াছি, আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাকার গর্ব্ব করে, সে পশুমাত্র"। গৌতম বলিয়াছেন—

"ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

"হে রাজন্! জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেই পূজ্য হয় না, গুণরাজিই পূজা পাইবার যোগ্য। জাতিতে চণ্ডালও যদি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্মসাধনপরায়ণ হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের কথা কি, দেবতাগণও তাঁহাকে ব্রাহ্মণরূপে গ্রহণ করেন"।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে"

"ধর্ম্মাচরণের দ্বারা নিকৃষ্টবর্ণ ক্রমে উচ্চ বর্ণে পরিণত হয়"।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

"দ্বিজাতিগণ সকলেই প্রথমে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, পরে উপবীত গ্রহণ-করতঃ ত্রিসন্ধ্যাদি সাধনকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে দ্বিজপদবাচ্য হয়, তাহার পরে শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা প্রকৃত বিপ্রত্বপ্রাপ্তি ঘটে এবং অবশেষে ব্রহ্মবিষয়ে সাধনদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানলাভকরতঃ প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে বরিত হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥

৪৩। অন্বয়ঃ। (শৌর্য্যং) বীরত্ব, (তেজঃ) প্রতাপ, (ধৃতিঃ) মহান্ বিপদেও দেহেন্দ্রিয়াদির অনবসন্নতা, (দাক্ষ্যং) দক্ষতা, (যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্) যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা, (দানং) মুক্তহস্ততা (ঈশ্বরভাবঃ চ) এবং প্রভুত্ব, (স্বভাবজং) স্বভাবসিদ্ধ (ক্ষাত্রং কর্ম্ম) ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম।

৪৪। অন্বয়ঃ। (কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং) কৃষিকর্ম্ম, গোপালন এবং বাণিজ্য (স্বভাবজং) স্বভাবজাত (বৈশ্যকর্ম্ম) বৈশ্যকর্ম্ম; (শূদ্রস্য অপি) শূদ্রেরও (পরিচর্য্যাত্মকং) ব্রাহ্মণাদি এই তিন বর্ণের শুশ্রূষারূপ (কর্ম্ম) কর্ম্ম (স্বভাবজম্) স্বাভাবিক।

৪৩। শৌর্য্য—বীরত্ব, তেজ—ন্যায়ানুমোদিত কর্ত্তব্যসম্পাদনে অকুণ্ঠিত সাহসিকতা, ধৃতি—মহা বিপদেও দেহেন্দ্রিয়াদির অনবসন্নতা, কর্ম্মকুশলতা ও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করা, দান—১৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত সাত্ত্বিক বা রাজস দান এবং ঈশ্বরভাব—নিজ প্রভুশক্তি রক্ষা করিবার জন্য অসাধারণ চেষ্টা ও সহিষ্ণুতা, এই সকলই ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম।

৪৪। কৃষিকর্ম্ম, গোপালন ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম্ম, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন দ্বিজাতিবর্ণের পরিচর্য্যা অর্থাৎ বেতন লইয়া কর্ম্মসম্পাদন বা দাসত্ব শূদ্রের স্বভাবগত কর্ম্ম।

এখন গুণকর্ম্মদ্বারা বিচার করিয়া দেখিতে হইলে জাতি নির্দ্ধারণ অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিচারদৃষ্টিসহ দেখিতে গেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে অধিকাংশই শূদ্রভাবাপন্ন। যুগধর্ম্মের গুণে সকলেই প্রায় ভ্রষ্টাচার ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥

৪৫। অন্বয়ঃ। (স্বে স্বে) নিজ নিজ স্বভাবজাত (কর্ম্মণি) কর্ম্মে (অভিরতঃ) নিরত (নরঃ) ব্যক্তি (সংসিদ্ধিং) দেহেন্দ্রিয়াদির অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানপ্রাপ্তিযোগ্যতা (লভতে) প্রাপ্ত হয়; (স্বকর্ম্মনিরতঃ) স্বকর্ম্মে তৎপর ব্যক্তি (যথা) যে প্রকারে (সিদ্ধিং) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি (বিন্দতি) লাভ করে, (তৎ শৃণু) তাহা শ্রবণ কর।

৪৬। অন্বয়ঃ। (যতঃ) যাঁহা হইতে (ভূতানাং) জীব ও জড়রূপ জগৎ-ভাবের (প্রবৃত্তিঃ) উৎপত্তি, (যেন) যাঁহার দ্বারা (ইদং সর্ব্বং) সমস্ত বিশ্ব (ততম্) পরিব্যাপ্ত, (মানবঃ) কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি (স্বকর্ম্মণা) নিজ নিজ স্বভাবগত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা (তম্) তাঁহাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে (অভ্যর্চ্চ্য) আরাধনা করিয়া (সিদ্ধিং) পূর্ব্বোক্ত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি (বিন্দতি) প্রাপ্ত হয়।

যথেচ্ছ ব্যবহারসম্পন্ন। কিন্তু অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, কতকগুলি মাত্র উপবীতধারী গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ অনায়াসেই বলিয়া ফেলেন যে, "এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য জাতি আর নাই। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য লোপ পাইয়াছে"। তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, তাহা হইলে তাঁহারা স্বয়ং শূদ্রেরও অধম এবং যেমন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও নাই, তেমনি ব্রাহ্মণও নাই। সমাজের এত শোচনীয় অধঃপতন যে, একজন পাঁউরুটিবিক্রেতা পশু-ব্রাহ্মণও অনায়াসেই একজন সুশিক্ষিত ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্জ্ঞানসম্পন্ন, চরিত্রবান্ কায়স্থ সন্তানকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছে, এবং জাতিসমাজে উচ্চরূপে গৃহীত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৫। লোকে নিজ নিজ স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করিতে পারে (কেবলমাত্র ব্রাহ্মণই যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, অন্য বর্ণে পারে না, তাহা নহে। সকল বর্ণেরই মোক্ষলাভের অধিকার আছে। তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাদের মুক্তিলাভের পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকই হইবে না। সকলেই সদ্‌গুরুর নিকটে জ্ঞানলাভকরতঃ সাধনমার্গে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগিরূপে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণকেও ঐরূপেই সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে, নতুবা কেবলমাত্র জাতিব্রাহ্মণ হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না—সকলকেই যোগ্য হইতে হইবে)। নিজ নিজ স্বভাবগত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সকলেই যে প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির যোগ্যতা-লাভ করিতে পারিবে, তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

৪৬। যাঁহা হইতে সমস্ত ভূতভাবের অর্থাৎ জীব ও জড়রূপ জগদ্ভাবের উৎপত্তি এবং যাঁহার দ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ যিনি সমস্ত জগদ্ভাবেরই অন্তরে ও বাহিরে সাক্ষিস্বরূপ সমভাবে বিদ্যমান, নিজ নিজ স্বভাবগত কর্ম্মানুষ্ঠানসহ তাঁহাকে পূজা করিতে পারিলে পরম নৈষ্কর্ম্যযোগরূপ সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।

এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, মূর্ত্তিধ্যান, জপক্রিয়া বা প্রাণায়ামাদি সাধনরূপ হঠযোগ দ্বারা মুক্তিলাভ হইবে না। যদিও সাধনের বাল্যাবস্থায় ঐ সকল ব্যাপার অপ্রয়োজনীয় নহে, কিন্তু পরমা গতি লাভ করিতে হইলে মাত্র ঐ সকলের দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না। মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্বিষয়ে বিচারসিদ্ধ জ্ঞানলাভ করিয়া হৃদয়ের অবিচলিতা ভক্তি-সহ সদ্‌গুরুপ্রদর্শিত মার্গে সাধন করিতে করিতে ক্রমে সাধনের উচ্চতম সীমায় আরোহণ করিয়া নৈষ্কর্ম্যযোগগম্য সেই সমরূপী পরম পুরুষকে আত্মস্থ করিতে হইবে। কি ব্রাহ্মণজাতি, কি ক্ষত্রিয়জাতি, কি বৈশ্যজাতি, কি শূদ্রজাতি, সকলকেই ঐ পন্থার অনুগমন করিতে হইবে। সামাজিক জাতিগত তারতম্যের দ্বারা সে বিষয়ে কোন প্রকার সুলভত্ব বা দুর্লভত্ব সাধিত হইবে না। আরও ইঙ্গিত করিতেছেন যে, সামাজিক শাসনে বাধ্য হইয়া কেহ না হয় বিষ্ণুপূজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭॥

৪৭। অন্বয়ঃ। (বিগুণঃ) দোষাশ্রিত এবং অসম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত [অপি] হইলেও (স্বধর্ম্মঃ) স্বভাবজাত ধর্ম্ম (সু-অনুষ্ঠিতাৎ) সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত (পরধর্ম্মাৎ) পরধর্ম্ম অপেক্ষা (শ্রেয়ান্) প্রশস্ত; (স্বভাবনিয়তং) স্বভাবগত (কর্ম্ম) কর্ম্ম (কুর্ব্বন্) করিলে (কিল্বিষং) পাপ (ন আপ্নোতি) হয় না।

করিতে পাইল না, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি যথার্থ বৈরাগ্যসহ জ্ঞানভক্তিপূর্ণহৃদয়ে ভাগবতী শান্তি লাভার্থ সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা হইলে সামাজিক শাসন তাহার কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। সে না হয় বিষ্ণুশিলাই স্পর্শ করিতে পারিল না, কিন্তু যাঁহার নিকটে সকলেই সমান, যিনি সকলের মধ্যেই আত্মারূপে বিদ্যমান এবং যাঁহার অনন্ত সত্ত্বার মধ্যে একটী নগণ্য বালুকণা ও প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল একই প্রকার, সেই মহীয়ান্ অদ্বিতীয় পুরুষ তাঁহার পরমানন্দময় শান্তিশীতল ক্রোড়ে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য সতত প্রস্তুত রহিয়াছেন। সেই ব্যক্তি চর্ম্মকারই হউক, মাংসবিক্রেতাই হউক বা বিষ্ঠা-ভারবাহী চণ্ডালই হউক, তাহার স্বভাবগত কর্ম্মানুষ্ঠান তাহার ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন বাধাই প্রদান করিবে না। সে ব্যক্তি একজন পশুব্রাহ্মণের বাটীর দ্বারে প্রবেশ করিতে পাইবে না বটে, কিন্তু সেই সমরূপী পরম দেবতা তাহার জন্য শান্তি-শীতল পরমানন্দময় বক্ষ পাতিয়া রাখিয়াছেন। অতএব নিজ নিজ স্বভাবগত কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।

৪৭। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা দোষাশ্রিত নিজধর্ম্ম শ্রেয়োজনক। স্বভাবগত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পাপলিপ্ত হইতে হয় না। (তৃতীয়াধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮॥

৪৮। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (সহজং) সহজাত অর্থাৎ স্বভাববিহিত (কর্ম্ম) কর্ম্ম (সদোষম্ অপি) দোষযুক্ত হইলেও (ন ত্যজেৎ) কর্ম্মাধিকারীর পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, (হি) কারণ (সর্ব্বারম্ভাঃ) সমস্ত কর্ম্মই (ধূমেন) ধূম দ্বারা (অগ্নিঃ ইব) অগ্নির ন্যায় (দোষেণ) কোন না কোন দোষ কর্তৃক (আবৃতাঃ) ব্যাপ্ত।

৪৮। হে কৌন্তেয়! সহজ বা সহজাত অর্থাৎ পূর্ব্ব জীবনের গতি অনুযায়ী যে ফল সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে এবং সেই ফলানুরূপ যে প্রকার কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে, সেই স্বভাবগত কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিতে তাহা নীচ কর্ম্ম হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহার দ্বারা ভাগবতী সিদ্ধিলাভে কোন বাধাই উপস্থিত হইবে না। অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ সমস্ত কর্ম্মই দোষাশ্রিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতির জন্য যে সকল স্বভাবগত কর্ত্তব্য পালনের উপদেশ প্রদত্ত হইল, তাহার পালন একেবারে পূর্ণ দোষমুক্তরূপে অর্থাৎ রাগদ্বেষমোহমুক্তরূপে করিতে কেহই পারিবেন না। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, সকলেরই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন না কোন প্রকার ত্রুটি অর্থাৎ রাগাদি হইয়া পড়িবেই নিশ্চয়। কোন প্রকার দোষই স্পর্শ করিতে পারিবে না, এরূপভাবে কর্ম্ম সম্পাদন কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি সকলের কর্ম্মই দোষাশ্রিত হইল, তাহা হইলে আমার এ কর্ম্ম দোষাশ্রিত, এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিজ স্বভাবগত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। একজন গঙ্গাস্নায়ী, ব্রতচারী, তিলকসেবী, শূদ্রসংস্পর্শ-বর্জ্জী অথচ স্বার্থস্থলে অনায়াসেই ন্যায়, সত্য ও সারল্যের মস্তকে পদার্পণ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥

৪৯। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বত্র) পুত্রদারাদিতে (অসক্তবুদ্ধিঃ) মমত্ববুদ্ধিরহিত, (জিতাত্মা) বশীকৃত-অন্তঃকরণ, (বিগতস্পৃহঃ) দেহ, জীবন ও ভোগ্য পদার্থে বাঞ্ছারহিত ব্যক্তি [জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া] (সন্ন্যাসেন) শিখা-যজ্ঞোপবীতাদির সহিত সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের দ্বারা (পরমাং) কর্ম্মজ সিদ্ধি হইতে অতি উৎকৃষ্ট (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং) নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ সিদ্ধি অর্থাৎ জীবন্মুক্তি (অধিগচ্ছতি) প্রাপ্ত হয়েন।

৫০। অন্বয়ঃ। (কৌন্তেয়) হে কুন্তীনন্দন! (সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ) স্বকর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি-যোগ্যতারূপ অন্তঃকরণশুদ্ধিপ্রাপ্ত সিদ্ধপুরুষ (যথা) যেরূপে (ব্রহ্ম আপ্নোতি) আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, (তথা) তাহা (মে) আমার নিকট হইতে (সমাসেন এব) সংক্ষেপে (নিবোধ) অবধারণ কর; (জ্ঞানস্য) বিচারনিষ্পন্ন জ্ঞানের (যা) যাহা অর্থাৎ যে আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি (পরা) শ্রেষ্ঠ (নিষ্ঠা) পরিসমাপ্তি অর্থাৎ যাহার পর আর অন্য সাধন নাই।

স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত নহেন, এইরূপ জাতিব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন সরলস্বভাব, ভক্তিপরায়ণ, সত্যবাদী অতিশূদ্রেরও ভগবৎপথের পথিক হইয়া পরমা গতি লাভের ন্যায়সঙ্গত অধিকার যে অনেক অধিক, নিতান্ত সঙ্কীর্ণচেতা ব্যতীত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। স্বভাবগত কর্ম্ম, সঙ্কীর্ণ অনুদার দৃষ্টিতে যতই নীচরূপে পরিগণিত হউক না, যদি তাহা ন্যায়, সত্য ও সারল্য হইতে বর্জ্জিত না থাকে, তাহা হইলে ভগবানের দৃষ্টিতে তাহাই শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মরূপে গৃহীত হইবে, তাহাতে আবার সংশয় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥

৪৯। যিনি সকল বিষয়েই অসক্তবুদ্ধি অর্থাৎ 'আমার', 'আমার,' ইত্যাকার ভ্রান্তিমুক্ত, জিতাত্মা অর্থাৎ আপনার অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে যিনি বাহিরের কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতেও ভগবন্ময় করিয়া রাখিতে সক্ষম, বা দৃঢ় অভ্যাস-যোগের দ্বারা ভাগবতী দৃষ্টিরক্ষা স্বতঃসিদ্ধরূপে যাঁহার স্বভাবগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিগতস্পৃহ অর্থাৎ ভোগবিষয়ে একটা স্বাভাবিকী অনাস্থা যাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ উচ্চ সাধকই সন্ন্যাসের দ্বারা অর্থাৎ হৃদয় হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চকে বাহির করিয়া দিয়া প্রশান্ত ব্রহ্মভাবে হৃদয়কে পূর্ণকরণরূপ মহাত্যাগ-যোগের দ্বারা সেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ যে অবস্থায় অন্তঃকরণবৃত্তিসকলের ক্রিয়া-রূপ প্রকৃতিচাঞ্চল্য অপসৃত হওয়াতে, এক পরমানন্দময় শান্তিপূর্ণ তাদাত্ম্য বা ব্রহ্মাকারাকারিত্ব লাভ হয়, সেই পরমা সিদ্ধি বা সাফল্যকে প্রাপ্ত হন।

সমাজে ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, বা যে জাতিই হউন না কেন, ঐ সাধনসিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলে মাত্র আভিজাত্যের দ্বারা কিছুই করিতে পারিবেন না। সকলকেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের দ্বারা আপনাকে প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে গঠিত করিতে হইবে।

৫০। হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ স্বকর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে প্রথমে কর্ম্মফলত্যাগ, তৎপরে কর্তৃত্বাভিমান-ত্যাগ পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতারূপ চিত্তশুদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক বিবিদিষা-সন্ন্যাসিত্ব লাভ করিয়া যেরূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিতে করিতে বিদ্বৎ-সন্ন্যাসিত্ব প্রাপ্ত হন বা ব্রহ্মলাভ করেন, এবং যে ব্রাহ্মী গতি-প্রাপ্তিই জ্ঞানার্জ্জনের চরম ফল, তাহাই তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি; তুমি এই তত্ত্বকে বুঝিতে চেষ্টা কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

৫১-৫৩। অন্বয়ঃ। (বিশুদ্ধয়া) সর্ব্বসংশয়শূন্য (বুদ্ধ্যা যুক্তঃ) বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, (ধৃত্যা) ধৈর্য্যদ্বারা (আত্মানং) শরীর এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে (নিয়ম্য চ) উন্মার্গ প্রবৃত্তি হইতে আত্মাভিমুখী করিয়া, (শব্দাদীন্ বিষয়ান্) কেবলমাত্র শরীর রক্ষার উপযুক্তের অতিরিক্ত শব্দস্পর্শাদি বিষয়গণকে (ত্যক্ত্বা) ত্যাগ করিয়া, (রাগদ্বেষৌ) কোন বিষয়েই আনুরক্তি বা বিরক্তি (ব্যুদস্য চ) না রাখিয়া, (বিবিক্তসেবী) পবিত্র নির্জ্জন দেশে বাস করিয়া (লঘ্বাশী) পরিমিত ভোজন-শীল হইয়া, (যতবাক্‌কায়মানসঃ) দেহ, বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া, (নিত্যং) সর্ব্বদা (ধ্যানযোগপরঃ) আত্মচিন্তারূপ ধ্যান ও আত্মবিষয়ে একাগ্রীকরণরূপ যোগে তৎপর হইয়া, (বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ) দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ে তৃষ্ণারহিত হইয়া (অহঙ্কারং) "আমি মহাকুলপ্রসূত, আমি মহাগুরুর শিষ্য, আমার তুল্য কেহ নাই," ইত্যাকার অভিমান, (বলং) কামরাগাদিযুক্ত সামর্থ্য, (দর্পং) দর্প, (কামং) কাম, (ক্রোধং) ক্রোধ, (পরিগ্রহম্) কেবলমাত্র দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্মুখে আনীত বস্তুমাত্র ব্যতীত অন্য ভোগোপকরণ (বিমুচ্য) পরিত্যাগ করিয়া (নির্ম্মমঃ) দেহধারণমাত্রেও মমতাভিমানরহিত (শান্তঃ) চিত্তবিক্ষেপরহিত জ্ঞাননিষ্ঠ যতি (ব্রহ্মভূয়ায়) ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে (কল্পতে) সমর্থ হন।

৫১-৫৩। সতত নির্ম্মল বুদ্ধিযুক্ত সাধক (যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি 'আমি এই শরীর এবং এই সমস্ত আমার', ইত্যাকার ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত) সাত্ত্বিকী ধারণা-শক্তিদ্বারা অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্মুখী রাখিয়া, সুতরাং শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের দ্বারা চঞ্চল না হইয়া, কোন বিষয়ে আনুরক্তি বা বিরক্তি হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে অপহৃত করিয়া, বিবিক্তসেবী হইয়া অর্থাৎ সংসারাসক্ত বিষয়ী লোকের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া লঘ্বাশী অর্থাৎ পরিমিতরূপে সাত্ত্বিক ও লঘু আহার করিয়া বাক্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

৫৪। অন্বয়ঃ। (ব্রহ্মভূতঃ) শ্রবণ ও মননের অভ্যাসের দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি", এই দৃঢ়নিশ্চয়বান্ সন্ন্যাসী (প্রসন্নাত্মা) শমদমাদির অভ্যাসে শুদ্ধচিত্ত, [সুতরাং] (ন শোচতি) কোন নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, (ন কাঙ্ক্ষতি) কিংবা কোন অপ্রাপ্ত বস্তুর নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করেন না, [তিনি] (সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ) সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন [সন্] হইয়া (পরাং মদ্ভক্তিং) পরমেশ্বরে শ্রবণমনন অভ্যাসের ফলভূত নিদিধ্যাসনরূপ জ্ঞানলক্ষণা শ্রেষ্ঠা ভক্তি (লভতে) লাভ করিয়া থাকেন।

৫৫। অন্বয়ঃ। [অহম্] আমি (যাবান্) [অস্মি] মায়া এবং অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বারা যেরূপে বহু হই (যঃ চ অস্মি) এবং সমস্ত উপাধিশূন্য অবস্থায় আমার প্রকৃত স্বরূপে যে প্রকারে থাকি, [পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী] (ভক্ত্যা) পরমা ভক্তি-দ্বারা (তত্ত্বতঃ) স্বরূপতঃ (মাং) উক্ত উভয় প্রকারে অবস্থিত আমাকে (অভি-জানাতি) সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত হন; (ততঃ) সেই জ্ঞানদ্বারা (মাং) আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে (তত্ত্বতঃ) সম্পূর্ণরূপে (জ্ঞাত্বা) অবগত হইয়া (তদনন্তরং) প্রারব্ধকর্ম্ম-ভোগান্তে দেহত্যাগের পর (বিশতে) দর্পণনাশে প্রতিবিম্বের বিম্ব-প্রবেশের ন্যায় পরমানন্দস্বরূপ আমাতেই প্রবেশ করেন।

মন ও ইন্দ্রিয়গণ সংযতকরতঃ বৈরাগ্যসহ সতত ভগবদ্ভাবযুক্তহৃদয়ে অহঙ্কার ('কর্ম্মসকল আমিই করিতেছি', ইত্যাকার ভ্রান্ত অভিমান), বল (পরপীড়নে নিযুক্ত রাজস বল), দর্প (গর্ব্বিত ভাব), কাম ক্রোধ এবং পরিগ্রহকে অর্থাৎ মাত্র দেহরক্ষার প্রয়োজনের জন্য যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত দ্রব্য ব্যতীত ভোগের উপকরণ সমূহের সংগ্রহকে পরিত্যাগ করিয়া মমতাভিমানমুক্তহৃদয়ে প্রশান্তচিত্ত হইলে, ব্রাহ্মী স্থিতি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৪। যিনি ব্রহ্মভূত হইয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মধারণাময়ী নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া যে সাধক ব্রহ্মময় হইয়া রহিয়াছেন এবং সেই নির্ম্মল ব্রহ্মভাবে পূর্ণ থাকা জন্য যাঁহার হৃদয় সততই প্রসন্ন, যিনি বিয়োগাদিজন্য শোক করেন না এবং কোন বিষয়ে যাঁহার আসক্তিও নাই, এমন সাধক সর্ব্বভূতেই সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে ও আপনাকে একীভূত করিয়া আমার পরা বা সর্ব্বোত্তমা ভক্তিকে প্রাপ্ত হন।

৫৫। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত উক্ত সাধক সেই পরমা ভক্তির দ্বারা অর্থাৎ যে ভক্তির বিকাশ বাহিরের কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের—যেমন বিগ্রহাদির সেবা, পূজা ইত্যাদিরূপ অধমাধিকারীর যোগ্য লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত হয় না, কিন্তু যাহা নির্ম্মল জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হইয়া একাকারে সেই সর্ব্বাধাররূপী পরম পুরুষের দিকে নিষ্কাম-ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই বিশ্বগ্রাসিনী আনুরক্তির দ্বারা আমি মায়া এবং অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বারা যেরূপে বহু হই এবং সমস্ত উপাধিশূন্য অবস্থায় আমার স্থিতি যেরূপ, সেই পরম তত্ত্বকে গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেই তত্ত্বকে সাক্ষাৎ ভাবে আত্মগত করিয়া তাহাতেই প্রবেশ করেন অর্থাৎ আপনার দেহাভিমানমুক্ত ব্রহ্মাকারাকারিত অভিমানকে সেই পরমানন্দের শান্তিসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেন এবং প্রারব্ধক্ষয়ের পর দেহান্তে তাহাতেই প্রবেশ করেন।

এ সকল সাধনরহস্য বাক্যে প্রকাশিত হইবার নহে সদ্গুরুর উপদেশানুসারে সাধনের উচ্চতম সীমায় আরোহণ করিলে, এই সকল পরমানন্দময় রহস্য আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। আর ভগবান্ এখানে যে পরা ভক্তির উল্লেখ করিতে-ছেন, তাহাই সর্ব্বোত্তমা ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছেন, যথা—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

যিনি সর্ব্বভূতেই আত্মার ভগবদ্ভাবকে প্রত্যক্ষ করেন এবং আত্মাতেই সর্ব্ব-ভূতকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তিনিই উত্তম ভক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥

৫৬। অন্বয়ঃ। (সদা) সর্ব্বদা (সর্ব্বকর্ম্মানি অপি) নিত্যনৈমিত্তিক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম, এমন কি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মও (কুর্ব্বাণঃ) করিয়া (মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ) আমার শরণাপন্ন সাধক (মৎ প্রসাদাৎ) আমার অনুগ্রহে মোক্ষপদ পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়া (শাশ্বতম্) নিত্য (অব্যয়ং) অপরিণামী (পদং) মোক্ষপদ (অবাপ্নোতি) লাভ করেন।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎস্থ চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

যাঁহার ভগবানে প্রেম, ভগবদ্ভক্তের সহিত প্রণয়, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ গ্রাহ্য না করা, এই সকল গুণ আছে, তিনি মধ্যম ভক্ত।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

ভগবানের একটী কাল্পনিক মূর্ত্তি গঠিত করিয়া যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত সেই শ্রীমূর্ত্তির সেবাকার্য্য যিনি সম্পাদন করেন এবং উক্ত মধ্যমাধিকারীর ন্যায় অন্য ভক্তের সহিত প্রণয়, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা বা বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষাদি লক্ষণসকল যাঁহাতে প্রকাশ পায় না, তিনিই অধম ভক্ত।*

৫৬। যদি কেহ উক্তপ্রকারে আমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন অর্থাৎ যদি পরা ভক্তির সহিত আমার পরমভাবকে হৃদয়স্থ রাখিতে পারেন, তাহা হইলে সকল প্রকার কর্ম্ম করিয়াও অর্থাৎ সামাজিক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে তাহা নীচ কর্ম্মই হউক

---

* অহং ব্রহ্মাস্মি যা ভক্তিঃ সা ভক্তিরুত্তমোত্তমা। (বিষ্ণুপুরাণ)।
'আমিই সেই পরব্রহ্ম' এইরূপ ভক্তি অত্যুৎকৃষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮॥

৫৭। অন্বয়ঃ। (বুদ্ধিযোগং) জ্ঞানযোগ (উপাশ্রিত্য) আশ্রয় করতঃ (মৎপরঃ) ভগবৎপরায়ণ হইয়া (চেতসা) বিবেকবুদ্ধি দ্বারা (সর্ব্বকর্ম্মাণি) সমস্ত কর্ম্ম (ময়ি) আমাতে (সংন্যস্য) অর্পণ করিয়া (সততং) সর্ব্বদা (মচ্চিত্তঃ ভব) আমার ভাবেই পূর্ণ হইয়া থাক।

৫৮। অন্বয়ঃ। (মচ্চিত্তঃ) মদ্গতচিত্ত হইলে (মৎপ্রসাদাৎ) আমার কৃপায় (সর্ব্বদুর্গাণি) ভগবৎপথের মায়াময় বাধা সকল (তরিষ্যসি) উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। (অথ চেৎ) যদি (ত্বং) তুমি (অহঙ্কারাৎ) নিজ পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে (ন শ্রোষ্যসি) আমার বাক্য গ্রহণ না কর, (বিনঙ্ক্ষ্যসি) তাহা হইলে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

বা উচ্চ কর্ম্মই হউক, বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মই হউক, স্বীয় স্বভাবগত সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়াও আমার কৃপাতে তিনি সেই অপরিণামী অনাদি পদকে লাভ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হন।

৫৭। জ্ঞানযোগাশ্রয়ে তোমার আত্মভাবকে আমার ভাবে সংযুক্ত করিয়া আমিময় অর্থাৎ ভগবন্ময় হও; তাহার পর সেই ভগবন্ময়ী নির্ম্মলা বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা আমার ভাবেই পূর্ণ হইয়া থাক।

ভগবানে কর্ম্মার্পণ যে কতদূরের কথা, তাহা এই শ্লোকে ভগবান্ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কর্ম্মার্পণের সঙ্কল্পরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই; আপনা হইতেই কর্ম্মসকল ভগবানে অর্পিত হইয়া পড়ে। কর্ম্মার্পণের সঙ্কল্প হইলেই কর্ম্ম আর ভগবানে অর্পিত হইতে পারে না, মাত্র "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" রূপ বৃথা অভিনয়ে পরিণত হয় মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥

৫৯। অন্বয়ঃ। (অহঙ্কারং) "আমি ধার্ম্মিক, আমি ক্রুর কর্ম্ম করিব না," ইত্যাকার অভিমান (আশ্রিত্য) আশ্রয় করিয়া (ন যোৎস্যে) আমি যুদ্ধ করিব না, (ইতি যং) এই যে (মন্যসে) মনে করিতেছ, (তে) তোমার [এষঃ] এই (ব্যবসায়ঃ) সঙ্কল্প (মিথ্যা এব) মিথ্যা; [যস্মাৎ] যেহেতু (প্রকৃতিঃ) বলবান্ ক্ষত্রস্বভাব (ত্বাং) তোমাকে (নিযোক্ষ্যতি) যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবেই করাইবে।

৬০। অন্বয়ঃ। কৌন্তেয়) হে কৌন্তেয়! (মোহাৎ) মোহবশে (যৎ কর্ত্তুম্) যাহা করিতে (ন ইচ্ছসি) চাহিতেছ না, (স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা) তোমার ক্ষত্রিয়স্বভাবজাত কর্ম্মদ্বারা (নিবদ্ধঃ) পরিচালিত হইয়া (অবশঃ অপি) অবশভাবেই (তৎ করিষ্যসি) তাহা করিতে বাধ্য হইবে।

৫৮। ঐরূপে আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপকে হৃদ্গত করিতে পারিলে, আমার কৃপাদৃষ্টিহেতু, সমস্ত দুর্গ অতিক্রম করিবে অর্থাৎ ভগবৎপথের যত কিছু মায়াময় বাধা আছে, সেই বাধাসকল তোমার কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না—হয় তাহারা অপসৃত হইয়া যাইবে, না হয় তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না; আর যদি তুমি অহঙ্কার প্রযুক্ত অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানে অন্ধ হইয়া আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ ঘোর আত্মাবনতিরূপ পরিণামকে প্রাপ্ত হইবে।

৫৯। 'আমি সমস্ত করিতেছি', ইত্যাকার অহঙ্কারবৃত্তিদ্বারা নিযুক্ত হইয়া 'আমি যুদ্ধ করিব না', এই যে সঙ্কল্প করিতেছ, তাহা মিথ্যা, কারণ বলবতী প্রকৃতি তোমাকে অবশভাবে বাধ্য করিয়া যুদ্ধ করাইবেই করাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥

৬১। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুন) হে অর্জ্জুন! (ঈশ্বরঃ) অন্তর্য্যামী ঈশ্বর (মায়য়া) নিজ মায়াশক্তিদ্বারা (সর্ব্বভূতানি) সকল জীবকে (যন্ত্রারূঢ়ানি) [ইব] যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় (ভ্রাময়ন্) ভ্রমণ করাইয়া (সর্ব্বভূতানাং) তাহাদের (হৃদ্দেশে) হৃদয়ে (তিষ্ঠতি) বিরাজ করিতেছেন।

৬২। অন্বয়ঃ। (ভারত) হে অর্জ্জুন! (সর্ব্বভাবেন) সর্ব্বতোভাবে (তম্ এব) সেই ঈশ্বরের (শরণং গচ্ছ) শরণাপন্ন হও, (তৎপ্রসাদাৎ) তাঁহার কৃপাতেই (পরাং শান্তিং) পরমা শান্তি (শাশ্বতং স্থানং) [চ] এবং নিত্যধাম অর্থাৎ মোক্ষ (প্রাপ্স্যসি) প্রাপ্ত হইবে।

৬০। হে কৌন্তেয়! মোহবশে অন্ধ হইয়া তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ না, তোমার স্বভাবগত নিজ কর্ম্মের দ্বারা অবশভাবে তাহাই করিতে বাধ্য হইবে, অর্থাৎ তুমি ক্ষত্রিয় মহাবীরপুরুষ, যুদ্ধই তোমার স্বভাবগত কর্ম্ম এবং তাহাতেই তুমি অভ্যস্ত, সুতরাং তোমার নিজ প্রকৃতি তোমাকে এই ন্যায়যুদ্ধে কখনই ক্ষান্ত থাকিতে দিবে না; এখনই একটা কারণকে আশ্রয় করিয়া তোমাকে এমনই উত্তেজিত করিয়া তুলিবে যে, তুমি অবশভাবেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।

৬১। হে অর্জ্জুন! আত্মারূপী পরম পুরুষ সকলের হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন এবং তাঁহারই মায়াতে আবদ্ধ থাকিয়া সমস্ত জীবই যন্ত্রারূঢ়বৎ অর্থাৎ নাগরদোলা নামক যন্ত্রে আরোহণ করিয়া লোকে যেরূপ ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ এই সংসারচক্রে ঘুরিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া ।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩॥
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥

৬৩। অন্বয়ঃ। (ইতি) এই (গুহ্যাৎ গুহ্যতরং) গুহ্য হইতে গুহ্যতর (জ্ঞানং) গীতাশাস্ত্ররূপ জ্ঞান (ময়া) মৎকর্ত্তৃক (তে আখ্যাতং) তোমার নিকট কথিত হইল, (এতৎ) ইহা (অশেষেণ) সম্যগ্‌ভাবে (বিমৃশ্য) পর্য্যালোচনা করিয়া (যথা ইচ্ছসি) যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর (তথা) তাহাই (কুরু) কর।

৬৪। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বগুহ্যতমং) অতি গুপ্ততম (মে পরমং বচঃ) সমস্ত গীতাশাস্ত্রেরও সার আমার বাক্য (ভূয়ঃ) পুনর্ব্বার (শৃণু) শ্রবণ কর, [তুমি] (মে) আমার (দৃঢ়ং) অত্যন্ত (ইষ্টঃ অসি ইতি) প্রিয়, (ততঃ) সেইজন্য (তে) তোমার (হিতম্) পরমজ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন বিষয়ক উপদেশবাক্য (বক্ষ্যামি) বলিব।

এই চক্র হইতে অবতীর্ণ হইবার শক্তি তোমার এখনও হয় নাই। বৈরাগ্য-মূলক জ্ঞানযোগাশ্রয়ে সেই পরম পুরুষকে হৃদয়স্থ করিতে পারিলে তবে তাঁহার কৃপায় এই চক্র হইতে অবতীর্ণ হইতে পারিবে। এখন কর্ত্তব্য পালন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাক।

৬২। হে অর্জ্জুন! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও; তাঁহার কৃপাতেই পরমা শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

৬৩। এই আমি তোমাকে অতি গুপ্ত বিষয় সকল বলিলাম; এক্ষণে সমস্ত সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, তাহাই কর।

৬৪। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেই জন্য আমি পুনরায় তোমাকে অতি গুপ্ততম বিষয় বলিতেছি, যাহাতে তোমার বিশেষ মঙ্গল হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

৬৫। অন্বয়ঃ। (মন্মনা ভব) আমাতেই মন রাখ, (মদ্ভক্তঃ) [ভব] আমার ভক্ত হও, (মদ্‌যাজী) [ভব] আমাতে অর্থাৎ শ্রীভগবানে ফল সমর্পণ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাও, (মাং নমস্কুরু) প্রাকৃত ভক্তিদ্বারা নানাপ্রকার উপহার দিয়া আমাকেই প্রণাম কর, [তাহা হইলে] (মাম্ এব এষ্যসি) সর্ব্ব-জগৎকারণ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, অখণ্ডৈকরস আমাতে, দর্পণনাশে প্রতিবিম্বের বিম্বপ্রবেশের ন্যায়, প্রবেশ করিবে, [অহং] আমি (তে) তোমার নিকটে (সত্যং প্রতিজানে) সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, [যতঃ ত্বম্] যেহেতু তুমি (মে) আমার (প্রিয়ঃ অসি) প্রিয়।

৬৬। অন্বয়ঃ। (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য) বিহিত কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করাই অধর্ম্ম, এতদুভয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত সকল কর্ম্মই আমাতে অর্পণ করিয়া (একং মাং) সর্ব্বাত্মস্বরূপ আমার (শরণং ব্রজ) শরণাপন্ন হও, (অহং) আমি (ত্বাম্) তোমাকে (সর্ব্বপাপেভ্যঃ) কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পুণ্য এবং পাপ হইতে (মোক্ষয়িষ্যামি) আমার আত্মভাব প্রকাশের দ্বারা মুক্ত করিব, [অতঃ] অতএব (মা শুচঃ) তুমি বিষাদগ্রস্ত থাকিও না।

৬৫। মনকে আমাতেই রাখ, আমিই তোমার যজ্ঞস্বরূপ যেন হই অর্থাৎ আমার পরম ভাবের স্মৃতিকে সতত জাগ্রত রাখা এবং সেই স্মৃতির সহিত সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনই তোমার যজ্ঞকর্ম্ম হউক, আমাতেই নিষ্কামা অবিচলিতা ভক্তি-স্রোত ঢালিয়া দাও; তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে নিশ্চয়। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য ও সখা, আমি তোমার নিকটে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥৬৭॥

৬৭। অন্বয়ঃ। (ইদং) এই গীতারূপ সর্ব্বশাস্ত্ররহস্য (তে) তুমি (কদাচন) কখনও (ন অতপস্কায়) যে ব্যক্তি কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যাদ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ না করিয়াছে, তাহাকে (ন বাচ্যং) বলিও না, (অভক্তায়) তপস্যাযুক্ত হইলেও যে ব্যক্তি ভগবদ্‌ভক্ত ও গুরুভক্ত নয়, তাহাকে [ন বাচ্যং] বলিও না, (অশুশ্রূষবে) তপস্বী ও ভক্ত হইলেও যে ব্যক্তি গুরুশুশ্রূষা করে না, তাহাকে [ন বাচ্যং] বলিও না; (মাং) আমাকে অর্থাৎ বাসুদেবকে সামান্য মনুষ্য মনে করিয়া (যঃ অভ্যসূয়তি) যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধা ও নিন্দা করে তাহাকেও [ন বাচ্যং] বলিও না।

৬৬। সর্ব্বপ্রকার জীবধর্ম্ম বা জীবভাব অর্থাৎ বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম কিংবা কোন সাধারণ ধর্ম্ম, যাহাই কিছু থাকুক না কেন, সেই সকলের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা না রাখিয়া সর্ব্বাত্মস্বরূপ, সর্ব্বধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা এবং ফলদাতা, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর আমার শরণ গ্রহণ কর এবং আমাতে ফল সমর্পণপূর্ব্বক নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আমার আদেশমত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাও, তাহা হইলেই আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব; তুমি বিষাদগ্রস্ত থাকিও না।

ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ এবং উত্তম পুরুষেরও আধার হইয়া সর্ব্বাধার আমি এক, রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণময় উপাধিভেদমাত্র অবলম্বনে যথাক্রমে উক্ত ত্রিবিধ পুরুষের মত হইয়া প্রতীত হই, ইহাই গীতোক্ত সর্ব্ববিধ গুহ্য, গুহ্যতর এবং গুহ্যতম যোগ হইতেও গুহ্য বলিয়া সর্ব্বগুহ্যতম যোগ।

৬৭। এই যে গীতারূপ মহা উপদেশ আমি তোমাকে দান করিলাম, ইহার পরম ভাবার্থ, যে ব্যক্তি কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যাদ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ না করিয়াছে, তাহাকে বলিও না, যাহাতে নিষ্কামা ভগবদানুরক্তি বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥

৬৮। অন্বয়ঃ। (যঃ) যে ব্যক্তি (পরমং গুহ্যং) পরম পুরুষার্থসাধন বলিয়া যাহার তাহার কাছে প্রকাশের অনুপযুক্ত (ইমং) কেশবার্জ্জুনের সংবাদরূপ এই গীতাশাস্ত্র (মদ্ভক্তেষু) আমার যথার্থ ভক্তগণকে (অভিধাস্যতি) ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন, [সঃ] তিনি (ময়ি) আমার প্রতি (পরাং ভক্তিং কৃত্বা) পরম-ভক্তিমান্ (অসংশয়ঃ) [সন্] এবং সর্ব্বসংশয়শূন্য হইয়া (মাম্ এব এষ্যতি) আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।

৬৯। অন্বয়ঃ। (মনুষ্যেষু) মনুষ্যগণের মধ্যে (তস্মাৎ) মদ্ভক্তের নিকট গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতার অপেক্ষা (কশ্চিৎ) কেহ (মে) আমার (প্রিয়কৃত্তমঃ) পরম প্রিয়পাত্র (ন চ) [অস্তি] নাই, (তস্মাৎ) গীতাব্যাখ্যাতা হইতে (অন্যঃ) অন্য কেহ (মে) আমার (প্রিয়তরঃ চ) প্রিয়পাত্র (ভুবি) পৃথিবীতে (ন ভবিতা) হইবেও না।

সাত্ত্বিকী ভক্তি নাই, তাহাকেও বলিও না, যে ব্যক্তি গুরুসেবাপরায়ণ নহে, তাহাকেও বলিও না এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে একজন সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে ও আমার বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নহে, তাহাকেও বলিও না।

৬৮। যে ব্যক্তি আমার যথার্থ ভক্ত অর্থাৎ আমার প্রতি যাহার নিষ্কাম ভাল-বাসার স্রোত স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রবাহিত, এরূপ ব্যক্তিকে যিনি আমার এই গীতারূপ মহাবাক্যসকলের নিগূঢ় ভাবার্থ বুঝাইয়া দিবেন, তিনি আমার প্রতি পরমা ভক্তি প্রকাশ করিবেন ও সর্ব্বসংশয়মুক্ত হইয়া আমার কৃপাতে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২॥

৭০। অন্বয়ঃ। (যঃ) যিনি (আবয়োঃ) আমাদের অর্থাৎ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের (ইমং) এই (ধর্ম্ম্যং সংবাদং) ধর্ম্মসংবাদ অর্থাৎ গীতা (অধ্যেষ্যতে চ) পাঠমাত্রও করিবেন, (তেন) তিনি (অহং) আমাকে (জ্ঞানযজ্ঞেন) দ্রব্যযজ্ঞাদি হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা (ইষ্টঃ স্যাম্) পূজা করিবেন অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত গীতাপাঠে তাঁহার জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা ভগবৎপূজার ফল হইবে; (ইতি মে মতিঃ) ইহাই আমার অভিপ্রায়।

৭১। অন্বয়ঃ। (যঃ নরঃ) গীতাপাঠ করিবারও যাঁহার ক্ষমতা নাই, এমন ব্যক্তি (শ্রদ্ধাবান্) গুরু এবং শ্রীভগবানে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া (অনসূয়ঃ চ) দোষ আবিষ্কার না করিয়া (শৃণুয়াৎ অপি) শ্রবণমাত্রও করেন, (সঃ অপি) তিনিও (মুক্তঃ) সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া (পুণ্যকর্ম্মণাং) পুণ্যকর্ম্মকারিগণের প্রাপ্য (শুভান্ লোকান্) স্বর্গাদি লোকসকল (প্রাপ্নুয়াৎ) প্রাপ্ত হন।

৭২। অন্বয়ঃ। (পার্থ) হে অর্জ্জুন! (ত্বয়া) তুমি (একাগ্রেণ চেতসা) অবহিতমনে (এতৎ) এই গীতাশাস্ত্র (শ্রুতং কচ্চিৎ) শ্রবণ করিলে কি? (ধনঞ্জয়) হে ধনঞ্জয়! (তে) তোমার (অজ্ঞানসংমোহঃ) অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণা (প্রণষ্টঃ) [কচ্চিৎ] নষ্ট হইয়াছে কি?

৬৯। এই মনুষ্যলোকে তাঁহার অপেক্ষা আমার প্রিয় আর কেহই নাই এবং হইবেও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥

৭৩। অন্বয়ঃ। (অর্জ্জুনঃ উবাচ) অর্জ্জুন বলিলেন, (অচ্যুত) হে অচ্যুত! (ত্বৎপ্রসাদাৎ) তোমার কৃপায় (মোহঃ নষ্টঃ) আমার অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি নষ্ট হইয়াছে, (স্মৃতিঃ ময়া লব্ধা) আত্মজ্ঞানবিষয়া স্মৃতি আমি পাইয়াছি, (গতসন্দেহঃ স্থিতঃ অস্মি) আমার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে, (তব বচনং করিষ্যে) তোমার আদেশ পালন করিব।

৭৪। অন্বয়ঃ। (সঞ্জয়ঃ উবাচ) সঞ্জয় বলিলেন, (অহং) আমি (ইতি) এই (মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য) মহাত্মা বাসুদেবের (পার্থস্য চ) ও অর্জ্জুনের (ইমং) যথোক্ত (রোমহর্ষণং) রোমাঞ্চকর (অদ্ভুতং) বিস্ময়কর (সংবাদং) কথোপকথন (অশ্রৌষম্) শুনিয়াছিলাম।

৭০। যিনি আমাদের উভয়ের এই ধর্ম্মসংবাদ পাঠমাত্রও করিবেন (সদ্গুরুর নিকট হইতে ইহার সার মর্ম্ম অবগত হইবার সৌভাগ্য যদি তাঁহার না ঘটে, অথচ শ্রদ্ধার সহিত যদি পাঠমাত্রও করিতে পারেন), তাহা হইলে সেই পাঠই তাঁহার জ্ঞানযজ্ঞরূপে পরিণত হইবে এবং আমি সেই পঠনরূপ পূজাদ্বারা অর্চ্চিত হইতে থাকিব। ইহাই আমার অভিপ্রায়।

৭১। যে ব্যক্তি (যাহার পাঠ করিবারও ক্ষমতা নাই, এরূপ ব্যক্তিও) বিদ্বেষমুক্তহৃদয়ে অর্থাৎ ইহা ভগবানের বাক্য, এইরূপ বিশ্বাসের সহিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ মাত্রও করেন, তিনি পুণ্যকর্ম্মিগণের প্রাপ্য লোকসকল প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ ।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥৭৬॥

৭৫। অন্বয়ঃ। (ব্যাসপ্রসাদাৎ) মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃপায় (অহং) আমি (ইমং) এই (পরং গুহ্যং) পরম গোপনীয় (যোগং) যোগরহস্য (সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ) স্বয়ং যোগের শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে (শ্রুতবান্) শুনিয়াছি।

৭৬। অন্বয়ঃ। (রাজন্) হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! (কেশবার্জ্জুনয়োঃ) শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের (ইমং) এই (অদ্ভুতং) অদ্ভুত (পুণ্যং) পবিত্র (সংবাদং) কথোপকথন (সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য) যতই স্মরণ করিতেছি, (মুহুঃ মুহুঃ হৃষ্যামি) ততই মুহুর্মুহুঃ আনন্দিত হইতেছি।

৭২। হে পার্থ! এ পর্য্যন্ত তোমাকে যে সমস্ত উপদেশবাক্য বলিলাম, সে সকল কি তুমি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ করিলে? তোমার অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণা নষ্ট হইয়াছে ত?

৭৩। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার কৃপায় আমার সমস্ত অজ্ঞান-জনিত ভ্রান্তি নাশ পাইয়াছে, সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে এবং আমার লুপ্তপ্রায় অধ্যাত্মজ্ঞানের স্মৃতি আমি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। এইবার আমি তোমার আদেশ পালন করিব।

৭৪। সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেবের ও অর্জ্জুনের ঐ সকল অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর কথোপকথন আমি উত্তমরূপে শুনিয়াছি।

৭৫। মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃপায় আমি এই পরম গোপনীয় অদ্ভুত যোগরহস্য সর্ব্বযোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে শুনিয়াছি।

৭৬। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত, পবিত্র কথোপকথন যতই স্মরণ করিতেছি, ততই মুহুর্মুহুঃ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥৭৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

সমাপ্তেয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥
ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥

৭৭। অন্বয়ঃ। (রাজন্) হে রাজন্! (হরেঃ) শ্রীহরির (তৎ) সেই (অত্যদ্ভুতং) অতি অদ্ভুত (রূপং) বিশ্বরূপ (সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ) বারংবার স্মরণ করিয়া (মে) আমার (মহান্) অত্যন্ত (বিস্ময়ঃ) বিস্ময় হইতেছে (পুনঃ পুনঃ চ হৃষ্যামি) এবং পুনঃ পুনঃ আনন্দে বিহ্বল হইতেছি।

৭৮। অন্বয়ঃ। (যত্র) যে পক্ষে (যোগেশ্বরঃ) স্বয়ং মহাযোগেশ্বর (কৃষ্ণঃ) শ্রীকৃষ্ণ, (যত্র) এবং যে পক্ষে (ধনুর্দ্ধরঃ) মহাধনুর্দ্ধর (পার্থঃ) অর্জ্জুন রহিয়াছেন, (তত্র) সেই পক্ষকেই (শ্রীঃ) রাজশ্রী (বিজয়ঃ) জয়, (ভূতিঃ) উন্নতি, (ধ্রুবা) অবিচলিতা (নীতিঃ) নীতি [আশ্রয় করিবে]; (মম মতিঃ) ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস।

৭৭। হে মহারাজ! শ্রীহরির সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ যতই আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, ততই পুনঃ পুনঃ আনন্দে উৎফুল্ল ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি।

৭৮। হে মহারাজ! যে পক্ষে স্বয়ং মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন রহিয়াছেন, রাজশ্রী, জয়, উন্নতি ও অবিচলিতা নীতি সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবে, ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গীতামাহাত্ম্যম্

ঋষিরুবাচ। গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ। পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥১॥ সূত উবাচ। ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্। শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥২॥ কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্। ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥৩॥ অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ। তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥৪॥ সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৫॥ সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ। লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥৬॥ সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ। গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥৭॥ গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ। মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥৮॥ যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব

১। শৌনক কহিলেন, হে সূত! নৈমিষারণ্যে মহামুনি ব্যাসদেব যে গীতামাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। ২। সূত কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি সুন্দর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; ইহা অতি গুপ্তবিষয় এবং এই গীতার মাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিতে কেই বা সমর্থ হয়? ৩। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ইহার মাহাত্ম্য সমস্ত জানেন; তাহার পর অর্জ্জুন, বেদব্যাস শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও রাজর্ষি জনক কিছু কিছু জানেন। ৪। অন্যান্য সকলে ইহা শ্রবণ করিয়া, কিছু কিছু মহিমাকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমিও মহর্ষি ব্যাসদেবের নিকট যৎকিঞ্চিৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করি। ৫। উপনিষৎসমূহ গাভীস্বরূপ, অর্জ্জুন বৎস এবং গীতাই দুগ্ধ। গোপালনন্দন—ভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্। ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥৯॥ গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ। ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং চাথ নির্গুণম্ ॥১০॥ সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ। ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মসু ॥১১॥ সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্। শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥১২॥ গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্। স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥১৩॥ তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎ-পরোজনঃ। ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥১৪॥ গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ। ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদ্‌গৃহাশ্রমম্ ॥১৫॥ গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ। ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং

শ্রীকৃষ্ণ, নির্ম্মলান্তঃকরণ সাধকদের জন্য এই দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। ৬। ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবান্, অর্জ্জুনের সারথ্যকর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া এই গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ৭। যিনি এই ঘোর সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাহেন, তিনি এই গীতারূপ তরণী-যোগে সুখে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। ৮। সর্ব্বদা অভ্যাসযোগসহ, গীতাবর্ণিত জ্ঞানার্জ্জন না করিয়া যে ব্যক্তি মুক্তিলাভের প্রয়াস পায়, সে ব্যক্তি বালকেরও উপহাসের যোগ্য। ৯। যাঁহারা দিবারাত্র গীতা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন, দেবতা। ১০। শ্রীভগবান্ এই গীতাশাস্ত্রদ্বারা অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সগুণ ভক্তিতত্ত্ব ও নির্গুণ জ্ঞানতত্ত্বে পূর্ণ। ১১। গীতার ভুক্তিমুক্তিসমন্বিত অষ্টাদশাধ্যায়রূপ সোপানাবলির দ্বারা, ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি সাধিত হইয়া প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মে অধিকার লাভ হয়। ১২। গীতারূপ সরোবরে স্নান করিতে করিতে সাধু ব্যক্তির সংসারাসক্তিরূপ ক্লেদ ধৌত হইয়া যায়। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন লোকের স্নান, হস্তীস্নানবৎ বৃথা হয়। ১৩। যে ব্যক্তি গীতা পাঠ করিতে ও পঠন করাইতে না জানে, মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাহার সমস্ত কর্ম্মই বৃথা। ১৪। গীতার পঠন-পাঠন যে ব্যক্তি না জানে, তাহার অপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানং মহত্তমম্ ॥১৬॥ গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ। ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠা তপো যশঃ॥১৭॥ গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ। গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্॥১৮॥ তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্ত-গর্হিতম্। তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রয়োজিকা। সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥১৯॥ যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে। স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥২০॥ শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে। তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥২১॥ দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি। যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥২২॥ গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা। বেদশাস্ত্র পুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥২৩॥ যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ। যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং

অধম আর কেহই নাই। তাহার মনুষ্য শরীর ধারণে, জ্ঞানে ও কুল-শীল-মানে ধিক্। ১৫। গীতার পরমার্থ না জানিলে সে ব্যক্তি সর্ব্বাধম; তাহার শরীর, মঙ্গল, চরিত্র, ঐশ্বর্য্য ও সংসারাশ্রম, সকলেই ধিক্। ১৬। গীতাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ নরাধমের প্রারব্ধ, প্রতিষ্ঠা, পূজা, ও মহামান, সকলেই ধিক্। ১৭। গীতাশাস্ত্রে যাহার আনুরক্তি নাই, তাহার সকলই নিষ্ফল; তাহার জ্ঞানোপদেষ্টাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশে ধিক্। ১৮। গীতাধ্যয়ন যে না করে, সে সর্ব্বাধম। যে জ্ঞান গীতামূলক নহে, তাহা আসুর জ্ঞান। ১৯। সে জ্ঞান বেদবেদান্ত সম্মত নহে, তাহা ধর্ম্মহীন ও নিষ্ফল জ্ঞানমাত্র। গীতা সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িনী, সর্ব্বশাস্ত্রসাররূপিণী নির্ম্মলা দেবী। ২০। যিনি বিষ্ণুপর্ব্বদিনে, একাদশীতে গীতা পাঠ করেন, তিনি জাগ্রত বা স্বপ্নকালে, গমন বা স্থিরভাবে অবস্থিতিকালে, কোন অবস্থাতেই শত্রুভীত হন না। ২১। যিনি শালগ্রামশিলার সম্মুখে, দেবালয়ে বা শিবালয়ে, তীর্থে বা নদীতটে গীতাপাঠ করেন তিনি নিশ্চিত সৌভাগ্যলাভ করেন। ২২। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতা শ্রবণে যেরূপ তৃপ্ত হন, বেদাধ্যয়ন, দান, ব্রত, যজ্ঞ ও তীর্থানুগমনাদি কোন কর্ম্মের দ্বারাই সেরূপ তৃপ্তিলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাং লভেৎ ॥২৪॥ গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে। ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥২৫॥ যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্। শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥২৬॥ গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ। বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥২৭॥ যশঃসৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥২৮॥ অভিচারোদ্ভবং দুঃখ বরশাপাগতঞ্চ যৎ। নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনা গৃহে ॥২৯॥ তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ। ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥৩০॥ বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন। লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥৩১॥ জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ। প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ। স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥৩২॥ মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ। ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥৩৩॥ অনাচারোদ্ভবং

করেন না। ২৩। যিনি ভক্তির সহিত গীতা পাঠ করেন, বেদ, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার অধ্যয়ন করা হয়। ২৪। যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রাম সম্মুখে সাধুমহাত্মগণের নিকটে, যজ্ঞক্ষেত্রে কিংবা ভক্তসমীপে যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। ২৫। যিনি প্রতিদিন নিয়মিত গীতা পাঠ করেন, অশ্বমেধাদি যজ্ঞসকল, দক্ষিণাদানসহ তাঁহার করা হইয়া থাকে। ২৬। যিনি গীতার পরমার্থ শ্রবণ করেন বা কীর্ত্তন করেন, কিংবা ভক্তিমান্ ব্যক্তিদ্বারা সাধারণের হিতার্থ গীতব্যাখ্যার ব্যবস্থা করেন, তিনি পরমা গতিলাভ করেন। ২৭। যিনি সাদরে বিশুদ্ধ গীতাপুস্তক দান করেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার প্রেয়সী হন। ২৮। তাঁহার যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্যলাভ হয় এবং তিনি ভার্য্যাগণের প্রিয় হইয়া থাকেন ॥২৯॥ যে গৃহে গীতার পূজা হয়, তথায় অভিশাপ বা হিংসাদিজনিত দুঃখ প্রবেশ করিতে পারে না। ৩০। তথায় ত্রিতাপ বা পীড়া প্রবেশ করিতে পারে না ;:তথায় অভিশাপ, পাপানুষ্ঠান বা নরকভোগাদি দুর্গতি উপস্থিত হয় না ।৩১।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ। অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥৩৪॥ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ। তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ॥৩৫॥ সর্ব্বত্র প্রতিভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ। গীতা পাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥৩৬॥ রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ। গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥৩৭॥ যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা। স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥৩৮॥ দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি। স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥৩৯॥ গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে। তত্র সর্ব্বানি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥৪০॥ নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা। সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥৪১॥ গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদ ধ্রুবপার্ষদৈঃ। সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥৪২॥ যত্র গীতাবিচারশ্চ পাঠনং পঠনং তথা। মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকাসহ ॥৪৩॥ শ্রীকৃষ্ণো ভগবানুবাচ। গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।

গীতার্চ্চনকারীর শরীরে বিস্ফোটকাদি উদ্ভূত হয় না; তিনি শ্রীকৃষ্ণপদে অব্যভিচারিণী দাস্যা ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ৩২। গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণীর প্রীতি আকর্ষণ করেন এবং প্রারব্ধ ভোগ করিতে থাকিলেও তিনি মুক্ত, তিনি সুখী এবং কোনপ্রকার কর্ম্মফলই আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩৩। গীতাধ্যায়ী ব্যক্তি মহাপাপ করিলেও জল যেমন পদ্মপত্রকে লিপ্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই পাপফল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩৪। নিয়মিত গীতাপাঠের দ্বারা অনাচার, দুর্ব্বাক্য, অভক্ষ্যভক্ষণ এবং অস্পৃশ্যস্পর্শজনিত পাপসকল নাশ প্রাপ্ত হয়। ৩৫। গীতাপাঠের দ্বারা জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত যাবতীয় ইন্দ্রিয়সম্ভূত পাপই নষ্ট হইয়া যায়। ৩৬। গীতাধ্যয়নকারী ব্যক্তি সকলের অন্নভোজন ও সকলের নিকটে দানগ্রহণ করিলেও পাপগ্রস্ত হন না। ৩৭। যদি অন্যায় করিয়াও কেহ ধনরত্নপূর্ণা বসুন্ধরা অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কেবলমাত্র গীতাপাঠের দ্বারাই তিনি পাপমুক্ত হইয়া শুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল হইতে পারিবেন। ৩৮। যাঁহার অন্তঃকরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥৪৪॥ গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্। গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমোগুরুঃ ॥৪৫॥ গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্। গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥৪৬॥ গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ। অর্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥৪৭॥ গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব। কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥৪৮॥ গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা। ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥৪৯॥ অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী। বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০॥ ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ। জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্॥৫১॥ পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধপাঠমাচরেৎ। তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫২॥ ত্রিভাগং

সতত গীতার পরমার্থের স্মৃতিসহ জড়িত, তিনিই সাগ্নিক, জাপক, ক্রিয়াবান্ এবং পণ্ডিত। ৩৯। তিনিই সকলের দর্শনযোগ্য, ধনবান্,জ্ঞানী, যোগী, যাজ্ঞিক, যাজক এবং বেদজ্ঞ। ৪০। গীতাগ্রন্থ যেখানে নিত্য পঠিত হয়, সেই স্থানই প্রয়াগাদি সর্ব্বতীর্থময়। ৪১। গীতাধ্যয়নে যাঁহার সতত প্রবৃত্তি, তাঁহার শরীরে সমস্ত দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং যোগিগণ রক্ষকরূপে বাস করেন এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহাকে ত্যাগ করেন না। ৪২। যেখানে গীতার অধ্যয়ন হয় সে স্থানে বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ, নারদ ও ধ্রুবাদি পার্ষদগণের সহিত বিরাজ করেন। ৪৩। যেখানে গীতার অর্থ বিচারসহ পঠন ও পাঠনাদি হইয়া থাকে, সেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকাসহ সানন্দে অবস্থিতি করেন। গীতা সম্বন্ধে ভগবান্ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন—৪৪। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! গীতাই আমার হৃদয়, সারতত্ত্ব এবং সর্ব্বোত্তম অব্যয়জ্ঞান। ৪৫। গীতাই আমার উত্তম আশ্রয়, আমার পরম পদ, আমার গুপ্ত রহস্য এবং আমার পরম গুরু। ৪৬। আমি গীতাকে আশ্রয় করিয়াই থাকি, গীতাই আমার মন্দির এবং গীতাজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই আমি ত্রিভুবন পালন করি। ৪৭। গীতাই আমার ব্রহ্মতত্ত্বপ্রদায়িনী পরমা বিদ্যা;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঠমানস্তু সোমযাগ ফলং লভেৎ। ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥৫৩॥ তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্। ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎ ধ্রুবম্ ॥৫৪॥ একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ। রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥৫৫॥ অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ। প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥৫৬॥ গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্। ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ। চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥৫৭॥ গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ। স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥৫৮॥ গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ। মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯॥ গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ। বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬০॥

অনির্ব্বচনীয় পদাত্মিকা গীতা, অর্দ্ধমাত্রা। ৪৮। হে অর্জ্জুন! গীতাকে যে যে নামে অভিহিত করিতে পারা যায়, তাহা আমি তোমার নিকটে ব্যক্ত করিতেছি, এই নাম সকল কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস পায়। ৪৯।৫০। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী। অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। ৫১। লোকে যদি স্থির চিত্তে এই নামগুলি জপ করে, তাহা হইলে জ্ঞান সিদ্ধিলাভ করিয়া দেহান্তে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ৫২। সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করিতে না পারিয়া অর্দ্ধমাত্র পাঠ করিলেও গো দানের ফললাভ করা যায়। ৫৩। তিন ভাগের একভাগ পাঠ করিলে সোমযজ্ঞের এবং ছয় ভাগের এক ভাগ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিতে পারা যায়। ৫৪। যিনি প্রতিদিন দুই অধ্যায় করিয়া অবশ্য পাঠ করেন, তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন ও এককল্প তথায় বাস করেন। ৫৫। ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রত্যহ এক অধ্যায় পাঠ করিলে, রুদ্রলোকে গমনকরতঃ চিরদিন গণরূপে তথায় বাস করিতে পারা যায়। ৫৬। প্রত্যহ গীতার অর্দ্ধ অধ্যায় বা এক অধ্যায়ের চতুর্থাংশ পাঠে রবিলোক প্রাপ্ত হইয়া, শত মন্বন্তর তথায় বাস করিতে পারেন। ৫৭। প্রতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ। গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥৬১॥ গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ। যদ্যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ। তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥৬২॥ পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি। সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্‌যান্তি স্বর্গতিম্ ॥৬৩॥ গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ। পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥৬৪॥ গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্। কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥৬৫॥ পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥৬৬॥ শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তি দুর্লভম্ ॥৬৭॥ গীতাদান-

---

দিন গীতার দশটী, পাঁচটী, চারিটী, তিনটী, দুইটী, একটী বা অর্দ্ধ শ্লোক পাঠেও অযুত বর্ষ চন্দ্রলোকে বাস করিতে পারা যায়। ৫৮। গীতার এক অধ্যায়ের বা একটী শ্লোকের কিংবা শ্লোকপাদমাত্রের অর্থ স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে, পরমপদ লাভ করা যায়। ৫৯। দেহত্যাগ কালে গীতার অর্থ শ্রবণ করিলে বা গীতা পাঠ করিলে, মহাপাতকীও পরিত্রাণ লাভ করে। ৬০। যিনি গীতাপুস্তক বক্ষে রাখিয়া, শরীর ত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিষ্ণুসহ আনন্দ উপভোগ করেন। ৬১। মৃত্যুকালে যদি গীতার এক অধ্যায়ও সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে নীচ যোনি প্রাপ্ত না হইয়া, মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণকরতঃ গীতাভ্যাসরত হইয়া অন্তে মুক্তিলাভ করেন। ৬২। মৃত্যুকালে মুখে, 'গীতা' এই শব্দটি উচ্চারণ করিলেও সদ্গতি লাভ হয়। কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত গীতা পঠিত হইলে, সেই কর্ম্ম সুসম্পন্ন ও সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। ৬৩। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের মঙ্গলোদ্দেশে গীতা পঠিত হইলে পিতৃগণ নরকবাস হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সানন্দে স্বর্গগত হন। ৬৪। শ্রাদ্ধতর্পিত পিতৃগণ গীতাপাঠ শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া, আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বর্গে গমন করেন। ৬৫। ধেনুপুচ্ছ অর্থাৎ চামরসহ গীতা দান করিলে, সম্যক্ কৃতকৃত্য হওয়া যায়। ৬৬। স্বর্ণসহ গীতাপুস্তক, বিদ্বান্ বিপ্রকে দান করিলে, আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ৬৭। একশত গীতা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ। বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬৮॥ সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ। তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥৬৯॥ দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু ভারত। ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্। হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥৭০॥ জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ। পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥৭১॥ গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ। নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥৭২॥ গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ। জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্ম স্বরূপিণী ॥৭৩॥ যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥৭৪॥ অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে। কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥৭৫॥ গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ। স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥৭৬॥ চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ। ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ

পুস্তক দান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় এবং পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না। ৬৮। গীতাদানের পুণ্যফলে, সপ্তকল্প পরিমিত কাল, বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুসহ আনন্দভোগ করা যায়। ৬৯। গীতার্থ শ্রবণকরতঃ গীতা দান করিলে, ভগবান্ তুষ্ট হইয়া ইহলোকে বাঞ্ছিত ফল দান করেন। ৭০। চারি বর্ণের নরনারীগণের মধ্যে যে সুধাময়ী গীতা পাঠ বা শ্রবণ না করে,সে সুধা পরিত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করে। ৭১। সংসারতাপে কাতর ব্যক্তি, গীতার অর্থাবগতির সহিত গীতা পাঠ করিলে, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদানন্দ লাভ করেন। ৭২। গীতাজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই, জনকাদি রাজর্ষিগণ, মালিন্যমুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করিয়াছেন। ৭৩। ব্রহ্ম-স্বরূপিণী গীতা, গীতাপাঠক ও গীতাজ্ঞানী, উভয়ের নিকটেই সমান। ৭৪। যে ব্যক্তি গর্ব্বাভিমানে অন্ধ হইয়া গীতা নিন্দা করে, সে মূঢ়ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। ৭৫। গীতাবাক্যে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কল্পান্ত পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। ৭৬। গীতার অর্থ ব্যাখ্যা হইতেছে দেখিয়াও, যে ব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃথা ভবেৎ ॥৭৭॥ যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ। নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥৭৮॥ গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা। নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥৭৯॥ বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ। অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥৮০॥ সূত উবাচ। মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্। গীতান্তে পঠতে যস্তু তথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥৮১॥ গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ। বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥৮২॥ এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ। শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥৮৩॥ শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ। তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥৮৪॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

অশ্রদ্ধা করিয়া তাহা শ্রবণ না করে, সে ব্যক্তি বহুজন্ম শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৭। গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনিয়া পাঠ করিলে কোন ফলই প্রাপ্ত হয় না। ৭৮। গীতার পরমার্থ জ্ঞাত না হইয়া যে ব্যক্তি পরমা গতিলাভে সচেষ্ট হয়, তাহার সেই চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। ৭৯।৮০। গীতা শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ তৃপ্ত হউন, এই উদ্দেশ্যে স্বর্ণ, উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য পটবস্ত্র ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদন ও ব্যাখ্যাকর্ত্তাকে বহুবিধ সামগ্রী ও বস্ত্রাদি দান করা কর্ত্তব্য। ৮১। সূত কহিলেন, যিনি শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত এই গীতা পাঠ করিয়া, পরে মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি সুফলভাগী হন। ৮২। গীতা পাঠান্তে মাহাত্ম্য পাঠ না করা বৃথা পরিশ্রমে পরিণত হয়। ৮৩ যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাহাত্ম্যসহ গীতা পাঠ করেন ও যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহারা পরমা গতি লাভ করেন। ৮৪। অর্থসহ গীতা শ্রবণ করিয়া, যিনি মাহাত্ম্যও শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল ইহলোকে সুখপ্রদ হয়। ইতি গীতামাহাত্ম্য সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—পরিশিষ্ট—

শ্লোকসূচী

(বর্ণানুক্রমে)

	অধ্যায়	শ্লোক
অ		
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি	২	৩৪
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং	৮	৩
অক্ষরাণামকারোঽস্মি	১০	৩৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ	৮	২৪
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্	২	২৪
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা	৪	৬
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ	৪	৪১
অত্র শূরা মহেষ্বাসাঃ	১	৪
অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্	৩	৩৬
অথ চিত্তং সমাধাতুং	১২	৯
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং	২	৩৩
অথ চৈনং নিত্যজাতং	২	২৬
অথবা যোগিনামেব	৬	৪২
অথবা বহুনৈতেন	১০	৪২
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা	১	২০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি	১২	১১
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি	১১	৪৫
অদেশকালে যদ্দানম্	১৭	২২
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্	১২	১৩
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা	১৮	৩২
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ	১	৪০
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য	১৫	২
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ	৮	৪
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র	৮	২
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা	১৮	১৪
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্	১৩	১১
অধ্যেষ্যতে চ য ইমম্	১৮	৭০
অনন্তবিজয়ং রাজা	১	১৬
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং	১০	২৯
অনন্যচেতাঃ সততং	৮	১৪
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্	৯	২২
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ	১২	১৬
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ	১৩	৩১
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যম্	১১	১৯
অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলম্	৬	১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ	১৮	১২
অনুদ্বেগকরং বাক্যম্	১৭	১৫
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্	১৮	২৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ	১৬	১৬
অনেকবক্ত্রনয়নম্	১১	১০
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্	১১	১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক		অধ্যায়	শ্লোক
অন্তকালে চ মামেব	৮	৫	অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু	১৩	১৬
অন্তবত্তু ফলং তেষাম্	৭	২৩	অব্যক্তাদীনি ভূতানি	২	২৮
অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ	২	১৮	অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ	৮	১৮
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি	৩	১৪	অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তঃ	৮	২১
অন্যে চ বহবঃ শূরা	১	৯	অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম্	২	২৫
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ	১৩	২৫	অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং	৬	২৪
অপরং ভবতো জন্ম	৪	৪	অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং	১৭	৫
অপরে নিয়তাহারাঃ	৪	৩০	অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং	২	১১
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাম্	৭	৫	অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ	৯	৩
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং	১	১০	অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং	১৭	২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং	৪	২৯	অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং	১০	২৬
অপি চেৎ সুদুরাচারো	৯	৩০	অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র	১৮	৪৯
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ	৪	৩৭	অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ	১৩	৯
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য	১	৩৫	অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে	১৬	৮
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ	১৪	১৩	অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ	১৬	১৪
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো	১৭	১১	অসংযতাত্মনা যোগো	৬	৩৬
অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ	১৬	১	অসংশয়ং মহাবাহো	৬	৩৫
অভিসন্ধায় তু ফলম্	১৭	১২	অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে	১	৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন	৮	৮	অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ	১৬	১৮
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি	১২	১০			
অমানিত্বমদম্ভিত্বম্	১৩	৭	অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং	১৮	৫৩
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য	১১	২৬			
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘাঃ	১১	২১	অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ	৯	১৬
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো	৬	৩৭	অহমাত্মা গুড়াকেশ	১০	২০
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু	১	১১	অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা	১৫	১৪
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ	১৮	২৮	অহং সর্ব্বস্য প্রভবো	১০	৮
অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ	৯	১১	অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং	৯	২৪
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্	২	৩৬	অহিংসা সত্যমক্রোধঃ	১৬	২
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি	২	১৭	অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ	১০	৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক
অহোবত মহৎ পাপম্	১	৪৪
আ		
আখ্যাহি মে কো ভবান্	১১	৩১
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি	১৬	১৫
আত্মসম্ভাবিতা: স্তব্ধা	১৬	১৭
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র	৬	৩২
আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ	১০	২১
আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠম্	২	৭০
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ	৮	১৬
আয়ুধানামহং বজ্রং	১০	২৮
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যম্	১৭	৮
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং	৬	৩
আবৃতং জ্ঞানমেতেন	৩	৩৯
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ	১৬	১২
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্	২	২৯
আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ	১৬	২০
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্ত	১৭	৭
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে	১০	১৩
ই		
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন	৭	২৭
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখম্	১৩	৬
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং	১৩	১৮
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্	১৫	২০
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতম্	১৮	৬৩
ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবঃ	১১	৫০
ইত্যহং বাসুদেবস্য	১৮	৭৪
ইদন্তু তে গুহ্যতমম্	৯	১
ইদন্তে নাতপস্কায়	১৮	৬৭
ইদমদ্য ময়া লব্ধম	১৬	১৩
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য	১৪	২
ইদং শরীরং কৌন্তেয়	১৩	১
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে	৩	৩৪
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাম্	২	৬৭
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ	৩	৪২
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ	৩	৪০
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্	১৩	৮
ইমং বিবস্বতে যোগম্	৪	১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবাঃ	৩	১২
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নম্	১১	৭
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গঃ	৫	১৯
ঈ		
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং	১৮	৬১
উ		
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাম্	১০	২৭
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি	১৫	১০
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ	১৫	১৭
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাম্	১	৪৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা	৩	২৪
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে	৭	১৮
উদাসীনবদাসীনো	১৪	২৩
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্	৬	৫
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ	১৩	২২
ঊ		
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ	১৪	১৮
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্	১৫	১
ঋ		
ঋষিভির্বহুধা গীতম্	১৩	৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক
এ		
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য	১১	৩৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি	৭	৬
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ	৬	৩৯
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি	১৮	৬
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য	১৬	৯
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ	১০	৭
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়	১৬	২২
এবমুক্তো হৃষীকেশো	১	২৪
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্	১১	৯
এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে	১	৪৬
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশম্	২	৯
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বম্	১১	৩
এবম্ জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম	৪	১৫
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্	৪	২
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং	৩	১৬
এবং বহুবিধা যজ্ঞা	৪	৩৩
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা	৩	৪৩
এবং সততযুক্তা যে	১২	১
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে	২	৩৯
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ	২	৭২
ও		
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম	৮	১৩
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো	১৭	২৩
ক		
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ	১৮	৭২
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ	৬	৩৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ	১৭	৯
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ	১	৩৮

	অধ্যায়	শ্লোক
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে	২	৪
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং	১০	১৭
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি	২	৫১
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ	১৪	১৬
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্	৩	২০
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যম্	৪	১৭
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ	৪	১৮
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে	২	৪৭
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি	৩	১৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য	৩	৬
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং	১৭	৬
কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্	৮	৯
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্	১১	৩৭
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিম্	৪	১২
কাম এষ ক্রোধ এষঃ	৩	৩৭
কামক্রোধবিযুক্তানাম্	৫	২৬
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরম্	১৬	১০
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ	২	৪৩
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ	৭	২০
কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসম্	১৮	২
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা	৫	১১
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ	২	৭
কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে	১৩	২০
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম	১৮	৯
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ	১১	৩২
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ	১	১৭
কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি	৪	১৬
কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মম্	৮	১
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ	১	৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ	৯	৩৩
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্	১১	৪৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ	১১	১৭
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদম্	২	২
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি	১	৩৯
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যম্	১৮	৪৪
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতান্	১৪	২১
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ	২	৬৩
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্	১২	৫
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থঃ	২	৩
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা	৯	৩১
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবম্	১৩	৩৪
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি	১৩	২
গ		
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য	৪	২৩
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী	৯	১৮
গামাবিশ্য চ ভূতানি	১৫	১৩
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্	১৪	২০
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্	২	৫
চ		
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ	৬	৩৪
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং	৭	১৬
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং	৪	১৩
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ	১৬	১১
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি	১৮	৫৭
জ		
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্	৪	৯
জরামরণমোক্ষায়	৭	২৯
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু	২	২৭

	অধ্যায়	শ্লোক
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য	৬	৭
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে	৯	১৫
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা	৬	৮
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ	১৮	১৯
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা	১৮	১৮
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানম্	৭	২
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানম্	৫	১৬
জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি	১৩	১২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী	৫	৩
জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে	৩	১
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ	১৩	১৭
ত		
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে	১	৩৩
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৭
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্	১৫	৪
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ	১	১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে	১	১৪
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো	১১	১৪
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ	১৩	৩
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো	৩	২৮
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং	৬	৪৩
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ	১৪	৬
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ	১	২৬
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং	১১	১৩
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা	৬	১২
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারম্	১৮	১৬
তদিত্যনভিসন্ধায়	১৭	২৫
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন	৪	৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ	৫	১৭
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী	৬	৪৬
তপাম্যহমহং বর্ষং	৯	১৯
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি	১৪	৮
তমুবাচ হৃষীকেশো	২	১০
তমেব শরণং গচ্ছ	১৮	৬২
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে	১৬	২৪
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়	১১	৪৪
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ	৩	৪১
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব	১১	৩৩
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু	৮	৭
তস্মাদসক্তঃ সততম্	৩	১৯
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতম্	৪	৪৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য	১৭	২৪
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো	২	৬৮
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষম্	১	১২
তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্	২	১
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগং	৬	২৩
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্	১৬	১৯
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ	১	২৭
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য	২	৬১
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী	১২	১৯
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্	১৬	৩
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকম্	৯	২১
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা	১২	৭
তেষাং সততযুক্তানাং	১০	১০
তেষামেবানুকম্পার্থং	১০	১১
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত	৭	১৭
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্	৪	২০

	অধ্যায়	শ্লোক
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে	১৮	৩
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ	৭	১৩
ত্রিবিধং নরকস্যেদম্	১৬	২১
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা	১৭	২
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ	২	৪৫
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ	৯	২০
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্	১১	১৮
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ	১১	৩৮
দ		
দণ্ডো দময়তামস্মি	১০	৩৮
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ	১৬	৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে	১১	২৫
দাতব্যমিতি যদ্দানম্	১৭	২০
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য	১১	১২
দিব্যমাল্যাম্বরধরম্	১১	১১
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম	১৮	৮
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ	২	৫৬
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম	২	৪৯
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্	১	২
দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং	১১	৫১
দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ	১	২৮
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ	১৭	১৪
দেবান্ ভাবয়তানেন	৩	১১
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে	২	১৩
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ম্	২	৩০
দৈবমেবাপরে যজ্ঞম্	৪	২৫
দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়	১৬	৫
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী	৭	১৪
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাম্	১	৪২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরম্	১১	২০
দ্যূতং ছলয়তামস্মি	১০	৩৬
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞাঃ	৪	২৮
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ	১	১৮
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ	১১	৩৪
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে	১৫	১৬
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্	১৬	৬
ধ		
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	১	১
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ	৩	৩৮
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ	৮	২৫
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে	১৮	৩৩
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ	১	৫
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি	১৩	২৪
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ	২	৬২
ন		
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি	৫	১৪
ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ	৩	৪
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু	১৮	৬৯
ন চ মৎস্থানি ভূতানি	৯	৫
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি	৯	৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুম্	১	৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি	১	৩১
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো	২	৬
ন জায়তে ম্রিয়তে বা	২	২০
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা	১৮	৪০
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো	১৫	৬
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্	১১	৮
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং	২	১২

	অধ্যায়	শ্লোক
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম	১৮	১০
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য	৫	২০
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ	৩	২৬
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং	১১	২৪
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে	১১	৪০
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি	৪	১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ	৭	১৫
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং	৩	২২
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ	১০	২
ন রূপমস্যেহ তথো	১৫	৩
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ	১১	৪৮
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা	১৮	৭৩
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি	৩	৫
ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্	৪	৩৯
ন হি দেহভৃতা শক্যম্	১৮	১১
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ	২	৮
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি	৬	১৬
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপম্	৫	১৫
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাম্	১০	৪০
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারম্	১৪	১৯
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য	৪	৩২
নাসতো বিদ্যতে ভাবো	২	১৬
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য	২	৬৬
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য	৭	২৫
নাহং বেদৈর্ন তপসা	১১	৫৩
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ	১৮	৭
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্	৩	৮
নিয়তং সঙ্গরহিতং	১৮	২৩
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা	৪	২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক
নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা	১৫	৫
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র	১৮	৪
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি	২	৪০
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্	৮	২৭
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি	২	২৩
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি	৫	৮
নৈব তস্য কৃতেনার্থো	৩	১৮
প		
পঞ্চৈমানি মহাবাহো	১৮	১৩
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্	৯	২৬
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো	৮	২০
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম	১০	১২
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪	১
পরিত্রাণায় সাধূনাম	৪	৮
পবনঃ পবতামস্মি	১০	৩১
পশ্য মে পার্থ রূপাণি	১১	৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্	১১	৬
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব	১১	১৫
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্	১	৩
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো	১	১৫
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্	১	৩৬
পার্থ নৈবেহ নামুত্র	৬	৪০
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য	১১	৪৩
পিতামহস্য জগতো	৯	১৭
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ	৭	৯
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি	১৩	২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ	৮	২২
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাম্	১০	২৪
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব	৬	৪৪

	অধ্যায়	শ্লোক
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানম্	১৮	২১
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ	১৪	২২
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব	১৩	১৯
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য	৯	৮
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ	৩	২৯
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি	৩	২৭
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি	১৩	২৯
প্রজহাতি যদা কামান্	২	৫৫
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু	৬	৪৫
প্রয়াণকালে মনসাচলেন	৮	১০
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্	৫	৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা	১৬	৭
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যা	১৮	৩০
প্রশান্তমনসং হ্যেনং	৬	২৭
প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ	৬	১৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং	২	৬৫
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাম্	১০	৩০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোকান্	৬	৪১
ব		
বলং বলবতামস্মি	৭	১১
বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্	১৩	১৫
বহূনাং জন্মনামন্তে	৭	১৯
বহূনি মে ব্যতীতানি	৪	৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য	৬	৬
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা	৫	২১
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং	৭	১০
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ	২	৫০
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহ	১০	৪
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব	১৮	২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক		অধ্যায়	শ্লোক
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ	১৮	৫১	মন্যসে যদি তচ্ছক্যম্	১১	৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাম্	১০	৩৫	মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম	১৪	৩
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্	১৪	২৭	মমৈবাংশো জীবলোকে	১৫	৭
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি	৫	১০	ময়া ততমিদং সর্ব্বং	৯	৪
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা	১৮	৫৪	ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদম্	১১	৪৭
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ	৪	২৪	ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ	৯	১০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং	১৮	৪১	ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি	৩	৩০
ভ			ময়ি চানন্যযোগেন	১৩	১০
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ	১১	৫৪	ময্যাবেশ্য মনো যে মাম্	১২	২
ভক্ত্যা মামভিজানাতি	১৮	৫৫	ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ	৭	১
ভয়াদ্রণাদুপরতম্	২	৩৫	ময্যেব মন আধৎস্ব	১২	৮
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ	১	৮	মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে	১০	৬
ভবাপায়ৌ হি ভূতানাম্	১১	২	মহর্ষীণাং ভৃগুরহং	১০	২৫
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ	১	২৫	মহাত্মানস্তু মাং পার্থ	৯	১৩
ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্	৮	১৯	মহাভূতান্যহঙ্কারো	১৩	৫
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ	৭	৪	মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ	১৪	২৬
ভূয় এব মহাবাহো	১০	১	মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ	১	৩৪
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্	৫	২৯	মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়	১১	৪৯
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাম্	২	৪৪	মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়	২	১৪
ম			মানাপমানয়োস্তুল্যঃ	১৪	২৫
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি	১৮	৫৮	মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম	৮	১৫
মচ্চিত্ত মদ্‌গতপ্রাণাঃ	১০	৯	মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য	৯	৩২
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো	১১	৫৫	মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী	১৮	২৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ	৭	৭	মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ	১৭	১৯
মদনুগ্রহায় পরমং	১১	১	মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহম্	১০	৩৪
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বম্	১৭	১৬	মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো	৯	১২
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু	৭	৩	য		
মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো	৯	৩৪	য ইমং পরমং গুহ্যম্	১৮	৬৮
মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো	১৮	৬৫	য এনং বেত্তি হন্তারম্	২	১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক		অধ্যায়	শ্লোক
য এবং বেত্তি পুরুষম্	১৩	২৩	যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিঃ	৪	৩৮
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাম্	১০	৩৯	যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি	৮	১১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতঃ	১১	৪২	যদগ্রে চানুবন্ধে চ	১৮	৩৯
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্	১৭	৪	যদহঙ্কারমাশ্রিত্য	১৮	৫৯
যজ্ঞঃ দান তপঃ কর্ম্ম	১৮	৫	যদা তে মোহকলিলম্	২	৫২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো	৩	১৩	যদাদিত্যগতং তেজো	১৫	১২
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র	৩	৯	যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্	১৩	৩০
যজ্ঞে তপসি দানে চ	১৭	২৭	যদা যদা হি ধর্ম্মস্য	৪	৭
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্	৪	৩৬	যদা বিনিয়তং চিত্তং	৬	১৮
যততো হ্যপি কৌন্তেয়	২	৬০	যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু	১৪	১৪
যতন্তো যোগিনশ্চৈনম্	১৫	১১	যদা সংহরতে চায়ম্	২	৫৮
যতঃপ্রবৃত্তির্ভূতানাম্	১৮	৪৬	যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু	৬	৪
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ	৫	২৮	যদি মামপ্রতীকারম্	১	৪৫
যতো যতো নিশ্চরতি	৬	২৬	যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ম্	৩	২৩
যৎ করোষি যদশ্নাসি	৯	২৭	যদৃচ্ছয়া চোপপন্নম্	২	৩২
যত্তদগ্রে বিষমিব	১৮	৩৭	যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো	৪	২২
যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম	১৮	২৪	যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ	৩	২১
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্	১৮	২২	যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বম্	১০	৪১
যৎ তু প্রত্যুপকারার্থম্	১৭	২১	যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি	১	৩৭
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্	৮	২৩	যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্	১৮	৩৪
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ	১৮	৭৮	যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ	১৮	৩১
যত্রোপরমতে চিত্তম্	৬	২০	যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকম্	১৮	৩৫
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্	৫	৫	যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ	৩	১৭
যথাকাশস্থিতো নিত্যম্	৯	৬	যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা	৩	৭
যথা দীপো নিবাতস্থো	৬	১৯	যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহম্	১৫	১৮
যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগা	১১	২৮	যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ	১২	১৫
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	১৩	৩৩	যস্য নাহংকৃতোভাব	১৮	১৭
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনম্	১১	২৯	যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ	৪	১৯
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ	১৩	৩২	যং যং বাপি স্মরন্ ভাবম্	৮	৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক		অধ্যায়	শ্লোক
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভম্	৬	২২	যে হি সংস্পর্শজা ভোগা	৫	২২
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ	৬	২	যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা	৫	৭
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে	২	১৫	যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণম্	৪	৪২
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৬	২৩	যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি	২	৪৮
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহঃ	২	৫৭	যোগিনামপি সর্ব্বেষাম্	৬	৪৭
যাতযামং গতরসম্	১৭	১০	যোগী যুঞ্জীত সততং	৬	১০
যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্	২	৬৯	যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং	১	২৩
যান্তি দেবব্রতা দেবান্	৯	২৫	যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি	১২	১৭
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্	২	৪২	যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ	৫	২৪
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ	১৩	২৬	যো মামজমনাদিঞ্চ	১০	৩
যাবদেতান্নিরীক্ষ্যেঽহম্	১	২২	যো মামেবমসংমূঢ়ো	১৫	১৯
যাবানর্থ উদপানে	২	৪৬	যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র	৬	৩০
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা	৫	১২	যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ	৭	২১
যুক্তাহার বিহারস্য	৬	১৭	যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া	৬	৩৩
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানস	৬	১৫	**র**		
			রজসি প্রলয়ং গত্বা	১৪	১৫
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষ	৬	২৮	রজস্তমশ্চাভিভূয়	১৪	১০
			রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি	১৪	৭
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ	১	৬	রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়	৭	৮
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা	৭	১২	রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু	২	৬৪
যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং	১২	২০	রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ	১৮	২৭
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি	১২	৬	রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৬
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যম্	১২	৩	রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্	৯	২
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তঃ	৩	৩২	রুদ্রানাং শঙ্করশ্চাস্মি	১০	২৩
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ	৯	২৩	রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ	১১	২২
যে মে মতমিদং নিত্যম্	৩	৩১	রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রম্	১১	২৩
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে	৪	১১	**ল**		
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৭	১	লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণম্	৫	২৫
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং	৭	২৮	লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ	১১	৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক
লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধানিষ্ঠা	৩	৩
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ	১৪	১২
ব		
বক্তুমর্হস্যশেষেণ	১০	১৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা	১১	২৭
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ	১১	৩৯
বাসাংসি জীর্ণানি যথা	২	২২
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে	৫	১৮
বিধিহীনমসৃষ্টান্নম্	১৭	১৩
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী	১৮	৫২
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে	২	৫৯
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ	১৮	৩৮
বিস্তরেণাত্মনো যোগম্	১০	১৮
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্	২	৭১
বীতরাগভয়ক্রোধা	৪	১০
বৃষ্ণীণাং বসুদেবোঽস্মি	১০	৩৭
বেদাবিনাশিনং নিত্যম্	২	২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি	১০	২২
বেদাহং সমতীতানি	৭	২৬
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব	৮	২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে	১	২৯
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ	২	৪১
ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন	৩	২
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্	১৮	৭৫
শ		
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুম	৫	২৩
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ	৬	২৫
শমোদমস্তপঃশৌচম্	১৮	৪২
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ	১৮	১৫
শরীরং যদবাপ্নোতি	১৫	৮
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে	৮	২৬
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য	৬	১১
শুভাশুভফলৈরেবম্	৯	২৮
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যম্	১৮	৪৩
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তম্	১৭	১৭
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ	১৮	৭১
শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানম্	৪	৪০
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে	২	৫৩
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাৎ	৪	৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ	৩	৩৫
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ	১৮	৪৭
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ	১২	১২
শ্রোত্রাদিনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে	৪	২৬
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ	১৫	৯
স		
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য	৪	৩
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসঃ	৩	২৫
সখেতি মত্বা প্রসভম্	১১	৪১
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাম্	১	১৯
সঙ্করো নরকায়ৈব	১	৪১
সঙ্কল্প প্রভবান্ কামান্	৬	২৪
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাম্	৯	১৪
স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তঃ	৭	২২
সৎকারমানপূজার্থম্	১৭	১৮
সত্ত্বং রজস্তম ইতি	১৪	৫
সত্ত্বং সুখে সংজয়তি	১৪	৯
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্	১৪	১৭
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য	১৭	৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অধ্যায়	শ্লোক
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা	৫	১৩
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা	১৮	৫৬
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ	১৮	৬৪
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ	১৩	১৩
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য	৮	১২
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্	১৪	১১
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য	১৮	৬৬
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্	৬	২৯
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাম্	৬	৩১
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয়	৯	৭
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ	৩	৩৩
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ	১৭	২৬
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী	১২	১৪
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো	৫	৬
সন্ন্যাসস্য মহাবাহো	১৮	১
সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ	৫	১
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ	৫	২
সমদুঃখসুখ স্বস্থঃ	১৪	২৪
সমং কায়শিরোগ্রীবম্	৬	১৩
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র	১৩	২৮
সমংসর্ব্বেষুভূতেষু	১৩	২৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ	১২	১৮
সমোহহং সর্ব্বভূতেষু	৯	২৯
সর্গানামাদিরন্তশ্চ	১০	৩২
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকম্	১৮	২০
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে	১০	১৪
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়	১৪	৪

	অধ্যায়	শ্লোক
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো	১৫	১৫
সর্ব্বানীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি	৪	২৭
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং	১৩	১৪
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদঃ	৪	৩১
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়	১৮	৪৮
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা	৩	১০
সহস্রযুগপর্য্যন্তম্	৮	১৭
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামম্	১২	৪
সাধিভূতাধিদৈবং মাম্	৭	৩০
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালা	৫	৪
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম	১৮	৫০
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা	২	৩৮
সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ	৬	২১
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধম্	১৮	৩৬
সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং	১১	৫২
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন	৬	৯
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে	১	২১
স্থানে হৃষীকেশ তব	১১	৩৬
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা	২	৫৪
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্	৫	২৭
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য	২	৩১
স্বভাবজেন কৌন্তেয়	১৮	৬০
স্বয়মেবাত্মনাত্মনম্	১০	১৫
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ	১৮	৪৫
হ		
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং	২	৩৭
হন্ত তে কথয়িষ্যামি	১০	১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীহরি

শরণম্ ।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

১৫ই শ্রাবণ, ১৩২৩।

সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বজনপ্রিয় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,—

আপনাদের প্রদত্ত শ্রীমৎ স্বামী উত্তমানন্দকৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ব্যাখ্যার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছি। তাহা অতি সরল ও সুন্দর হইয়াছে। গীতাপাঠক মাত্রেই ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয়।

বিনীত—

(স্বাক্ষর) শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহরি।

বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্,এ, বি,এল্, বেদান্তরত্ন মহাশয় এই গীতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

স্বামী উত্তমানন্দ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ভগবদ্গীতা আমি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি। স্বামীজি সম্প্রতি দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি সাধনশীল তত্ত্বদর্শী পুরুষ ছিলেন—তাঁহার গীতা-ব্যাখ্যা পড়িলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। গীতা-পাঠকের পক্ষে তাঁহার ব্যাখ্যা পরম উপকারী। তাঁহার ব্যাখ্যাপুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ইতি ১৫ই ফাল্গুন, ১৩২৩।

(স্বাক্ষর) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	২য়	৭	৩য়	যচ্ছেয়	যচ্ছেয়ঃ
৬৭	৩য়	৯	২য়	সমাচরঃ	সমাচর
১১৮	৪র্থ	৪২ (অন্বয়)	৩য়	বেদায়ন্তবাক্যজনিত	বেদান্তবাক্যজনিত
১২৫	৫ম	৬ষ্ঠ (অন্বয়)	৩য়	আপ্তূং	আপ্তুং
১৫১	৬ষ্ঠ	২৩	২য়	ন নিশ্চয়েন	স নিশ্চয়েন
১৫১	৬ষ্ঠ	২৩ (অন্বয়)	১ম	তৎ দুঃখসংযোগ-বিয়োগং	তং দুঃখসংযোগ-বিয়োগং
১৫৮	৬ষ্ঠ	৩৫	১ম	দুর্নিগ্রহং	দুর্নিগ্রহং
১৫৯	৬ষ্ঠ	৩৬ (অন্বয়)	৫ম	অবাপ্তূং	অবাপ্তুং
১৬৪	৬ষ্ঠ	৪৩	২য়	"ভূয়ঃ"	"ভূয়ঃ"
২৪১	১০ম	১১	১ম	অজ্ঞানজঃ	অজ্ঞানজং
২৮৪	১১শ	৫৪ (অন্বয়)	৪র্থ	প্রবেষ্টূং চ	প্রবেষ্টুং চ
৩৪৬	১৪শ	২০	১ম	গুণানেতানতীত্য	গুণানেতানতীত্য
৩৪৭	১৪শ	২১	২য়	চৈত্তাংস্ত্রীন্	চৈতাংস্ত্রীন্
৩৭৯	১৬শ	২২	১ম	এতৈবিমুক্তঃ	এতৈর্বিমুক্তঃ
৩৯০	১৭শ	১৯	১ম	মূঢ়গ্রহেণাত্মনো	মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো
৩৯৭	১৮শ	৫	১ম	ত্যাজং	ত্যাজ্যং
৩৯৯	১৮শ	১০	২য়	সত্ত্বসমাশিষ্টো	সত্ত্বসমাবিষ্টো
৪৩৭	১৮শ	৭২	১ম	কচ্চিদেতচ্ছতং	কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং
৪৩৯	১৮শ	৭৫	১ম	ব্যাসপ্রসাদাচ্ছত-বানিমং	ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুত-বানিমং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৪৪	গীতামাহাত্ম্য	২৯	১ম	দুঃখ	দুঃখং
৪৪৫	,,	৩৬	১ম	প্রতিভুক্তা	প্রতিভুক্ত্বা
৪৪৫	,,	৩৬	১ম	গীতা পাঠং	গীতাপাঠং
৪৪৮	,,	৬২	১ম	গতিঃ	গতিং
৪৪৮	,,	৬৭	১ম	শতপূস্তকদানঞ্চ	শতপুস্তকদানঞ্চ
৪৪৯	,,	৭০	২য়	হস্তাত্ত্যক্ত্বাবামৃতং	হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং
৪৫১	পরিশিষ্ট	—		শ্লোকস্থটী	শ্লোকস্থচী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi